সুনান আবু দাউদ

১ম খণ্ড

সুনান আবু দাঊদ

[প্রথম খণ্ড]

سُنَنُ اَبِىْ دَاوُدَ

অনুবাদক

মাওলানা সাঈদ আহমদ এম. এম; এম. এ

সম্পাদনা

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

আলহাজ মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-843-029-0 set

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫

দ্বিতীয় প্রকাশ : রবিউস সানি ১৪৩৩
ফাল্গুন ১৪১৮
ফেব্রুয়ারি ২০১২

মুদ্রণে
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : তিনশত টাকা মাত্র

Sunan Abu Dawood Vol. 1 Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road (3rd floor) Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition December 2005 2nd Edition February 2012 Price Taka 300.00 only.

প্রকাশকের কথা

প্রধান ছয়টি সহীহ হাদীস সংকলনের তৃতীয়টি হচ্ছে সুনান আবু দাউদ। সহীহুল বুখারীর অনুবাদ বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে তুলে দেবার পর বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার সুনান আবু দাউদ প্রকাশনার কাজে হাত দেয়। বিভিন্ন সমস্যার কারণে তা ছাপা হতে দেরী হয়ে যায়। অবশেষে মহান আল্লাহর অনুগ্রহে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলো।

ইতিমধ্যে জামে আত-তিরমিযী ৬ খণ্ডে এবং সহীহ মুসলিমের প্রকাশনা ৮ খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া সুনান আন-নাসাঈর দু'টি খণ্ডের প্রকাশনা সম্পন্ন হয়েছে।

সুনান আবু দাউদ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তদুপরি মূল আরবীর সাথে অনুবাদের সামঞ্জস্য রক্ষার দিকে যথাসাধ্য নজর রাখা হয়েছে। প্রয়োজনীয় টীকা সংযোজন করা হয়েছে।

এই গ্রন্থে হাদীসের মূল পাঠে সকল রাবীর নামোল্লেখ করা হয়েছে এবং তরজমায় মূল বর্ণনাকারী অর্থাৎ সাহাবীর, ক্ষেত্রবিশেষে তাবিঈর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং অধস্তন রাবীদের নাম যোগ করা হয়নি।

বিদগ্ধ পাঠকদের চোখে এর কোন ভুলত্রুটি ধরা পড়লে তা আমাদেরকে জানাতে অনুরোধ করছি যাতে পরবর্তী সংস্করণে তা শুধরিয়ে নেয়া যায়।

সাথে সাথে অনুবাদকবৃন্দ, সম্পাদকদ্বয়, অত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এবং গ্রন্থখানি প্রকাশে বিভিন্ন পর্যায়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলকে মোবারকবাদ জানাই। কিতাবখানি পাঠ করে বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাগণ উপকৃত হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

সূচীপত্র

অধ্যায়-২ ঃ কিতাবুস সালাত (নামায)

ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জীবন ও কর্ম

সায়্যিদুল হুফ্ফাজ হযরত ইমাম আবু দাউদ (র)-র আসল নাম সুলাইমান ইবনুল আশ'য়াছ। তাঁর বংশের ৫ম ঊর্ধতন পুরুষ হযরত আমর ইবনে ইমরান সিফ্ফীন যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-র পক্ষে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেন (তারীখ ইবনে আসাকির, খ. ৬, পৃ. ২৪৪)। তিনি ২০২/৮১৭ সনে সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। মানচিত্রে সিজিস্তানের অবস্থান সম্পর্কে পণ্ডিতদের মতভেদ আছে। আল্লামা যাহাবীর মতে মাকরান ও সিন্ধের পাশে হিরাতের পশ্চাৎভূমিতে যে সিজিস্তান অবস্থিত সেখানেই ইমাম আবু দাউদ (র) জন্মগ্রহণ করেন। তবে অনেকে মনে করেন, এই সিজিস্তান বসরার একটি গ্রামের নাম (তাযকিরাতুল হুফ্ফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯৩)। এই মতানুসারে তিনি নির্ভেজাল আরবের আয্দী গোত্রের সন্তান। তিনি যেখানেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন, ইবনে আসাকির প্রমুখের মতে তিনি হিরাতে জীবনের এক পর্যায়ে বসবাস করেছিলেন (তারীখ ইবনে আসাকির, খ. ৬, পৃ. ২৪৪)।

ইমাম আবু দাউদ (র) জীবনের এক বিরাট অংশ জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করেন। দিমাশ্ক, মিসর, বসরা, কূফা, বাগদাদ, খুরাসান প্রভৃতি অঞ্চলে পৌঁছে তিনি সেখানকার আলিম, মুহাদ্দিস ও ফকীহ্দের নিকট থেকে জ্ঞান আহরণ করেন। একাধিকবার তিনি বাগদাদ গিয়েছেন। অবশেষে স্থায়ী আবাস হিসেবে তিনি বসরাকে বেছে নেন। এই বসরা শহরে ২৭৫/৮৮৯ সনের ১৬ শাওয়াল শুক্রবার ৭৩ বছর বয়সে তিনি ইনতিকাল করেন (তাযকিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯৩; উজালা-ই নাফিয়া, পৃ. ৪৯০; শাজারাতুয যাহাব, ২/১৬৭)।

ইমাম আবু দাউদের প্রখ্যাত কয়েকজন শিক্ষকের নাম ঃ আবু উমার আদ-দারীর, মুসলিম ইবনে ইবরাহীম, আল-কা'নাবী, আবদুল্লাহ ইবনে রাজা', আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসী, আহমাদ ইবনে ইউনুস, আবু জা'ফার আন-নুফাইলী, আবু তাওবা আল-হালাবী, সুলাইমান ইবনে হারব প্রমুখ (তাযকিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯১)। শায়খ আবু ইসহাক আশ-শীরাযী 'তাবাকাতুল ফুকাহা' গ্রন্থে ইমাম আবু দাউদকে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল-এর শাগরিদ বলে উল্লেখ করেছেন (শাজারাতুয যাহাব, খ. ২, পৃ. ১৬৭)।

হযরত ইমাম আবু দাউদের অসংখ্য ছাত্রের মধ্যে এখানে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হলো ঃ ইমাম তিরমিযী, ইমাম নাসাঈ, পুত্র আবু বাক্র ইবনে আবু দাউদ, আবু 'আওয়ানা, আবু বিশর আদ-দাওলাবী, আলী ইবনুল হাসান, আবু উসামা মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল মালিক, আবু সাঈদ ইবনুল 'আরাবী, আবু আলী আল-লু'লুঈ, আবু বাক্র ইবনে দাসাহ, আবু সালেম মুহাম্মাদ ইবনে সাঈদ আল-জালূদী ও আবু আমর

আহমাদ ইবনে আলী। শেষোক্ত সাতজন আবু দাঊদের মুখ থেকে সরাসরি তাঁর “সুনান” গ্রন্থখানি শোনেন (তাযকিরাতুল হুফফাজ, খ. ২, পৃ. ৫৯২)। তাঁর পুত্র আবু বাক্‌র ইবনে আবু দাঊদ ছিলেন তৎকালীন বাগদাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ, আলিম ও ইমাম। কিতাবুল মাসাবীহ নামে তাঁর একখানি হাদীসগ্রন্থ আছে (শাজারাতুয যাহাব, খ. ২, পৃ. ১৬৭)।

ইবনে আসাকির তাঁর তারীখ বাগদাদ-এ উল্লেখ করেছেন, একদা আবু দাঊদ (র) যখন বাগদাদে তখন তৎকালীন আমীর আবু আহমাদ আল-মুয়াফফাক তাঁর কাছে এসে নিবেদন করেন, আপনার কাছে আমার তিনটি আরজ। (১) আপনি বসরায় বসবাস করবেন; (২) বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্ররা সেখানে আপনার কাছে শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে আসবে এবং শহরটি আবাদ হবে। আপনি সেখান থেকে চলে আসায় লোকেরা বসরা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এবং (৩) আপনি বিশেষভাবে আমার সন্তানদের কাছে আপনার ‘সুনান’ বর্ণনা করবেন। কারণ খলীফার সন্তানরা সাধারণ লোকদের সাথে বসতে পারে না।

জবাবে আবু দাঊদ (র) বলেন, তা আমার দ্বারা হবে না। কারণ জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে ছোট-বড়, ইতর-ভদ্র সকলে সমান। অতঃপর খলীফার ছেলেরা তাঁর হাদীস পাঠের মজলিসে হাজির হয়ে হাদীস শুনতো (তারীখ ইবনে আসাকির, ২৪৫)।

জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইমাম আবু দাঊদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান ‘কিতাবুস সুনান’ নামক হাদীসের গ্রন্থখানি। এটি ‘সিহাহ সিত্তা’ বা ছয়খানি বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বের সর্বযুগের হাদীসশাস্ত্র বিশারদগণ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে গ্রন্থখানি গ্রহণ করেছেন। অতীতের ন্যায় বর্তমানেও এ গ্রন্থের উপর সমানভাবে নির্ভর করা হচ্ছে। সুন্নাতের ভিত্তি যে গ্রন্থগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে আবু দাঊদের ‘সুনান’ গ্রন্থটির স্থান তৃতীয় বা চতুর্থ (মুকাদ্দিমা, বাজলুল মাজহূদ, খ. ১, পৃ. ৩)।

বর্ণিত আছে যে, ইমাম আবু দাঊদ এ গ্রন্থখানি রচনার পর স্বীয় উস্তাদ ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বলের সামনে পেশ করেন এবং ইমাম আহমাদ গ্রন্থখানি খুবই পছন্দ করেন। ইবন দাসা বলেন, আবু দাঊদ দাবি করেছিলেন, তিনি ৪৮০০ হাদীসের এ গ্রন্থখানি তাঁর স্মৃতিতে ধারণকৃত পাঁচ লাখ বর্ণনার মধ্য থেকে চয়ন করে রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থে শুধু এমন হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন, যা সহীহ অথবা দৃশ্যত সহীহ হাদীসের কাছাকাছি। আবু দাঊদ এ কথাও বলেছেন, যে সকল হাদীস অত্যন্ত জঈফ (দুর্বল) আমি তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দিয়েছি। আর যে সকল হাদীসের ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করিনি সেগুলির সবই সালেহ বা ভাল, যদিও তার একটি অন্যটি অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য (দাইরা মায়ারিফ-ই ইসলামী)।

আবু দাঊদ (র) তাঁর ‘সুনান’ গ্রন্থে এমন কিছু রাবীর নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, যাদের উল্লেখ সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী-মুসলিমে নেই। এর কারণ হলো, তাঁর মূলনীতি ছিল, যে সকল রাবী বা বর্ণনাকারীর ‘গায়র সিকাহ’ (অনির্ভরযোগ্য) হওয়ার নিয়ম ভিত্তিক কোন প্রমাণ নেই তাঁদেরকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) বলে গ্রহণ করা।

ইমাম আবু দাঊদের 'সুনান' গ্রন্থখানি– যাতে বেশির ভাগ ফরয, মুবাহ ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্বলিত হাদীসের সমাবেশ ঘটেছে, মনীষীদের নিকট খুবই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। আবু সাঈদ আল-আরাবী বলেন, কেউ যদি কুরআন ও এই গ্রন্থ ছাড়া আর কিছুই না জানে সেও একজন বড় আলিম। মুহাম্মাদ ইবন মাখলাদ বলেন, মুহাদ্দিসগণ বিনা বাক্যব্যয়ে এই গ্রন্থখানি এমনভাবে মেনে নিয়েছেন যেমন কুরআন মেনে নেন। সহীহ্ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী (র) বলেন, ফিক্হ্ শাস্ত্র ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে যারা জড়িত তাদেরকে গভীরভাবে আবু দাঊদের 'সুনান' অধ্যয়ন ও গ্রন্থখানির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। কারণ আহকাম অর্থাৎ বিধিবিধান বিষয়ক হাদীসসমূহের অধিকাংশ, যেগুলি দলীল হিসাবে উপস্থাপন করা হয়, এই গ্রন্থে এমন সুশৃংখলভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে যে, সেগুলি খুব সহজেই পাওয়া যায়।

ইমাম আবু দাঊদের 'সুনান' বেশ কয়েকটি ধারায় বর্ণিত হয়েছিল। কোন কোন কপিতে এমন কিছু হাদীস পাওয়া যায়, যা অন্যগুলিতে নেই। তবে ইমাম আল লু'লুঈর কপিটি সর্বাধিক গৃহীত হয়েছে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ভাষায় 'সুনান'-এর ব্যাখ্যা-ভাষ্য লেখা হয়েছে। এই 'সুনান' ছাড়াও আবু দাঊদের কিতাবুল মারাসীল নামে আরো একখানি হাদীস সংকলন আছে। সেটি ১৩১০/১৮৯২ সালে কায়রো থেকে মুদ্রিত হয়েছে। (পরবর্তী নিবন্ধে বিস্তারিত দ্র.)

ডক্টর মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
১৮/১২/৯০

মক্কাবাসীর উদ্দেশে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর পত্র

মক্কাবাসীদের নিকট লিখিত পত্রে ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, আস্‌সালামু আলাইকুম। আমি সেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। প্রার্থনা করছি তিনি যেন তাঁর বান্দাহ ও রাসূল মুহাম্মাদের উপর রহমত বর্ষণ করেন- যেমন তিনি উল্লেখ করেছেন।

অতঃপর, আল্লাহ আমাকে ও বিশেষভাবে আপনাদেরকে সুস্থ ও নিরাপদ রাখুন, যেনো অসুস্থতা পেয়ে না বসে এবং কোনো শাস্তিমূলক দুর্ঘটনা না ঘটে। আপনারা জানতে চেয়েছেন, আমি সুনান গ্রন্থে যে সকল হাদীস সন্নিবেশিত করেছি তা কি সহীহ এবং সে সম্পর্কে আমি ওয়াকিফহাল কিনা?

জেনে রাখুন, সবগুলোই সেইরূপ, তবে যদি কোনো হাদীস দু'টি সনদে বর্ণিত হয়ে থাকে যার একটির সনদ মজবুত, আর দ্বিতীয়টির রাবী স্মৃতিশক্তির দিক থেকে অধিক অগ্রসর, তখন উভয়টি লিখেছি। কখনো একই অনুচ্ছেদের মধ্যে কিছু অতিরিক্ত কথাসহ দু'টি বা তিনটি সনদে হাদীসটি নিয়ে এসেছি। দেখা গেছে, দীর্ঘ হাদীসে অতিরিক্ত কিছু কথা আছে। যদি সম্পূর্ণ হাদীসটি লিখে দেই তবে হয়ত শ্রোতাদের অনেকেই হাদীসের ফিক্‌হের স্থানটি জানতে ও বুঝতে সক্ষম হবেন না। এই কারণে দীর্ঘ হাদীসটি সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছি।

আর মুরসাল হাদীসসমূহের ব্যাপারে কথা হচ্ছে, আমাদের পূর্বেকার উলামায়ে কিরাম হুজ্জাত হিসেবে মুরসালকে গ্রহণ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম মালিক ও আওযায়ী (র)। কিন্তু শাফিঈ মুরসালের হুজ্জাত হওয়ার বিষয়টিকে সমালোচনা করেছেন এবং আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) প্রমুখও তাঁর অনুসরণ করেছেন।

যেখানে মুরসাল ব্যতীত মুসনাদ নাই বা মুসনাদ পাওয়া যায়নি সেখানে মুরসাল দ্বারা হুজ্জাত গ্রহণ করা যায়। তবে তা মুত্তাসিলের মত শক্তিশালী নয়। আমি যে সুনান গ্রন্থখানা রচনা করেছি তাতে মাতরূকুল হাদীস (পরিত্যক্ত) কোনো রাবীর হাদীস নেই। মুনকার (পরিত্যক্ত) কোন রাবীর হাদীস গ্রহণ করলে তাতে বলেছি, হাদীসটি মুনকার এবং এ ছাড়া এ বাবে আর কোনো যয়ীফ বা মুনকার রাবীর হাদীস নেই।

ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর কিতাব সম্পর্কে আরো বলেন, আমি আমার কিতাবে এমন কোন হাদীস উল্লেখ করিনি, যা বর্জনের ব্যাপারে হাদীসবিদগণ একমত হয়েছেন। এ গ্রন্থে উল্লিখিত যে হাদীসে অতি দুর্বলতা রয়েছে বা যার সনদ সহীহ নয় আমি সেটা বলে দিয়েছি। যে হাদীস সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করিনি তা সালিহ বা গ্রহণ করার উপযুক্ত। আর কোন কোন হাদীস অপর হাদীস অপেক্ষা অধিক বিশুদ্ধ। এটি এমন

কিতাব, যাতে নবী করীম (সা) থেকে প্রাপ্ত সকল হাদীসই তুমি লাভ করবে। কুরআন মজীদের পর এ কিতাব ছাড়া আমি এমন কোন কিতাব সম্পর্কে অবগত নই, যার শিক্ষার্জন করা জনগণের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এ কিতাব লিপিবদ্ধ করার পর যদি কোন ব্যক্তি আর কোন কিতাব লিপিবদ্ধ না করে তবে তার কোন ক্ষতি হবে না।

কিন্তু ঐ সকল মাসআলা অর্থাৎ সুফিয়ান ছাওরী, মালিক ও শাফিঈর মাসআলাসমূহের উৎস হচ্ছে এ সকল হাদীস। আমার নিকট পছন্দনীয় হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার লিখনির সাথে মুহাম্মাদ (সা)-এর সাহাবীদের রায় তথা মতামতকে যেন লিখে দেয়। অনুরূপ সুফিয়ান সাওরীর আল-জামে' গ্রন্থের মত গ্রন্থও যেন লিখে। তার আল-জামে' গ্রন্থটি বেশ চমৎকার। আমার সুনান গ্রন্থে যে সকল হাদীস সন্নিবেশিত করেছি তার অধিকাংশই মশহুর হাদীস। হাদীস সম্পর্কে যে যতটুকু লিখেছে তার নিকট তা আছে কিন্তু সব মানুষ তা যাচাই-বাছাই করতে পারে না।

গর্বের বিষয় যে, আমার কিতাবে যা আছে তা মশহুর পর্যায়ের হাদীস। কারণ গরীব হাদীসের দ্বারা দলীল পেশ করা যায় না, যদিও তা মালিক বা ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ বা নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) আলিমদের রিওয়ায়াত হোক তবুও। কোনো ব্যক্তি যদি গরীব ও শাজ হাদীস বা ক্রটিযুক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ করে তবে তা দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু মশহুর, মুত্তাসিল ও সহীহ হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণ করলে কেউ তা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। ইবরাহীম নাখঈ বলেন, তারা গরীব হাদীসকে অপছন্দ করতেন। ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব বলেন, যদি কোনো হাদীস শোনো তবে খোঁজাখুজি শুরু করো, যেমন হারানো বস্তু খোঁজা হয়। যদি তার সত্যতা পাওয়া যায় তবে গ্রহণ করো, অন্যথায় তা বর্জন করো।

এই সুনান গ্রন্থে কিছু হাদীস রয়েছে যা মুরসাল, মুত্তাসিল বা মুতাওয়াতির নয়। কারণ প্রকৃত অর্থে মুত্তাসিল বলতে যা বুঝায়, মুহাদ্দিসগণ সেভাবে সহীহ হাদীস প্রাপ্ত হননি। যেমন জাবির হতে হাসান, আবু হুরায়রা হতে হাসান এবং ইবনে আব্বাস হতে মিকসাম, মিকসাম হতে হাকাম, এভাবে রিওয়ায়াত করেছেন। আসলে এটা মুত্তাসিল নয়। মিকসাম হতে হাকাম চারটি হাদীস শুনেছেন। তেমনি আবু ইসহাক হারিস থেকে, হারিস আলী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবু ইসহাক হারিস থেকে মাত্র চারটি হাদীস শুনেছেন যার একটিও মুসনাদ নয়। এ ধরনের হাদীস আমার সুনান গ্রন্থে খুবই নগণ্য। সম্ভবত আমার সুনানে হারিস আল-আওয়ার-এর একটি হাদীসই স্থান পেয়েছে। আমি সেটি লিখেছি শেষের দিকে।

আমার সুনান গ্রন্থে আল-মারাসীলসহ আঠারোটি বিভাগ রয়েছে। মুরসাল এক খণ্ডে সমাপ্ত হয়েছে। মুরসাল হিসেবে মহানবী (সা) থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে কিছু রয়েছে যা সহীহ নয়। তবে যেগুলো কারো কাছে মুসনাদ সাব্যস্ত হয়েছে সেগুলো মুত্তাসিল ও সহীহ।

আশা করি আমার কিতাবে হাদীসের সংখ্যা চার হাজার আট শত। তার মধ্যে ছয় শতের মত মুরসাল হাদীস। (অনুবাদ : মুহাম্মদ বজলুর রহমান)

যদি কোন ব্যক্তি এই কিতাবের হাদীসসমূহে উল্লেখিত শব্দসমূহকে অন্য হাদীসের সাথে তুলনা করতে চায়, তবে সে দেখতে পাবে, কখনও কখনও হাদীস এমন একটি সনদে বর্ণিত, যা সাধারণ লোকগণের নিকট পরিচিত এবং হাদীস শাস্ত্রের এমন ইমামগণ কর্তৃক বর্ণিত যাঁরা প্রসিদ্ধ রাবী। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি কখনও কখনও এমন হাদীসের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতাম– যে হাদীসের শব্দ অধিক অর্থবহ। আর হাদীস বিশুদ্ধ হলে এবং তার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত হলে আমি আমার গ্রন্থে সেই হাদীস গ্রহণ করেছি।

কোন কোন ক্ষেত্রে হাদীসের একটি সনদকে মুত্তাসিল বলে দেখা যায়, কিন্তু অন্য সনদের সাথে তুলনা করা হলে তা মুত্তাসিল বলে প্রমাণিত হয় না। আর এ বিষয়টি হাদীস শ্রবণকারীর নিকট স্পষ্ট হয় না। তবে তিনি যদি হাদীসের জ্ঞান রাখেন এবং এ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ হন তাহলে তিনি এ বিষয়ে অবহিত থাকবেন। যেমন ইবনে জুরাইয থেকে যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তাতে তিনি বলেছেন, যুহরী (র) থেকে আমাকে বর্ণনা করা হয়েছে। হাদীসটি আল-বারসানী রিওয়ায়াত করতে গিয়ে বলেছেন, ইবনে জুরাইয থেকে, তিনি যুহরী থেকে বর্ণনা করেছেন। এভাবে যে শুনবে তার ধারণা হবে হাদীসটি মুত্তাসিল। অথচ এটি ঠিক নয়। এটা আমরা গ্রহণ করিনি। কারণ হাদীসের সনদ মুত্তাসিল নয়। এটি একটি মা'লূল (ক্রটিযুক্ত) হাদীস। এ ধরনের আরো উদাহরণ রয়েছে। ফলে যে ব্যক্তি এর অন্তর্নিহিত বিষয় অবগত নয় সে বলেছে, আমি এ ধরনের সহীহ হাদীস বর্জন করেছি। অথচ সে যে হাদীসকে সহীহ বলেছে প্রকৃতপক্ষে তা মা'লূল। আমি আমার সুনান গ্রন্থে শুধুমাত্র আহকাম সম্বলিত হাদীস সংকলন করেছি, জুহদ ও ফাযায়েলে আ'মাল সংক্রান্ত হাদীস সংকলন করিনি। এই চার হাজার আট শত হাদীসের সবগুলো আহ্কাম সম্পর্কিত। এর বাইরে যুহদ ও ফাযায়েল সংক্রান্ত অনেক সহীহ হাদীস আমি আনিনি। আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু (সংক্ষেপিত; সূত্র গ্রন্থ : ইমাম আবু দাউদ, মোখতার এণ্ড কোং, দেওবন্দ ১৯৮৫ খৃ.)।

আল-খাতীব আল-বাগদাদীর কলম থেকে

হাফেয আবু বাক্র আল-খাতীব বলেন, ইমাম আবু দাউদ বাসরায় বাস করতেন। তবে একাধিকবার বাগদাদে এসেছেন এবং তাঁর সুনান সেখানে রিওয়ায়াত করেছেন। বাগদাদের লোকেরা তা নকল (লিপিবদ্ধ) করেছেন। বলা হয় যে, আবু দাউদের সুনান গ্রন্থখানা "কিতাবুন শরীফ"– ইলমে দীন সম্পর্কে ওরকম আর কোনো গ্রন্থ রচিত হয়নি। সাধারণ মানুষ ও মাযহাবের ভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন তাবাকার ফকীহগণের নিকট কিতাবখানা গ্রহণযোগ্যতা প্রাপ্ত হয়। ইরাক, মিসর ও পশ্চিমের দেশসমূহ এবং পৃথিবীর বহু দেশের মানুষ এই কিতাব অনুযায়ী আমল করে আসছে।

আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ রচনার পূর্বে উলামায়ে হাদীসের পক্ষ থেকে জাওয়ামে' ও মুসনাদ ধরনের রচনাবলী ছিল। উক্ত রচনাবলীতে সুনান, আহ্কাম, আখবার, কাসাস,

মাওয়াইয ও আদাব সম্বলিত হাদীস স্থান পেয়েছিল। কিন্তু শুধুমাত্র সুনানকে কেন্দ্র করে গ্রন্থ রচনা করার জন্য ও পূর্ণতা দান করার ক্ষেত্রে আবু দাউদের মত কেউ ব্রতী হননি। আইম্মায়ে মুহাদ্দিসীন-এর নিকট গ্রন্থখানা আশ্চর্য স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। সেটিকে পাওয়ার জন্য বহু ক্লেশ স্বীকার করা হয় ও সফর অব্যাহত রাখা হয়।

ইবনুল আরাবী বলেন, যদি কোনো ব্যক্তির নিকট কুরআন কারীম ও সুনান আবু দাউদ ছাড়া ইলমের অপরাপর কিতাব না থাকে তবে অন্য কিছুর প্রয়োজন তার হবে না। খাত্তাবী বলেন, ইবনুল আরাবী যা বলেছেন নিঃসন্দেহে তা সত্য। কেননা ইমাম সাহেব তার এ গ্রন্থে উসূলে ইলম, সুনানের মৌলিক বিষয় ও ফিকহী আহকামের এমন সব হাদীস সন্নিবেশিত করেছেন যা তাঁর পূর্বে কেউ করেছে বা পরে তার সমপর্যায়ে যেতে পারবে, আমরা তা মনে করি না।

ইমাম নববী (র) শারহু সুনান আবী দাউদে তার মন্তব্য লিখতে গিয়ে বলেছেন, ফিক্হ ও অন্য বিষয়ে নিয়োজিত ব্যক্তির উচিৎ সুনান আবী দাউদ গ্রন্থের প্রতি পূর্ণরূপে যত্নবান হওয়া। কারণ আহকাম সাব্যস্ত করতে যেসব হাদীসের প্রয়োজন হয়ে থাকে তার সিংহভাগ তাতে উল্লেখ রয়েছে এবং তা সহজে প্রাপ্য ও সংক্ষেপিত এবং তার রচয়িতা দক্ষতার সাথে তা করেছেন ও বাছাইয়ের ক্ষেত্রে মনোযোগী ছিলেন।

আবুল আ'লা আদরী বলেন, আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দেখলাম এবং তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি সুন্নাতের উপর দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায়, সে যেনো আবু দাউদের সুনান গ্রন্থ পাঠ করে।

খাত্তাবী বলেছেন, আবু দাউদের কিতাবে সহীহ ও হাসান হাদীসের সমন্বয় ঘটেছে। দুর্বল হাদীসের অনেক স্তর রয়েছে। সবচেয়ে জঘন্য হচ্ছে মওযূ', তার পর মাকলূব, তারপর মাজহূল। কিন্তু আবু দাউদের কিতাবখানা এসব থেকে পবিত্র।

ইমাম আবু দাউদ (র) সম্পর্কে হাদীস বিশারদগণের মন্তব্য

তিনি ছিলেন একজন 'আবিদ ও যাহিদ। দুনিয়ার শানশওকতের প্রতি তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। ইবনে দাসাহ বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র)-এর জামার একটি হাতা ছিল প্রশস্ত এবং অপরটি ছিল সংকীর্ণ। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'একটি হাতার মধ্যে লিখিত হাদীসগুলো রেখে দেই এবং এজন্যই এটিকে প্রশস্ত করেছি। আর অপর হাতায় এরূপ কিছু রাখা হয় না। তাই সেটি প্রশস্ত করার কোন প্রয়োজন হয়নি।'

হাফিয মূসা ইবনে হারূন তাঁর সম্পর্কে বলেন,

"ইমাম আবু দাউদ (র) দুনিয়াতে হাদীসের জন্য এবং আখিরাতে জান্নাতের জন্য সৃষ্টি হয়েছেন। আর আমি তাঁর থেকে অধিক উত্তম দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।"

মোল্লা 'আলী আল-কারী (র) বলেন, তাঁর ফযীলাত এবং ব্যক্তিগত গুণাবলী অসংখ্য। তিনি তাকওয়া-পরহেযগারী, পবিত্রতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে উচ্চতর ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

ইমাম আবু হাতিম (র) বলেন, ইমাম আবু দাঊদ (র) ফিক্‌হ, দুনিয়া বিমুখতা, ইবাদত ও বিশ্বস্ততার ক্ষেত্রে যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি হাদীস সংকলন করেছেন, গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং সুন্নাহ্‌র উপর আক্রমণ প্রতিহত করেছেন।

ইমাম আবু দাঊদ (র) একাধারে হাফিয, হুজ্জাত, মুহাদ্দিস, মুফাস্‌সির, ফকীহ, প্রসিদ্ধ পর্যালোচক এবং অন্যান্য বিষয়ে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

ইবনে তাগরীবিরদী তাঁর সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন হাদীসের ইমাম, হাফিয, সমালোচক, সুনান রচয়িতা। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের ইমাম ছিলেন। তিনি হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দোষত্রুটি সম্পর্কে অবহিত এবং আল্লাহভীরু ব্যক্তি।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক আস্‌-সাগানী হাদীস শাস্ত্রে তাঁর পারদর্শিতার প্রতি ইংগিত করে বলেন, দাঊদ (আ)-এর জন্য লোহাকে যেমনভাবে নরম ও সহজ করে দেয়া হয়েছিল, ইমাম আবু দাঊদ (র)-এর জন্যও হাদীসকে তেমনিভাবে সহজ করে দেয়া হয়েছে।

আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াসীন আল-হারওয়াবী বলেন, আবু দাঊদ (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাদীসের অন্যতম হাফিয, এর দোষত্রুটি ও সনদে অভিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন ইবাদত, পবিত্রতা, নিষ্কলুষতা ও পরহেযগারীর উচ্চাসনে সমাসীন এবং হাদীস শাস্ত্রে এক মহান সাধক।

আল্লামা ইয়াফি'ঈ বলেন, হাদীস ও ফিক্‌হ উভয় শাস্ত্রেই আবু দাঊদ (র) ইমাম ছিলেন।

হাকেম আবু 'আবদুল্লাহ নিশাপুরী বলেন, ইমাম আবু দাঊদ (র) নিঃসন্দেহে তাঁর যুগের মুহাদ্দিসগণের মধ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন।

ইমাম নববী (র) বলেন, হাদীস এবং অন্যান্য বিষয়ে ইমাম আবু দাঊদের পূর্ণ হিফয, গভীর জ্ঞান, সুদক্ষতা, দীনদারী এবং উজ্জ্বল উপলব্ধি সম্পর্কে আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) বলেন, আবু দাঊদ আস্‌-সিজিস্তানী (র) ছিলেন হাদীসের অন্বেষণে দিগন্তে পরিভ্রমণকারীদের অন্যতম। তিনি হাদীস সংগ্রহ করেছেন, গ্রন্থাবদ্ধ করেছেন এবং বিভিন্ন দেশের বহু শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন।

তাঁর অনুসৃত মাযহাব

এ বিষয়ে 'আলিমগণ একাধিক মত পোষণ করেন। প্রবীণ মুহাদ্দিসগণের ক্ষেত্রে প্রায়ই এরূপ ঘটে থাকে। বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারীগণ তাঁদেরকে নিজ মাযহাবের অনুগামী বলে দাবি করেন। ইমাম আবু দাঊদ (র)-এর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তাজুদ্দীন আস-সুবকীর মতে তিনি শাফি'ঈ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খানও এই মত পোষণ করেন। কারও মতে, তিনি হাম্বালী মতানুসারী ছিলেন। আবু ইসহাক আশ-শীরাযী তাঁর তাবাকাত গ্রন্থে ইমাম আবু দাঊদ (র)-কে হাম্বালী মাযহাবের অনুসারী বলে উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী (র)-ও একই কথা বলেছেন। তাঁর সুনান গ্রন্থখানা সতর্কতার সাথে অধ্যয়ন করলে তাঁকে হাম্বালী বলেই প্রতীয়মান হয়। কেননা তিনি তাঁর এ গ্রন্থের অনেক স্থানেই অন্যান্য বিশুদ্ধ হাদীসের মোকাবিলায় এমন হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন যার দ্বারা ইমাম আহমাদ (র)-এর মাযহাব প্রমাণিত হয়।

রচনাবলী

ইমাম আবু দাঊদ (র) অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবুস্ সুনান তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এটি সিহাহ্ সিত্তা পরিবারের তৃতীয় গ্রন্থ। নিম্নে তাঁর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের তালিকা প্রদান করা হলো।

যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় ঃ (১) সুনানু আবী দাঊদ; (২) কিতাবুল মারাসীল; (৩) কিতাবু মাসাইলি আবী দাঊদ লি-ইমাম আহমাদ ফির্-রুওয়াত; (৪) কিতাবু মাসাইলি আবী দাঊদ লি-ইমাম আহমাদ ফিল-ফিক্হ; (৫) কিতাবু তাসমিয়াতিল ইখওয়াহ আল্লাযীনা রুবিয়া 'আনহুমুল-হাদীস; (৬) কিতাবুয যুহ্দ; (৭) ইজাবাতুহু আলাস-সুআলাত আবী 'উবায়দ আল-আজুররী; (৮) রিসালা ফী ওয়াসফি তালীফিহী লিকিতাবিস্ সুনান।

তাঁর রচিত যে সকল গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় না ঃ (১) ইবতিদাউল-ওয়াহ্‌য়ি; (২) আখবারুল খাওয়ারিজ; (৩) আত-তাফার্‌রুদ ফিস্-সুনান; (৪) দালাইলুন নুবূওয়াত; (৫) আদ-দু'আ; (৬) আর্-রাদ্দু 'আলা আহলিল-কাদর; (৭) ফাদাইলুল আনসার; (৮) কিতাবু আসহাবিশ শা'বী; (৯) কিতাবুল বা'ছ ওয়ান্-নুশূর; (১০) আল-মাসাইল আল্লাযী খালাফা আলাইহা আল-ইমাম আহ্মাদ; (১১) মুসনাদু মালিক এবং (১২) আন-নাসিখ ওয়াল-মানসূখ।

ইন্তিকাল

ইমাম আবু দাঊদ (র) ৭৩ বছর বয়সে শাওয়াল মাসের ১৬ তারিখ জুমু'আর দিন ২৭৫ হিজরী মোতাবেক ৮৮৯ খৃ. বসরায় ইন্তিকাল করেন। সকল ঐতিহাসিক তাঁর ইন্তিকালের সন সম্পর্কে একমত পোষণ করেন। কিন্তু দিন ও তারিখ সম্পর্কে কিছুটা মতভেদ আছে। 'আব্বাস ইবনে 'আবদুল ওয়াহিদ আল-হাশিমী তাঁর জানাযার নামায পড়ান। অতঃপর সিজিস্তানের প্রসিদ্ধ হাদীস শাস্ত্রবিদ ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (র)-এর পাশে তাঁকে দাফন করা হয়।

সুনান আবী দাঊদ

ইমাম আবু দাঊদ (র) কখন তাঁর সুনান গ্রন্থখানার সংকলন সুসম্পন্ন করেন তা নির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে তিনি তাঁর এ গ্রন্থ প্রণয়ন সম্পন্ন করে তাঁর শায়খ ও

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-এর খিদমতে তা পেশ করেন। ইমাম আহমাদ কিতাবখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আর ইমাম আহমাদ (র) হিজরী ২৪১ সালে ইন্তিকাল করেন। তাতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম আবু দাউদ (র) ৩৯ বছর বয়সের পূর্বেই তাঁর সুনান গ্রন্থখানি সংকলন সম্পন্ন করেন।

সংকলনের কারণ

সুনান গ্রন্থ হাদীস শাস্ত্রের ঐশ্বর্যপূর্ণ শাখা। ইসলামের ইতিহাসে অতি প্রাথমিক কাল থেকেই মুহাদ্দিসগণ মাগাযী-এর তুলনায় আহকাম ও উপদেশমূলক হাদীস সংগ্রহ ও সন্নিবেশের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁদের মতে, মাগাযীর বাস্তব তাৎপর্য ও আবশ্যকতা তুলনামূলকভাবে কম। অপরদিকে নবী করীম (সা)-এর জীবনের অপরাপর দিক, যেমন তাঁর উযু, গোসল, নামায ও হজ্জ-এর পদ্ধতি, বেচা-কেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিবাহ-শাদী, শাসন ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কিত আদেশ-নিষেধ ঈমানদারগণের বাস্তব জীবনের জন্য একান্ত অপরিহার্য। এ কারণে হিজরী তৃতীয় শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মুহাদ্দিসগণ আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহ সংকলনের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। আর এ ধরনের হাদীস গ্রন্থকেই বলা হয় সুনান গ্রন্থ। ইমাম আবু দাউদ (র) ছিলেন এইরূপ হাদীস গ্রন্থ সংকলকগণের পথিকৃত।

ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর কিতাবে এমন সব হাদীস সংকলন করেন যেগুলোকে ফিক্হ্-এর ইমামগণ তাঁদের মাযহাবের পক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেন, আমার এই কিতাবের মধ্যে ইমাম মালিক (র), ইমাম ছাওরী (র), ইমাম শাফি'ঈ (র) প্রমুখ ইমামগণের মাযহাব-এর ভিত্তি মওজুদ রয়েছে।

সুনান আবী দাউদ-এর স্থান

শাহ ওয়ালিউল্লাহ দিহলাবী (র) বিশুদ্ধতার দিক থেকে হাদীস গ্রন্থসমূহকে পাঁচটি স্তরে বিভক্ত করেন। তিনি প্রথম স্তরে মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে স্থান দেন। তিনি দ্বিতীয় স্তরে সুনান আবী দাউদ, জামে' আত্-তিরমিযী ও সুনান আন-নাসাঈকে স্থান দেন। শাহ সাহেবের এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস গ্রন্থগুলোর মধ্যে সুনান আবী দাউদের স্থান প্রথম।

কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে, বুখারী ও মুসলিম-এর পরের স্থান হচ্ছে সুনান আন-নাসাঈর। আবার কেউ কেউ জামে' আত-তিরমিযীকে তৃতীয় স্থান দান করেন। মিফতাহুস-সা'আদা-এর গ্রন্থকার বুখারী ও মুসলিম-এর পর বিশুদ্ধতার দিক থেকে সুনান আবী দাউদকে স্থান দান করেন।

দীনদারীর জন্য চারটি হাদীসই যথেষ্ট

ইমাম আবু দাউদ (র) তাঁর বিশাল গ্রন্থের হাদীসসমূহ থেকে মাত্র চারটি হাদীস ব্যক্তির দীনদারীর জন্য যথেষ্ট বলে মন্তব্য করেছেন। হাদীসগুলো এই ঃ

(এক) إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ "কাজ-কর্মের পরিণতি অভিপ্রায় অনুযায়ী হবে।"

(দুই) مِنْ أَحسنِ الاِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَالاَ يَعْنِيْهِ "ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো, তার অর্থহীন কথা ও কাজ ত্যাগ করা।"

(তিন) لاَ يَكُوْنُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَرْضى لأَخِيْهِ مَا يَرْضى لِنَفْسِهِ "মুমিন ব্যক্তি সত্যিকার মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না সে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা তাঁর ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করে।"

(চার) اَلْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ "হালালও সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট।"

সুনান আবী দাউদের পাণ্ডুলিপিসমূহ

অনেক হাদীস বিশারদ ইমাম আবু দাউদ (র) থেকে তাঁর সুনান গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এগুলোর মধ্যে চার ব্যক্তির বর্ণিত পাণ্ডুলিপি সর্বাধিক খ্যাত।

(ক) আবু 'আলী মুহাম্মাদ ইবনে আহমাদ ইবনে 'আমর আল-লু'লুঈ (র) (মৃ. ৩৪১/৯৫২)।

এই উপমহাদেশে এবং প্রাচ্যের দেশসমূহে এটি বহুল প্রচলিত। এ নুসখাটির অগ্রাধিকার লাভের কারণ হলো, তিনি হিজরী ২৭৫ সালে ইমাম আবু দাউদ (র)-এর নিকট সরাসরি সুনান গ্রন্থটি শুনেছেন। আর এ বছরই ইমাম আবু দাউদ (র) শেষবারের মত তাঁর শিষ্যগণকে সুনান গ্রন্থখানা লিপিবদ্ধ করান। তিনি এই সালের ১৬ শাওয়াল ইন্তিকাল করেন।

(খ) আবু বাক্‌র মুহাম্মাদ ইবন 'আবদির রায্‌যাক ইবন দাসাহ (র) (মৃ. ৩৪৫/৯৫৬)।

লু'লুঈ (র) এবং ইবন দাসাহ (র)-এর নুসখা (প্রতিলিপি)-এর মধ্যে অনুচ্ছেদ বিন্যাসের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু হাদীসের সংখ্যা প্রায় কাছাকাছি। তবে হাদীস সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ যে সকল মন্তব্য করেছেন তা কোন গ্রন্থে বেশি এবং কোন গ্রন্থে কম পরিদৃষ্ট হয়।

(গ) হাফিয আবু 'ঈসা ইসহাক ইবনে মূসা ইবনে সা'ঈদ আর-রামলী (র) (মৃ. ৩১৭/৯২৯)। এই নুসখাটি প্রায় ইব্‌ন দাসাহ (র)-এর নুসখার অনুরূপ।

(ঘ) হাফিয আবু সা'ঈদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে যিয়াদ ইবনুল-'আরাবী (র) (মৃ. ৩৪০/৯২৫)। এ নুসখার হাদীসের সংখ্যা অন্য নুসখার তুলনায় কিছু কম। এতে কিতাবুল-ফিতান ওয়াল-মালাহিম এবং আরও কিছু বাব নেই।

সুনান আবী দাউদ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত

সুনান গ্রন্থসমূহের মধ্যে সুনান আবী দাউদ সর্বশ্রেষ্ঠ। সকল যুগের 'আলিম ও ফিক্‌হ শাস্ত্রবিদগণ এ গ্রন্থের প্রশংসা করেছেন। এখানে কয়েকজন মনীষীর অভিমত তুলে ধরা হলো।

আবু সা'ঈদ ইবনুল 'আরাবী বলেন, যার নিকট আল-কুরআন এবং ইমাম আবু দাউদ (র)-এর কিতাব রয়েছে তার এই দু'টির সাথে অবশ্যই আর কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই।

'আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, দীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এর মত আর কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। আর এ গ্রন্থখানা বিষয় বিন্যাসের দিক থেকে অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত এবং বুখারী ও মুসলিম-এর তুলনায় এতে ফিক্‌হ শাস্ত্রের অধিক জ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।

ইমাম আবু দাউদ (র)-এর এ গ্রন্থখানা জনগণের মাঝে কী পরিমাণ গৃহীত হয়েছিল এর প্রতি ইংগিত করে তাঁর ছাত্র হাফিয মুহাম্মাদ ইবনে মাখলাদ দুয়ারী (মৃ. ৩১১ হিজরী) বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র) যখন তাঁর সুনান গ্রন্থখানা প্রণয়ন সম্পন্ন করে জনগণকে পাঠ করে শুনান, তখন তা তাদের নিকট অনুসরণীয় পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

এই কিতাবের ফিক্‌হ শাস্ত্রীয় বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য করে হাফিয আবূ জা'ফর ইবনে জুবাইর আল-গারনাতী (মৃ. ৭০৮/১৩০৮) বলেন, বিধিবিধান সম্পর্কিত হাদীসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা এবং এ বিষয়ের যাবতীয় হাদীস সন্নিবেশিত করার ক্ষেত্রে সুনান আবী দাউদের যে বিশেষত্ব তা অপর কোন গ্রন্থের নেই।

ইমাম গাযালী (র)-ও এই কিতাবের আহকাম সম্পর্কিত হাদীসসমূহের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, বিধিবিধান সংক্রান্ত হাদীসসমূহ পেতে একজন মুজতাহিদের জন্য এই কিতাবখানাই যথেষ্ট।

ইমাম নববী (র) বলেন, ফিকহ ও অন্যান্য বিষয়ে আত্মনিয়োগকারী ব্যক্তির জন্য সুনান আবী দাউদের প্রতি মনোনিবেশ করা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা যে সকল হাদীস দ্বারা প্রধানত বিধিবিধানের সমর্থনে দলীল গ্রহণ করা হয় তা এতে সংকলিত হয়েছে। আর এই কিতাব থেকে হাদীসগুলো খুঁজে বের করাও সহজ। আল্লামা নববী (র) আরও বলেন, ইমাম আবূ দাউদ (র) তাঁর সুনান গ্রন্থে যে হাদীস সম্পর্কে য'ঈফ বলে মন্তব্য করেননি, তা তাঁর মতে সহীহ হিসেবে গণ্য।

আল্লামা মুনযিরী (র) বলেন, ইমাম আবু দাউদ (র) যে হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে বিরত ছিলেন তার মর্যাদা হাসান-এর নিচে নয়।

আল্লামা ইবনে 'আবদিল বার (র) বলেন, তিনি যে হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য থেকে বিরত থেকেছেন তা তাঁর মতে সহীহ, বিশেষ করে কোন অনুচ্ছেদে দ্বিতীয় আর কোন হাদীস না থাকলে।

ইমাম নববী (র) সুনান-এর হাদীসসমূহ সম্পর্কে ইবনে মান্দা, ইবনুস সাকান ও হাকেম (র)-এর মন্তব্য উল্লেখ করে বলেন, সুনান আবী দাউদ-এ উল্লিখিত সকল হাদীসকে ইবনে মান্দা এবং ইবনুস সাকান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন। মুহাদ্দিস হাকেম (র)-ও এ বিষয়ে তাঁদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেন।

সুনান আবী দাউদের বৈশিষ্ট্য

সুনান আবী দাউদ সিহাহ্ সিত্তাহ্র মধ্যে তৃতীয় এবং সুনান গ্রন্থের মধ্যে দ্বিতীয়। উলামায়ে কিরাম এ গ্রন্থের অনেক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ।

এক. হাদীসের এই কিতাবখানা ফিক্হ শাস্ত্রের আলোকে সুবিন্যস্ত। এর অনুচ্ছেদসমূহ এমনভাবে বিন্যস্ত যা কোন না কোন ফিক্হ শাস্ত্রবিদের অভিমত প্রকাশ করে।

দুই. এই কিতাবে ৬০০ মুরসাল হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে।

তিন. এটি মতনের (মূল পাঠ) দিক থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। এতে একই অর্থবোধক বিভিন্ন মতনের হাদীসকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে, মতনের ভাষাগত পার্থক্য যেন হাদীস পাঠকারীদের নিকট সুস্পষ্ট হয়।

চার. সনদের তুলনায় হাদীসের ফিকহী বিষয়ের প্রতিই অধিক দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে।

পাঁচ. একই রাবী থেকে দুই সনদে বর্ণিত একটি সনদে 'হাদ্দাসানা' এবং অপরটিতে 'আন' পরিভাষায় হাদীস বর্ণিত হলে ইমাম আবু দাউদ (র) প্রথমে হাদ্দাসানা সনদের উল্লেখ করেছেন।

ছয়. কিতাবখানির শিরোনামও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইমাম আবু দাউদ (র্) এমনভাবে শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন যাতে পাঠক তা পড়া মাত্র বুঝতে পারে যে, হাদীসে বর্ণিত ফিক্হী মাসআলার সমাধান কি হতে পারে।

সাত. কোন হাদীসে স্পষ্ট ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তিনি তা বলে দিয়েছেন।

আট. এ কিতাবের প্রায় সকল হাদীস শরী'আতের বিধান সম্পর্কিত। ইমাম আবু দাউদ (র) শরী'আতের বিধিবিধান সম্বলিত হাদীস সংকলিত করার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। যেমন তিনি বলেন, "আমি এখানে সূফীবাদ, আমলের ফযীলাত ইত্যাদি বিষয়ক হাদীস লিপিবদ্ধ করিনি। এতে সন্নিবেশিত চার হাজার আট শত হাদীসের সবগুলোই আহকাম সম্পর্কিত।"

নয়. এ কিতাবের কিছু হাদীস সম্পর্কে মন্তব্য করা থেকে ইমাম আবু দাউদ (র) বিরত থেকেছেন। 'আলিমগণ এ সকল হাদীস সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন। কারো মতে এগুলো হাসান পর্যায়ের, আবার কারো মতে সহীহ্ পর্যায়ের। এ সম্পর্কে ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, "কোন হাদীস সম্পর্কে আমি কোন অভিমত ব্যক্ত না করে থাকলে তার অর্থ– এটি সুষ্ঠু ও নির্দোষ হাদীস এবং একটি অপরটি থেকে অধিক বিশুদ্ধ।

দশ. হাদীস গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকা করে ইমাম আবু দাউদ (র) হাদীসের পুনরুল্লেখ খুব কমই করেছেন। তবে ফিক্হ-এর মাসআলার প্রয়োজনে ক্ষেত্রবিশেষে তিনি তার পুনরুল্লেখ করেছেন, তবে পূর্ণ হাদীস পুনরুল্লেখ না করে শুধু প্রয়োজনীয় অংশটুকু তুলে ধরেছেন।

সুনান আবী দাউদের ভাষ্যগ্রন্থাবলী

সুনান আবী দাউদের গুরুত্ব, প্রয়োজনয়ীতা, মূল্য ও মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করে প্রথিতযশা মুহাদ্দিসগণ এর ভাষ্যগ্রন্থ ও টীকা রচনায় মনোনিবেশ করেন। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ভাষ্যগ্রন্থের উল্লেখ করা হলো।

(এক) মু'আলিমুস্ সুনান (مُعَالِمُ السُّنَنِ) ঃ এর রচয়িতা হচ্ছেন আবু সুলায়মান আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আল-খাত্তাবী (মৃ. ৩৮৮ হি./৯৯৮ খৃ.)। গ্রন্থখানা সর্বাধিক প্রাচীন, নির্ভরযোগ্য ও উত্তম।

(দুই) 'উজালাতুল-আলিম মিন্-কিতাবিল-মু'আলিম (عُجَالَةُ الْعَالِمِ مِنْ كِتَابِ الْمُعَالِمِ) ঃ এর প্রণেতা হচ্ছেন আল-হাফিয শিহাবুদ্দীন আবু মাহমূদ আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম (মৃ. ৭৮৯/১৩৬৭-১৩৬৮)। এটি মু'আলিমুস্-সুনান-এর সংক্ষিপ্ত সংকলন।

(তিন) মিরকাতুস্-সা'উদ ইলা সুনান আবী দাউদ (مِرْقَاةُ الصُّعُوْدِ إِلى سُنَنِ أَبِىْ دَاوُدَ) ঃ জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫) এ ভাষ্যগ্রন্থের রচয়িতা। এটি কায়রো থেকে ১২৯৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়।

(চার) দারাজাতু মিরকাতিস্-সা'উদ (دَرَاجَةُ مِرْقَاةِ الصُّعُوْدِ) ঃ এটি 'আল্লামা দিম্‌য়াতী (র)-এর রচনা। এটি মিরকাতুস্-সা'উদ-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ।

(পাঁচ) শারহু সুনান আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِىْ دَاوُدَ) ঃ শায়খ সিরাজুদ্দীন 'উমার ইবনে 'আলী ইবনুল মুলাক্কান (মৃ. ৮০৪/১৪০১) এর প্রণেতা।

(ছয়) শারহু সুনান আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِىْ دَاوُدَ) ঃ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আল-'ইরাকী (মৃ. ৮৪৬/১৪৪৩) এ গ্রন্থ রচনা করেন।

(সাত) শারহু সুনান আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِىْ دَاوُدَ) ঃ শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনুল হুসায়ন আর-রামলী আল-মাকদিসী (মৃ. ৮৪৪/১৪৪০) এটি রচনা করেন।

(আট) শারহু সুনানে আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِىْ دَاوُدَ) ঃ এর রচনাকারী হলেন, কুতবুদ্দীন আবূ বাক্র ইবনে আহমাদ ইবনে দা'ঈন (মৃ. ৭৫২/১৩৫১)। তাঁর এ গ্রন্থখানা বৃহৎ চার খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা পাণ্ডুলিপি আকারে রেখেই গ্রন্থকার ইন্তিকাল করেন।

(নয়) শারহু সুনানে আবী দাউদ (شَرْحُ سُنَنِ أَبِىْ دَاوُدَ) ঃ আবূ যুর'আ ওয়ালিয়্যুদ্দীন আহমাদ ইবনে 'আবদির রহীম আল-'ইরাকী (মৃ. ৮২৬/১৪২২) এর রচয়িতা। এ গ্রন্থখানা অতি দীর্ঘ। এটি সাত খণ্ডে বিভক্ত। এতে মূল গ্রন্থের 'সাহু সিজদা অনুচ্ছেদ পর্যন্ত ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

(দশ) শারহু সুনানে আবী দাউদ ঃ হাফিয 'আলাউদ্দীন মুগলতাঈ ইবনে কুলায়জ (মৃ. ৭৬২/১৩৬১) এটি রচনা করেন। তিনি তাঁর ভাষ্য গ্রন্থটির রচনাকর্ম সমাপ্ত করে যেতে পারেননি।

(এগার) তাহযীবুস্ সুনান (تَهْذِيْبُ السُّنَن) ঃ এর প্রণেতা হলেন ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা (মৃ. ৭৫১/১৩৫০)। গ্রন্থখানা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু দুর্বোধ্য হাদীসসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এটি অনবদ্য।

(বারো) শারহু সুনান আবী দাঊদ ঃ 'আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমূদ ইবনে আহমাদ আল-'আয়নী (মৃ. ৮৫৫/১৪৫১) এটি রচনা করেন।

(তের) আল-মানহালুল-আযবিল-মাওরিদ (اَلْمَنْهَلُ الْعَذْبِ الْمَوْرِد) ঃ এটি রচনা করেন শায়খ মাহমূদ মুহাম্মাদ খাত্তাব আস্-সুবকী (মৃ. ১৩৫২/১৯৩৩)। এটি দশ খণ্ডে বিভক্ত। গ্রন্থখানা সমাপ্ত করার পূর্বেই তিনি ইন্তিকাল করেন।

(চৌদ্দ) ফাতহুল-ওয়াদূদ আলা সুনান আবী দাঊদ (فَتْحُ الْوَدُوْد عَلى سُنَن أَبِىْ دَاوُدَ) ঃ 'আল্লামা আবুল হাসান মুহাম্মাদ আবদুল হাদী আস-সিন্দী (মৃ. ১১৩৯/১৭২৬) এটি রচনা করেন। ভারতীয় 'আলিমগণের মধ্যে তিনিই এ সুনান গ্রন্থখানির প্রথম ভাষ্যকার।

(পনর) 'আওনুল-মা'বূদ (عَوْنُ الْمَعْبُوْد) ঃ এটি 'আল্লামা শামসুল হক 'আযীমাবাদী (মৃ. ১৩২২ হিজরী) রচনা করেন। 'আওনুল-মাবূদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ত অথচ সম্পূর্ণ প্রকাশিত ভাষ্যগ্রন্থ।

(ষোল) আল-হাদ্য়ুল-মাহমূদ (اَلْهَدْىُ الْمَحْمُوْد) ঃ এর রচনাকারী হলেন লাক্ষ্ণৌ নিবাসী শায়খ ওয়াহীদুয্-যামান (মৃ. ১৩৩৮/১৯২০)। গ্রন্থকার প্রথমে সুনানের উর্দূ অনুবাদ করেন, পরে এতে হাদীসের ব্যাখ্যাও সংযোজন করেন।

(সতর) আনওয়ারুল-মাহমূদ (اَنْوَارُ الْمَحْمُوْد) ঃ শায়খ আবুল-আতীক 'আবদুল হাদী মুহাম্মদ সিদ্দীক নাজীবআবাদী এ গ্রন্থের প্রণেতা। গ্রন্থকার আনওয়ার শাহ কাশমীরী (মৃ. ১৩৫২/১৯৩৩) কর্তৃক সুনানের দারসের তাকরীর, শায়খুল হিন্দ 'আল্লামা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী (র)-এর বুখারী শরীফের তাকরীর, শাব্বীর আহমাদ উসমানী (র)-এর সহীহ মুসলিমের তাকরীর থেকে এবং 'আল্লামা খালীল আহমাদ সাহারানপুরী কৃত বাযলুল-মাজহূদ থেকে চয়ন করে এ ব্যাখ্যা গ্রন্থটি সংকলন করেন। এটি দুই খণ্ডে সমাপ্ত এবং দিল্লীর তাজাল্লী প্রেস থেকে ১৩০০/১৯১২ সালে মুদ্রিত হয়।

(আঠার) তা'লীকাতুল-মাহমূদ (تَعْلِيْقَاتُ الْمَحْمُوْد) ঃ এটি প্রণয়ন করেন শায়খ ফাখরুল হাসান গাঙ্গোহী (মৃ. ১৩১৫/১৮৯৭)। এটি এ সুনান গ্রন্থের একটি উত্তম ও সুবিখ্যাত টীকাগ্রন্থ।

(উনিশ) বাযলুল-মাজহূদ (بَذْلُ الْمَجْهُوْد) ঃ আল্লামা শায়খ খলীল আহমাদ সাহারানপুরী (১২৬৯/১৮৬২-১৩৪৬/১৯২৭) এ ভাষ্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ ভাষ্যগ্রন্থ। দীর্ঘ এগার বছরের পরিশ্রমে কাজটি সমাপ্ত হয়। মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া ছিলেন এই কিতাব রচনায় তাঁর সার্বক্ষণিক সহযোগী। ১৯২৭ খৃ. এর রচনাকর্ম সমাপ্ত হয়। সুনান আবী দাঊদ-এর ভাষ্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে এটিই সর্বাধিক জনপ্রিয় ও বহুল ব্যবহৃত।

সুনান গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

সুনান গ্রন্থখানিকে পাঠক সমাজের নিকট সহজপাঠ্য করে তোলার উদ্দেশ্যে এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ করেন 'আল্লামা যাকিয়্যুদ্দীন 'আবদুল-'আযীম ইবনে 'আবদিল কাবী আল-হাফিয আল-মুনযিরী (মৃ. ৬৫৬/১২৫৮)। তিনি এর নামকরণ করেন 'আল-মুজতাবা'।

ইমাম সুয়ূতী (র) এ মুখতাসার গ্রন্থের একটি ভাষ্য প্রণয়ন করেন এবং এর নাম রাখেন 'যাহরুর-রুবা 'আলাল-মুজতাবা' (زَهْرُ الرُّبى عَلَى الْمُجْتَبى)। ইবনুল কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা আল-হাম্বালী (মৃ. ৭৫১ হি/১৩৫০ খৃ.) মুনযিরী (র)-এর মুখতাসার গ্রন্থটিকে সুবিন্যস্ত করে সেটির একটি চমৎকার ভাষ্য প্রণয়ন করেন।

আল্লামা ইবনে কাসীর (র) তাঁর মুখতাসার 'উলূমিল-হাদীস গ্রন্থে বলেন, আবু দাউদ (র)-এর সুনান গ্রন্থটি অনেক বর্ণনাকারীর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। এর কোন কোনটিতে এমন কিছু পাওয়া যায়, যা অপরটিতে নেই।

ইবনুল-জাওযী (র)-এর বিরূপ সমালোচনা এবং তার জবাব

'আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র) বলেন, সুনান আবী দাউদ-এর নয়টি হাদীসকে আল্লামা ইবনুল জাওযী (র) মাওযূ (জাল) বলে অভিহিত করেছেন। 'আল্লামা সুয়ূতী (র) ইবনুল জাওযীর এ মন্তব্যকে সঠিক নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর আল-কাওলুল হাসান ফিয্-যাব্বি আনিস্-সুনান এবং আত্-তা'আক্কুবাত 'আলাল-মাওদূ'আত-এ ইবনুল-জাওযীর এই বিরূপ সমালোচনা খণ্ডন করেন।

ইমাম নববী (র) ইবনুল-জাওযী (র)-এর আল-মাওদূ'আত গ্রন্থ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, এ গ্রন্থে এমন অনেক হাদীসকে জাল আখ্যায়িত করা হয়েছে যেগুলোর মাওদূ' হওয়া সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। হাফিয যাহাবী (র)-এর মতে, ইবনুল জাওযী অনেক শক্তিশালী এবং হাসান হাদীসও তাঁর আল-মাওদূ'আত-এর অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সুনানু আবী দাউদ-এর নয়টি হাদীস সম্পর্কে ইবনুল-জাওযীর এই সমালোচনা সঠিক নয়। ইমাম আবু দাউদ (র) স্বয়ং মক্কাবাসীগণের নিকট তাঁর লিখিত চিঠিতে উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর সুনান গ্রন্থে সর্বজন পরিত্যক্ত বর্জিত কোন হাদীস নেই। এছাড়া কোন হাদীস মুনকার বা অতি দুর্বল হলে তিনি সাথে সাথে তা বলে দিয়েছেন।

মুহাম্মদ মূসা

হাদীস সংকলন ও সংরক্ষণ

যাবতীয় প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহ্ তাআলার জন্য। সালাত ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্‌র উপর।

হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শরীআতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌলনীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ-স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃদপিণ্ড, আর হাদীস এই হৃদপিণ্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী। জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে এই ধমনী প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অংগ-প্রত্যংগকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন কুরআনুল আযীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হেদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এজন্যই ইসলামী জীবন-বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

আল্লাহ্ তাআলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যে ওহী নাযিল করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। ওহী অর্থঃ ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা, অপরের অজ্ঞাতসারে কাউকে কিছু জানিয়ে দেয়া" (উমদাতুল কারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪)। ওহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান, যা প্রত্যক্ষ ওহীর (وحى متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম 'কিতাবুল্লাহ' বা 'আল-কুরআন'। এর ভাব ও ভাষা উভয়ই আল্লাহ্‌র, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা হুবহু আল্লাহ্‌র ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান॥যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ ওহীর (وحى غير متلوء) মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম 'সুন্নাহ' বা 'আল-হাদীস'। এর ভাব আল্লাহ্‌র, কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথা এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের ওহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হতো এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারতো। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের ওহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হতো এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতো না।

আখিরী নবী ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক, কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা,

কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানুন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবনবিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন, তাই হচ্ছে হাদীস।

হাদীসও যে ওহীর সূত্রে প্রাপ্ত এবং তা শরীআতের মৌল বিধান পেশ করে, তার প্রমাণ কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবী সম্পর্কে বলেন ঃ

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . اِنْ هُوَ الاَّ وَحْىٌ يُّوْحى .

"তিনি (নবী) নিজের ইচ্ছামত কোন কথা বলেন না, যা কিছু বলেন, তা সবই আল্লাহ্র ওহী" (সূরা নাজ্ম ঃ ৩, ৪)।

وَلَوْ تَقَـوَّلَ عَلَيْنَا بَعْـضَ الاَقَاوِيْـلِ . لاَخَـذْنَا مِنْـهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .

"তিনি (নবী) যদি নিজে রচনা করে কোন কথা আমাদের নামে চালিয়ে দিতেন, তাহলে আমরা তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং তার কণ্ঠনালী ছিন্ন করে ফেলতাম" (সূরা আল-হাক্কাহ ঃ ৪৪-৪৬)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) আমার মানসপটে এ কথা ফুঁকে দিলেন, নির্দ্ধারিত পরিমাণ রিযিক পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ না করা পর্যন্ত এবং নির্দিষ্ট আয়ুষ্কাল শেষ হওয়ার পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না" (বায়হাকী, শারহুস সুন্নাহ)। "আমার নিকট জিবরাঈল (আ) এলেন এবং আমছর সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তাকবীর ও তাহলীল বলতে আদেশ করার জন্য আমাকে নির্দেশ দিলেন" (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫৩)। "জেনে রাখো! আমাকে কুরআন দেয়া হয়েছে এবং তার সাথে দেয়া হয়েছে এর অনুরূপ আরও একটি জিনিস" (আবু দাউদ, ইবনে মাজা, দারিমী)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করার জন্য আল্লাহ্ পাক আমাদেরকে নিম্নোক্ত ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

"রাসূল তোমাদের যা কিছু দেন তা গ্রহণ করো এবং যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো" (সূরা হাশর ঃ ৭)।

হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আয়নী (র) লিখেছেন, দুনিয়া ও আখেরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। আল্লামা কিরমানী (র) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইলমে

হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহ্‌র কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।"

হাদীসের পরিচয়

শাব্দিক অর্থে হাদীস (حديث) শব্দের অর্থ কথা; প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যেসব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিল না, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাই হাদীস। ফকীহগণের পরিভাষায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র মনোনীত রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন, তাকে হাদীস বলে। কিন্তু মুহাদ্দিসগণ-এর সংগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফেলী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমতঃ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে কাওলী (কথামূলক) হাদীস বলে। দ্বিতীয়তঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভেতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফেলী (কর্মমূলক) হাদীস বলে। তৃতীয়তঃ সাহাবীগণের যেসব কথা ও কাজ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থনপ্রাপ্ত হয়েছে সে ধরনের কোন কথা বা কাজের বিবরণ হতেও শরীআতের দৃষ্টিভংগি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাত (سنة)। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবলম্বন করতেন তা-ই সুন্নাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই হলো সুন্নাত। কুরআন মজীদে মহোত্তম আদর্শ (اسوة حسنة) বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। (ফিক্‌হ শাস্ত্রে সুন্নাত বলতে ফরয ও ওয়াজিব ব্যতীত ইবাদতরূপে যা করা হয় তা বুঝায়, যেমন সুন্নাত নামায)। হাদীসকে আরবী ভাষায় খবর (خبر)-ও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি যুগপৎভাবে হাদীস ও ইতিহাস উভয়টিই বুঝায়।

আছার (اثار) শব্দটিও কখনও কখনও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস নির্দেশ করে। কিন্তু অনেকেই হাদীস ও আছারের মধ্যে কিছু পার্থক্য করে থাকেন। তাঁদের মতে সাহাবীদের থেকে শরীআত সম্পর্কে যা কিছু উদ্ধৃত হয়েছে, তাকে আছার বলে। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, শরীআত সম্পর্কে সাহাবীদের নিজস্বভাবে কোন বিধান দেয়ার প্রশ্নই উঠে না। কাজেই এ ব্যাপারে তাদের উদ্ধৃতিসমূহ মূলত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

উদ্ধৃতি। কিন্তু কোন কারণে শুরুতে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম উল্লেখ করেননি। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এসব আছারকে বলা হয় 'মাওকূফ হাদীস'।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর অন্তত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী বলে।

তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততপক্ষে তাকে দেখেছেন এবং মুসলমান হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাকে তাবিঈ বলে।

মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন, তাকে মুহাদ্দিস (محدث) বলে।

শায়খ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ (شيخ) বলে।

শায়খায়ন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবু বাক্‌র ও উমার (রা)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়, কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র)-কে এবং ফিক্‌হের পরিভাষায় ইমাম আবু হানীফা (র) ও আবু ইউসুফ (র)-কে একত্রে শায়খায়ন বলা হয়।

হাফিজ ঃ যিনি সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাফিজ (حافظ الحديث) বলে।

হুজ্জাত ঃ একইভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাকে হুজ্জাত (حجة) বলে।

হাকেম ঃ যিনি সমস্ত হাদীস আয়ত্ত করেছেন, তাকে হাকেম (حاكم) বলে।

রাবী ঃ যিনি হাদীস বর্ণনা করেন তাকে রাবী (راوى) বা বর্ণনাকারী বলে।

রিজাল ঃ হাদীসের রাবীসমষ্টিকে রিজাল (رجال) বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল (اسماء الرجال) বলে।

রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত (رواية) বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন, এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে (سند) বলে। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক সজ্জিত থাকে।

মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দসমষ্টিকে মতন (متن) বলে।

মারফূ ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদের ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফূ (مرفوع) হাদীস বলে।

মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধদিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌঁছেছে অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে, তাকে মাওকূফ (موقوف) হাদীস বলে। এর অপর নাম আছার (اثار)।

মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে তাকে মাকতূ (مقطوع) হাদীস বলে।

তালীক ঃ কোন কোন গ্রন্থকার কোন হাদীসের পূর্ণ সনদকে বাদ দিয়ে কেবল মূল হাদীসটিই বর্ণনা করেছেন। এরূপ করাকে তালীক (تعليق) বলে। কখনো কখনো তালীকরূপে বর্ণিত হাদীসকেও 'তালীক' বলে। ইমাম বুখারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে এরূপ বহু 'তালীক' রয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে যে, বুখারীর সমস্ত তালীকেরই মুত্তাসিল সনদ রয়েছে। অপর সংকলনকারীগণ এই সমস্ত তালীক মুত্তাসিল সনদে বর্ণনা করেছেন।

মুদাল্লাস ঃ যে হাদীসের রাবী নিজের প্রকৃত শায়েখ (উসতাদ)-এর নাম উল্লেখ না করে তার উপরস্থ শায়খের নামে এভাবে হাদীস বর্ণনা করেছেন যাতে মনে হয় যে, তিনি নিজেই উপরস্থ শায়খের নিকট তা শুনেছেন, অথচ তিনি তার নিকট সেই হাদীস শুনেন নাই, সে হাদীসকে হাদীসে মুদাল্লাস (مدلس) বলে এবং এইরূপ করাকে 'তাদলীস' বলে। আর যিনি এইরূপ করেন তাকে মুদাল্লিস বলে। মুদাল্লিসের হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়, যে পর্যন্ত না একথা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, তিনি একমাত্র সিকাহ রাবী থেকেই তাদলীস করেন অথবা তিনি আপন শায়খের নিকট শুনেছেন বলে পরিষ্কারভাবে বলে দেন।

মুযতারাব ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের মতন বা সনদকে বিভিন্ন প্রকারে গোলমাল করে বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসকে হাদীসে মুযতারাব (مضطرب) বলে। যে পর্যন্ত না এর কোনরূপ সমন্বয় সাধন সম্ভবপর হয়, সে পর্যন্ত এই সম্পর্কে তাওয়াক্কুফ (অপেক্ষা) করতে হবে (অর্থাৎ এই ধরনের রিওয়ায়াত প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না)।

মুদরাজ ঃ যে হাদীসের মধ্যে রাবী নিজের অথবা অপরের উক্তিকে প্রক্ষেপ করেছেন, সে হাদীসকে মুদরাজ (مدرج প্রক্ষিপ্ত) বলে এবং এইরূপ করাকে ইদরাজ (ادراج) বলে। ইদরাজ হারাম, অবশ্য যদি এদ্বারা কোন শব্দ বা বাক্যের অর্থ প্রকাশ করা হয় এবং একে মুদরাজ বলে সহজে বুঝা যায়, তবে তা দূষণীয় নয়।

মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নিচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি, তাকে মুত্তাসিল (متصل) হাদীস বলে।

মুদাল ঃ যে হাদীসের সনদ থেকে পরপর দুইজন রাবীর নাম বাদ পড়েছে তাকে 'হাদীসে মুদাল' (معضل) বলা হয়।

মুনকাতি ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানের কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি (منقطع) হাদীস বলে। আর এই বাদ পড়াকে বলে ইনকিতা (انقطاع)।

মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামোল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে মুরসাল (مرسل) হাদীস বলে।

মুতাবি ও শাহিদ ঃ এক রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তবে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসটিকে প্রথম রাবীর হাদীসটির মুতাবি (متابع) বলে, যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী (অর্থাৎ সাহাবী) একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবাআত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তবে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহিদ (شاهد) বলে। আর এইরূপ হওয়াকে শাহাদাত বলে। মুতাবাআত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির শক্তি বা প্রামাণ্যতা বৃদ্ধি পায়।

মুআল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে, তাকে মুআল্লাক (معلق) হাদীস বলে।

মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে, অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবীর হাদীসকে মারূফ (معروف) বলে এবং অপর রাবীর হাদীসটিকে মুনকার (منكر) বলে। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাব্‌ত গুণসম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটিমুক্ত, তাকে সহীহ (صحيح) হাদীস বলে।

হাসান ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাব্‌তগুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে, তাকে হাসান (حسن) হাদীস বলে। ফিক্‌হবিদগণ সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসের ভিত্তিতে আইন প্রণয়ন করেন।

যঈফঃ যে হাদীসের কোন রাবী হাসান হাদীসের রাবীর গুণসম্পন্ন নন, তাকে যঈফ (ضعيف) হাদীস বলে। রাবীর দুর্বলতার কারণেই হাদীসটিকে দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় (নাউযুবিল্লাহ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কথাই যঈফ নয়।

মাওদূ ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রচনা করেছেন বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওদূদ (موضوع) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয়, বরং সাধারণ কাজেকর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক (متروك) হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে, এরূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম (مبهم) হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণত অসম্ভব, তাকে মুতাওয়াতির (متواتر) হাদীস বলে। এই ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান (علم اليقين) লাভ হয়।

খবরে ওয়াহিদ ঃ প্রতিটি যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খবরে ওয়াহিদ (الخبر الواحد) বা আখবারুল আহাদ (اخبار الاحد) বলে। এই হাদীস তিন প্রকার ঃ

মাশহূর ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্ততপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন, তাকে মাশহূর (مشهور) হাদীস বলে।

আযীয ঃ যে সহীহ্ হাদীস প্রতিটি যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয (عزيز) বলে।

গরীব ঃ যে সহীহ্ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গরীব (غريب) হাদীস বলে।

হাদীসে কুদসী ঃ এ ধরনের হাদীসের মূলকথা সরাসরি আল্লাহ্‌র নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত করে (যেমন قال الله)। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরীল (আ)-এর মাধ্যমে তা জানিয়ে দিয়েছেন, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন। হাদীসে কুদসীকে হাদীসে ইলাহী (الهى) বা রব্বানী (ربانى)-ও বলা হয়।

মুত্তাফাক আলায়হ ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলায়হ (متفق عليه) হাদীস বলে।

আদালত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত (عدالت) বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কার্য থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে পেশাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা বুঝায়। এসব গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে আদিল বলে।

যাবত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবত (ضبط) বলে।

ছিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান তাকে ছিকাহ (ثقة), সাবিত (ثابت) বা সাবাত (ثبت) বলে।

হাদীস গ্রন্থসমূহের শ্রেণীবিভাগ ঃ হাদীস গ্রন্থ প্রণয়নের বিভিন্ন ধরন ও পদ্ধতি রয়েছে। এসব গ্রন্থের নামও বিভিন্ন ধরনের। নিম্নে এর কতিপয় প্রসিদ্ধ পদ্ধতির নাম উল্লেখ করা হল ঃ

১. আল-জামে ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে আকীদা-বিশ্বাস, আহকাম (শরীআতের আদেশ-নিষেধ), আখলাক ও আদাব, দয়া, যুদ্ধ ও সন্ধি, শত্রুদের মোকাবিলায় মুজাহিদ বাহিনী প্রেরণ, বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয়, রিকাক, প্রশংসা ও মর্যাদার বর্ণনা ইত্যাদি সকল প্রকারের হাদীস বিভিন্ন অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয় তাকে আল-জামি (الجامع) বলা হয়। সহীহ বুখারী ও জামে তিরমিযী এর অন্তর্ভুক্ত। সহীহ মুসলিমে যেহেতু তাফসীর ও কিরাআত সংক্রান্ত হাদীস খুবই কম তাই কোন কোন হাদীস বিশারদের মতে তা জামে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

২. আস-সুনান ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে কেবলমাত্র শরীআতের হুকুম-আহকাম ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি ও আদেশ-নিষেধমূলক হাদীস একত্র করা হয় এবং ফিকহের গ্রন্থের ন্যায় বিভিন্ন অধ্যায় ও অনুচ্ছেদে সজ্জিত করা হয় তাকে সুনান (السنن) বলে। যেমন সুনান আবু দাউদ, সুনান নাসাঈ, সুনান ইবনে মাজা ইত্যাদি। তিরমিযী শরীফও এক হিসাবে সুনান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

৩. আল-মুসনাদ ঃ যেসব হাদীস গ্রন্থে সাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীসসমূহ তাঁদের নামের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী পরপর সংকলিত হয়, ফিকহের পদ্ধতিতে সংকলিত হয় না তাকে আল-মুসনাদ (المسند) বা আল-মাসানীদ (المسانيد) বলে। যেমন হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদীস তার নামের শিরোনামের অধীনে একত্র করা হয়। যেমন ইমাম আহমাদ (র)-এর আল-মুসনাদ গ্রন্থ, মুসনাদে আবু দাউদ তায়ালিসী ইত্যাদি।

৪. আল-মুজামঃ যে হাদীস গ্রন্থে মুসনাদ গ্রন্থের পদ্ধতিতে এক একজন উস্তাদের নিকট থেকে প্রাপ্ত হাদীসসমূহ পর্যায়ক্রমে একত্রে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল- মুজাম (المعجم) বলে। যেমন ইমাম তাবারানী সংকলিত আল-মুজামুল কাবীর।

৫. আল-মুসতাদরাক ঃ যেসব হাদীস বিশেষ কোন হাদীস গ্রন্থে শামিল করা হয়নি, অথচ তা সংশ্লিষ্ট গ্রন্থকারের অনুসৃত শর্তে পূর্ণমাত্রায় উত্তীর্ণ হয়, সেইসব হাদীস যে গ্রন্থে সন্নিবেশিত করা হয় তাকে আল-মুসতাদরাক (المستدرك) বলে। যেমন ইমাম হাকেম নিশাপুরীর আল-মুসতাদরাক গ্রন্থ।

৬. রিসালা ঃ যে ক্ষুদ্র কিতাবে মাত্র এক বিষয়ের হাদীসসমূহ একত্র করা হয়েছে তাকে রিসালা (رسالة) বা জুয (جزء) বলে।

সিহাহ সিত্তা ঃ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবন মাজা, এই ছয়টি গ্রন্থকে একত্রে সিহাহ সিত্তা (الصحاح الستة) বলা হয়। কিন্তু কতক বিশিষ্ট আলেম ইবনে মাজার পরিবর্তে ইমাম মালেক (র)-এর মুওয়াত্তাকে, আবার কতকে সুনানুদ দারিমীকে সিহাহ সিত্তার অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সাহীহানঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমকে একত্রে সহীহায়ন (صحيحين) বলে।

সুনানে আরবাআ ঃ সিহাহ সিত্তার অপর চারটি গ্রন্থ-আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাকে একত্রে সুনানে আরবাআ (سنن اربعة) বলে।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তর বিভাগ ঃ হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাঁচটি স্তর বা তবাকায় ভাগ করা হয়েছে। শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দিহলাবী (র)-ও তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ "মুওয়াত্তা ইমাম মালেক," 'বুখারী শরীফ' ও 'মুসলিম শরীফ'। সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবের সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণত সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। সুনান নাসাঈ, সুনান আবু দাউদ ও জামে আত-তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইবনে মাজা এবং শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে। এই দুই স্তরের কিতাবের উপরই সকল মাযহাবের ফকীহগণ নির্ভর করে থাকেন।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবে সহীহ, হাসান, যঈফ, মারূফ ও মুনকার সকল রকমের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়ালা, মুসনাদ আবদুর রাজ্জাক, বায়হাকী, তাহাবী ও তাবারানীর (র)-র কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

বিশেষজ্ঞগণের যাচাই-বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা যেতে পারে না।

চতুর্থ স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণত যঈফ ও গ্রহণের অযোগ্য হাদীসই রয়েছে। ইবনে হিব্বানের কিতাবুদ-দুআফা, ইবনুল আছীরের আল-কামিল এবং খাতীব বাগদাদী ও আবু নুআয়মের কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর ঃ উপরোক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নাই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব।

সহীহাইনের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে ঃ বুখারী ও মুসলিম শরীফ হাদীসের সহীহ কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেই নাই এবং বহু সহীহ হাদীস আমি বাদও দিয়েছি।'

এইরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে যে সকল হাদীস সংকলন করেছি তা সমস্তই সহীহ, কিন্তু আমি এ কথা বলি না যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্তই যঈফ।'

সুতরাং এই দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দিহলাবীর মতে "সিহাহ সিত্তা", মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও সুনানুদ দারিমী ব্যতীত নিম্নোক্ত কিতাবসমূহও সহীহ (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)।

১. সহীহ ইবনে খুযায়মা–আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
২. সহীহ ইবনে হিব্বান–আবু হাতিম মুহাম্মাদ ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.)
৩. আল-মুস্তাদরাক হাকেম–আবু আবদুল্লাহ নিশাপুরী (৪০২ হি.)
৪. আল-মুখতারা–যিয়াউদ্দীন আল-মাকদিসী (৭৪৩ হি.)
৫. সহীহ আবু আওয়ানা–ইয়াকুব ইবনে ইসহাক (৩১১ হি.)
৬. আল-মুনতাক–ইবনুল জারূদ আবদুল্লাহ ইবনে আলী।

হাদীসের সংখ্যা ঃ হাদীসের মূল কিতাবসমূহের মধ্যে ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের 'মুসনাদ' একটি বৃহৎ কিতাব। এতে সাত শত সাহাবী কর্তৃক বর্ণিত পুনরোল্লেখ (তাকরার)-সহ মোট ৪০ হাজার এবং 'তাকরার' বাদ ৩০ হাজার হাদীস রয়েছে। শায়খ আলী মুত্তাকী জৌনপুরীর 'মুনতাখাব কানযিল উম্মালে' ৩০ হাজার এবং মূল কানযুল উম্মাল-এ (তাকরার বাদ) মোট ৩২ হাজার হাদীস রয়েছে। অথচ এই কিতাব বহু মূল কিতাবের সমষ্টি। একমাত্র হাসান ইবনে আহমাদ সমরকান্দীর 'বাহরুল আসানীদ' কিতাবেই এক লক্ষ হাদীস রয়েছে বলে বর্ণিত আছে। মোট হাদীসের সংখ্যা সাহাবা ও তাবিঈনের আছারসহ সর্বমোট এক লক্ষের অধিক নয় বলে মনে হয়। এর মধ্যে সহীহ হাদীসের সংখ্যা আরো অনেক কম। হাকেম আবু আবদিল্লাহ নিশাপুরীর মতে প্রথম শ্রেণীর সহীহ হাদীসের সংখ্যা ১০ হাজারেও কম। সিহাহ সিত্তায় মাত্র পৌণে ছয় হাজার হাদীস রয়েছে। এর মধ্যে ২৩২৬টি হাদীস মুত্তাফাক আলায়হি। তবে যে বলা হয়ে থাকে হাদীসের বড় বড় ইমামগণের লক্ষ লক্ষ হাদীস জানা ছিল, তার অর্থ এই যে, অধিকাংশ হাদীসের বিভিন্ন সনদ রয়েছে, এমনকি শুধু নিয়াত সম্পর্কিত (انما الاعمال بالنيات) হাদীসটিরই সাত শতের মত সনদ রয়েছে (তাদ্‌বীন, পৃ. ৫৪)। আমাদের মুহাদ্দিসগণ যে হাদীসের যতটি সনদ রয়েছে সেটিকে তত সংখ্যক হাদীস বলে গণ্য করেন।

হাদীস সংকলণ ও তার প্রচার

সাহাবায়ে কিরাম (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতেন এবং তাঁর প্রতিটি কাজ ও আচরণ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণকে ইসলামের আদর্শ ও এর যাবতীয় নির্দেশ যেমন মেনে চলার হুকুম দিতেন।তেমনি তা স্মরণ রাখতে এবং অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌছে দেয়ারও নির্দেশ দিয়েছেন। হাদীস চর্চাকারীর জন্য তিনি নিম্নোক্ত ভাষায় দোয়া করেছেন ঃ

نَضَّرَ اللّٰهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِىْ فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا وَاَدَّاهَا الِى مَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا .

"আল্লাহ্ সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন।যে আমার কথা শুনে স্মৃতিতে ধরে রেখেছে, তার পূর্ণ হেফাজত করেছে এবং এমন লোকের নিকট পৌঁছে দিয়েছে, যে তা শুনতে পায়নি" (তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, বাংলা অনু., হাদীস নং ২৫৯৩-৫; উমদাতুল কারী, ২খ., পৃ. ৩৫)।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল কায়স গোত্রের প্রতিনিধি দলকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দান করে বললেন ঃ "এই কথাগুলো তোমরা পুরোপুরি স্মরণ রাখবে এবং যারা তোমাদের পিছনে রয়েছে তাদের কাছে পৌঁছে দিবে" (বুখারী)। তিনি সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বলেন ঃ "আজ তোমরা (আমার নিকট দীনের কথা) শুনছো, তোমাদের নিকট থেকেও (তা) শোনা হবে এবং তোমাদের নিকট থেকে যারা শুনবে, তাদের থেকেও (তা) শোনা হবে" (মুসতাদরাক হাকেম, ১ খ., পৃ. ৯৫)। তিনি আরো বলেন ঃ "আমার পরে লোকেরা তোমাদের নিকট হাদীস শুনতে চাইবে। তারা এই উদ্দেশে তোমাদের নিকট এলে তাদের প্রতি সদয় হও এবং তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করো (মুসনাদ আহমাদ)। তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমার নিকট থেকে একটি বাক্য হলেও তা অন্যের কাছে পৌঁছে দাও" (বুখারী)। ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পরের দিন এবং ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ "উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ কথাগুলো পৌঁছে দেয়" (বুখারী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উল্লেখিত বাণীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর সাহাবীগণ হাদীস সংরক্ষণে উদ্যোগী হন। প্রধানত তিনটি শক্তিশালী সূত্রের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সংরক্ষিত হয় ঃ (১) উম্মাতের নিয়মিত আমল, (২) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের লিখিত ফরমান, সাহাবীদের নিকট লিখিত আকারে সংরক্ষিত হাদীস ও পুস্তিকা এবং (৩) হাদীস মুখস্ত করে স্মৃতির ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা, অতঃপর বর্ণনা ও অধ্যাপনার মাধ্যমে লোক পরম্পরায় তার প্রচার।

তদানিন্তন আরবদের স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণভাবে প্রখর। কোন কিছু স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য একবার শ্রবণই তাদের জন্য যথেষ্ট ছিল। স্মরণশক্তির সাহায্যে আরববাসীরা হাজার বছর ধরে তাদের জাতীয় ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে আসছিল। হাদীস সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপায় হিসাবে এই মাধ্যমটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই কোন কথা বলতেন, উপস্থিত সাহাবীগণ পূর্ণ আগ্রহ ও আন্তরিকতা সহকারে তা শুনতেন, অতঃপর মুখস্ত করে নিতেন। তদানিন্তন মুসলিম সমাজে প্রায় এক লাখ লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী ও কাজের বিবরণ সংরক্ষণ করেছেন এবং স্মৃতিপটে ধরে রেখেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস মুখস্ত করতাম। এভাবেই তাঁর নিকট থেকে হাদীস মুখস্ত করা হতো” (সহীহ্ মুসলিম, ভূমিকা, পৃ. ১০)।

উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন আমল, পারস্পরিক পর্যালোচনা, শিক্ষাদান ও অধ্যাপনার মাধ্যমেও হাদীস সংরক্ষিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নির্দেশই দিতেন, সাহাবীগণ সাথে সাথে তা কার্যে পরিণত করতেন। তারা মসজিদে অথবা কোন নির্দিষ্ট স্থানে একত্র হতেন এবং হাদীস আলোচনা করতেন। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, “আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হাদীস শুনতাম। তিনি যখন মজলিস থেকে উঠে চলে যেতেন, আমরা শ্রুত হাদীসগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। আমাদের এক একজন করে সব কয়টি হাদীস মুখস্থ শুনিয়ে দিত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই অন্তত ষাট-সত্তরজন লোক উপস্থিত থাকতো। বৈঠক থেকে আমরা যখন উঠে যেতাম, তখন আমাদের প্রত্যেকেরই সবকিছু মুখস্থ হয়ে যেতো” (আল-মাজমাউয-যাওয়াইদ, ১খ,পৃ. ১৬১)।

“আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাতকে তিন অংশে ভাগ করে নেই। এক অংশে ঘুমাই, এক অংশে ইবাদত করি এবং এক অংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অধ্যয়ন করি” (দারিমী)। মসজিদে নববীকে কেন্দ্র করে স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় যে শিক্ষায়তন গড়ে উঠেছিল, সেখানে একদল বিশিষ্ট সাহাবী (আহলুস সুফ্ফা) সার্বক্ষণিকভাবে কুরআন-হাদীস শিক্ষায় রত থাকতেন।

হাদীস সংরক্ষণের জন্য যথাসময়ে যথেষ্ট পরিমাণে লেখনী শক্তিরও সাহায্য নেয়া হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে কুরআন মজীদ ব্যতীত সাধারণত অন্য কিছু লিখে রাখা হতো না। পরবর্তী কালে হাদীসের বিরাট সম্পদ লিপিবদ্ধ হতে থাকে। “হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় লিপিবদ্ধ হয়নি, বরং তাঁর ইন্তিকালের শতাব্দী কাল পর লিপিবদ্ধ হয়েছে” বলে যে ভুল ধারণা বা অপপ্রচার প্রচলিত আছে তার আদৌ কোন ভিত্তি নাই। অবশ্য একথা ঠিক যে, কুরআনের সঙ্গে হাদীস মিশ্রিত হয়ে মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে, কেবল এই আশংকায় ইসলামী দাওয়াতের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন ঃ

لاَ تَكْتُبُوْا عَنِّىْ وَمَنْ كَتَبَ عَنِّىْ غَيْرَ الْقُرْاٰنِ فَلْيَمْحِهُ .

“তোমরা আমার কোন কথাই লিখো না। কুরআন ব্যতীত আমার নিকট থেকে কেউ অন্য কিছু লিখে থাকলে, তা যেন মুছে ফেলে” (মুসলিম)।

কিন্তু যেখানে এরূপ বিভ্রান্তির আশংকা ছিলো না, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সকল ক্ষেত্রে হাদীস লিপিবদ্ধ করে রাখতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেন। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি হাদীস বর্ণনা করতে চাই। তাই আমি স্মরণশক্তির ব্যবহারের সাথে সাথে লেখনীরও সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক, যদি আপনি অনুমতি দেন। তিনি বলেন ঃ আমার হাদীস কণ্ঠস্থ করার সাথে সাথে লিখেও রাখতে পারো" (দারিমী)।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) আরও বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা কিছু শুনতাত, মনে রাখার জন্য তা লিখে নিতাম। কতক সাহাবী আমাকে তা লিখে রাখতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন মানুষ, কখনও স্বাভাবিক অবস্থায় আবার কখনও রাগান্বিত অবস্থায় কথা বলেন। এ কথা বলার পর আমি হাদীস লেখা পরিত্যাগ করলাম, অতঃপর তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি নিজ হাতের আংগুলের সাহায্যে স্বীয় মুখের দিকে ইংগিত করে বলেন ঃ

اُكْتُبْ فَوَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِه مَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلاَّ الْحَقُّ .

"তুমি লিখে রাখো। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই মুখ দিয়ে সত্য ছাড়া অন্য কিছু বের হয় না" (আবু দাউদ, মুসনাদ আহমাদ, দারিমী, হাকেম, বায়হাকী)।

তাঁর সংকলনের নাম ছিল 'সহীফায়ে সাদিকা'। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "সাদিকা হাদীসের একটি সংকলন, যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি" (উলূমুল হাদীস, পৃ. ৪৫)। এই সংকলনে এক হাজার হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক আনসারী সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি যা কিছু বলেন, আমার কাছে খুবই ভালো লাগে, কিন্তু মনে রাখতে পারি না। মহানবী (স) বললেন ঃ

اِسْتَعِنْ بِيَمِيْنِكَ وَاَوْمَاَ بِيَدِه اِلَى الْخَطِّ .

"তুমি ডান হাতের সাহায্য নাও। অতঃপর তিনি হাতের ইশারায় লিখে রাখার প্রতি ইঙ্গিত করলেন" (তিরমিযী)।

আবু হুরায়রা (রা) আরো বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন। আবু শাহ ইয়ামানী (রা) আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ ভাষণ আমাকে লিখিয়ে দিন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণটি তাকে লিখে দেয়ার নির্দেশ দেন (বুখারী, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

হাসান ইবনে মুনাব্বিহ (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমাকে বিপুল সংখ্যক কিতাব (পাণ্ডুলিপি) দেখালেন। তাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

হাদীস লিপিবদ্ধ ছিল” (ফাতহুল বারী)। আবু হুরায়রা (রা)-র সংকলনের একটি কপি (ইমাম ইবনে তাইমিয়ার হস্তলিখিত) দামেশ্‌ক এবং বার্লিনের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে।

আনাস ইবনে মালেক (রা) তার (স্বহস্ত লিখিত) সংকলন বের করে ছাত্রদের দেখিয়ে বলেন, আমি এসব হাদীস মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনে তা লিখে নিয়েছি, অতঃপর তাঁকে তা পড়ে শুনিয়েছি (মুসতাদরাক হাকেম, ৩ খ., পৃ. ৫৭৩)।

রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীস লিখে রাখার অনুমতি দেন। তিনি প্রচুর সংখ্যক হাদীস লিখে রাখেন (মুসনাদে আহমাদ)।

আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-ও হাদীস লিখে রাখতেন। চামড়ার থলের মধ্যে রক্ষিত সংকলনটি তার সাথেই থাকতো। তিনি বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে এই সহীফা ও কুরআন মজীদ ব্যতীত আর কিছু লিখিনি। সংকলনটি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লেখিয়েছিলেন। এতে যাকাত, রক্তপণ (দিয়াত), বন্দীমুক্তি, মদীনার হেরেম এবং আরও অনেক বিষয় সম্পর্কিত বিধান উল্লেখ ছিল (বুখারী, ফাতহুল বারী)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসে শপথ করে বলেন, এটা ইবনে মাসউদ (রা)-র স্বহস্ত লিখিত (জামি বায়ানিল ইল্‌ম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭)।

স্বয়ং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পৌঁছে বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে যে চুক্তিপত্র সম্পাদন করেন (মদীনার সনদ নামে প্রসিদ্ধ), হুদায়বিয়ার প্রান্তরে মক্কার মুশরিকদের সাথে যে সন্ধি করেন, বিভিন্ন সময়ে যে ফরমান জারী করেন, বিভিন্ন গোত্র প্রধান ও রাজন্যবর্গকে ইসলামের যে দাওয়াতনামা প্রেরণ করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তি ও গোত্রকে যেসব জমি, খনি ও কূপ দান করেন, তা সবই লিপিবদ্ধ আকারে ছিল এবং তা সবই হাদীসরূপে গণ্য।

এসব ঘটনা থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকেই হাদীস লেখার কাজ শুরু হয়। তাঁর দরবারে বহু সংখ্যক লেখক সাহাবী সব সময় উপস্থিত থাকতেন এবং তাঁর মুখে যে কথাই শুনতে পেতেন, তা লিখে নিতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায়ই অনেক সাহাবীর নিকট স্বহস্ত লিখিত সংকলন বিদ্যমান ছিল। উদাহরণস্বরূপ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সহীফায়ে সাদিকা, আবু হুরায়রা (রা)-র সহীফায়ে সাহীহা, সহীফায়ে আলী (রা), সহীফায়ে সাদ ইবনে উবাদা (রা), মাকতূবাতে নাফে (আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সংকলন) সমধিক প্রসিদ্ধ।

সাহাবীগণ যেভাবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন, তেমনিভাবে হাজার হাজার তাবিঈ সাহাবীগণের নিকট হাদীসের শিক্ষা লাভ করেন। একমাত্র আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট আট শত তাবিঈ হাদীস শিক্ষা করেন। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, উরওয়া ইবনুয যুবাইর, ইমাম যুহরী, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন, নাফে, ইমাম যয়নুল আবিদীন, মুজাহিদ, কাযী শুরাইহ, মাসরূক, মাকহূল, ইকরিমা, আতা, কাতাদা, ইমাম শাবী, আলকামা, ইবরাহীম নাখঈ প্রমুখ প্রবীণ তাবিঈগণের প্রায় সকলে ১০ম হিজরীর পর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। অন্যদিকে সাহাবীগণ ১১০ হিজরীর মধ্যে ইন্তিকাল করেন। এদিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, তাবিঈগণ সাহাবীগণের দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেন। এক একজন তাবিঈ বহু সংখ্যক সাহাবীর সাথে সাক্ষাত করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের ঘটনাবলী, তাঁর বাণী, কাজ ও সিদ্ধান্তসমূহ সংগ্রহ করেন এবং তা তাদের পরবর্তীগণ অর্থাৎ তাবে তাবিঈনের নিকট পৌঁছে দেন।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শুরু থেকে কনিষ্ঠ তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের এক বিরাট দল সাহাবা ও প্রবীণ তাবিঈনের লিখিত হাদীসগুলো ব্যাপকভাবে একত্র করতে থাকেন। তারা গোটা মুসলিম জাহানে ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উম্মাতের মধ্যে হাদীসের জ্ঞান পরিব্যাপ্ত করে দেন। এ সময় ইসলামী বিশ্বের খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) দেশের বিভিন্ন এলাকার প্রশাসকদের নিকট হাদীস সংগ্রহ করার জন্য রাজকীয় ফরমান প্রেরণ করেন। ফলে সরকারী উদ্যোগে সংগৃহীত হাদীসের বিভিন্ন সংকলন রাজধানী দামিশকে পৌঁছতে থাকে। খলীফা সেগুলোর একাধিক পাণ্ডুলিপি তৈরি করিয়ে দেশের সর্বত্র পাঠিয়ে দেন। এ কালে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর নেতৃত্বে কুফায় এবং ইমাম মালেক (র)-এর নেতৃত্বে মদীনায় হাদীস ও ইসলামী আইন চর্চার বিরাট কেন্দ্র গড়ে উঠে। ইমাম মালেক (র) তার মুওয়াত্তা গ্রন্থ এবং ইমাম আবু হানীফার দুই সহচর ইমাম মুহাম্মাদ ও আবু ইউসুফ (র) ইমাম আবু হানীফার রিওয়াতগুলো একত্র করে 'কিতাবুল আছার' সংকলন করেন। এ যুগের আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হাদীস সংকলন হচ্ছে ঃ জামে সুফিয়ান সাওরী, জামে ইবনুল মুবারক, জামে ইমাম আওযাঈ, জামে ইবনে জুরাইজ ইত্যাদি।

হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষার্ধ থেকে চতুর্থ শতকের শেষ পর্যন্ত হাদীসের চর্চা আরও ব্যাপকতর হয়। এ সময়কালেই হাদীসের প্রসিদ্ধ ইমামগণ যথা ইমাম বুখারী, মুসলিম, আবু ঈসা তিরমিযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা (র)-র আবির্ভাব হয় এবং তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সর্বাধিক সহীহ ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ (সিহাহ সিত্তা) সংকলিত হয়। এ যুগেই ইমাম শাফিঈ তার কিতাবুল উম্ম ও ইমাম আহমাদ তার আল-মুসনাদ গ্রন্থ সংকলন

করেন। হিজরী চতুর্থ শতকে মুসতাদরাক হাকেম, সুনানু দারি কুতনী, সহীহ ইবনে হিব্বান, সহীহ ইবনে খুযায়মা, তাবারানীর আল-মুজাম, নুসান্নাফাত তাহাবী এবং আরও কতিপয় হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়। ইমাম বায়হাকীর সুনানুল কুবরা ৫ম হিজরী শতকে সংকলিত হয়।

চতুর্থ শতকের পর থেকে এই পর্যন্ত সংকলিত হাদীসের মৌলিক গ্রন্থগুলোকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সংকলন ও হাদীসের ভাষ্য গ্রন্থ এবং এই শাস্ত্রের শাখা-প্রশাখার উপর ব্যাপক গবেষণা ও বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হয়। বর্তমান কাল পর্যন্ত এই কাজ অব্যাহত রয়েছে। এসব সংকলনের মধ্যে তাজরীদুস সিহাহ ওয়াস সুনান, আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, আল-মুহাল্লা, মাসাবীহুস সুন্নাহ, নাইলুল আওতার প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম বিজয়ের প্রাক্কাল (৭১২ খৃ.) থেকেই হাদীস চর্চা শুরু হয় এবং এখানে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ইসলামী জ্ঞানচর্চাও ব্যাপকতর হয়। ইসলামের প্রচারক ও বাণীবাহকগণ উপমহাদেশের সর্বত্র ইসলামী জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র গড়ে তোলেন। খ্যাতনামা মুহাদ্দিস শায়খ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামা (৭০০ হি.) ৭ম শতকে ঢাকার সোনারগাঁও আগমন করেন এবং এখানে কুরআন ও হাদীস চর্চার ব্যাপক ব্যবস্থা করেন। বংগদেশের রাজধানী হিসাবে এখানে অসংখ্য হাদীসবেত্তা সমবেত হন এবং ইলমে হাদীসের জ্ঞান এতদঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। মুসলিম শাসনের শেষ পর্যায় পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিল। বর্তমান কাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এভাবে যুগ ও বংশ পরম্পরায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস ভাণ্ডার আমাদের নিকট পৌঁছেছে এবং ইনশাআল্লাহ অব্যাহতভাবে তা অনাগত মানব সভ্যতার কাছে পৌঁছতে থাকবে।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অধ্যায় ঃ ১

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা অর্জন

بَابُ التَّخَلِّى عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ পায়খানা-পেশাবের জন্য নিরিবিলি স্থানে যাওয়া

١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ اَبْعَدَ.

১। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার উদ্দেশ্যে দূরে চলে যেতেন (যাতে কেউ দেখতে না পায়)।

٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ الْبَرَازَ اِنْطَلَقَ حَتّٰى لاَ يَرَاهُ اَحَدٌ.

২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানার উদ্দেশ্যে দূরে চলে যেতেন যাতে কেউ তাঁকে দেখতে না পায়।

بَابُ الرَّجُلِ يَتَبَوَّأُ لِبَوْلِهِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ পেশাবের জন্য কোন ব্যক্তির জায়গা তালাশ করা

٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ نَا اَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَيْخٌ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ فَكَانَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى فَكَتَبَ عَبْدُ اللّٰهِ اِلٰى اَبِىْ مُوْسٰى يَسْاَلُهُ عَنْ اَشْيَاءَ فَكَتَبَ

اِلَيْهِ اَبُوْ مُوْسٰى اِنِّىْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَرَادَ اَنْ يَّبُوْلَ فَاَتٰى دَمِثًا فِىْ اَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّبُوْلَ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ مَوْضِعًا.

৩। আবুত তাইয়্যাহ্ (র) বর্ণনা করেন, একজন শায়খ আমার নিকট বলেছেন, যখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বসরায় পদার্পণ করলেন, তখন তিনি আবু মূসা (রা)-র সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন। আবদুল্লাহ (রা) আবু মূসার নিকট কয়েকটি বিষয়ে জানতে চেয়ে চিঠি লিখলেন। জবাবে আবু মূসা (রা) তাকে লিখলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি পেশাব করার মনস্থ করলেন। তিনি একটি দেয়ালের গোড়ার নরম মাটিতে গিয়ে পেশাব করলেন। এরপর তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ পেশাব করার ইচ্ছা করে, সে যেন একটা নরম জায়গা অনুসন্ধান করে নেয়।

টীকা ঃ যেন জায়গাটি শক্ত না হয়। পেশাবের ফোঁটা ছিটকে না আসে। ঢালু জায়গায় পেশাব করা বাঞ্ছনীয় যাতে শরীর অথবা কাপড়ে পেশাব ছিটকে না আসতে পারে।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ পায়খানায় প্রবেশকালে মানুষ যা বলবে

٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ وَقَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, হাম্মাদের বর্ণনামতে, তিনি বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে। আর আবদুল ওয়ারেসের বর্ণনামতে বলতেন ঃ আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি শয়তানদের থেকে ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে।

٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو يَعْنِى السَّدُوْسِىَّ قَالَ اَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ وَقَالَ شُعْبَةُ وَقَالَ مَرَّةً اَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَقَالَ وُهَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللّٰهِ.

৫। আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব (র) আনাস (রা) থেকে পূর্বোক্ত হাদীস বর্ণনা করছেন। তাতে 'হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি' রয়েছে। শো'বা বলেন, আবদুল আযীয একবার 'আউযু বিল্লাহ' (আমি আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাই,) বলেছেন। আর উহাইব (র) আবদুল আযীয ইবনে সুহাইব থেকে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'সে যেন আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চায়' কথাটি রয়েছে।

٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْحُشُوْشَ مُحْتَضَرَةٌ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ فَلْيَقُلْ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .

৬। যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পায়খানায় অধিকাংশ সময় শয়তান এসে থাকে। তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যায় তখন সে যেন বলে ঃ আমি আল্লাহ্র নিকট শয়তান ও যাবতীয় অপবিত্রতা থেকে আশ্রয় চাই।

بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ عِنْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ পায়খানা-পেশাব করতে কিবলামুখী হয়ে বসা নিষেধ

٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيْلَ لَهُ لَقَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ قَالَ اَجَلْ لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ وَاَنْ لاَ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِيْنِ وَاَنْ لاَ يَسْتَنْجِيَ اَحَدُنَا بِاَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَحْجَارٍ اَوْ يَسْتَنْجِيَ بِرَجِيْعٍ اَوْ عَظْمٍ.

৭। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। বর্ণনাকারী আবদুর রহমান বলেন, সালমান (রা)-কে বলা হলো, তোমাদের নবী (সা) তোমাদেরকে সবকিছুই শিক্ষা দিয়েছেন, এমন কি পায়খানা করার নিয়মও। সালমান (রা) বললেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিষেধ করেছেন পায়খানা ও পেশাবের সময় কিবলামুখী হয়ে বসতে, ডান হাতে শৌচ করতে, আর শৌচকার্যে আমাদের কারো তিনটি ঢিলার কম ব্যবহার করতে। আর তিনি গোবর অথবা হাড় দ্বারা শৌচ করতে নিষেধ করেছেন।

٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ اُعَلِّمُكُمْ فَاِذَا اَتٰى اَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلاَ يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلاَ يَسْتَدْبِرْهَا وَلاَ يَسْتَطِبْ بِيَمِيْنِهِ وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ وَيَنْهٰى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ .

৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য পিতৃতুল্য, তোমাদেরকে আমি শিক্ষা দিয়ে থাকি। যখন তোমাদের কেউ পায়খানায় যায়, সে যেন কিবলামুখী হয়ে না বসে, কিবলার দিকে পিঠ দিয়েও না বসে এবং ডান হাতে শৌচ না করে। তিনি তিনটি ঢিলা ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন এবং নিষেধ করতেন গোবর ও হাড় দ্বারা শৌচ করতে।

٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ رِوَايَةً قَالَ اِذَا اَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلاَ بَوْلٍ وَلٰكِنْ شَرِّقُوْا اَوْ غَرِّبُوْا فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ.

৯। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা পায়খানায় গিয়ে পায়খানা-পেশাবে কিবলামুখী হয়ে বসো না, বরং পূর্ব দিকে মুখ করো অথবা পশ্চিম দিকে। আবু আইউব (রা) বলেন, আমরা সিরিয়ায় গিয়ে দেখতে পেলাম, তথাকার শৌচাগারগুলো কিবলামুখী করে বানানো। (সেগুলো ব্যবহারের সময়) আমরা একটু বেঁকে ঐদিক থেকে ফিরে বসতাম এবং আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা চাইতাম।

টীকা ঃ এ নির্দেশ মদীনাবাসী তথা মক্কার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থানকারী লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যাদের কিবলা পূর্ব অথবা পশ্চিম দিক, তাদের উত্তর অথবা দক্ষিণ দিকে মুখ করে বসতে হবে।

١٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ زَيْدٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ اَبِيْ مَعْقِلٍ الاَسَدِيِّ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ اَوْ غَائِطٍ.

১০। মা'কিল ইবনে আবু মা'কিল আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব অথবা পায়খানা করাকালে দুই কিবলার (কা'বা শরীফ ও বাইতুল মুকাদ্দাস) দিকে মুখ করে বসতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ খাত্তাবীর মতে, বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের প্রথম কিবলা হওয়ার জন্যই এ হুকুম। কেউ বলেছেন, মদীনার কেউ বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে বসলে মদীনা পেছনে থাকে বলেই এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নববী বলেছেন, এ হুকুম তানযিহী, তাহরিমী নয়। হাম্বলী আলিমদের সর্বসম্মত রায় হলো, এই নির্দেশ রহিত হয়ে গিয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে উমারের হাদীস (যা পরে বর্ণিত হচ্ছে) অনুসারে কেউ কেউ বলেছেন, এ নিষেধ ততদিন পর্যন্ত বলবত ছিল যতদিন পর্যন্ত বাইতুল মুকাদ্দাসকে কিবলা করে নামায পড়া হতো। কেউ বলেছেন, এ নির্দেশ শুধুমাত্র মদীনাবাসীদের জন্য।

١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسٰى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ الْاَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُوْلُ اِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هٰذَا قَالَ بَلٰى اِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذٰلِكَ فِي الْفَضَاءِ فَاِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلاَ بَأْسَ.

১১। মারওয়ান আল-আস্‌ফার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে দেখলাম, তিনি তার উটকে কিবলার দিকে বসালেন। তারপর ঐ উটের দিকে মুখ করে বসে পেশাব করলেন। আমি বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! এ থেকে কি নিষেধ করা হয়নি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এ থেকে নিষেধ করা হয়েছে উন্মুক্ত ময়দানে। যখন তোমার ও কিবলার মাঝখানে কোন কিছুর আড়াল হবে তখন (এতে) কোন দোষ নেই।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ এ সম্পর্কে অবকাশ আছে

١٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلٰى ظَهْرِ الْبَيْتِ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ.

১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঘরের ছাদে উঠলাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি ইটের ওপর বসা অবস্থায় বাইতুল মাকদিসের দিকে মুখ করে পায়খানা করতে দেখলাম।

١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ نَا اَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ نَهٰى نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِبَوْلٍ فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْبَضَ بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا.

১৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিবলামুখী হয়ে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, তাঁর ওফাতের এক বছর পূর্বে আমি নবী (সা)-কে কিবলামুখী হয়ে পায়খানা করতে দেখেছি।

টীকা ঃ অধিকাংশ সহীহ্ হাদীসের বর্ণনা অনুসারে পায়খানায় কিবলামুখী না হওয়ার বিষয় উল্লেখিত হয়েছে। তদনুযায়ী আমল করতে হবে। আর যেসব হাদীসে কেবলামুখী হবার বৈধতা প্রমাণিত হয়, তা বিশেষ কারণ ও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

بَابُ كَيْفَ التَّكَشُّفُ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ পায়খানার সময় কিভাবে সতর খুলবে

١٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ رَّجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ حَاجَةً لاَ يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتّٰى يَدْنُوَ مِنَ الْاَرْضِ.

১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাহ্যক্রিয়ার ইচ্ছা করতেন, তিনি যমিনের নিকটবর্তী না হওয়া পর্যন্ত কাপড় ওঠাতেন না (যাতে কেউ তাঁর সতর দেখতে না পায়)।

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْكَلاَمِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ পায়খানায় বসে কথাবার্তা বলা মাকরূহ

١٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلٰى ذٰلِكَ .

১৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ দুই ব্যক্তি আপন লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করে কথাবার্তা বলা অবস্থায় বাহ্যক্রিয়া সারবে না। কারণ এতে মহাসম্মানিত আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।

بَابُ فِي الرَّجُلِ يَرُدُّ السَّلاَمَ وَهُوَ يَبُوْلُ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ যে ব্যক্তি পেশাবরত অবস্থায় সালামের জবাব দেয়

١٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَاَبُوْ بَكْرٍ ابْنَا اَبِيْ شَيْبَةَ قَالاَ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ

عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِيَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ.

১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। তিনি পেশাবরত ছিলেন। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো, তিনি তার জবাব দিলেন না। আবু দাউদ (র) বলেন, ইবনে উমার ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়াম্মুম করলেন, তারপর লোকটির সালামের জবাব দিলেন।

١٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ اَبِيْ سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ اَنَّهُ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُوْلُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ كَرِهْتُ اَنْ اَذْكُرَ اللّٰهَ تَعَالٰى ذِكْرُهُ اِلاَّ عَلٰى طُهْرٍ اَوْ قَالَ عَلٰى طَهَارَةٍ.

১৭। আল-মুহাজির ইবনে কুনফুয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। নবী (সা) তখন পেশাবরত ছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। নবী (সা) তার জবাব দিলেন না। শেষে তিনি উযু করলেন ও তার নিকট ওযর পেশ করে বললেন ঃ পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর নাম স্মরণ করা আমি অপছন্দ করলাম।

بَابُ فِي الرَّجُلُ يَذْكُرُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَلٰى غَيْرِ طُهْرٍ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ যে ব্যক্তি পবিত্রতা অর্জন না করে আল্লাহ তায়ালার যিকির করে

١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا ابْنُ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ يَعْنِى الْفَافَاءِ عَنِ الْبَهِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى كُلِّ اَحْيَانِهِ.

১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সদা-সর্বদা আল্লাহ্র যিকির করতেন।

بَابُ الْخَاتَمِ يَكُوْنُ فِيْهِ ذِكْرُ اللّٰهِ تَعَالٰى يَدْخُلُ بِهِ الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ আল্লাহ্‌র নাম খচিত আংটি নিয়ে পায়খানায় যাওয়া

١٩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ عَنْ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَاِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِّنْ وَّرِقٍ ثُمَّ اَلْقَاهُ وَالْوَهْمُ فِيْهِ مِنْ هَمَّامٍ وَلَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ هَمَّامٌ.

১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন, আংটি খুলে রাখতেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসটি মুনকার (অর্থাৎ অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা)। এ হাদীস আনাস থেকে এভাবে 'মারফু' আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপা দিয়ে একটি আংটি তৈরী করেছিলেন, তারপর তা তিনি খুলে ফেলেন। এ হাদীস বর্ণনায় হাম্মাম সন্দেহে পতিত হয়েছেন। তাছাড়া হাম্মাম ছাড়া আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

بَابُ الاِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ পেশাব থেকে পবিত্র থাকা

٢٠- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى قَبْرَيْنِ فَقَالَ اِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِيْ كَبِيْرٍ اَمَّا هٰذَا فَكَانَ لاَ يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ وَاَمَّا هٰذَا فَكَانَ يَمْشِيْ بِالنَّمِيْمَةِ ثُمَّ دَعَا بِعَسِيْبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِاثْنَيْنِ ثُمَّ غَرَسَ عَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَعَلٰى هٰذَا وَاحِدًا وَقَالَ لَعَلَّهُ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا مَالَمْ يَيْبَسَا. قَالَ هَنَّادٌ يَسْتَتِرُ مَكَانَ يَسْتَنْزِهُ.

২০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন ঃ এ দু'জনকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোন বড় গুনাহ্‌র জন্য শাস্তি হচ্ছে না। একজন তো পেশাবের ব্যাপারে

সতর্কতা অবলম্বন করতো না। আর অপরজন চোগলখোরী করে বেড়াত। এরপর তিনি খেজুরের একটি তাজা ডাল আনালেন। ডালটিকে তিনি দু'টুকরা করে একটি এ কবরে গাড়লেন এবং অপরটি ঐ কবরে গাড়লেন। আর বললেন ঃ আশা করা যায়, তাদের শাস্তি কিছুটা হালকা করা হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডাল দুটো না শুকায়। হান্নাদ "ইয়াস্‌তান্‌যিহ্" শব্দটির স্থলে "ইয়াস্‌তাতিরু" শব্দ উল্লেখ করেছেন।

٢١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ كَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ وَقَالَ اَبُوْ مُعَاوِيَةَ يَسْتَنْزِهُ.

২১। ইবনে আব্বাস (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরোক্ত হাদীসের সমার্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সে তার পেশাব থেকে নিজেকে রক্ষা করতো না।" আর আবু মু'আবিয়া বলেছেন, "পেশাব থেকে সতর্ক হতো না।"

٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا الاَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَرَجَ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ ثُمَّ اسْتَتَرَ بِهَا ثُمَّ بَالَ فَقُلْنَا انْظُرُوْا اِلَيْهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُوْلُ الْمَرْاَةُ فَسَمِعَ ذٰلِكَ فَقَالَ اَلَمْ تَعْلَمُوْا مَا لَقِىَ صَاحِبُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانُوْا اِذَا اَصَابَهُمُ الْبَوْلُ قَطَعُوْا مَا اَصَابَهُ الْبَوْلُ مِنْهُمْ فَنَهَاهُمْ فَعُذِّبَ فِى قَبْرِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَنْصُوْرٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوسٰى فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ جِلْدَ اَحَدِهِمْ وَقَالَ عَاصِمٌ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَسَدَ اَحَدِهِمْ.

২২। আবদুর রহমান ইবনে হাসানা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও আমর ইবনুল 'আস নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি বের হলেন। তাঁর সাথে ছিল একটি ঢাল। তিনি ঢালটিকে আড়াল বানিয়ে পেশাব করলেন। আমরা বললাম ঃ দেখ, তিনি পেশাব করছেন যেরূপ মেয়েলোকেরা (লুকিয়ে লুকিয়ে) পেশাব করে থাকে। তিনি একথা শুনে বললেন ঃ তোমরা কি জানো না বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কি অবস্থা হয়েছিল? বনী ইসরাঈলের কারো যদি (কোথাও) পেশাব লেগে যেত, তাহলে ঐ স্থানকে তারা কেটে ফেলত। ঐ ব্যক্তি তাদের এটা করতে নিষেধ করেছিল। তাই তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আবু দাঊদ বলেন, মানসূর আবু ওয়াইলের মাধ্যমে আবু মূসা থেকে এ হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন ঃ (যদি পেশাব লেগে যেত) তাহলে তারা চামড়া কেটে ফেলত। আর আসেম আবু ওয়াইল, আবু মূসা (রা)-র মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'আপন শরীর কেটে ফেলত'।

بَابُ الْبَوْلِ قَائِمًا

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা

٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ وَهٰذَا لَفْظُ حَفْصٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اَتٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَذَهَبْتُ اَتَبَاعَدُ فَدَعَانِىْ حَتّٰى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبِهِ.

২৩। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সম্প্রদায়ের ময়লার স্তূপের নিকট গিয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন। তারপর পানির জন্য ডেকে পাঠালেন ও পানি দিয়ে মোজা মাসেহ করলেন। আবু দাঊদ বলেন, মুসাদ্দাদ আরো বর্ণনা করেছেন ঃ হুযায়ফা (রা) বলেন, আমি পেছনের দিকে সরে যেতে থাকলে তিনি (নবী সা) আমাকে ডাকলেন। এমনকি আমি তাঁর পায়ের গোড়ালীর নিকট ছিলাম বা গোড়ালীর নিকটবর্তী হলাম।

টীকা ঃ দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েয, তা প্রমাণের জন্য তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন। কেউ বলেছেন, তাঁর হাঁটুতে কোন রোগ বা ব্যথা ছিল বলে তিনি বসতে অপারগ ছিলেন। আবু হুরায়রা (রা) থেকে কেউ কেউ বলেছেন, ঐ স্থান নাপাকিতে পূর্ণ ছিল। বসলে নাপাকি লেগে যাওয়ার আশংকা ছিল। ইবনে আবু শাইবা মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) একবার ছাড়া আর কখনো দাঁড়িয়ে পেশাব করেননি।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَبُوْلُ بِاللَّيْلِ فِى الْاِنَاءِ ثُمَّ يَضَعُهُ عِنْدَهُ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ কোন ব্যক্তি রাতে পাত্রে পেশাব করে তা নিজের কাছে রেখে দিল

٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ حُكَيْمَةَ بِنْتِ اُمَيْمَةَ ابْنَةِ رُقَيْقَةَ عَنْ اُمِّهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِّنْ عِيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ يَبُوْلُ فِيْهِ بِاللَّيْلِ.

২৪। হুকাইমা বিনতে উমাইমা বিনতে রুকাইকা তাঁর মা থেকে বর্ণনা করে বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি কাঠের পাত্র ছিল। এটি তাঁর খাটের নিচে থাকতো। তিনি তাতে রাতে পেশাব করতেন।

টীকা ঃ এতে বোঝা যায়, ঠাণ্ডা, ভয়-ভীতি বা অন্য কোন কারণে রাতে বের হতে না পারলে পাত্রে পেশাব করে সকালে তা ফেলে দেয়াতে দোষ নেই।

بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الْبَوْلِ فِيهَا

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ যেসব জায়গায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে

٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيهِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ قَالُوْا وَمَا اللاَّعِنَانِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الَّذِيْ يَتَخَلّٰى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ ظِلِّهِمْ.

২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা দু'টি অভিশপ্ত কাজ থেকে দূরে থাকবে। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, অভিশপ্ত কাজ দু'টি কি, হে আল্লাহর রাসূল? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ লোক চলাচলের পথে অথবা ছায়াবিশিষ্ট জায়গায়, যেখানে মানুষ বিশ্রাম নেয়, পেশাব পায়খানা করা।

টীকা ঃ এসব জায়গায় পায়খানা করলে জনসাধারণের কষ্ট হয়। তারা অভিশাপ দেয়।

٢٦- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ الرَّمْلِيُّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَبُوْ حَفْصٍ وَحَدِيْثُهُ اَتَمُّ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُمْ قَالَ اَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِيْ حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْحِمْيَرِيَّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّقُوا الْمَلاَعِنَ الثَّلاَثَةَ الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَالظِّلِّ.

২৬। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তিনটি অভিশপ্ত কাজ থেকে বিরত থাকবে। সেগুলো হলো ঃ লোকদের অবতরণস্থল, চলাচলের রাস্তা ও ছায়াবিশিষ্ট জায়গায় পায়খানা করা।

بَابٌ فِي الْبَوْلِ فِي الْمُسْتَحَمِّ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ গোসলখানায় পেশাব করা

٢٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَشْعَثُ وَقَالَ الْحَسَنُ عَنْ اَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَال قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيْهِ قَالَ اَحْمَدُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَاِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ.

২৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্‌ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। অথচ সেখানেই সে গোসল করবে। আহ্‌মাদের বর্ণনায় রয়েছে, অথচ সেখানেই সে উযূ করবে। কারণ মনের অধিকাংশ খটকা এ থেকেই উৎপন্ন হয়।

٢٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّمْتَشِطَ اَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ اَوْ يَبُوْلَ فِيْ مُغْتَسَلِهِ.

২৮। হুমাইদ ইবনে আবদুর রহমান আল-হিম্‌য়ারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ আমার সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হয়েছে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন, যেরূপ আবু হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন চুল আচড়াতে অথবা গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ এ নিষেধ নিছক তানযিহী পর্যায়ের, তাহ্‌রিমী নয়। তিরমিযী (র) শামায়েল অধ্যায়ে আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অধিকাংশ সময় মাথায় তেল দিতেন ও দাড়ি আঁচড়াতেন। অবশ্য এতে প্রতিদিন আঁচড়ানোর বিষয় প্রমাণিত হয় না।

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ গর্তে পেশাব করা নিষেধ

٢٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَرْجِسَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يُّبَالَ فِي الْجُحْرِ قَالَ قَالُوْا لِقَتَادَةَ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ قَالَ كَانَ يُقَالُ اِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

২৯। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্তে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন। লোকেরা কাতাদাকে জিজ্ঞেস করলো, গর্তে পেশাব করা কেন অপছন্দনীয়? তিনি বললেন ঃ বলা হতো, এতে জিনেরা বসবাস করে থাকে (এখানে জিন অর্থ সাপ)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاَءِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মানুষ পায়খানা থেকে বের হয়ে যা বলবে

٣٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ غُفْرَانَكَ.

৩০। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানা থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ 'হে আল্লাহ। আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাই।'

بَابُ كَرَاهِيَةِ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ فِى الْاِسْتِبْرَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ শৌচ করার সময় ডান হাতে পুরুষাঙ্গ ধরা মাকরূহ

٣١- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالاَ ثَنَا اَبَانٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَالَ اَحَدُكُمْ فَلاَ يَمُسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا اَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِيْنِهِ وَاِذَا شَرِبَ فَلاَ يَشْرَبْ نَفَسًا وَاحِدًا.

৩১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ পেশাব করাকালে, ডান হাতে যেন তার পুরুষাঙ্গ স্পর্শ না করে। যখন পায়খানায় যাবে, ডান হাতে যেন (ঢিলা ব্যবহার ও) শৌচ না করে। আর যখন পানি পান করবে, এক নিঃশ্বাসেই যেন পান না করে।

٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمِصِّيْصِىُّ نَا ابْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ نَا اَبُوْ اَيُّوْبَ يَعْنِى الْاَفْرِيْقِىَّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَّمَعْبَدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِىِّ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِيْنَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوٰى ذَالِكَ.

৩২। হারিসা ইবনে ওয়াহব আল-খুযা'ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) আমার নিকট বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্য গ্রহণ, পানীয় পান ও কাপড়-চোপড় পরিধানের কাজ করতেন ডান হাতে। এছাড়া অন্যান্য কাজ করতেন বাম হাতে।

٣٣- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ اَبِيْ عَرُوْبَةَ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ يَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنٰى لِطُهُوْرِهِ وَطَعَامِهِ وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرٰى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ اَذًى.

৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ডান হাত ছিল পবিত্রতা অর্জন ও খাদ্য গ্রহণের জন্য। আর তাঁর বাম হাত ছিল শৌচক্রিয়া ও অন্যান্য নিকৃষ্ট বা নিন্দনীয় কাজের জন্য।

٣٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بُزَيْعٍ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ .

৩৪। অপর একটি সূত্রের বর্ণনায় আয়েশা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الاِسْتِتَارِ فِى الْخَلَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ পায়খানার সময় গোপনীয়তা রক্ষা করা

٣٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِيُّ اَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنْ ثَوْرٍ عَنِ الْحُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اَكَلَ فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْ وَمَا لاَكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ وَمَنْ اَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ اِلاَّ اَنْ يَّجْمَعَ كَثِيْبًا مِّنْ رَمْلٍ فَلْيَسْتَدْبِرْهُ فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِىْ اٰدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ اَحْسَنَ وَمَنْ لاَ فَلاَ حَرَجَ. قَالَ اَبُوْ دَوُدَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخَيْرُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুরমা লাগালে বেজোড় সংখ্যায় লাগাবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। ঢিলা ব্যবহার করলে বেজোড় সংখ্যায় করবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। আহার করে খিলাল করার পর কিছু বের হলে তা ফেলে দেবে, আর জিহ্বার সাথে কিছু লেগে থাকলে তা গিলে ফেলবে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই। আর পায়খানায় গেলে আড়ালে যাবে। যদি এরূপ জায়গা না পাওয়া যায়, তাহলে অন্তত বালুর স্তূপ তৈরী করে তার আড়ালে বসবে। কারণ শয়তান মানুষের লজ্জাস্থান নিয়ে খেলা করে। এরূপ করলে ভাল, না করলে কোন ক্ষতি নেই।

টীকা ঃ 'শয়তান খেলা করে', এর অর্থ হলো, কোনরূপ পর্দা না থাকলে, পেছন থেকে কোন প্রাণী আক্রমণ করতে পারে অথবা কোন মানুষ দেখে ঠাট্টা করতে পারে।

بَابُ مَا يُنْهى عَنْهُ اَنْ يُّسْتَنْجى بِهِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ যেসব জিনিসের দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করা নিষেধ

٣٦- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبِ الْهَمْدَانِىُّ اَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِىَّ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِىِّ اَنَّ شِيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ اَخْبَرَهُ عَنْ شَيْبَانَ الْقِتْبَانِىِّ اَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّدٍ اِسْتَعْمَلَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ عَلٰى اَسْفَلِ الْاَرْضِ قَالَ شَيْبَانُ فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كُوْمِ شَرِيْكٍ اِلٰى عَلْقَمَاءَ اَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ اِلٰى كُوْمِ شَرِيْكٍ يُرِيْدُ عَلْقَمَاءَ فَقَالَ رُوَيْفِعُ اِنْ كَانَ اَحَدُنَا فِىْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَاْخُذُ نِضْوَ اَخِيْهِ عَلٰى اَنَّ لَهُ النِّصْفُ مِمَّا يَغْنَمُ وَلَنَا النِّصْفُ اِنْ كَانَ اَحَدُنَا لِيَطِيْرُ لَهُ النَّصْلُ وَالرِّيْشُ وَلِلْاٰخَرِ الْقِدْحُ ثُمَّ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَارُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيٰوةَ سَتَطُوْلُ بِكَ بَعْدِىْ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا اَوِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ بَرِئٌ.

৩৬। শায়বান আল-কাতবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাস্লামা ইবনে মুখাল্লাদ রুয়াইফে' ইবনে সাবিতকে নিম্নভূমিতে কর্মচারী নিযুক্ত করেছিলেন। শায়বান বলেন, কুমে শরীক থেকে 'আলকামা[১] পর্যন্ত অথবা আলকামা থেকে কুমে শরীক পর্যন্ত আমরা

তাঁর সাথে সফর করেছি। আলকাম ছিল তাঁর গন্তব্যস্থান। রুয়াইফে' বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমাদের মধ্যে একজন অপরজনের নিকট থেকে এই শর্তে উট গ্রহণ করতো, যা মুনাফা হবে তার অর্ধেক তোমাকে দেব আর অর্ধেক আমি নেব। আর নিজের অংশ নির্ধারণের জন্য তীর নিক্ষেপ করতে হলে ধনুকের ছিলা হতো আমাদের মধ্য থেকে একজনের এবং ফলক হতো আরেকজনের। রুয়াইফে বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে বলেছেন ঃ হে রুয়াইফে! আশা করা যায়, আমার পরেও তোমার জীবনকাল দীর্ঘায়িত হবে। তুমি লোকদের জানিয়ে দিও ঃ যে দাড়িতে গিঁট লাগাবে বা ঘোড়ার গলায় মালা পরাবে অথবা প্রাণীর বিষ্ঠা বা হাড় দ্বারা ইসতিন্‌জা করবে, মুহাম্মাদ (সা) তার দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত বা তার ওপর নারায।[২]

টীকা ঃ ১. কুমে শরীক, আলকামা ও আলকাম মিসরের কয়েকটি স্থানের নাম।

টীকা ঃ ২. দাড়িতে গিঁট লাগানো, চুল মুড়িয়ে মুঠি বাঁধা, আর নযর লাগবে বলে প্রাণীর গলায় মালা পরানো জাহিলী যুগের রীতি। কাজেই এগুলো সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

٣٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُفَضَّلٌ عَنْ عَيَّاشٍ اَنَّ شِيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ اَخْبَرَهُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَيْضًا عَنْ اَبِىْ سَالِمٍ الْجَيْشَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو يَذْكُرُ ذَالِكَ وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ بَابِ اَلْيُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ حِصْنُ اَلْيُوْنَ بِالْفُسْطَاطِ عَلٰى جَبَلٍ.

৩৭। 'আইয়াশ (র) শোয়াইম ইবনে বাইতানের মাধ্যমে আবু সালেম আল-জায়শানী থেকেও উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (সালেম) আবদুল্লাহ ইবনে আমরকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছেন, যখন তিনি 'আলইউন' দুর্গ অবরোধ করেছিলেন। আবু দাউদ বলেন, 'আলইউন' দুর্গ (মিসরের) ফুসতাতে এক পাহাড়ের ওপর অবস্থিত।

٣٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ اَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ نَا زَكَرِيَّا بْنُ اِسْحَاقَ اَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ نَهَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نَمَّسَّحَ بِعَظْمٍ اَوْ بَعْرٍ.

৩৮। আবুয যুবাইর (রা) জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে হাড্ডি অথবা (প্রাণীর) বিষ্ঠা দ্বারা ইসতিন্‌জা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٩- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِىُّ نَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو الشَّيْبَانِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الدَّيْلَمِىِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ الْجِنِّ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا يَامُحَمَّدُ اِنْهَ اُمَّتَكَ اَنْ يَسْتَنْجُوْا بِعَظْمٍ اَوْ رَوْثَةٍ اَوْ حُمَمَةٍ فَاِنَّ اللّٰهَ

عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيْهَا رِزْقًا قَالَ فَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ.

৩৯। আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিনদের একটি প্রতিনিধিদল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে মুহাম্মাদ (সা)! আপনার উম্মাতকে হাড়, গোবর বা কয়লা দ্বারা এস্তেন্জা করতে নিষেধ করে দিন। কারণ সম্মানিত মহান আল্লাহ্ ওগুলোর মধ্যে আমাদের রিযিকের ব্যবস্থা রেখেছেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওগুলো দিয়ে ইসতিন্জা করতে বারণ করেন।

بَابُ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْاَحْجَارِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ পাথর দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করা

٤٠- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ مُّسْلِمِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا ذَهَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذْهَبْ مَعَهُ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ يَسْتَطِيْبُ بِهِنَّ فَاِنَّهَا تُجْزِئُ عَنْهُ.

৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন পায়খানায় যাবে, তিনটি পাথর যেন সাথে নিয়ে যায় এবং এগুলো দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করে। কারণ এটাই তার জন্য যথেষ্ট।

টীকা ঃ অর্থাৎ পানি লওয়া আর জরুরী নয়। অবশ্য পানির ব্যবহার মুস্তাহাব।

٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاِسْتِطَابَةِ فَقَالَ بِثَلاَثَةِ اَحْجَارٍ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيْعٌ .

৪১। খুযায়মা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এস্তেনজা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে। তিনি বলেন ঃ তিনটি পাথর দ্বারা ইসতিন্জা করবে, যাতে গোবর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

بَابُ فِى الْاِسْتِبْرَاءِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ পায়খানা-পেশাবের পর উযূ করা

٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ الْمُقْرِئُ قَالاَ نَا عَبْدُ

اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى التَّوْأَمُ ح وَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا اَبُوْ يَعْقُوْبَ التَّوْاَمُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ اُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ عُمَرُ خَلْفَهُ بِكُوْزٍ مِّنْ مَاءٍ فَقَالَ مَا هٰذَا يَا عُمَرُ فَقَالَ هٰذَا مَاءٌ تَتَوَضَّأُ بِهِ قَالَ مَا اُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً.

৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করলেন। উমার (রা) পানি ভর্তি একটি লোটা নিয়ে তাঁর পেছনে দাঁড়ালেন, তিনি বললেন, এই লোটা কেন, হে উমার? উমার (রা) বলেন, আপনার জন্য উযুর পানি! তিনি বলেন ঃ যখনই পেশাব করব, তখনই উযুও করতে হবে, আমাকে এরূপ নির্দেশ তো দেয়া হয়নি! আমি যদি এরূপ করি, তাহলে অবশ্যই তা সুন্নাত (অবশ্য পালনীয় বিধান) হয়ে যাবে।

بَابٌ فِى الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ পানি দ্বারা ইসতিন্জা (শৌচ) করা

٤٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ يَّعْنِى الْوَاسِطِىَّ عَنْ خَالِدٍ يَّعْنِى الْحَذَّاءَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ مَيْمُوْنَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا وَمَعَهُ غُلَامٌ مَعَهُ مِيْضَأَةٌ وَهُوَ اَصْغَرُنَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ السِّدْرَةِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اسْتَنْجٰى بِالْمَاءِ.

৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেয়াল পেরিয়ে এক বাগিচায় প্রবেশ করলেন। তাঁর সাথে ছিল একটি বালক। বালকটির হাতে ছিল পানির বদনা। বালকটিই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী ছিল। সে বদনাটি গাছের নিকট রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ (সা) বাহ্যক্রিয়া সম্পন্ন করলেন। তারপর ঐ পানি দ্বারা এসতেনজা করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন।

٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ اَبِيْ مَوْمُوْنَةَ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِىْ اَهْلِ قُبَاءَ فِيْهِ رِجَالٌ يُّحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا. قَالَ كَانُوْا يَسْتَنْجُوْنَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيْهِمْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ.

৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এই আয়াত কুবাবাসীদের শানে নাযিল হয়েছিল ঃ "এ মসজিদে এমন সব লোক রয়েছে যারা পাক-পবিত্র থাকতে ভালবাসে, আর আল্লাহ্ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন" (সূরা তওবা ঃ ১০৮)। কুবাবাসীরা পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতো। তাই তাদের শানে এই আয়াত নাযিল হয়েছিল।

بَابُ الرَّجُلِ يَدْلُكُ يَدَهُ بِالْاَرْضِ اِذَا اسْتَنْجٰى

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যে ব্যক্তি ইসতিন্জার পর মাটিতে হাত ঘষে

٤٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ نَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ نَا شَرِيْكٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى الْمُخَرِّمِىَّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ شَرِيْكٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى الْخَلَاءَ اَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِىْ تَوْرٍ اَوْ رَكْوَةٍ فَاسْتَنْجٰى ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْاَرْضِ ثُمَّ اَتَيْتُهُ بِاِنَاءٍ اٰخَرَ فَتَوَضَّأَ.

৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পায়খানায় যেতেন তখন আমি পানির লোটা অথবা মশকে করে পানি নিয়ে আসতাম। তিনি এসতেনজা করার পর মাটিতে হাত ঘষে নিতেন। তারপর আমি অন্য পাত্রে করে পানি নিয়ে আসতাম, তিনি উযু করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আসওয়াদ ইবনে আমেরের হাদীসটি অধিকতর পূর্ণাংগ।

টীকা ঃ শারীক-ইবরাহীম ইবনে জারীর-আল-মুগীরা সূত্রটি যথার্থ নয়। সঠিক হলো শারীক-আল-মুগীরা। সিহাহ্ সিত্তায় আল-মুগীরা থেকে ইবরাহীম ইবনে জারীর বর্ণিত কোন হাদীস নেই (তুহ্ফাতুল আশরাফ, ১০ খ, নং ১৪৭৭৬; তাহ্যীবুল কামাল, ২ খ, নং ৫৮)।

بَابُ السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ মেসওয়াক করা

٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ لَاَمَرْتُهُمْ بِتَاْخِيْرِ الْعِشَاءِ وَبِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ .

৪৬। আবু হুরায়রা (রা) "মারফূ" হিসেবে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যদি আমি মুমিনদের জন্য কষ্টকর হওয়ার আশংকা না করতাম, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের

এশা'র নামায বিলম্বে পড়ার এবং প্রত্যেক নামাযের উযুর সময় মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

٤٧- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى نَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ فَرَاَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِى الْمَسْجِدِ وَاِنَّ السِّوَاكَ فِيْ اُذُنِهِ مَوْضِعُ الْقَلَمِ مِنْ اُذُنِ الْكَاتِبِ فَكُلَّمَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اسْتَاكَ.

৪৭। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের ওপর যদি কষ্টকর না হতো, তাহলে অবশ্যই আমি তাদের প্রত্যেক নামাযের আগে (উযু ও) মেসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। আবু সালামা (রা) বলেন, আমি যায়েদ (রা)-কে দেখেছি, তিনি মসজিদে বসে থাকতেন, আর মেসওয়াক তার কানে ঐ স্থানে লেগে থাকতো, যেখানে লেখকের কলম লেগে থাকে, যখনই নামাযের জন্য যেতেন, মেস্ওয়াক করে নিতেন।

টীকা ঃ অধিকাংশ হাদীসেই এরূপ বলা হয়েছে। মেস্ওয়াক করা সুন্নাত। প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মেস্ওয়াক করা মুস্তাহাব। আর কেউ কেউ বলেছেন, প্রত্যেক উযুর পূর্বে মেসওয়াক করা মুস্তাহাব।

٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ ثَنَا اَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ اَرَاَيْتَ تَوَضُّؤَ بْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ عَمَّ ذَاكَ فَقَالَ حَدَّثَنِيْهِ اَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ اَبِيْ عَامِرٍ حَدَّثَهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمِرَ بِالْوُضُوْءِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ طَاهِرًا اَوْ غَيْرَ طَاهِرٍ فَلَمَّا شَقَّ ذَالِكَ عَلَيْهِ اُمِرَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرٰى اَنَّ بِهٖ قُوَّةً وَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُوْءَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ.

৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে হাব্বান তার নিকট জিজ্ঞেস করেছিলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই যে উযু করে থাকেন তার কারণ কি, চাই তার উযু থাকুক বা না থাকুক? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যায়েদ ইবনুল খাত্তাবের কন্যা আস্মা বর্ণনা করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনে হানযালাহ তাঁর নিকট বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযু করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, চাই তাঁর উযু থাকুক বা না থাকুক। যখন তাঁর জন্য এটা কষ্টকর হয়ে পড়লো, তখন তাঁকে নামাযের পূর্বে (শুধু) মেসওয়াক করার নির্দেশ দেয়া হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) নিজের মধ্যে সবলতা অনুভব করার দরুন প্রত্যেক নামাযের পূর্বেই উযু করতেন, উযু করা ত্যাগ করতেন না।

بَابُ كَيْفَ يَسْتَاكُ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ কিভাবে মেসওয়াক করবে

٤٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ اَبِىْ بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مُسَدَّدٌ قَالَ اَتَيْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَرَاَيْتُهُ يَسْتَاكُ عَلٰى لِسَانِهِ وَقَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَاكُ وَقَدْ وَضَعَ السِّوَاكَ عَلٰى طَرَفِ لِسَانِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ اِه اِهْ يَعْنِىْ يَتَهَوَّعُ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ حَدِيْثًا طَوِيْلاً اخْتَصَرْتُهُ .

৪৯। আবু বুরদা (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সওয়ারী চাইতে গিয়েছিলাম। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি মেসওয়াক করছেন জিহ্বার ওপর। এটা ছিল মুসাদ্দাদের বর্ণনা। আর সুলাইমান বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তিনি মিসওয়াক করছিলেন। তিনি মেসওয়াক তাঁর জিহ্বার এক পাশে রেখে উহ্ উহ্ করছিলেন, যেন কেউ বমি করছে। মুসাদ্দাদ বলেন, হাদীস দীর্ঘ ছিল, আমি সংক্ষেপ করে বর্ণনা করেছি।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ একজনের মেসওয়াক আরেকজনের ব্যবহার করা

٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَسْتَنُّ وَعِنْدَهُ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَأُوْحِيَ اِلَيْهِ فِيْ فَضْلِ السِّوَاكِ اَنْ كَبِّرْ اَعْطِ السِّوَاكَ اَكْبَرَهُمَا .

৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াক করছিলেন। তাঁর নিকটে ছিল দু'জন লোক, একজন বয়োজ্যেষ্ঠ, আরেকজন কনিষ্ঠ। এমন সময় তাঁর নিকট মেসওয়াকের মাহাত্ম সম্পর্কে ওহী নাযিল হলো। বলা হলো ঃ দু'জনের মধ্যে যে বড় তাকে মেস্ওয়াক দাও।

টীকা ঃ সম্ভবত এটি স্বপ্নে সংঘটিত হয়েছিল। যেমন হযরত উমারের বর্ণনা– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বপ্নে নিজেকে মেসওয়াক করতে দেখলাম। এমন সময় দু'জন লোক আমার নিকট এলো, একজন অপর জনের চেয়ে বড় ছিল। আমি ছোটজনকে মেসওয়াক দিলাম। নির্দেশ হলো বড়জনকে দেয়ার। আমি তাই করলাম।

بَابُ غُسْلِ السِّوَاكِ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ মেসওয়াক ধৌত করা

٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِيُّ نَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الْكُوْفِيُّ الْحَاسِبُ نَا كَثِيْرٌ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَاكُ فَيُعْطِيْنِّي السِّوَاكَ لِاَغْسِلَهُ فَاَبْدَأُ بِهِ فَاَسْتَاكُ ثُمَّ اَغْسِلُهُ وَاَدْفَعُهُ اِلَيْهِ .

৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেসওয়াক করে তা ধোয়ার জন্য আমাকে দিতেন। আমি প্রথমে তা দ্বারা মেসওয়াক করে নিতাম, তারপর ধুয়ে তাঁকে দিতাম।

بَابُ السِّوَاكِ مِنَ الْفِطْرَةِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ মেসওয়াক করা হলো স্বভাবজাত সুন্নাত

٥٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِيْ زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِّنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ بِالْمَاءِ وَقَصُّ الْاَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْاِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

يَعْنِيَ الْاِسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مَصْعَبٌ وَنَسِيْتُ الْعَاشِرَةَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ الْمَضْمَضَةَ.

৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম বলেছেন ঃ দশটি জিনিস মানুষের ফিতরাত বা স্বভাবজাত। সেগুলো হলো ঃ (১) গোঁফ কেটে ছোট রাখা, (২) দাড়ি ছেড়ে দেয়া, (৩) মেসওয়াক করা, (৪) পানি দ্বারা নাক পরিষ্কার করা, (৫) নখ কাটা, (৬) আংগুলের জোড়াসমূহ ধোয়া (যাতে ময়লা না থাকতে পারে), (৭) বগলের পশম তুলে ফেলা, (৮) নাভির নিচের পশম চেঁছে ফেলা, (৯) পেশাবের পর পানি লওয়া। মুস'আব বলেন, দশম বিষয়টি আমি ভুলে গেছি। তবে যদ্দুর মনে হয় সেটি হবে (১০) কুলি করা।

٥٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ مِنَ الْفِطْرَةِ الْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَاَزَادَ وَالْخِتَانَ قَالَ وَالْاِنْتِضَاحُ وَلَمْ يَذْكُرْ اِنْتِقَاصَ الْمَاءِ يَعْنِيْ الْاِسْتِنْجَاءَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَالَ خَمْسٌ كُلُّهَا فِي الرَّأْسِ وَذَكَرَ فِيْهِ الْفَرْقَ وَلَمْ يَذْكُرْ اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِيَ نَحْوُ حَدِيْثِ حَمَّادٍ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُزَنِيِّ قَوْلُهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوْا اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَفِيْ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ مَرْيَمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِ وَاِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَعَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ نَحْوَهُ وَذَكَر اِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ وَالْخِتَانَ.

৫৩। 'আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া (মানুষের) স্বভাবজাত সুন্নাত (অভ্যাস)-এর অন্তর্গত। আর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়া'– এর উল্লেখ করেননি, আর 'খত্না করা' উল্লেখ করেছেন। 'এস্তেনজার পর লিঙ্গে স্বল্প পরিমাণ পানি ছিটানোর' কথাও উল্লেখ করেছেন, তবে এসতেনজার উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনাই উল্লেখিত হয়েছে। তিনি পাঁচটি সুন্নাতের কথা বলেছেন, সবগুলোই মাথার মধ্যে। তিনি সিঁথি

কাটার বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। তবে দাড়ি রাখা শব্দের উল্লেখ নেই। আবু দাউদ বলেন, তলক ইবনে হাবীব ও মুজাহিদ থেকে হাম্মাদের হাদীসের অনুরূপ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আর বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুযানী থেকে তাদের কথাই বর্ণিত হয়েছে, তবে তাতে দাড়ি ছেড়ে দেয়ার বিষয় উল্লেখ নেই। আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হাদীসে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়ার' উল্লেখ আছে। ইবরাহীম নাখ'ঈ থেকেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। তাতে 'দাড়ি ছেড়ে দেয়া' ও 'খত্‌না করা' এ দু'টি কথাও রয়েছে।

টীকা ঃ এগুলোকে স্বভাবজাত সুন্নাত বলার কারণ হলো, এগুলো প্রাচীনতম মানবীয় অভ্যাস, সকল নবীর সুন্নাতের অন্তর্গত। আমাদেরকে তথা উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও এগুলো পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। খোদ আল্লাহ তায়ালাই বলেছেন ঃ তাদের 'নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ কর।' কেউ কেউ এগুলোকে 'সুন্নাতে ইবরাহিমী' বলেছেন।

بَابُ السِّوَاكِ لِمَنْ قَامَ بِاللَّيْلِ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ রাত জাগরণকারীর মেসওয়াক করা

٥٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ وَحُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوْصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ .

৫৪। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রাতে জাগতেন, তখন মেসওয়াক দ্বারা মুখ পরিষ্কার করতেন।

٥٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ نَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْضَعُ لَهُ وَضُوْءُهُ وَسِوَاكُهُ فَاِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلّٰى ثُمَّ اسْتَاكَ.

৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উযুর পানি ও মেসওয়াক (যথাস্থানে) রেখে দেয়া হতো। তিনি যখন রাতে জাগতেন প্রথমে এসতেনজা সেরে নিতেন, তারপর মেসওয়াক করতেন।

٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَيَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ وَلاَ نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ اِلاَّ يَتَسَوَّكُ قَبْلَ اَنْ يَتَوَضَّأَ.

৫৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে অথবা দিনে যখনই ঘুম থেকে জাগতেন, তখনই উযুর পূর্বে মেসওয়াক করতেন।

٥٧– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى نَا هُشَيْمٌ اَنَا حُصَيْنٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٍّ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مِنْ مَّنَامِهٖ اَتٰى طَهُوْرَهُ فَاَخَذَ سِوَاكَهُ فَاسْتَاكَ ثُمَّ تَلاَ هٰذِهِ الْاٰيٰاتِ (اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ. حَتّٰى رَاقَبَ اَنْ يَّخْتِمَ السُّوْرَةَ اَوْ خَتَمَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ فَاَتٰى مُصَلاَّهُ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَنَامَ مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ رَّجَعَ اِلٰى فِرَاشِهٖ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَالِكَ كُلُّ ذَالِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلِّىْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَتَسَوَّكَ وَتَوَضَّأَ وَهُوَ يَقُوْلُ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ حَتّٰى خَتَمَ السُّوْرَةَ.

৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক রাতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রাত কাটাতাম। (আমি দেখলাম) তিনি ঘুম থেকে জেগে উযুর পানি নিয়ে মেসওয়াক করতে লাগলেন। এরপর তিনি এ আয়াতগুলো তিলাওয়াত করলেন ঃ "নিশ্চয় আসমান ও যমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে" (সূরা আল ইমরান ঃ ১৯০)।

তিনি সূরাটির প্রায় শেষ পর্যন্ত পড়লেন বা শেষ করলেন। এরপর তিনি উযু করে জায়নামাযে গিয়ে দুই রাকায়াত নামায আদায় করে বিছানায় গেছেন এবং আল্লাহ যতক্ষণ চাইলেন ততক্ষণ ঘুমিয়ে আবার জাগলেন। তারপর আগের মত আবার সেই কাজগুলি করে আবার বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নিলেন। এরপর উঠে আবার আগের মত করলেন। তারপর বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে আবার জাগলেন ও আগের মত করলেন। প্রতিবারেই তিনি মেসওয়াক ও দুই রাকায়াত নামায আদায় করেছেন। অতঃপর সর্বশেষে বেতের পড়েছেন।

আবু দাউদ বলেন, হুসাইন ইবনে আবদুর রহমান থেকে ইবনে ফুদাইল উপরের হাদীসটি এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ তিনি (নবী সা.) মেসওয়াক করে উযূ করলেন। আর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করতে থাকেন ঃ اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ এভাবে তিনি সূরাটি শেষ করলেন।

٥٨- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى الرَّازِىُّ قَالَ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِاَىِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ قَالَتْ بِالسِّوَاكِ.

৫৮। মিকদাম ইবনে শুরাইহ (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘরে এসে সর্বপ্রথম কোন কাজ করতেন? আয়েশা (রা) বললেন ঃ তিনি সর্বপ্রথম মেসওয়াক করতেন।

بَابُ فَرْضِ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ উযু করা ফরয

٥٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْمَلِيْحِ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَدَقَةً مِّنْ غُلُوْلٍ وَّلاَ صَلٰوةً بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.

৫৯। আবুল মালীহ্ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ কবুল করেন না আত্মসাৎকৃত মালের দান, আর কবুল করেন না উযুবিহীন নামায।

টীকা ঃ নামায পড়া ফরয। উযু ছাড়া নামায হয় না। কাজেই উযু করাও ফরয।

٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ تَعَالٰى صَلٰوةَ اَحَدِكُمْ اِذَا اَحْدَثَ حَتّٰى يَتَوَضَّأَ.

৬০। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ্ তোমাদের কারো নামায কবুল করেন না, যখন তার উযু ছুটে যায় যতক্ষণ পর্যন্ত না সে পুনরায় উযু করে।

٦١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

৬১। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের চাবি হলো পবিত্রতা। আর যাবতীয় কাজ হারাম হয়ে যায় 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার দ্বারা। আর যাবতীয় কাজ হালাল হয় নামাযের সালাম ফেরানোর দ্বারা।

بَابُ الرَّجُلِ يُجَدِّدُ الْوُضُوْءَ مِنْ غَيْرِ حَدَثٍ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ যে ব্যক্তি উযু থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে উযু করে

٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ ح وَثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَنَا لِحَدِيْثِ ابْنِ يَحْيَى اَضْبَتُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنْ اَبِىْ غُطَيْفٍ الْهُذَلِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى فَلَمَّا نُوْدِىَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ تَوَضَّأَ عَلٰى طُهْرٍ كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ.

৬২। আবু গুতায়েফ আল-হুযালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট ছিলাম। যোহরের আযান দেয়া হলে তিনি উযু করে নামায পড়লেন। আবার আসরের আযান দেয়া হলে তিনি আবার উযু করলেন। আমি তাকে নতুন করে উযু করার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ যে লোক উযু থাকা সত্ত্বেও উযু করে, তার জন্য দশ নেকি লেখা হয়।

بَابُ مَا يُنْجِسُ الْمَاءَ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ যা পানিকে নাপাক করে

٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَغَيْرُهُمْ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَاءِ وَمَا يَنُوْبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে পানিতে বন্য প্রাণী ও হিংস্র জন্তু আসা-যাওয়া করে (অর্থাৎ পান করে ও তাতে পেশাব করে ইত্যাদি)। তিনি বলেছিলেন ঃ পানির পরিমাণ যদি দুই মট্‌কা হয়, তাহলে তা নাপাকী বহন করবে না।

টীকা ঃ অর্থাৎ নাপাক হবে না। তাহলে বোঝা যায়, এর চাইতে কম হলে তা নাপাক হবে। এই গ্রন্থেই আরেকটি বর্ণনা রয়েছে ঃ পানি যদি দুই মট্‌কা পরিমাণ হয়, তাহলে নাপাক হবে না। আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী এবং দারেমীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসের সহীহ ও যয়ীফ হওয়ার বিষয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে এ হাদীস সহীহ ও এর উপর আমাল করা ওয়াজিব। ইমাম শাফিয়ীও এই মত পোষণ করেন।

'মট্‌কা'-এর জন্য মূলে قُلَّةٌ (কুল্লাতুন) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। বড় মটকাকে কুল্লাহ বলা হয়ে থাকে। যার মধ্যে আড়াই মশক পানি ধরে। তাহলে দুই কুল্লায় পাঁচ মশক পানি ধরবে। মাপে যার ওজন সোয়া ছয় মন।

٦٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ ثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى بْنَ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ اَبُوْ مَاكِلٍ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ فِى الْفَلاَةِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

৬৪। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উন্মুক্ত ময়দানে অবস্থিত পানি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। অতঃপর রাবী পূর্বোক্ত হাদীসের সম-অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَاِنَّهُ لاَ يَنْجُسُ.

৬৫। উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমার নিকট বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পানি দুই কুল্লাহ্ পরিমাণ হলে তা নাপাক হয় না।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ بِئْرِ بُضَاعَةَ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ বুদা'আহ্ নামক কূপের বর্ণনা

٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ وَّمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

الْاَنْبَارِيُّ قَالُوْا حَدَّثَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُطْرَحُ فِيْهَا الْحِيَضُ وَلَحْمُ الْكِلَابِ وَالنَّتَنُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَاءُ طَهُوْرٌ وَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদ্‌রী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে (মদীনার) 'বুদাআহ' নামক কূপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো– 'আমরা কি উক্ত কূপের পানি দ্বারা উযু করতে পারি? বুদাআহ কূপটির মধ্যে ঋতুবতী মেয়েলোকের ময়লা কাপড়, কুকুরের গোশত ও যাবতীয় দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ পানি পাক, একে কোন কিছু নাপাক করতে পারে না।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দিষ্ট ঐ কূপ সম্পর্কেই একথা বলেছেন। আর তা বলার কারণ ছিল, ঐ কূপের পানি সংশ্লিষ্ট বাগানসমূহের দিকে প্রবহমান ছিল। পানির তিনটি গুণের যে কোন একটি নষ্ট হলে তা নাপাক হয়ে যায়। সেগুলো হলো, রং, গন্ধ ও স্বাদ। আর এগুলো পরিবর্তন না হলে পানি নাপাক হয় না, চাই তা কম হোক বা বেশী হোক। বিশেষজ্ঞদের এটাই অভিমত।

٦٧– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ شُعَيْبٍ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيَّانِ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ سَلِيْطِ بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعِ الْاَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقَالُ لَهُ اِنَّهُ يُسْتَقٰى لَكَ مِنْ بِيْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِيْرٌ يُلْقٰى فِيْهَا لُحُوْمُ الْكِلَابِ وَالْمَحَائِضُ وَعَذِرُ النَّاسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ قَيِّمَ بِيْرِ بُضَاعَةَ عَنْ عُمْقِهَا قَالَ اَكْثَرُ مَايَكُوْنُ فِيْهَا الْمَاءُ قَالَ اِلَى الْعَانَةِ قُلْتُ فَاِذَا نَقَصَ قَالَ دُوْنَ الْعَوْرَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدَّرْتُ اَنَا بِيْرَ بُضَاعَةَ بِرِدَائِيْ مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَرَعْتُهُ فَاِذَا عَرْضُهَا سِتَّةُ اَذْرُعٍ وَسَأَلْتُ الَّذِيْ فَتَحَ لِيْ بَابَ الْبُسْتَانِ فَاَدْخَلَنِيْ اِلَيْهِ هَلْ غُيِّرَ بِنَاؤُهَا عَمَّا كَانَتْ عَلَيْهِ قَالَ لَا وَرَاَيْتُ فِيْهَا مَاءً مُتَغَيِّرَ اللَّوْنِ.

৬৭। আবু সা'ঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোকদের আমি বলতে শুনেছি ঃ আপনার জন্য বুদাআহ কূপ থেকে পানি আনা হয়। অথচ তাতে কুকুরের গোশ্ত, হায়েযের নেকড়া ও মানুষের মলমূত্র নিক্ষেপ করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ নিশ্চয় পানি পাক, তাকে কোন কিছু নাপাক করতে পারে না।

আবু দাউদ (র) বলেন, আমি কুতাইবা ইবনে সা'ঈদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আমি বুদাআহ কূপের মুতাওয়াল্লীকে কূপের পানির গভীরতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন, বেশী হলে নাভির নিচ পর্যন্ত হয়ে থাকে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যখন কমে যায়, তখন? তিনি বললেন, সতরের (লজ্জাস্থান) চাইতে কম।

আবু দাউদ (র) বলেছেন, আমি আমার চাদর দ্বারা বুদাআহ কূপ মেপে দেখেছি, প্রস্থে তা ছয় বাহু পরিমাণ। আমার জন্য যে ব্যক্তি বাগানের দরজা খুলেছিল, তাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ কূপের ভিত্তি (বা আকার) পূর্বে যা ছিল, বর্তমানে কি তা বদলে গেছে? সে বললো, না। আমি দেখলাম, কূপের পানির রং বিগড়ে গিয়েছে।

بَابُ الْمَاءِ لاَ يَجْنُبُ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ পানি নাপাক হয় না

٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اغْتَسَلَ بَعْضُ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ جَفْنَةٍ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا اَوْيَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ كُنْتُ جُنُبًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ.

৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী বড় এক কড়াই থেকে পানি তুলে গোসল করেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট পানি দ্বারা উযূ অথবা গোসল করার ইচ্ছা করলেন। স্ত্রী বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো নাপাক ছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পানি নাপাক হয় না।

টীকা ঃ অর্থাৎ জানাবাতের গোসলের অবশিষ্ট পানি পাক। তা দ্বারা উযু-গোসল করতে দোষ নেই।

بَابُ الْبَوْلِ فِى الْمَاءِ الرَّاكِدِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ বদ্ধ পানিতে পেশাব করা

٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زَائِدَةُ فِيْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ

مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.

৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, যাতে পরেই সে আবার গোসল করে।

টীকা ঃ এতে অবশ্য পানি নাপাক হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না পানির গুণাগুণ পরিবর্তিত হয়। তবে এরূপ করা সর্বসম্মতভাবে মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।

٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَبُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ فِى الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلاَ يَغْتَسِلَ فِيْهِ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, আর না তাতে জানাবাতের গোসল করে।

টীকা ঃ অর্থাৎ পানিতে নেমে যেন গোসল না করে। এ নিষেধও সর্তকতামূলক।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِسُؤْرِ الْكَلْبِ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ কুকুরের মুখ দেয়া পানি দ্বারা উযু করা

٧١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ فِىْ حَدِيْثِ هِشَامٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُهُوْرُ اِنَاءِ اَحَدِكُمْ اِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ اَنْ يُّغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ اُوْلٰهُنَّ بِالتُّرَابِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ قَالَ اَيُّوْبُ وَحَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيْدِ عَنْ مُحَمَّدٍ.

৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের মধ্যে কারো পাত্রে যদি কুকুর মুখ ঢুকিয়ে দিয়ে জিহ্বা দিয়ে পানি পান করে, তাহলে তা সাতবার ধুয়ে পাক করতে হবে। তার মধ্যে প্রথমবার মাটি দ্বারা (ঘষে ধুইবে)।

টীকা ঃ অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে বা তা থেকে পানি পান করলে তা সাতবার ধুতে হবে। ইমাম শাফিঈ, মালিক ও আহমাদ (র)-এরও একই মত। কিন্তু আবু হানীফা (র)-এর মতে তিনবার ধোয়াই যথেষ্ট।

٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ وَلَمْ يَرْفَعَاهُ وَزَادَ وَاِذَا وَلَغَ الْهِرُّ غُسِلَ مَرَّةً.

৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে আরেক সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণিত হয়েছে। তবে (এটি নবী সা. থেকে) 'মরফূ' হিসেবে বর্ণিত নয়। আর এতে আরো রয়েছে ঃ 'বিড়াল লেহন করলে তা একবার ধুতে হবে।'

টীকা ঃ একবার ধোয়াও মুস্তাহাব হিসেবে। কারণ বিড়ালের মুখ দেয়া জিনিস পাক।

٧٣- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِيْنَ حَدَّثَهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ اَلسَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاَمَّا اَبُوْ صَالِحٍ وَاَبُوْ رَزِيْنٍ وَالْاَعْرَجُ وَثَابِتٌ الْاَحْنَفُ وَهَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ وَاَبُو السُّدِّيُّ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ رَوَوْهُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوا التُّرَابَ.

৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কুকুর কোন পাত্র লেহন করলে তা সাতবার ধুয়ে নাও। সপ্তমবার মাটি দ্বারা ঘষবে। আবু দাউদ (র) বলেন, আবু সালেহ, আবু রাযীন প্রমুখ রাবীগণ হাদসিটি আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু তারা মাটির কথা উল্লেখ করেননি।

٧٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ ابْنِ مُغَفَّلٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلَهَا فَرَخَّصَ فِيْ كَلْبِ الصَّيْدِ وَفِيْ كَلْبِ الْغَنَمِ وَقَالَ اِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِى الْاِنَاءِ فَاغْسِلُوْهُ سَبْعَ مِرَارٍ وَالثَّامِنَةُ عَفِّرُوْهُ بِالتُّرَابِ.

৭৪। ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দিলেন, তারপর বলেন ঃ মানুষ ও কুকুরের কি সম্পর্ক? তারপর শিকারী কুকুর, বকরী ও শস্য পাহারার কুকুর পোষার অনুমতি দিলেন আর বললেন ঃ কোন পাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয়, তাহলে তা সাতবার ধুয়ে ফেল। আর অষ্টমবার মাটি দ্বারা মেজে নাও।

بَابُ سُؤْرِ الْهِرَّةِ
অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ বিড়ালের উচ্ছিষ্ট

٧٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ فَسَكَبْتُ لَهُ وَضُوْءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَاَصْغٰى لَهَا الْاِنَاءَ حَتّٰى شَرِبَتْ قَالَتْ كَبْشَةُ فَرَاٰنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ فَقَالَ اَتَعْجَبِيْنَ يَا بِنْتَ اَخِيْ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

৭৫। কাবশা বিনতে কা'ব ইবনে মালিক (র) থেকে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন আবু কাতাদা (রা)-র পুত্রবধূ। তিনি বলেন, আবু কাতাদা (বাইরে থেকে) আসলে আমি তার জন্য উযুর পানি দিলাম। বিড়াল এসে তা থেকে পানি পান করতে লাগলো। আবু কাতাদা বিড়ালের জন্য পাত্রটি কাত করে দিলেন এবং বিড়াল তার প্রয়োজন মত পান করলো। কাবশা বলেন, আবু কাতাদা দেখলেন, আমি তার দিকে তাকাচ্ছি। তিনি বললেন, তুমি কি আশ্চর্যবোধ করছ, ভাতিজী? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিড়াল নাপাক নয়। এগুলি সর্বদা তোমাদের কাছে আনাগোনাকারী প্রাণী।

٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ بْنِ دِيْنَارٍ التَّمَّارِ عَنْ اُمِّهِ اَنَّ مَوْلَاتَهَا اَرْسَلَتْهَا بِهَرِيْسَةٍ اِلٰى عَائِشَةَ فَوَجَدَتْهَا تُصَلِّيْ فَاَشَارَتْ اِلَيَّ اَنْ ضَعِيْهَا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَاَكَلَتْ مِنْهَا فَلَمَّا انْصَرَفَتْ اَكَلَتْ مِنْ حَيْثُ اَكَلَتِ الْهِرَّةُ فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ اِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا.

৭৬। দাউদ ইবনে সালেহ ইবনে দীনার আত-তাম্মার (র) থেকে তাঁর মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তাঁকে তাঁর মুক্তিদানকারিণী হারিসাসহ (এক প্রকার খাদ্য) আয়েশা (রা)-র নিকট পাঠিয়েছিলেন। তিনি গিয়ে দেখলেন, আয়েশা (রা) নামায পড়ছেন। তিনি ইশারায় বললেন, রেখে দাও। একটি বিড়াল এসে তা থেকে খেলো। 'আয়েশা (রা) নামায শেষ

করে, বিড়াল যেখান থেকে খেয়েছিল, ওখান থেকেই খেলেন। আর বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বিড়াল নাপাক নয়, বিড়াল তো সর্বদা তোমাদের চারপাশে আনাগোনা করে থাকে। আর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি বিড়ালের মুখ দেয়া পানি দ্বারা উযূ করেছেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ নারীর ব্যবহারের পর অবশিষ্ট পানির দ্বারা (পুরুষের) উযূ করা

٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ وَّنَحْنُ جُنُبَانِ.

৭৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে নাপাক অবস্থায় একই পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম।

٧٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ خَرَّبُوْذَ عَنْ اُمِّ صُبَيَّةَ الْجُهَنِيَّةِ قَالَتْ اِخْتَلَفَتْ يَدِىْ وَيَدُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْوَضُوْءِ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ.

৭৮। উম্মু সুবায়্যা আল-জুহানিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উযূ করার সময় আমার ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত একই পাত্রে একত্রে উঠানামা করতো।

٧٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَّافِعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُوْنَ فِىْ زَمَانِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيْعًا.

৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় পুরুষ ও নারীরা একই পাত্রের পানি দিয়ে একত্রে উযূ করতো।

٨٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِىْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ نُدْلِىْ فِيْهِ اَيْدِيْنَا.

৮০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমরা ও নারীরা একই পাত্রে হাত দিয়ে পানি নিয়ে উযু করতাম।

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ এই বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা

٨١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ح وحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ لَقِيْتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ اَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ زَادَ مُسَدَّدٌ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيْعًا.

৮১। হুমাইদ আল-হিম্‌য়ারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সংগে আমার সাক্ষাত হয়েছিল যিনি চার বছর যাবত তাঁর সাহচর্যে ছিলেন, যেরূপ আবু হুরায়রা (রা) তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুরুষের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা মেয়েলোককে গোসল করতে এবং মেয়েলোকের গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে এক সাথে হাতে পানি তুলে গোসল করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ তবে স্বামী-স্ত্রী যদি একই সাথে গোসল করে তাহলে একই পাত্র থেকে হাত দিয়ে পানি তুলে গোসল করা জায়েয।

٨٢- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِيْ حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْاَقْرَعُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى اَنْ يَّتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ.

৮২। আল-হাকাম ইবনে আমর আল-আক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীলোকের উযু অথবা গোসলের অবশিষ্ট পানি দ্বারা পুরুষকে উযু করতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেছেন, হাদীসবেত্তাদের মতে নিষেধের বর্ণনাসমূহ সহীহ নয়।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করা

٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ اٰلِ ابْنِ الْاَزْرَقِ قَالَ اِنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ اَبِيْ بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ الدَّارِ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ فَاِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا اَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা সমুদ্রে চলাচল করে থাকি এবং পান করার জন্য অল্প পানি সাথে বহন করি। তা দ্বারা যদি আমরা উযু করি তাহলে পিপাসার কষ্ট পেতে হয়। কাজেই আমরা কি সমুদ্রের পানি দ্বারা উযু করতে পারি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সমুদ্রের পানি পাক, আর তার মৃত প্রাণীও হালাল।

টীকা ঃ প্রশ্ন ছিল শুধু পানি সম্পর্কে। রাসূলুল্লাহ (সা) খাওয়ারও সহজ বিধান দিলেন। মহানবী (সা) ছিলেন রহমতের নবী। নদী-সমুদ্রে পানির ন্যায় খাদ্য সংকটও দেখা দিয়ে থাকে। এজন্য তিনি সমুদ্রের প্রাণী খাওয়া হালাল হওয়ার বিধান দিলেন। কোন কোন বিশেষজ্ঞ সমুদ্রের প্রাণী দ্বারা মাছ বুঝিয়েছেন ও সমুদ্রের মাছকেই শুধু জায়েয বলেছেন। আর কেউ বলেছেন, সমুদ্রের সব প্রাণীই হালাল, কারণ হাদীসের শব্দ ব্যাপকার্থক। কুরআনেও বলা হয়েছে ঃ 'তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার ও তা খাওয়া হালাল করা হয়েছে'। হানাফীগণ প্রথমোক্ত মত পোষণ করেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ بِالنَّبِيْذِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ খেজুরের শরবত দ্বারা উযু করা

٨٤- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ قَالاَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِيْ فَزَارَةَ عَنْ اَبِيْ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَا فِيْ اِدَاوَتِكَ قَالَ نَبِيْذٌ قَالَ تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ. قَالَ شَرِيْكٌ وَلَمْ يَذْكُرْ هَنَّادٌ لَيْلَةَ الْجِنِّ.

৮৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনদের সাথে সাক্ষাত হওয়ার রাতে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তোমার পাত্রে কি আছে?

আবদুল্লাহ (রা) বলেন, খেজুরের শরবত। নবী (সা) বললেন ঃ খেজুর পাক, আর পানি পাককারী। শারীক (র) বলেন, হান্নাদ "জিন আগমনের রাতে" কথাটি উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ খেজুরের শরবতকে আরবীতে 'নাবীয' বলা হয়। পানিতে একদিন এক রাত পর্যন্ত খেজুর ভিজিয়ে রেখে নাবীয তৈরী করা হয়, এতে পানি কিছুটা রঙ্গীন ও মিষ্টি হয়। এতে ঝাঁজ বা নেশা হয় না। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, এর দ্বারা উযু করা জায়েয নেই, কিন্তু আবু হানীফা (র)-এর মতে জায়েয।

'জিন আগমনের রাত' হলো ঃ যে রাতে জিনেরা রাসূলুল্লাহর (সা)-এর নিকট এসেছিল। তাঁকে তাদের সাথে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর কাছ থেকে দীনের তা'লিম নেয়ার জন্য। এই ঘটনা কয়েকবারই ঘটেছিল বলে জানা যায়।

٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ مَا كَانَ مَعَهُ مِنَّا اَحَدٌ.

৮৫। আল্‌কামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, জ্বিন আগমনের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আপনাদের কে ছিলেন? তিনি বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে কেউ ছিলো না তাঁর সাথে।

٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اِنَّهُ كَرِهَ الْوُضُوْءَ بِاللَّبَنِ وَالنَّبِيْذِ فَقَالَ اِنَّ التَّيَمُّمَ اَعْجَبُ اِلَيَّ مِنْهُ.

৮৬। 'আতা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি অপছন্দ করতেন দুধ ও 'নাবীয' দ্বারা উযু করা। তিনি বলতেন, আমার মতে তার চাইতে বরং তায়াম্মুম করাই বেশী পছন্দনীয়।

٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ خَلْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ اَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ اَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ وَعِنْدَهُ نَبِيْذٌ اَيَغْتَسِلُ بِهِ قَالَ لاَ.

৮৭। আবু খাল্‌দা (র) বলেন, আমি আবুল আলিয়াকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক লোকের গোসল ফরয হয়েছে, অথচ তার নিকট পানি নেই, আছে নাবীয। সে কি নাবীয দ্বারা গোসল করবে? তিনি বলেছিলেন, না।

بَابٌ اَيُصَلِّى الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ কোন ব্যক্তি পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে নামায পড়বে কি?

٨٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ

عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْاَرْقَمِ اَنَّهُ خَرَجَ حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا وَمَعَهُ النَّاسُ وَهُوَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ اَقَامَ الصَّلٰوةَ صَلٰوةَ الصُّبْحِ ثُمَّ قَالَ لِيَتَقَدَّمْ اَحَدُكُمْ وَذَهَبَ الْخَلاَءَ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّذْهَبَ الْخَلاَءَ وَقَامَتِ الصَّلٰوةُ فَلْيَبْدَاْ بِالْخَلاَءِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ وَّشُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ وَاَبُوْ ضَمْرَةَ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ رَّجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَرْقَمَ وَالْاَكْثَرُ الَّذِيْنَ رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ قَالُوْا كَمَا قَالَ زُهَيْرٌ.

৮৮। আবদুল্লাহ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে বের হলেন। তার সাথে আরো লোকজন ছিল। তিনি তাদের ইমামতি করতেন। একদিন ভোরের (ফজরের) নামায হতে যাচ্ছে, এমন সময় তিনি বললেন, তোমাদের কেউ ইমামতি করুক। এই বলে তিনি পায়খানায় চলে গেলেন। তিনি আরো বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কারো যদি পায়খানার বেগ হয়, আর ওদিকে নামাযও শুরু হয়ে যায়, তাহলে প্রথমে সে যেন পায়খানা সেরে নেয়।

٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ وَّحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّمُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى الْمَعْنٰى قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ حَزْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ عِيْسٰى فِىْ حَدِيْثِهِ ابْنُ اَبِىْ بَكْرٍ ثُمَّ اتَّفَقُوْا اَخُو الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَائِشَةَ فَجِيْئَ بِطَعَامِهَا فَقَامَ الْقَاسِمُ يُصَلِّىْ فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يُصَلِّىْ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الْاَخْبَثَانِ.

৮৯। কাসেম ইবনে মুহাম্মাদের ভাই আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আয়েশা (রা)-র নিকট ছিলাম। এমন সময় তাঁর খাবার আনা হলো। এদিকে কাসেম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। 'আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ খাবার সামনে এসে গেলে, অথবা পায়খানা-পেশাবের বেগ হলে তা চেপে রেখে কেউ যেন নামায না পড়ে।

٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ

صَالِحٍ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِيْ حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثٌ لاَّ يَحِلُّ لِاَحَدٍ اَنْ يَّفْعَلَهُنَّ لاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ قَوْمًا فَيَخُصُّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلاَ يَنْظُرُ فِيْ قَعْرِ بَيْتٍ قَبْلَ اَنْ يَّسْتَاْذِنَ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ دَخَلَ وَلاَ يُصَلِّيْ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ.

৯০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ তিনটি কাজ করা কারো পক্ষে হালাল (বা জায়েয) নয়। (এক) কোন লোক ইমাম হয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য দোয়া করা, অন্যের জন্য না করা। যদি এরূপ করে তাহলে সে তাদের সাথে প্রতারণা করলো। (দুই) অনুমতি গ্রহণ করার আগেই কারো ঘরের মধ্যে কি আছে উঁকি মেরে দেখবে না। যদি এরূপ করে, তাহলে যেন সে তার ঘরেই প্রবেশ করলো। (তিন) পায়খানা-পেশাবের বেগ চেপে রেখে নামায পড়া, যতক্ষণ না (তা থেকে) মুক্ত হয়।

٩١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرٌ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ اَبِيْ حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّصَلِّيَ وَهُوَ حَقِنٌ حَتّٰى يَتَخَفَّفَ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَهُ عَلٰى هٰذَا اللَّفْظِ قَالَ وَلاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يَّؤُمَّ قَوْمًا اِلاَّ بِاِذْنِهِمْ وَلاَيَخْتَصُّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُوْنَهُمْ فَاِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِنْ سُنَنِ اَهْلِ الشَّامِ لَمْ يَشْرَكْهُمْ فِيْهَا اَحَدٌ.

৯১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার কোন লোকের পক্ষে হালাল নয় পায়খানা-পেশাবের বেগ থেকে মুক্ত না হয়ে নামায পড়া... একই শব্দযোগে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আল্লাহ ও পরকালে ঈমান পোষণকারী কোন লোকের পক্ষে হালাল নয় কোন কওমের অনুমতি ছাড়া তাদের ইমামতি করা এবং অন্যদের ছাড়া শুধু নিজের জন্য দোয়া করা। যদি এরূপ করে, তাহলে সে তাদের প্রতারিত করলো। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি কেবল সিরিয়ার রাবীগণ রিওয়ায়াত করেছেন, এটি বর্ণনায় তাদের সাথে অপর কেউ অংশগ্রহণ করেননি।

بَابُ مَا يُجْزِئُ مِنَ الْمَاءِ فِي الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ উযুর জন্য যতটুকু পানি যথেষ্ট হতে পারে

٩٢- عَنْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

৯২। 'আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতেন এক 'সা' (পানি) দ্বারা আর উযু করতেন এক 'মুদ্' পানি দ্বারা ।

٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ اَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ زِيَادٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.

৯৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক 'সা' পানি দিয়ে গোসল করতেন এবং এক মুদ পানি দিয়ে উযু করতেন।

٩٤- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ تَمِيْمٍ عَنْ جَدَّتِيْ وَهِيَ اُمُّ عُمَارَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاُتِيَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ قَدْرُ ثُلُثَيِ الْمُدِّ.

৯৪। উম্মু উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি পাত্রের পানি দিয়ে উযু করলেন। তাতে পানির পরিমাণ ছিল এক মুদের দুই-তৃতীয়াংশ।

٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيْسٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ بِاِنَاءٍ يَسَعُ رُطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ.
قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنِ جَبْرٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكٍ وَلَمْ يَذْكُرْ رُطْلَيْنِ.
قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ اَلصَّاعُ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ.
قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করতেন একটি পাত্রের পানি দিয়ে, যাতে দুই রোতল পরিমাণ পানি ধরতো। আর তিনি গোসল করতেন এক সা' পানি দিয়ে। আবদুল্লাহ ইবনে জাবির (র) বর্ণনা করেছেন, আমি আনাস (রা) থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তিনি উযু করতেন এক 'মাক্কুক' দ্বারা, তিনি দুই রোতলের বিষয় উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বলকে বলতে শুনেছি, পাঁচ রোতলে এক সা' হয়। আবু দাউদ বলেন, এটা হচ্ছে ইবনে আবু যি'ব- এর সা'। আর এটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সা'।

টীকা ঃ 'মাক্কুক' বলা হয় দেড় সা' পরিমাণ পানিকে। বাগাবীর মতে এখানে 'মাক্কুক'-এর অর্থ মুদ্। আর কেউ কেউ সা'ও বলেছেন, তবে প্রথমটি অধিকতর সঠিক।

بَابُ الْاِسْرَافِ فِى الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ উযুতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি খরচ করা নিষেধ

٩٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِىْ نَعَامَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مُغَفَّلٍ سَمِعَ اِبْنَهُ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ عَنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ اِذَا دَخَلْتُهَا قَالَ اَىْ بُنَىَّ سَلِ اللّٰهَ الْجَنَّةَ وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِىْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُوْنَ فِى الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ.

৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর পুত্রকে দোয়া করতে শুনলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি যখন বেহেশতে প্রবেশ করবো তখন তোমার নিকট তার ডান দিকের সাদা অট্টালিকা কামনা করি। (একথা শুনে) আবদুল্লাহ (রা) বলেন, বৎস! আল্লাহ্র নিকট বেহেশত প্রার্থনা করো আর জাহান্নামের আগুন থেকে আশ্রয় চাও। কারণ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ অচিরেই এই উম্মাতের মধ্যে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা পবিত্রতা অর্জন ও দোয়ার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে।

بَابٌ فِىْ اِسْبَاغِ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করা

٩٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَنْصُوْرٌ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ

رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى قَوْمًا وَاَعْقَابُهُمْ تَلُوْحُ فَقَالَ وَيْلٌ لِّلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ اَسْبِغُوا الْوُضُوْءَ.

৯৭। আবদুল্লাহ ইবন আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের (তাদের উযু করার পর) পায়ের গোড়ালি শুকনা দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ দুর্ভাগ্য তাদের জন্য যারা গোড়ালির কারণে জাহান্নামে যাবে। তোমরা পূর্ণাঙ্গরূপে উযু করো।

بَابُ الْوُضُوْءِ فِىْ اٰنِيَةِ الصُّفْرِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ কাঁসার পাত্রে উযু করা

৯৮- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ صَاحِبٌ لِّىْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ تَوْرٍ مِّنْ شَبَهٍ.

৯৮। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেছেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁসার একটি পাত্র থেকে (পানি নিয়ে) গোসল করতাম।

৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ اَنَّ اِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُوْرٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ رَّجُلٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِهِ.

৯৯। আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

١٠٠- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ قَالَ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ وَسَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ جَاءَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِىْ تَوْرٍ مِّنْ صُفْرٍ فَتَوَضَّاَ.

১০০। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। আমরা কাঁসার একটি পাত্রে করে তাঁর জন্য পানি দিলাম। তিনি তা দিয়ে উযু করলেন।

بَابٌ فِى التَّسْمِيَةِ عَلَى الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ উযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ্ বলা

١٠١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ يَّعْقُوْبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ صَلٰوةَ لِمَنْ لاَوُضُوْءَ لَهُ وَلاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ.

১০১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার উযু নেই তার নামায হয় না, এবং উযু করতে যে আল্লাহ্র নাম নেয় না তার উযু হয় না।

টীকা ঃ হাসান ও ইসহাক ইবনে রাহ্ওয়ায়হ্-এর মতে উযুর জন্য বিস্মিল্লাহ পড়া ওয়াজিব, এমনকি ইচ্ছাকৃতভাবে বিস্মিল্লাহ না পড়লে পুনরায় উযু করতে হবে। আর এটা হচ্ছে ইমাম আহমাদের বর্ণনা। কেউ কেউ বলেছেন, বিসমিল্লাহ বলা সুন্নাত। তবে গ্রহণযোগ্য মত হলো ঃ বিস্মিল্লাহ না পড়লে উযু শুদ্ধ হবে কিন্তু উযুর পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যাবে না।

١٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الدَّرَاوَرْدِىِّ قَالَ وَذَكَرَ رَبِيْعَةُ اَنَّ تَفْسِيْرَ حَدِيْثِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اَنَّهُ الَّذِىْ يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلاَ يَنْوِىْ وُضُوْءًا لِّلصَّلٰوةِ وَلاَ غُسْلاً لِلْجَنَابَةِ.

১০২। দারাওয়ার্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস "যে উযু করতে আল্লাহ্র নাম স্মরণ করে না তার উযু হয় না"-এর ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেছেন, যে উযু অথবা গোসল করে, আর সে উযু দ্বারা নামাযের ও গোসল দ্বারা (জানাবাতের) নাপাকি দূর করার নিয়াত না করে, তার উযু ও গোসল ঠিক হয় না।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يُدْخِلُ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ قَبْلَ اَنْ يُّغْسِلَهَا

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ যে ব্যক্তি হাত না ধুয়ে তা পানির পাত্রে প্রবেশ করায়

١٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ وَّاَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ مِّنَ اللَّيْلِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ.

১০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন রাত্রে জাগে সে যেন (পানির) পাত্রে আপন হাত ডুবিয়ে না দেয় যতক্ষণ পর্যন্ত না তা তিনবার ধুয়ে নেয়। কারণ তার জানা নেই (ঘুমের মধ্যে) তার হাত কোথায় ছিল।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদ ও আহ্‌লে হাদীসের মতে এর ওপর আমল করা ওয়াজিব ঐ ব্যক্তির ওপর যে রাতে ঘুম যাওয়ার পর জাগ্রত হয়। অন্যান্য ইমামদের মতে মুস্তাহাব।

١٠٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا وَلَمْ يَذْكُرْ أَبَا رَزِينٍ.

১০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত হাদীসে দুই অথবা তিনবার করে হাত ধোয়ার কথা উল্লেখ আছে এবং আবু রযীন নামক পূর্ববর্তী একজন বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ নাই।

١٠٥- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ أَوْ أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ.

১০৫। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুম থেকে জাগে, তখন তিনবার হাত না ধুয়ে যেন পানির পাত্রে তা না ডুবায়। কারণ, তার জানা নেই তার হাত কোথায় ছিল অথবা কোথায় ঘুরাফেরা করছিল।

بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ মহানবী (সা)-এর উযূর বিবরণ

١٠٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا

وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى اِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا ثُمَّ الْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوْئِىْ هٰذَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيْهِمَا نَفْسَهُ غَفَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

১০৬। উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-র আযাদকৃত গোলাম হুমরান ইবনে আব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে উযু করতে দেখলাম। প্রথমে তিনি উভয় হাতে তিনবার করে পানি দিলেন ও ধুয়ে নিলেন। তারপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন ও তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর ডান হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন তিনবার, বাম হাতও অনুরূপ করলেন। তারপর মাথা মাসেহ্ করে তিনবার ডান প্যা ধুলেন, বাম পাও অনুরূপ করলেন। অবশেষে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি আমার এই উযুর ন্যায় উযু করতে দেখেছি। তারপর তিনি (সা) বলেছেন ঃ যে লোক আমার এই উযুর ন্যায় উযু করে দুই রাক'আত নামায পড়বে, যাতে মনে কোনরূপ পার্থিব খেয়াল ও মনের খটকা না আসবে, সম্মানিত মহান আল্লাহ তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।

١٠٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ حُمْرَانُ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَضْمَضَةَ وَالاِسْتِنْثَارَ وَقَالَ فِيْهِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ هٰكَذَا وَقَالَ مَنْ تَوَضَّأَ دُوْنَ هٰكَذَا كَفَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَمْرَ الصَّلٰوةِ.

১০৭। হুমরান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উস্‌মান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে উযু করতে দেখেছি।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তাতে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়ার বিষয় উল্লেখ নাই। আর তাতে বলেছেন ঃ এবং তিনি মাথা মাসেহ করেছেন তিনবার, তারপর দুই পা ধুয়েছেন তিনবার। অবশেষে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি এরূপ উযু করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন ঃ এর চাইতে কম করলে (অর্থাৎ দুইবার বা একবার করে ধৌত করলে) তাও যথেষ্ট হবে। আর (বর্ণনাকারী) নামাযের উল্লেখ করেননি।

١٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْاِسْكَنْدَارَنِىُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ زِيَادٍ الْمُؤَذِّنُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ التَّيْمِىِّ قَالَ سُئِلَ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ رَاَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوْءِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاُتِىَ بِمِيْضَاةٍ فَاَصْغَاهَا عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَدْخَلَهَا فِى الْمَاءِ فَتَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرٰى ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ فَاَخَذَ مَاءً فَمَسَحَ بِرَاْسِهِ اُذُنَيْهِ فَغَسَلَ بُطُوْنَهُمَا وَظُهُوْرَهُمَا مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُوْنَ عَنِ الْوُضُوْءِ هٰكَذَا رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَحَادِيْثُ عُثْمَانَ الصِّحَاحُ كُلُّهَا تَدُلُّ عَلٰى مَسْحِ الرَّاْسِ اَنَّهُ مَرَّةً فَاِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوْءَ ثَلاَثًا وَقَالُوْا فِيْهَا وَمَسَحَ رَاْسَهُ وَلَمْ يَذْكُرُوْا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوْا فِىْ غَيْرِهِ.

১০৮। উসমান ইবনে আবদুর রহমান আত-তাইমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আবু মুলায়কাকে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন, আমি দেখেছি, উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি পানি আনতে বললেন। এক বদনা পানি নিয়ে আসা হলে প্রথমে তিনি উক্ত বদনা তাঁর ডান হাতের ওপর কাত করলেন (অর্থাৎ ডান হাত ধুইলেন)। তারপর তাতে ডান হাত ডুবিয়ে পানি নিলেন ও তিনবার কুলি করলেন, তিনবার নাকে পানি দিলেন, তিনবার মুখমণ্ডল ধুইলেন, তিনবার ডান হাত ধুইলেন, তিনবার বাম হাত ধুইলেন, অতঃপর হাত ডুবিয়ে পানি নিলেন এবং মাথা ও কান মাসেহ্ করলেন– উভয় কানের ভিতর ও বাইরে একবার ধুইলেন। এরপর উভয় পা ধুইলেন। শেষে বললেন ঃ 'উযু সম্পর্কে জিজ্ঞাসাকারীরা কোথায়? আমি এরূপই দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে।' আবু দাউদ (র) বলেন, উসমান (র) থেকে বর্ণিত উযু সম্পর্কিত সহীহ হাদীসসমূহের দ্বারা জানা যায়, মাথা মাসেহ একবারই। কেননা মাথা মাসেহের কোন সংখ্যা উল্লেখ করা হয়নি; যেরূপ অন্যান্য বিষয়ে করা হয়েছে।

١٠٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَنَا عِيْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ يَعْنِى بْنَ اَبِىْ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ

عَلْقَمَةَ اَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَاَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ثُمَّ غَسَلَهُمَا اِلَى الْكُوْعَيْنِ قَالَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا وَذَكَرَ الْوُضُوْءَ ثَلاَثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مِثْلَ مَا رَأَيْتُمُوْنِىْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ سَاقَ نَحْوَ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ وَاَتَمَّ.

১০৯। আবু আলকামা (র) থেকে বর্ণিত। উসমান (রা) উযুর পানির জন্য ডেকে পাঠালেন। পানি আনা হলে তিনি ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি দিলেন, তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। অন্যান্য অঙ্গ তিনবার ধুইলেন ও মাথা মাসেহ করলেন। অবশেষে উভয় পা ধুইলেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি, যেরূপ তোমরা দেখেছো আমাকে উযু করতে... এরপর বর্ণনাকারী যুহরী কর্তৃক বর্ণিত অত্র অনুচ্ছেদের প্রথমোক্ত হাদীসের অনুরূপ পূর্ণাঙ্গ হাদীস বর্ণনা করেন।

١١٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيْقِ بْنِ جَمْرَةَ عَنْ شَقِيْقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰذَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا قَطْ.

১১০। শাকীক ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উসমান ইবনে আফ্‌ফান (রা)-কে (উযুতে) উভয় হাত তিন তিনবার ধুইতে দেখেছি। তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন, তারপর বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি তিনবার মাত্র উযুর অংগসমূহ ধুইলেন।

١١١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ اَتَانَا عَلِىٌّ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهُوْرٍ فَقُلْنَا مَا يَصْنَعُ بِالطَّهُوْرِ وَقَدْ صَلَّى مَا يُرِيْدُ اِلاَّ لِيُعَلِّمَنَا فَاُتِىَ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ فَاَفْرَغَ مِنَ الْاِنَاءِ عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا فَمَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِىْ يَأْخُذُ فِيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا

وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالَ ثَلاَثًا ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِى الْاِنَاءِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى ثَلاَثًا وَرِجْلَهُ الْيُسْرٰى ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ اَنْ يَعْلَمَ وُضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ هٰذَا.

১১১। আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। আমাদের নিকট আলী (রা) নামায সমাপনের পর এসে পানি আনতে বললেন। আমরা বললাম, তিনি পানি দিয়ে কি করবেন, তিনি তো নামায পড়েছেন। নিশ্চয় আমাদেরকে শিক্ষা দেয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। কাজেই একটি পাত্রে করে পানি আনা হলো। আর একটি তশ্‌তরী আনা হলো। তিনি পাত্র থেকে পানি নিয়ে ডান হাতে পানি ঢেলে উভয় হাত তিনবার ধুলেন, তারপর কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। এক অঞ্জলি পানি দিয়েই তিনি কুলি করেন ও নাকে পানি দেন। তারপর তিনবার মুখমণ্ডল ধুলেন ও তিনবার করে ডান হাত ও বাম হাত ধুলেন। এরপর পাত্রে হাত ডুবিয়ে একবার মাথা মাসেহ করলেন, তিনবার ডান পা ও তিনবার বাম পা ধুলেন। অতঃপর বললেন, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর নিয়ম জানতে আগ্রহী, (সে যেন জেনে নেয়) তা এরূপই।

١١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ الْحُلْوَانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ الْجُعْفِىُّ عَنْ زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِىُّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ صَلّٰى عَلِىٌّ الْغَدَاةَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَتَاهُ الْغُلاَمُ بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ قَالَ فَاَخَذَ الْاِنَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى وَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فِى الْاِنَاءِ فَمَضْمَضَ ثَلاَثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ سَاقَ قَرِيْبًا مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ عَوَانَةَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ.

১১২। আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী (রা) ভোরের (ফজরের) নামায পড়ে রাহবায় (কুফার একটি জায়গার নাম) গেলেন। তিনি পানি আনার জন্য বলেন। একটি বালক তাঁর জন্য একটি পানির পাত্র ও তশ্‌তরী নিয়ে আসলো। তিনি পানির বদনাটি ডান হাতে নিয়ে বাম হাতে পানি ঢাললেন ও উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। তারপর ডান হাত পাত্রে ডুবিয়ে তিনবার কুলি করলেন ও তিনবার নাকে পানি দিলেন। এরপরের বর্ণনা অনেকটা পূর্বোক্ত হাদীসের মতই। তারপর মাথার সামনে ও পেছনে একবার মাসেহ করলেন। তারপরের বর্ণনা একই রকম।

١١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُرْفُطَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ خَيْرٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا اُتِىَ بِكُرْسِىٍّ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ اُتِىَ بِكُوْزٍ مِّنْ مَاءٍ فَغَسَلَ يَدَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ مَعَ الاِسْتِنْشَاقِ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَ ذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

১১৩। আবদে খায়ের (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম, আলী (রা)-র জন্য একটি চেয়ার আনা হলো, তিনি তার ওপর বসলেন। এরপর এক বদনা পানি আনা হলো তিনি তিনবার তাঁর হাত ধুলেন, তারপর একই পানি দ্বারা কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন।... অতঃপর শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করলেন।

١١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ الْكِنَانِىُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ وُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ مَسَحَ رَأْسَهُ حَتّٰى لَمَّا يَقْطُرُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا كَانَ وُضُوْءُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৪। যির ইবনে হুবাইশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আলী (রা) থেকে শুনেছেন, তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। রাবী পূর্বোক্ত হাদীসই বর্ণনা করেন। আর বলেন, তিনি মাথা মাসেহ করলেন এভাবে যে, পানি ঝড়ে পড়েনি। আর উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার। তারপর বললেন, এরূপই ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু।

١١٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ الطُّوْسِىُّ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ اَبِىْ فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا تَوَضَّأَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৫। আবদুর রহমান ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযু করতে দেখেছি এভাবে ঃ তিনি মুখমণ্ডল তিনবার ধুলেন, উভয় হাত তিনবার ধুলেন আর মাথা মাসেহ করলেন একবার। তারপর বললেন ঃ এভাবেই উযু করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

١١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَبُوْ تَوْبَةَ قَالاَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ ح وَاَخْبَرَنَا

عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ اَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ اَبِىْ حَيَّةَ قَالَ رَاَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّاَ فَذَكَرَ وُضُوْءَ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ اِنَّمَا اَحْبَبْتُ اَنْ اُرِيَكُمْ طُهُوْرَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১১৬। আবু হাইয়্যাহ্ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে উযূ করতে দেখেছি। আর তিনি প্রত্যেক অঙ্গ তিন তিনবার ধুয়েছেন, তারপর মাথা মাসেহ করেছেন ও উভয় পা টাখনু পর্যন্ত ধুয়েছেন। পরে বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযূ (এর নমুনা) দেখাবার।

١١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِى بْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْخَوْلاَنِىِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلَ عَلِىٌّ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ طَالِبٍ وَقَدْ اَهْرَاقَ الْمَاءَ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَتَيْنَاهُ بِتَوْرٍ فِيْهِ مَاءٌ حَتّٰى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ اَلاَ اُرِيْكَ كَيْفَ كَانَ يَتَوَضَّأُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ بَلٰى فَاَصْغَى الْاِنَاءَ عَلٰى يَدِهِ فَغَسَلَهَا ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰى فَاَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْاُخْرٰى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ فِى الْاِنَاءِ جَمِيْعًا فَاَخَذَ بِهِمَا حَفْنَةً مِّنْ مَّاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ اَلْقَمَ اِبْهَامَيْهِ مَا اَقْبَلَ مِنْ اُذُنَيْهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنٰى قَبْضَةً مِّنْ مَّاءٍ فَصَبَّهَا عَلٰى نَاصِيَتِهِ فَتَرَكَهَا تَسْتَنُّ عَلٰى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ وَظُهُوْرَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ اَدْخَلَ يَدَيْهِ جَمِيْعًا فَاَخَذَ حَفْنَةً مِّنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلٰى رِجْلِهٖ وَفِيْهَا النَّعْلُ فَفَتَلَهَا بِهَا ثُمَّ الْاُخْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ قَالَ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَفِى النَّعْلَيْنِ قَالَ وَفِى النَّعْلَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ

وَحَدِيْثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ شَيْبَةَ يَشْبَهُ حَدِيْثَ عَلِيٍّ لِاَنَّهُ قَالَ فِيْهِ حَجَّاجِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَّمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَّاحِدَةً وَّقَالَ ابْنُ وَهْبٍ فِيْهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَّمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلاَثًا.

১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিন বলেন, আমার নিকট আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আসলেন। তিনি ইসতিন্জার কাজ সমাধা করলেন এবং উযুর পানি চাইলেন। আমরা একটি পাত্রে করে পানি এনে তাঁর সামনে রাখলাম। তিনি বললেন, হে ইবনে আব্বাস! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন তা কি তোমাকে দেখাব না? আমি বললাম, হাঁ। আলী (রা) পাত্রটি কাত করে হাতে পানি ঢাললেন ও হাত ধুলেন। তারপর ডান হাত পানিতে ডুবিয়ে পানি নিলেন ও অপর হাতে পানি ঢাললেন এবং উভয় হাত কজি পর্যন্ত ধুলেন, এরপর কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, অতঃপর উভয় হাত একসাথে পাত্রে ডুবিয়ে অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে মুখে নিক্ষেপ করলেন। তারপর দুই বৃদ্ধাঙ্গুলি উভয় কানের সম্মুখভাগে (অর্থাৎ ভেতরে) ঘোরালেন, দ্বিতীয়বারও এরূপ করলেন, তৃতীয়বারও এরূপই করলেন। ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিলেন ও কপালে নিয়ে গড়িয়ে দিলেন, তা তাঁর মুখ বেয়ে ঝরে পড়ছিল। উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন তিন তিনবার, মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় কানের পিঠ মাসেহ করলেন। একই সাথে উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে পানি তুলে পায়ের ওপর প্রবাহিত করলেন। তাঁর পায়ে ছিল জুতা। এরপর তিনি হাত দিয়ে পা ঘষলেন। তারপর অপর পায়েও অনুরূপ পানি দিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি আলী (রা)-কে বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই। আমি বললাম, জুতা পরিহিত অবস্থায়? তিনি বললেন, হাঁ, জুতা পরিহিত অবস্থায়ই।

আবু দাউদ (র) বলেন, শায়বা থেকে ইবনে জুরাইজ কর্তৃক বর্ণিত হাদীস আলী (রা) বর্ণিত হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এ হাদীসের বক্তব্য হলো ঃ তিনি একবার মাথা মাসেহ করেছেন। ইবনে ওয়াহ্ব কর্তৃক ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ তিনি তিনবার মাথা মাসেহ করেছেন।

١١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ عَمْرِو بْنِ يَحْيٰى هَلْ تَسْتَطِيْعُ اَنْ تُرِيَنِيْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ نَعَمْ فَدَعَا بِوَضُوْءٍ فَاَفْرَغَ عَلٰى يَدَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ

رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَاَقْبَلَ بِهِمَا وَاَدْبَرَ بَدَاَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اِلَى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ بَدَاَ مِنْهُ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.

১১৮। আমর ইবনে ইয়াহ্ইয়া আল-মাযেনী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আমাকে দেখাতে পার, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উযু করতেন? আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বললেন, হাঁ। এরপর তিনি পানি আনালেন। উভয় হাতে পানি প্রবাহিত করে ধুলেন, কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। মুখ ধুলেন তিনবার। উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন দুই দুইবার করে। উভয় হাতে মাথা মাসেহ করলেন, মাথার সম্মুখভাগ থেকে পেছনের দিকে, তারপর পেছনের দিক থেকে সামনের দিকে, মাথার সম্মুখভাগের ঐস্থানে এনে শেষ করলেন যেখান থেকে শুরু করেছিলেন। শেষে উভয় পা ধুলেন।

١١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ بِكَفٍّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَالِكَ ثَلاَثًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

১১৯। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে আসিম (র) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে.- তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একই অঞ্জলি থেকে। তিনবার এরূপ করেন... বাকি অংশ পূর্বোক্ত হাদীসের মতই।

١٢٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَاهُ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِيَّ يَذْكُرُ اَنَّهُ رَاى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ وُضُوْءَهُ قَالَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدَيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى اَنْقَاهُمَا.

১২০। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ইবনে 'আসেম আল-মাযেনী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু দেখেছেন বলে বর্ণনা করে বলেন ঃ আর তিনি মাথা মাসেহ করলেন (নতুন পানি দিয়ে); হাতে অবশিষ্ট পানি দিয়ে নয়। আর ধুলেন উভয় পা, এমনকি তাদের পরিষ্কার করে ফেললেন।

١٢١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ قَالَ ثَنَا حَرِيْزٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَيْسَرَةَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيْكَرِبَ الْكِنْدِيَّ قَالَ اُتِيَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا.

১২১। মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব আল-কিন্‌দী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উযুর পানি আনা হলো। তিনি উযু করলেন। উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন তিনবার। মুখমণ্ডল ধুলেন তিনবার। উভয় হাত ধুলেন তিন তিনবার। কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার। মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় কানের বাহির ও ভেতর মাসেহ করলেন।

١٢٢- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَّيَعْقُوْبُ بْنُ كَعْبٍ الْاَنْطَاكِيُّ لَفْظُهُ قَالاَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيْزِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَمِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَلَمَّا بَلَغَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى مُقَدَّمِ رَأْسِهِ فَأَمَرَّهُمَا حَتّٰى بَلَغَ الْقَفَا ثُمَّ رَدَّهُمَا اِلَى الْمَكَانِ الَّذِيْ مِنْهُ بَدَأَ.

১২২। মিকদাম ইবনে মা'দিকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। যখন তিনি মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌছলেন তাঁর উভয় হাতের তালু মাথার সামনের অংশে রেখে পেছনের দিকে নিয়ে গেলেন। এমনকি তাঁর হাত দু'টি ঘাড় পর্যন্ত পৌছে গেল। তারপর তিনি উভয় হাত ঐ স্থানে ফিরিয়ে আনলেন, যেখান থেকে মসেহ শুরু করেছিলেন।

١٢٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ وَهِشَامُ بْنُ خَالِدٍ الْمَعْنٰى قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ وَمَسَحَ بِأُوْذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا زَادَ هِشَامُ وَاَدْخَلَ اَصَابِعَهُ فِيْ صِمَاخِ اُذُنَيْهِ.

১২৩। মাহমূদ ইবনে খালিদ ও হিশাম ইবনে খালিদ (র) একই অর্থবোধক (শব্দগত কিছু পার্থক্যসহ) হাদীস বর্ণনা করেছেন। আর ওয়ালীদও একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি উভয় কানের বাহির ও ভিতর মাসেহ করেছেন। হিশাম আরো বলেছেন, তিনি দুই কানের ছিদ্রে আংগুল প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন।

١٢٤- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَزْهَرِ الْمُغِيْرَةُ بْنُ فَرْوَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ مَالِكٍ اَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غُرْفَةً مِّنْ مَاءٍ فَتَلَقَّاهَا بِشِمَالِهِ حَتّٰى وَضَعَهَا عَلٰى وَسَطِ رَأْسِهِ حَتّٰى قَطَرَ الْمَاءُ اَوْ كَادَ يَقْطُرُ ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدَّمِهِ اِلٰى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ اِلٰى مُقَدَّمِهِ.

১২৪। আবুল আযহার মুগীরা ইবনে ফারওয়া ও ইয়াযীদ ইবনে আবু মালিক (র) থেকে বর্ণিত। মু'আবিয়া (রা) লোকদের দেখাবার জন্য উযু করলেন যেভাবে তিনি উযু করতে দেখেছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। যখন তিনি মাথা মাসেহ পর্যন্ত পৌঁছলেন, এক অঞ্জলি পানি নিয়ে বাঁ হাতে তা মাথার তালুতে দিলেন। এমনকি পানি গড়িয়ে পড়তে লাগলো বা গড়িয়ে পড়ার উপক্রম হলো। তারপর সামনে থেকে পেছনের দিকে ও পেছন থেকে সামনের দিকে মাসেহ করলেন।

١٢٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَاه الْوَلِيْدُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ قَالَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ بِغَيْرِ عَدَدٍ.

১২৫। মাহমূদ ইবনে খালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ালীদ একই সনদে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ তিনি উযুর অঙ্গসমূহ তিন তিনবার ধুলেন। আর উভয় পা ধুলেন গণনা ছাড়াই।

١٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِيْنَا فَحَدَّثَتَا اَنَّهُ قَالَ اُسْكُبِيْ لِيْ وَضُوْءً فَذَكَرَتْ وَضُوْءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فِيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً وَوَضَّأَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ يَبْدَأُ بِمُؤَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ بِمُقَدَّمِهِ وَبِاُذُنَيْهِ كِلْتَيْهِمَا ظُهُوْرِهِمَا وَبُطُوْنِهِمَا وَوَضَّأَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا مَعْنٰى حَدِيْثِ مُسَدَّدٍ.

১২৬। রুবাই বিনতে মু'আব্বিয ইবনে 'আফরা' (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসতেন। তিনি বললেন ঃ আমার জন্য উযুর পানি ঢেলে দাও। বর্ণনাকারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন তিনবার। মুখ ধুলেন তিনবার। কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন একবার। উভয় হাত ধুলেন তিন তিনবার।

মাথা মাসেহ করলেন দুইবার। প্রথমে পেছন দিক থেকে শুরু করলেন তারপর সামনের দিক থেকে। উভয় কানের বাহির ও ভেতরের দিকও মাসেহ করলেন। উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার।

١٢٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ يُغَيِّرُ بَعْضَ مَعَانِيْ بِشْرٍ قَالَ فِيْهِ وَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا.

১২৭। ইবনে 'আকীল (রা) উক্ত হাদীস অর্থের কিছু পার্থক্যসহ বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ 'আর তিনি কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন তিনবার'।

١٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّيَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالاَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِّ الشَّعْرِ لاَ يُحَرِّكُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْئَتِهِ.

১২৮। রুবাই বিনতে মু'আব্বিয ইবনে আফ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন। তিনি পুরো মাথা মাসেহ করলেন। উপর থেকে শুরু করে প্রত্যেক পাশে নীচের দিকে মাসেহ করলেন চুলের ভাজ অনুযায়ী এবং চুলকে তার স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে।

١٢٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا بَكْرٌ يَّعْنِي ابْنَ مُضَرَ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ اَنَّ رُبَيِّعَ بِنْتَ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ اَخْبَرَتْهُ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ قَالَتْ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَمَسَحَ مَا اَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا اَدْبَرَ وَصُدْغَيْهِ وَاُذُنَيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً.

১২৯। রুবাই বিনতে মু'আব্বিয ইবনে আফ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তিনি মাথা মাসেহ করলেন। আর তিনি মাসেহ করলেন মাথার সমানের দিক, পেছন দিক, চোখ ও কানের মধ্যবর্তী স্থান ও উভয় কান একবার।

١٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِيْ يَدِهِ.

১৩০। রুবাই (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতে যে পানি অবশিষ্ট ছিল তা দিয়েই মাথা মাসেহ করেন।

١٣١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ فَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ فِيْ جُحْرَىْ اُذُنَيْهِ.

১৩১। রুবাই বিনতে মু'আব্বিয (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং তাঁর হাতের দুই আংগুল প্রবেশ করিয়ে দিলেন উভয় কানের ছিদ্রে।

١٣٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى وَمُسَدَّدٌ قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً حَتّٰى بَلَغَ الْقَذَالَ وَهُوَ اَوَّلُ الْقَفَا وَقَالَ مُسَدَّدٌ مَسَحَ رَأْسَهُ مِنْ مُقَدَّمِهِ اِلٰى مُؤَخَّرِهِ حَتّٰى اَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ اُذُنَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ يَحْيٰى فَاَنْكَرَهُ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ اِنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ زَعَمُوْا اَنَّهُ كَانَ يُنْكِرُهُ وَيَقُوْلُ اَيْشٍ هٰذَا يَعْنِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ.

১৩২। তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মাথা একবার মাসেহ করতে দেখেছি। তিনি সামনে থেকে পেছনের দিকে মাসেহ করেছেন। এমনকি তিনি তাঁর হাত দু'টি দুই কানের নিচে থেকে বের করেন। মুসাদ্দাদ বলেন, আমি এ হাদীস ইয়াহ্ইয়ার নিকট বর্ণনা করেছি, তিনি এটিকে মুন্কার (প্রত্যাখ্যাত) বলেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, লোকজন ধারণা করেছে যে, ইবনে উয়াইনা এটিকে 'মুনকার' হাদীস সাব্যস্ত করেছেন এবং বলেছেন, এটির সনদসূত্র কি এরূপ ঃ তালহা- তার পিতা- তার দাদা থেকে?

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে কেউ ঘাড় মাসেহ করার প্রমাণ উপস্থাপিত করেন, এবং বলেন মাথা ও কান মাসেহ করার পর ঘাড়ও মাসেহ করা মুস্তাহাব।

١٣٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَنَا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ كُلَّهُ ثَلاَثًا ثَلاَثًا قَالَ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً ـ

১৩৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছেন। রাবী পুরো হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনবার করে তিনি (সকল অঙ্গ ধৌত করেন), আর মাথা ও কান মাসেহ করেন একবার।

١٣٤- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ وَذَكَرَ وُضُوْءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ الْمَاْقَيْنِ قَالَ وَقَالَ الْاُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُوْلُهَا اَبُوْ اُمَامَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ لاَ اَدْرِيْ هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ مِنْ اَبِيْ اُمَامَةَ يَعْنِيْ قِصَّةَ الْاُذُنَيْنِ. قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانٍ اَبِيْ رَبِيْعَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ ابْنُ رَبِيْعَةَ كُنْيَتُهُ اَبُوْ رَبِيْعَةَ.

১৩৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযুর বর্ণনা দিয়ে বলেন, তিনি নাক সন্নিহিত চোখের অংশটুকুও মাসেহ করতেন। রাবী আরো বলেন, তিনি (নবী সা.) বলেছেন, উভয় কান মাথার সাথে শামিল। সুলাইমান ইবনে হারব্ বলেন, আবু উমামা তাকে বলতেন, কুতাইবা হাম্মাদের এ কথাটির উল্লেখ করে বলেন, তিনি বলেছেন ঃ 'কান মাথার সাথে শামিল'– এ কথাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের না আবু উমামার, তা আমার জানা নেই।

بَابُ الْوُضُوْءِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ উযুর অংগসমূহ তিনবার করে ধোয়া

١٣٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِيْ عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ اِنَّ رَجُلاً اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ الطُّهُوْرُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِيْ اِنَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهٖ وَاَدْخَلَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِيْ اُذُنَيْهِ وَمَسَحَ بِاِبْهَامَيْهِ عَلٰى ظَاهِرِ اُذُنَيْهِ وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنَ اُذُنَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا الْوُضُوْءُ فَمَنْ زَادَ عَلٰى هٰذَا اَوْ نَقَصَ فَقَدْ اَسَاءَ وَظَلَمَ اَوْ ظَلَمَ وَاَسَاءَ.

১৩৫। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্র রাসূল! উযু কিভাবে করতে হবে? তিনি এক পাত্র পানি আনালেন। তারপর উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত তিনবার ধুলেন। মুখমণ্ডল ধুলেন তিনবার। উভয় হাত ধুলেন তিনবার। মাথা মাসেহ করলেন ও উভয় শাহাদাত অংগুলি কানে প্রবেশ করিয়ে দিলেন। বৃদ্ধাংগুলি দ্বারা কানের বাইরের অংশ মাসেহ করলেন আর শাহাদত অংগুলি দ্বারা কানের ভেতরের অংশ মাসেহ করলেন। সবশেষে উভয় পা ধুলেন তিন তিনবার। তারপর বললেন ঃ উযু এভাবে করতে হয়। এর চেয়ে বাড়ানো অথবা ত্রুটি করা খারাপ ও সীমার বাইরে যাওয়া। অথবা (বলেছেন) সীমার বাইরে যাওয়াও খারাপ।

بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ উযুর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধোয়া

١٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَوْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِىُّ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ.

১৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযুর অঙ্গসমূহ দুইবার করে ধুয়েছেন।

١٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ اَتُحِبُّوْنَ اَنْ اُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فَدَعَا بِاِنَاءٍ فِيْهِ مَاءٌ فَاغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ الْيُمْنٰى فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ اَخَذَ اُخْرٰى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ اَخَذَ اُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنٰى ثُمَّ اَخَذَ اُخْرٰى فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرٰى ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِّنَ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَاُذُنَيْهِ ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً اُخْرٰى مِنَ الْمَاءِ فَرَشَّ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُمْنٰى وَفِيْهَا النَّعْلُ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَدٍ فَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدٍ تَحْتَ النَّعْلِ ثُمَّ صَنَعَ بِالْيُسْرٰى مِثْلَ ذَالِكَ.

১৩৭। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) আমাদের বললেন, তোমরা কি পছন্দ করো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে উযু করতেন তা আমি তোমাদের দেখাই? অতএব তিনি একটি পাত্রে করে পানি আনালেন। তা থেকে ডান হাতে এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কুলি করলেন ও নাকে পানি দিলেন। আবার এক অঞ্জলি নিয়ে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল ধুলেন, আরেক অঞ্জলি নিয়ে ডান হাত ও অপর অঞ্জলি দ্বারা বাম হাত ধুলেন, তারপর এক আঁজলা পানি নিয়ে তা ফেলে দিলেন এবং মাথা ও উভয় কান মাসেহ করলেন। আবার হাতের আঁজলায় পানি নিয়ে ডান পায়ে ছিটিয়ে দিলেন, আর তাঁর পায়ে ছিল জুতা, তা দুই হাতে মাসেহ করলেন, এক জুতার উপরিভাগে এবং অপর হাত নিম্নভাগে। তারপর বাম পাও অনুরূপভাবে মাসেহ করলেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ مَرَّةً مَرَّةً

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ একবার করে উযুর অংগসমূহ ধোয়া

١٣٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ بِوُضُوْءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً.

১৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে অবহিত করবো? অতএব তিনি উযু করলেন, প্রতি অঙ্গ একবার একবার করে ধুয়ে।

بَابٌ فِى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ পৃথক পৃথকভাবে কুলি করা ও নাকে পানি দেয়া

١٣٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ دَخَلْتُ يَعْنِىْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيْلُ مِنْ وَجْهِهٖ وَلِحْيَتِهٖ عَلٰى صَدْرِهٖ فَرَاَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ.

১৩৯। তালহা (র) তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন তিনি উযু করছিলেন, পানি তাঁর দাড়ি ও মুখ থেকে বুকে ঝরে পড়ছিল। আমি তাঁকে পৃথকভাবে কুলি ও নাকে পানি দিতে দেখলাম।

بَابٌ فِى الْاِسْتِنْثَارِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ ঃ নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে ফেলা

١٤٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِىْ اَنْفِهٖ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثُرْ.

১৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ উযু করে, সে যেন নাকে পানি দিয়ে তা ঝেড়ে ফেলে।

١٤١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ قَارِظٍ عَنْ اَبِىْ غَطَفَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَنْثِرُوْا مَرَّتَيْنِ بَالِغَتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا.

১৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দুইবার ভাল করে নাক ঝেড়ে ফেল অথবা তিনবার।

١٤٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ اَبِيْهِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ قَالَ كُنْتُ وَافِدَ بَنِى الْمُنْتَفِقِ اَوْ فِىْ وَفْدِ بَنِى الْمُنْتَفِقِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِىْ مَنْزِلِهٖ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَ فَاَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيْرَةٍ فَصُنِعَتْ لَنَا قَالَ وَاُتِيْنَا بِقِنَاعٍ وَلَمْ يَقُلْ قُتَيْبَةُ الْقِنَاعَ وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيْهِ تَمْرٌ ثُمَّ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ اَصَبْتُمْ شَيْئًا اَوْ اُمِرَ لَكُمْ بِشَىْءٍ قَالَ فَقُلْنَا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوْسٌ اِذَا دَفَعَ الرَّاعِىْ غَنَمَهُ اِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعِرُ فَقَالَ مَا وَلَدَتْ يَا فُلَانُ قَالَ بُهْمَةً قَالَ فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً ثُمَّ قَالَ لَا تَحْسِبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا تَحْسَبَنَّ اِنَّا مِنْ اَجْلِكَ

ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنَمٌ مِائَةٌ لاَ نُرِيْدُ اَنْ تَزِيْدَ فَاِذَا وَلَّدَ الرَّاعِيْ بُهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِيْ اِمْرَاَةً وَاِنَّ فِيْ لِسَانِهَا شَيْئًا يَعْنِيْ الْبَذَاءَ قَالَ فَطَلِّقْهَا اِذًا قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَهَا صُحْبَةً وَلِيَ مِنْهَا وَلَدٌ قَالَ فَمُرْهَا يَقُوْلُ عِظْهَا فَاِنْ يَكُ فِيْهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِيْنَتَكَ كَضَرْبِكَ اُمَيَّتَكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ قَالَ اَسْبِغِ الْوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْاَصَابِعِ وَبَالِغْ فِيْ الْاِسْتِنْشَاقِ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا.

১৪২। লাকীত ইবনে সাবিরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু মুনতাফিক গোত্রের যে প্রতিনিধি দলটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছিল, আমি তার নেতা ছিলাম অথবা বলেছেন, আমি তাঁদের সাথে ছিলাম। আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলাম তখন তাঁকে তাঁর ঘরে পেলাম না, তবে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা)-কে পেলাম। তিনি আমাদের জন্য 'খাযিরাহ' (এক প্রকার সালুন) তৈরী করার আদেশ দিলেন। আমাদের জন্য তা তৈরী করা হলো এবং আমাদের সামনে খেজুর ভর্তি একটি থালা আনা হলো। বর্ণনাকারী কুতাইবা "খেজুর ভর্তি থালা" উল্লেখ করেননি। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে বললেন ঃ তোমরা কিছু খেয়েছ কি? অথবা তিনি বললেন, তোমাদের খাবার জন্য আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে কি? আমরা বললাম, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল!

লাকীত বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় এক রাখাল তাঁর ছাগলের পাল খোঁয়াড়ে নিয়ে এলেন। আর তার সাথে ছিল একটি ছাগলের বাচ্চা, সেটি তখন চিৎকার করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ কি বাচ্চা পয়দা হয়েছে (নর না মাদী)? সে বললো, মাদী। তিনি বলেন ঃ তার বদলে আমাদের জন্য একটি বকরী যবেহ করো। এরপর বললেন ঃ তুমি এটা মনে করো না যে, এ বকরী তোমার জন্যই যবেহ করছি। বরং আমাদের নিকট একশ'টি বকরী রয়েছে। আমরা আর বাড়াতে চাই না। কাজেই যখন কোন বাচ্চা পয়দা হয়, আমরা তার বদলে একটি বকরী যবেহ করে ফেলি।

লাকীত বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার একজন স্ত্রী আছে। সে অশ্লীলভাষী। তিনি বলেন ঃ তাকে তালাক দাও। লাকীত বলেন, এক দীর্ঘ সময় আমার সাহচর্যে সে কাটিয়েছে। আর তার পক্ষ থেকে আমার সন্তানও রয়েছে। এতে তিনি বলেন ঃ তাকে উপদেশ দাও ও বুঝাতে থাকো। যদি তার মাঝে কল্যাণ থেকে থাকে তাহলে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। আর আপন জীবন সঙ্গিনীকে প্রহার করো না, যেরূপ তোমার ক্রীতদাসীদের প্রহার করো।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে উযু সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ

পরিপূর্ণরূপে উযু করো এবং অংগুলিসমূহ খেলাল করবে। আর নাকে ভালরূপে পানি পৌঁছাবে, অবশ্য রোযার অবস্থায় নয়।

١٤٣- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ اَبِيهِ وَافِدِ بَنِي الْمُنْتَفِقِ اَنَّهُ اَتَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ قَالَ فَلَمْ يَنْشَبْ اَنْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ وَقَالَ عَصِيدَةٌ مَكَانَ خَزِيرَةٍ.

১৪৩। আসেম ইবনে লাকীত ইবনে সাবিরা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আর তিনি ছিলেন বনু মুনতাফিক গোত্রের সর্দার। তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট এলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। কিছুক্ষণ পরই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের দিকে হেলে-দুলে আসলেন। উক্ত বর্ণনায় 'খাযিরাহ' শব্দের স্থলে 'আসীদা' উল্লেখ রয়েছে।

١٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهٰذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ اِذَا تَوَضَّأْتَ فَمَضْمِضْ -

১৪৪। আবূ 'আসেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে জুরায়েজ (র)ও একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে উল্লেখ আছে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি উযু করবে তখন কুলি করবে।

بَابُ تَخْلِيلِ اللِّحْيَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ দাড়ি খেলাল করা

١٤٥- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ يَعْنِي الرَّبِيعَ بْنَ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا اَبُو الْمَلِيحِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ زَوْرَانَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا تَوَضَّأَ اَخَذَ كَفًّا مِّنْ مَّاءٍ فَاَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ فَخَلَّلَ بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ هٰكَذَا اَمَرَنِيْ رَبِّيْ عَزَّ وَجَلَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْوَلِيدُ بْنُ زَوْرَانَ رَوٰى عَنْهُ حَجَّاجُ بْنُ حَجَّاجٍ وَاَبُو الْمَلِيحِ الرَّقِّيُّ.

১৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উযু করতেন, এক অঞ্জলি পানি হাতে নিতেন। তারপর ঐ পানি চোয়ালের নিম্নদেশে লাগিয়ে দাড়ি খেলাল করতেন, আর বলতেন ঃ আমাকে এরূপই নির্দেশ দিয়েছেন আমার মহিমান্বিত প্রতিপালক।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা

١٤٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً فَاَصَابَهُمُ الْبَرْدُ فَلَمَّا قَدِمُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُمْ اَنْ يَّمْسَحُوْا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِيْنِ.

১৪৬। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ছোট সেনাদল পাঠালেন। (পথে) তাদের ঠাণ্ডা লেগে যায়। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এলে তিনি তাদেরকে পাগড়ী ও মোযার ওপর মাসেহ করার হুকুম দিলেন।

টীকা ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে পাগড়ীর ওপর মাসেহ করা জায়েয নেই, মাথা মাসেহ করতে হবে। কিন্তু ইমাম আহমাদ (র)-এর মতে তা জায়েয।

١٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِيْ مَعْقِلٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ قِطْرِيَّةٌ فَاَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَاْسِهٖ فَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ.

১৪৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করতে দেখেছি। তখন তাঁর মাথায় ছিল কিত্‌রী পাগড়ী। তিনি তাঁর হাত পাগড়ীর নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে মাথার সম্মুখভাগ মাসেহ করলেন, আর পাগড়ীর বাঁধন ভাঙ্গলেন না।

بَابُ غَسْلِ الرِّجْلِ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ পা ধৌত করা

١٤٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْحُبُلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا تَوَضَّأَ يَدْلُكُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهٖ.

১৪৮। মুসতাওরিদ ইবনে শাদ্দাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, যখন তিনি উযূ করতেন, তখন কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলসমূহ খেলাল করতেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ মোজার ওপর মাসেহ করা

١٤٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ بْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ عَبَّادُ بْنُ زِيَادٍ اَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَاهُ الْمُغِيْرَةَ يَقُوْلُ عَدَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا مَعَهُ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَعَدَلْتُ مَعَهُ فَاَنَاخَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلٰى يَدِهٖ مِنَ الْاِدَاوَةِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمَّا جُبَّتِهٖ فَاَدْخَلَ يَدَيْهِ فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَهُمَا اِلَى الْمِرْفَقِ وَمَسَحَ بِرَاْسِهٖ ثُمَّ تَوَضَّاَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ رَكِبَ فَاَقْبَلْنَا نَسِيْرُ حَتّٰى نَجِدَ النَّاسَ فِى الصَّلٰوةِ قَدْ قَدَّمُوْا عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ عَوْفٍ فَصَلّٰى بِهِمْ حِيْنَ كَانَ وَقْتُ الصَّلٰوةِ وَوَجَدْنَا عَبْدَ الرَّحْمَانِ وَقَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً مِّنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَصَلّٰى وَرَاءَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ سَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوتِهٖ فَفَزِعَ الْمُسْلِمُوْنَ فَاَكْثَرُوا التَّسْبِيْحَ لِاَنَّهُمْ سَبَقُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلٰوةِ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمْ قَدْ اَصَبْتُمْ اَوْ قَدْ اَحْسَنْتُمْ.

১৪৯। আব্বাদ ইবনে যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে শো'বা (র) তাঁকে অবহিত করেছেন যে, তিনি তাঁর পিতা মুগীরা (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা ছেড়ে একদিকে রওনা করলেন। এটা ছিল তাবূক যুদ্ধের সময় এক ফজর-পূর্বকালের ঘটনা। আমিও তাঁর সাথে চললাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট বসালেন এবং প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেন।

আমি তাঁর হাতে মশক থেকে পানি ঢাললাম। তিনি উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত ধুলেন, তারপর মুখমণ্ডল ধুলেন। তারপর তিনি তাঁর হাত দু'টি জুব্বার আস্তিন থেকে বের করতে চাইলেন, কিন্তু আস্তিন ছিল সরু। তাই তিনি জুব্বার নিচ থেকে হাত বের করে নিয়ে আসলেন এবং উভয় হাত কনুই পর্যন্ত ধুলেন ও মাথা মাসেহ করলেন তারপর মোযার ওপর মাসেহ করে (উযু সমাপন করলেন)। এরপর তিনি উটে সওয়ার হলেন। আমরাও সামনে চললাম। আমরা এসে দেখলাম, লোকেরা নামায পড়ছে। তারা ইমাম নিযুক্ত করেছে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-কে। তিনি ওয়াক্ত মতই নামায শুরু করে দিয়েছিলেন। আমরা আবদুর রহমানকে এমন সময় এসে পেলাম, যখন তিনি ফজরের দুই রাক্‌আতের মধ্যে এক রাক্‌আত পড়ে ফেলেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের সাথে একই কাতারে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফের পেছনে দ্বিতীয় রাক্‌আত পড়লেন। আবদুর রহমান (রা) সালাম ফেরালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশিষ্ট নামাযের জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। মুসলমানরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগেই নামায পড়ে ফেলায় ভীত হয়ে পড়ল এবং অধিক মাত্রায় তাস্‌বীহ পাঠ করতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম ফিরিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমরা ঠিকই করেছো বা তোমরা ভালোই করেছো।

١٥٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَاصِيَتِهِ وَذَكَرَ فَوْقَ الْعِمَامَةِ قَالَ عَنِ الْمُعْتَمِرِ سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلٰى نَاصِيَتِهِ وَعَلٰى عِمَامَتِهِ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ.

১৫০। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং মাসেহ করলেন মাথার সম্মুখভাগ এবং পাগড়ীর ওপর। অপর বর্ণনায় রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাসেহ করলেন মোজার ওপর, মাথার সম্মুখভাগ ও পাগড়ীর ওপর।

١٥١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي اَبِي عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ يَذْكُرُ عَنْ اَبِيهِ قَالَ

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ رَكْبِهِ وَمَعِيْ اِدَاوَةٌ فَخَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ اَقْبَلَ فَتَلَقَّيْتُهُ بِالْاِدَاوَةِ فَاَفْرَغْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّخْرِجَ ذِرَاعَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ مِّنْ صُوْفٍ مِنْ جِبَابِ الرُّوْمِ ضَيِّقَةُ الْكُمَّيْنِ فَضَاقَتْ فَادَّرَعَهُمَا ادِّرَاعًا ثُمَّ اَهْوَيْتُ اِلَى الْخُفَّيْنِ لِاَنْزِعَهُمَا فَقَالَ لِيْ دَعِ الْخُفَّيْنِ فَاِنِّيْ اَدْخَلْتُ الْقَدَمَيْنِ فِي الْخُفَّيْنِ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبِيْ قَالَ الشَّعْبِيُّ شَهِدَ لِيْ عُرْوَةُ عَلٰى اَبِيْهِ وَشَهِدَ اَبُوْهُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

১৫১। উরওয়া ইবনুল মুগীরা ইবনে শো'বা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সফররত কাফেলায় ছিলাম। আমার সাথে ছিল একটি পানির মশক। তিনি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে ফিরে আসলে আমি পানির মশক নিয়ে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁকে পানি ঢেলে দিলাম। তিনি উভয় হাত কবজি পর্যন্ত ও মুখমণ্ডল ধুলেন। এরপর তিনি হাত দু'টি বের করতে চাইলেন। তাঁর গায়ে ছিল রোম দেশীয় পশমী জুব্বা। জুব্বার আস্তিন ছিল সংকীর্ণ। তাই জুব্বা থেকে হাত বের করা সম্ভব হলো না। কাজেই তিনি তা খুলে নিচে রাখলেন। তারপর আমি তাঁর পা থেকে মোযা খোলার জন্য নিচের দিকে ঝুঁকলাম। তিনি বললেন, থাক, মোজা খুলো না। আমি পবিত্র অবস্থায়ই ওগুলো পরেছি। তারপর তিনি মোজার ওপর মাসেহ করলেন।

١٥٢- حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَنْ زُرَارَةَ بْنِ اَوْفٰى اَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ هٰذِهِ الْقِصَّةَ قَالَ فَاَتَيْنَا النَّاسَ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ يُصَلِّيْ بِهِمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا رَاَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنْ يَّتَاَخَّرَ فَاَوْمَاَ اِلَيْهِ اَنْ يَّمْضِيَ قَالَ فَصَلَّيْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ رَكْعَةً فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِيْ سَبَقَ بِهَا وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا: قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ عُمَرَ يَقُوْلُوْنَ مَنْ اَدْرَكَ الْفَرْدَ مِنَ الصَّلٰوةِ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ.

১৫২। যুরারা ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা শো'বা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সফরে দল থেকে) পেছনে রয়ে গেলেন... তারপর রাবী পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি বলেন, আমরা এসে দেখলাম, আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) লোকদের ইমামতি করছেন। এটা ছিল ফজরের নামায। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে পেছনে সরে আসতে চাইলেন। তিনি ইশারায় তাকে যথারীতি নামায পড়াতে বললেন। মুগীরা (রা) বলেন, আমি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমানের পেছনে এক রাক্‌আত পড়লাম। আবদুর রহমান সালাম ফেরালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ঐ রাকআত আদায় করলেন, যা আবদুর রহমান আগে পড়েছিলেন এবং তিনি আর কিছু করেননি।

আবু দাঊদ (র) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী, ইবনে যুবাইর ও ইবনে উমারের মতে, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে বেজোড় রাক্‌আত পড়ে, তাকে দু'টি সাহু সাজদা করতে হবে।

١٥٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ ثَنَا اَبِىْ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ يَعْنِى ابْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ سَمِعَ اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ اَنَّهُ شَهِدَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِلاَلاً عَنْ وُضُوْءِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِىْ حَاجَتَهُ فَاٰتِيْهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلٰى عِمَامَتِهٖ وَمُوْقَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى بَنِىْ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ.

১৫৩। আবু আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ঐ সময় আবদুর রহমান ইবনে আওফের নিকট উপস্থিত ছিলেন, যখন তিনি বিলাল (রা)-কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। বিলাল (রা) বললেন, প্রথমে তিনি পায়খানা-পেশাব সেরে নিতেন। তারপর আমি তাঁর জন্য পানি নিয়ে আসতাম। তিনি উযু করতেন। আর তিনি মাসেহ করতেন পাগড়ী ও মোজার ওপর।

١٥٤- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ دَاوُدَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ اَبِىْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ اَنَّ جَرِيْرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَالَ مَا يَمْنَعُنِىْ اَنْ اَمْسَحَ وَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ قَالُوْا اِنَّمَا كَانَ ذَالِكَ قَبْلَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ قَالَ مَا اَسْلَمْتُ اِلاَّ بَعْدَ نُزُوْلِ الْمَائِدَةِ.

১৫৪। আবু যুর'আ ইবনে জারীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জারীর (রা) পেশাব করলেন, তারপর উযু করলেন। তাতে তিনি মোজার ওপর মাসেহ করলেন এবং বললেন,

কেন আমি মোজার ওপর মাসেহ করবো না? অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাসেহ করতে দেখেছি। লোকেরা বললো, এটা তো সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। জারীর (রা) বলেন, আমি তো সূরা মাইদা নাযিল হওয়ার পরই ইসলাম গ্রহণ করেছি।

١٥٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّاَحْمَدُ بْنُ اَبِىْ شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُّ قَالاَ ثَنَا وَكِيْعٌ قَالَ ثَنَا دُلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّجَاشِىَّ اَهْدٰى اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُفَّيْنِ اَسْوَدَيْنِ سَاذَجَيْنِ فَلَبِسَهُمَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. قَالَ مُسَدَّدٌ عَنْ دُلْهَمَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْبَصْرَةِ.

১৫৫। ইবনে বুরাইদা (রা) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। (আবিসিনিয়ার বাদশাহ) নাজ্জাশী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'টি সাদামাটা কালো মোজা হাদিয়া পাঠান। তিনি ওগুলো পরিধান করে উযু করেন এবং মাসেহ করেন ঐগুলোর ওপর। মুসাদ্দাদ (রহ) হাদীসটি দালহাম ইবনে সালেহ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি কেবল বসরার রাবীগণই বর্ণনা করেছেন।

١٥٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا ابْنُ حَىٍّ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ نُعْمٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ قَالَ بَلْ اَنْتَ نَسِيْتَ بِهٰذَا اَمَرَنِىْ رَبِّىْ عَزَّ وَجَلَّ.

১৫৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মোজার ওপর মসেহ করলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি ভুলে গেছেন? তিনি বলেন ঃ বরং তুমিই ভুলে গিয়েছ। আমাকে সম্মানিত মহান আল্লাহই এটা করার হুকুম করেছেন।

بَابُ التَّوْقِيْتِ فِى الْمَسْحِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ মোজার উপর মাসেহ-এর সময়সীমা

١٥٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْجَدَلِىِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِىِّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلِلْمُقِيْمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَنْصُوْرُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ بِاِسْنَادِهِ قَالَ فِيْهِ وَلَواسْتَزَدْنَاهُ لَزَادَنَا.

১৫৭। খুযাইমা ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসাফিরের জন্য তিন দিন এবং মুকীমের জন্য একদিন একরাত মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা নির্ধারিত করেছেন। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে ঃ আমরা যদি তাঁর নিকট অতিরিক্ত সময়সীমা চাইতাম, তাহলে তিনি অধিক সময়সীমাই মঞ্জুর করতেন।

١٥٨- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيْعِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ اَنَا يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ رَزِيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ قَطَنٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ يَحْيَ بْنُ اَيُّوْبَ وَكَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَوْمًا قَالَ يَوْمًا قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَيَوْمَيْنِ قَالَ وَثَلاَثَةً قَالَ نَعَمْ وَمَا شِئْتَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ اُخْرٰى عَنْ اُبَيِّ بْنِ عِمَارَةَ قَالَ فِيْهِ حَتّٰى بَلَغَ سَبْعًا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ مَا بَدَا لَكَ .

১৫৮। উবাই ইব্‌নে ‘ইমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উভয় কিবলার দিকেই নামায পড়েছিলেন– তিনি বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি কি মোযার ওপর মাসেহ করবো? তিনি বলেন ঃ হাঁ। উবাই (রা) জিজ্ঞেস করলেন, একদিন? তিনি বলেন ঃ হাঁ এক দিন। তিনি জিজ্ঞেস করেন, দুই দিন? তিনি বলেন ঃ হাঁ দুই দিনও করতে পারো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তিন দিন? তিনি বলেন ঃ হাঁ তিন দিন পর্যন্ত। আর যতদিন পর্যন্ত তোমার ইচ্ছা (মাসেহ করতে পারো)।

আবু দাউদ (র) বলেন, উবাই ইবনে ‘ইমারা এতে সাত দিন পর্যন্ত জিজ্ঞেস করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাবেও ‘হাঁ’ বলেছিলেন। আর বলেছিলেন, তুমি যত দিন ইচ্ছা করো।

ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটির সনদে মতভেদ আছে এবং এটি খুব একটা শক্তিশালী হাদীস নয়। ইবনে আবু মারিয়াম, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইসহাক, আস-সুলায়হী ও ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌নে আইউব (র) প্রমুখ এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ নিয়ে মতভেদ করেছেন।

টীকা ঃ মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে শুরায়হ ইবনে হানী (র) থেকে মুসলিমের বর্ণনাই সহীহ ও যথার্থ। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-কে মোজার ওপর মাসেহ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত এবং মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত মাসেহ করার সময়সীমা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। অপর এক বর্ণনায় আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত ও মুকীমের জন্য এক দিন এক রাত পর্যন্ত মোজার ওপর মাসেহ করার অনুমতি দিয়েছেন, অবশ্য যদি উযু করে মোজা পরিধান করা হয়ে থাকে। খাত্তাবী এর সনদ সূত্র সহীহ্ বলেছেন। তিরমিযী ও নাসাঈ সাফওয়ান ইবনে আসসাল (রা)-র বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন ঃ যখন আমরা সফরে থাকতাম, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদেরকে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মোজা খুলতে বারণ করতেন। অবশ্য জানাবাতের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু পায়খানা-পেশাব ও ঘুমানোর কারণে মোজা খোলার হুকুম দিতেন না। তিরমিযী এ হাদীসকে হাসান সহীহ্ বলেছেন।

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ জাওরাবের ওপর মাসেহ করা

টীকা ঃ অভিধানে জাওরাব বলা হয় পায়ের লেফাফা বা বন্ধনীকে। হিন্দীতে বলা হয় জারাব। ঠাণ্ডা লাগা থেকে পদদ্বয়কে হেফাজত করার জন্য এটা ব্যবহার করা হয়।

١٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ عَنْ وَكِيْعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ الْاَوْدِىِّ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ ثَرْوَانَ عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيْلَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِىٍّ لاَ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ لِاَنَّ الْمَعْرُوْفَ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ هٰذَا اَيْضًا عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلاَ بِالْقَوِىِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَابْنُ مَسْعُوْدٍ وَالْبَرَاءُ ابْنُ عَازِبٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَاَبُوْ اُمَامَةَ وَسَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ وَرُوِىَ ذٰلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

১৫৯। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করে উভয় জাওরাব এবং জুতার উপর মাসেহ করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে মাহদী এ হাদীসটি বর্ণনা করতেন না (কেননা এটি মুনকার হাদীস)। মুগীরা (রা) থেকে এটা বিখ্যাত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দুই পায়ের) মোজার উপর মাসেহ করেছেন। আবু মূসা আশয়ারী

(রা) থেকেও বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয় জাওরাবের উপর মাসেহ করেছেন। তবে এর সনদ মুত্তাসিল নয়, সবলও নয়। অবশ্য হযরত আলী ইবনে আবু তালিব, ইবনে মাসঊদ, আল-বারাআ ইবনে আযিব, আনাস ইবনে মালিক, আবু উমামা, সাহল ইবনে সা'দ ও আমর ইবনে হুরাইস (রা) তাদের জাওরাবের উপর মাসেহ করেছেন। হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এবং ইবনে আব্বাস (রা) থেকেও তা বর্ণিত আছে।

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ মোজার উপর মাসেহ করার নিয়ম

١٦٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّعَبَّادُ بْنُ مُوْسٰى قَالاَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَبَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ اَوْسُ بْنُ اَبِىْ اَوْسٍ الثَّقَفِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ وَقَالَ عَبَّادٌ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى عَلٰى كِظَامَةِ قَوْمٍ يَعْنِى الْمِيْضَاَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ مُسَدَّدٌ الْمِيْضَاَةَ وَالْكِظَامَةَ ثُمَّ اتَّفَقَا فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلٰى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ.

১৬০। আওস ইবনে আবু আওস আস-সাকাফী (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করে তাঁর জুতাজোড়া ও দুই পায়ের উপর মাসেহ করেছেন।

بَابُ كَيْفَ الْمَسْحُ

অনুচ্ছেদ-৬৩

١٦١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الزِّنَادِ قَالَ ذَكَرَهُ اَبِىْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ. وَقَالَ غَيْرُ مُحَمَّدٍ عَلٰى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ.

১৬১। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (দুই পায়ের) মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতেন।

١٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ثَنَا حَفْصٌ يَّعْنِى ابْنَ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ

بِالرَّأْيِ لَكَانَ اَسْفَلُ الْخُفِّ اَوْلٰى بِالْمَسْحِ مِنْ اَعْلاَهُ. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

১৬২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দীন ইসলাম যদি মনগড়া (এবং মানুষের মতামতের ভিত্তিতে রচিত) হতো, তবে মোজার উপরিভাগের চেয়ে নীচের অর্থাৎ তলার দিক মাসেহ করাই উত্তম হতো। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর দুই (পায়ের) মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখেছি।

١٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ قَالَ نَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ مَا كُنْتُ أُرٰى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ اِلاَّ اَحَقَّ بِالْغُسْلِ حَتّٰى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ.

১৬৩। আ'মাশ (র) থেকে পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। তাতে বর্ণনা এরূপ– আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখার পূর্ব পর্যন্ত সর্বদা পায়ের তলার দিক ধোয়াকেই অধিক যুক্তি সংগত মনে করতাম।

١٦٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْقَدَمَيْنِ اَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى ظَهْرِ خُفَّيْهِ. وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ بِاِسْنَادِهِ قَالَ كُنْتُ اَرٰى اَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ اَحَقُّ بِالْغُسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتّٰى رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا. قَالَ وَكِيْعٌ يَعْنِى الْخُفَّيْنِ. وَرَوَاهُ عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ عَنِ الْاَعْمَشِ كَمَا رَوَاهُ وَكِيْعٌ. وَرَوَاهُ اَبُو السَّوْدَاءِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ ظَاهِرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ لَوْلاَ اَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১৬৪। আ'মাশ (র) পূর্ববর্তী হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন। তবে তাতে বর্ণনা এরূপ– 'যদি ইসলাম মনগড়া (ও মানুষের মতামতের ভিত্তিতে) হতো তাহলে মানুষের পায়ের

উপরিভাগ মাসেহ করার চেয়ে পদযুগলের তলার দিকে মাসেহ করাই অধিক যুক্তিসংগত হতো। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর (পায়ের) মোজা দু'টির উপরিভাগই মসেহ্ করেছেন।

এই হাদীসটি আ'মাশ থেকে ওয়াকী তাঁর সনদসূত্রে বর্ণনা করেছেন (এটি চতুর্থ বর্ণনা)।

এই বর্ণনা এরূপ ঃ 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর (পায়ের) উভয় মোজার উপরিভাগ মাসেহ করতে দেখার পূর্ব পর্যন্ত সব সময় পায়ের উপরিভাগের চেয়ে তলার দিক ধোয়াকেই অধিক যুক্তিসঙ্গত ধারণা করতাম।

ওয়াকী' বলেন– এখানে 'উপরিভাগ' মানে, দু'পায়ের মোজা দু'টির ওপর। ওয়াকী' যেভাবে বর্ণনা করেছেন, আ'মাশ থেকে ঈসা ইবনে ইউনুসও হাদীসটি সেভাবেই বর্ণনা করেছেন।

আবুস্ সাওদা এ হাদীসটি ইবনে আবদে খায়ের থেকে, তিনি তাঁর পিতা থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন, আমি আলী (রা)-কে দেখেছি, তিনি উযু করতে তাঁর দুই পায়ের উপরিভাগ ধুয়েছেন এবং বলেছেন, 'আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে না দেখতাম'... এবং হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেছেন।

١٦٥- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ الْمَعْنَى قَالاَ ثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ مَحْمُودٌ قَالَ اَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَاَسْفَلَهُمَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَلَغَنِيْ اَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ ثَوْرٌ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ رَجَاءٍ.

১৬৫। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবূক যুদ্ধের সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উযু করিয়েছি। তিনি (দুই পায়ের) মোজার উপরিভাগ ও নীচভাগ মাসেহ করেছেন। আবু দাউদ বলেন, আমি জানতে পেরেছি, সাওর এ হাদীস রাজা থেকে শোনেননি।

بَابٌ فِى الْاِنْتِضَاحِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দেয়া

١٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ اَوِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا بَالَ يَتَوَضَّأُ وَيَنْتَضِحُ. قَالَ اَبُوْ

دَاوُدَ وَافَقَ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلٰى هٰذَا الْاِسْنَادِ. قَالَ بَعْضُهُمُ الْحَكَمُ اَوْ ابْنُ الْحَكَمِ.

১৬৬। সুফিয়ান ইবনে হাকাম আস-সাকাফী কিংবা হাকাম ইবনে সুফিয়ান আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পেশাব করতেন, তখন উযু করে (লজ্জাস্থানে) পানির ছিটা দিতেন।

আবু দাউদ বলেন, একদল বর্ণনাকারী এই সনদের ব্যাপারে সুফিয়ানের সাথে একমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, কারো কারো মতে, এখানে হাকাম হবে অথবা হবে 'ইবনে হাকাম'।

١٦٧- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ ثَقِيْفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرْجَهُ.

১৬৭। সাকীফ গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করেছেন, অতঃপর আপন লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিয়েছেন।

١٦٨- حَدَّثَنَا نَصْرف بْنُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنِ الْحَكَمِ اَوْ ابْنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ.

১৬৮। হাকাম অথবা ইবনে হাকাম তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাব করেছেন, তারপর উযু করে আপন লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিয়েছেন।

টীকা ঃ পেশাবের পর যথারীতি পানি দিয়ে শৌচ করার পর রাসূলুল্লাহ (সা) লজ্জাস্থানে পানির ছিটা দিতেন, যাতে পেশাবের ছিটায় ভিজেছে বলে সন্দেহ না হয় এবং শয়তানের অসওয়াসা দূর হয়।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ اِذَا تَوَضَّاَ

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ উযু করার পর মানুষ যে দোয়া পড়বে

١٦٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدِ الْهَمْدَانِىُّ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَعْنِى بْنَ صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُدَّامَ اَنْفُسِنَا نَتَنَاوَبُ الرِّعَايَةَ رِعَايَةَ اِبِلِنَا فَكَانَتْ عَلَىَّ رِعَايَةُ

الْاِبِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِالْعَشِيِّ فَاَدْرَكْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ اِلاَّ فَقَدْ اَوْجَبَ فَقُلْتُ بَخٍ بَخٍ مَا اَجْوَدَ هٰذِهِ فَقَالَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيَّ الَّتِيْ قَبْلَهَا يَاعُقْبَةُ اَجْوَدُ مِنْهَا. فَنَظَرْتُ فَاِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ مَاهِيَ يَا اَبَا حَفْصٍ قَالَ اِنَّهُ قَالَ اٰنِفًا قَبْلَ اَنْ تَجِيْءَ مَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوْءَ ثُمَّ يَقُوْلُ حِيْنَ يَفْرَغُ مِنْ وُضُوْءِهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ اَيِّهَا شَاءَ. قَالَ مُعَاوِيَةُ وَحَدَّثَنِيْ رَبِيْعَةُ بْنُ يَزِيْدٍ عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ.

১৬৯। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের নিজেদের কাজকর্ম করতাম। পালাক্রমে আমরা উট চরাতাম অর্থাৎ আমাদের নিজেদের উট। একদিন উট চরাবার পালা ছিল আমার। দিন শেষে আমি উটগুলো নিয়ে উটশালায় ফিরে আসলাম (এবং অবসর হলাম)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম, তিনি জনগণের সামনে ভাষণ দিচ্ছেন। আমি শুনলাম, তিনি বলছেন ঃ "তোমাদের যে কেউ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে উযু করে, অতঃপর নামাযে দাঁড়ায় এবং মনোযোগ সহকারে ও অবনত দৃষ্টিতে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।" একথা শুনে আমি বলে উঠলাম, বাঃ বাঃ, এটা তো অতি উত্তম কথা! তখন আমার সামনে বসা এক ব্যক্তি বললেন, 'হে উক্‌বা! এর আগে তিনি যা বর্ণনা করেছেন, সেটা আরও উত্তম।' আমি তার দিকে তাকালাম। দেখতে পেলাম, তিনি হলেন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আবু হাফ্‌স! সেটা কি?' উমার (রা) বললেন, 'তুমি আসার একটু আগেই নবী (সা) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে লোক ভালোভাবে উযু করে, অতঃপর উযুশেষে কলেমা শাহাদাত পড়ে ঃ

اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, তিনি এক এবং তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, নিশ্চয় মুহাম্মাদ আল্লাহর বান্দাহ্ ও রাসূল"– তার জন্য

জান্নাতের আটটি দরজাই খুলে দেয়া হয়। সে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে।

রাবী মুয়াবিয়া বলেন, হাদীসটির আরেকটি সনদ সূত্র হলো এরূপ– 'আমার নিকট বর্ণনা করেছেন রাবীয়া ইবনে ইয়াযীদ, তিনি বর্ণনা করেছেন আবু ইদরীস থেকে, তিনি উক্‌বা ইবনে আমের (রা) থেকে।'

١٧٠- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِئُ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِىْ عَقِيْلٍ عَنِ ابْنِ عَمِّهٖ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ اَمْرَ الرِّعَايَةِ قَالَ عِنْدَ قَوْلِهٖ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ اِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ بِمَعْنٰى حَدِيْثِ مُعَاوِيَةَ.

১৭০। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপই বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি اَمْرَ الرِّعَايَةِ শব্দ উল্লেখ করেননি। আর এ বর্ণনায় فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ-এর পর আরো আছে ঃ 'অতঃপর সে আকাশের দিকে চোখ তুললো।'... এরপর বাকি অংশ মুয়াবিয়া বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ যে ব্যক্তি একই উযুতে কয়েক ওয়াক্তের নামায পড়ে

١٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى قَالَ ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ الْبَجَلِىِّ قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ اَبُوْ اَسَدِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْوُضُوْءِ فَقَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكُنَّا نُصَلِّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ.

১৭১। আমর ইবনে আমের আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বলেন, তিনি হলেন আবু আসাদ ইবনে আমর। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে উযু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নামাযের জন্যই (নতুনভাবে) উযু করতেন। আর আমরা এক উযুতেই অনেকবার নামায পড়তাম।

١٧٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلّٰى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوْءٍ وَّاحِدٍ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اِنِّىْ رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ـ قَالَ عَمْدًا صَنَعْتُهُ.

১৭২। সুলাইমান ইবনে বুরাইদা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন একই উযুতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েন এবং আপন মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ করেন। উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, আমি আপনাকে আজ এমন এক কাজ করতে দেখেছি, যা আপনি পূর্বে কখনো করেননি। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করেছি।

بَابُ تَفْرِيْقِ الْوُضُوْءِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ উযুতে কোন অংগের কোথাও শুকনা থাকার বর্ণনা

١٧٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ جَرِيْرِ بْنِ حَازِمٍ اَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ قَالَ ثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلٰى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفُرِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِرْجِعْ وَاَحْسِنْ وَضُوْءَكَ. قَالَ اَبُوْ دَاودَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمَعْرُوْفٍ وَلَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ ابْنُ وَهْبٍ وَحْدَهُ. وَقَدْ رُوِىَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْجَزَرِىِّ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ ارْجِعْ فَاَحْسِنْ وُضُوْءَكَ.

১৭৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি উযু করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। কিন্তু তার পায়ে নখ পরিমাণ জায়গা শুকনা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ 'আবার যাও এবং সুন্দরভাবে উযু করে আসো।'

আবু দাউদ বলেছেন, এ হাদীসটি প্রসিদ্ধ নয়। একমাত্র ইবনে ওয়াহ্ব এটি বর্ণনা করেছেন। আর মা'কিল ইবনে উবাইদুল্লাহ আল-জাযারী আবু যুবাইর থেকে, তিনি জাবির (রা) থেকে, তিনি উমার (রা) থেকে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে আছে ঃ তিনি বলেছেন, 'ফিরে যাও এবং ভালোভাবে উযু করে আসো।'

١٧٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ

وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنٰى قَتَادَةَ.

১৭৪। হাসান বসরী (র)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কাতাদার অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٧٥- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ بَحِيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يُّصَلِّيْ وَفِيْ ظَهْرِ قَدَمَيْهِ لَمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ - فَاَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّعِيْدَ الْوَضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ.

১৭৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, এক ব্যক্তি নামায পড়ছে, অথচ তার পায়ের উপরিভাগে এক দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) পরিমাণ স্থান শুকনো রয়ে গেছে, তাতে পানি পৌঁছেনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় উযু করে নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

بَابٌ اِذَا شَكَّ فِى الْحَدَثِ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ পায়খানার দ্বার দিয়ে বায়ু নিঃসরণের সন্দেহ হলে

١٧٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِيْ خَلَفٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يَجِدُ الشَّيْئَ فِى الصَّلٰوةِ حَتّٰى يُخَيَّلَ اِلَيْهِ. فَقَالَ لاَ يَنْفَتِلْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

১৭৬। আব্বাদ ইবনে তামীম (র) থেকে তাঁর চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলো যে, কখনো নামাযের মধ্যে এরূপ কিছু একটা সন্দেহ হয়, যেন তার উযু নষ্ট হয়ে গেছে। তিনি বলেন, যতক্ষণ শব্দ না শোনে কিংবা গন্ধ না পায় ততক্ষণ নামায ছাড়বে না।

١٧٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَخْبَرَنَا سُهَيْلُ بْنُ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَوَجَدَ حَرَكَةً فِيْ دُبُرِهِ اَحْدَثَ اَوْ لَمْ يُحْدِثْ فَاَشْكَلَ عَلَيْهِ فَلاَ يَنْصَرِفْ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

১৭৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নামাযরত অবস্থায় পেছনের রাস্তায় (মলদ্বারে) নড়াচড়া বা স্পন্দন অনুভব করে, বায়ু নিঃসরণ করেছে কিনা এ ব্যাপারে তার সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তবে যতক্ষণ সে শব্দ না শোনে বা গন্ধ না পায় ততক্ষণ নামায ছাড়বে না।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الْقُبْلَةِ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ চুমা দিলে উযু করতে হবে কিনা?

١٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى وَعَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى رَوْقٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِىِّ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَهَا وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ مُرْسَلٌ وَاِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ عَائِشَةَ شَيْئًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِىُّ وَغَيْرُه. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَاتَ اِبْرَاهِيْمُ التَّيْمِىُّ وَلَمْ يَبْلُغْ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً.

১৭৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে চুমা দিয়েছেন এবং নামায পড়েছেন (কিন্তু চুমা দেয়ার কারণে উযু করেননি)। আবু দাউদ বলেছেন, এটি মুরসাল হাদীস। কারণ ইবরাহীম আত-তায়মী আয়েশা (রা) থেকে কিছু শোনেননি। আবু দাউদ আরও বলেন, ফিরয়াবী প্রমুখ হাদীসটি এরূপই বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ আরো বলেন, ইবরাহীম আত-তায়মী চল্লিশ বছরে পদার্পণের পূর্বেই মারা যান।

١٧٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ امْرَأَةً مِّنْ نِّسَاءِه ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عُرْوَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَنْ هِىَ اِلاَّ اَنْتِ فَضَحِكَتْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ وَعَبْدُ الْحَمِيْدِ الْحِمَّانِىُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الاَعْمَشِ.

১৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বিবিদের মধ্যে একজনকে চুমা দিলেন, অতঃপর নামায পড়তে গেলেন, কিন্তু (চুমা দেয়ার কারণে পুনরায়) উযু করেননি। উরওয়া বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, 'সেই বিবি আপনি ছাড়া আর কে?' তিনি হেসে দিলেন।

আবু দাউদ বলেছেন, যায়েদা ও আবদুল হামীদ আল-হিম্মানী, সুলাইমান আল-আ'মাশ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

١٨٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَغْرَاءَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ثَنَا اَصْحَابٌ لَنَا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ يَحْيَ بْنُ سَعِيْدٍ الْقَطَّانُ لِرَجُلٍ اِحْكِ عَنِّيْ اَنَّ هٰذَايْنِ يَعْنِيْ حَدِيْثَ الْاَعْمَشِ هٰذَا عَنْ حَبِيْبٍ وَحَدِيْثُهُ بِهٰذَا الْاِسْنَادِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ اَنَّهَا تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ يَحْيَى اِحْكِ عَنِّيْ اَنَّهُمَا شِبْهُ لاَ شَيْئَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ مَا حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ اِلاَّ عَنْ عُرْوَةَ الْمُزَنِيِّ يَعْنِيْ لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ بِشَيْئٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوٰى حَمْزَةُ الزَّيَّاتُ عَنْ حَبِيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ حَدِيْثًا صَحِيْحًا.

১৮০। উরওয়া আল-মুযানী (র) আয়েশা (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন।

আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে সাঈদ আল-কাত্তান এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দেন, আমার থেকে সেই হাদীস দু'টি বর্ণনা করো। অর্থাৎ একই সনদ সূত্রে "রক্ত প্রদরের রোগিনী" সম্পর্কে বর্ণিত তার ওই হাদীসটি যাতে উল্লেখ আছে, ' রক্ত প্রদর অবস্থায় মেয়েলোক প্রত্যেক নামাযের জন্যই উযু করবে।'

ইয়াহ্ইয়া লোকটিকে আরো বলেন, 'তুমি আমার থেকে বর্ণনা করো, (আ'মাশের সূত্রে বর্ণিত) উপরোক্ত দু'টি হাদীসই দুর্বল'।

আবু দাউদ বলেন, সাওরী বলেছেন, 'হাবীব আমাদের নিকট স্রেফ উরওয়া আল-মুযানীর সূত্রেই হাদীস বর্ণনা করেছেন।' অর্থাৎ তিনি উরওয়া ইবনুয যুবাইরের সূত্রে তাঁদের নিকট কোন হাদীস বর্ণনা করেননি।

আবু দাউদ আরও বলেন, 'তবে হামযা আয-যায়্যাত, হাবীব ও উরওয়া ইবনে যুবাইরের সূত্রে হযরত আয়েশা (রা) থেকে একটি সহীহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযু করা প্রসঙ্গে

١٨١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَبِيْ بَكْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ يَقُوْلُ دَخَلْتُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَذَكَرْنَا مَا يَكُوْنُ بِهِ الْوُضُوْءُ. فَقَالَ مَرْوَانُ وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ فَقَالَ عُرْوَةُ مَا عَلِمْتُ ذٰلِكَ فَقَالَ مَرْوَانُ اَخْبَرَتْنِيْ بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ اَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

১৮১। আবদুল্লাহ্ ইবনে আবু বাক্‌র (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উরওয়া (র)-কে বলতে শুনেছেন, আমি মারওয়ান ইবনে হাকামের নিকট গেলাম। তখন আমরা যেসব জিনিসে উযু নষ্ট হয় সেসব সম্পর্কে আলোচনা করলাম। মারওয়ান বললেন, 'পুরুষাংগ স্পর্শ করলেও'। উরওয়া বললেন, এটা আমি জানি না। মারওয়ান বললেন, 'বুসরা বিনতে সাফওয়ান (রা) আমাকে অবহিত করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যে ব্যক্তি নিজ পুরুষাংগ স্পর্শ করে, সে যেন উযু করে।'

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ পুরুষাংগ স্পর্শ করলে উযু নষ্ট না হওয়ার বর্ণনা

١٨٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِيُّ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ كَاَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ مَا تَرٰى فِيْ مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا يَتَوَضَّأُ. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ هُوَ اِلاَّ مُضْغَةٌ مِّنْهُ اَوْ بَضْعَةٌ مِّنْهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ وَشُعْبَةُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَجَرِيْرٌ الرَّازِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ.

১৮২। কায়েস ইবনে তাল্‌ক (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। পিতা বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলাম। এমনি সময় এক ব্যক্তি আসলো। সম্ভবত সে বেদুইন। সে জিজ্ঞেস করলো, 'হে আল্লাহর রাসূল! উযু করার পর কোন লোকের নিজ পুরুষাংগ স্পর্শ করার ব্যাপারে আপনার মত কি?' তিনি বলেন ঃ সেটা তো তার দেহের গোশতের একটি টুকরা মাত্র।

আবু দাউদ বলেন, এই হাদীসটি কায়েস ইবনে তাল্‌ক থেকে মুহাম্মাদ ইবনে জাবেরের সূত্রে হিশাম ইবনে হাস্‌সান, সুফিয়ান সাওরী, শো'বা, ইবনে উয়াইনা এবং জারীর আর-রাযীও বর্ণনা করেছেন।

١٨٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ بِاِسْنَادِهٖ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِى الصَّلٰوةِ.

১৮৩। কায়েস ইবনে তাল্‌ক (র) থেকে একই সনদে উক্ত হাদীসের সমার্থক বর্ণনা করেছেন। আর তিনি 'নামাযের মধ্যে' শব্দদ্বয় বর্ণনা করেছেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ উটের গোশত খেলে উযূ করা

١٨٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ قَالَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوُضُوْءِ مِنْ لُحُوْمِ الْاِبِلِ فَقَالَ تَوَضَّؤُا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنْ لُحُوْمِ الْغَنَمِ فَقَالَ لاَ تَوَضَّؤُا مِنْهَا وَسُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَقَالَ لاَ تُصَلُّوْا فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَاِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوْا فِيْهَا فَاِنَّهَا بَرَكَةٌ.

১৮৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, উটের গোশত খেলে উযূ করতে হবে কিনা? তিনি বলেন ঃ তা আহার করলে লোকেরা উযূ করবে। আর প্রশ্ন করা হয়েছিল, বকরীর গোশত খেলে উযূ করতে হবে কি না? তিনি বলেছিলেন ঃ না, তার জন্য উযূ করতে হবে না। তাঁকে আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল, উটের আঁস্তাবলে নামায পড়া যাবে কি না? তিনি বলেছিলেন ঃ না, উটের আঁস্তাবলে নামায পড়ো না। কারণ সেখানে শয়তান বসবাস করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বকরীর আবাসস্থলে নামায পড়া যাবে কি না তাও জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলছিলেন, হাঁ, তাতে নামায পড়ো। কারণ সেটা হল বরকতময় প্রাণী।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النَّيِّءِ وَغُسْلِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ লাশ স্পর্শ করলে উযূ বা গোসল করতে হবে কিনা

١٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَاَيُّوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِّيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ الْمَعْنٰى قَالُوْا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُوْنٍ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ قَالَ هِلَالٌ لاَّ اَعْلَمُهُ اِلاَّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَقَالَ اَيُّوْبُ وَعَمْرُو اُرَاهُ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلَخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَحَّ حَتّٰى اُرِيَكَ فَاَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ

وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ اِلَى الْاِبِطِ ثُمَّ مَضٰى فَصَلّٰى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ زَادَ عَمْرٌو فِيْ حَدِيْثِهٖ يَعْنِيْ لَمْ يَمَسَّ مَاءً وَقَالَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِيِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً لَمْ يَذْكُرَا اَبَا سَعِيْدٍ.

১৮৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বালকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর চামড়া খুলছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি সরে যাও, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর চামড়া ও গোশতের মধ্য দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। এমনকি তাঁর হাত বগল পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখান থেকে গিয়ে তিনি নামায পড়ালেন, কিন্তু উযু করলেন না। 'আমর তার বর্ণিত হাদীসে আরো বলেন, 'আর তিনি পানি স্পর্শ করলেন না।' আর আতা আবু সাঈদের নাম উল্লেখ না করে রাসূলুল্লাহ (সা) থেকে 'মুরসাল' রূপে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِنْ مَسِّ الْمَيْتَةِ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ লাশ স্পর্শ করে উযু না করা

١٨٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ بِلاَلٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِالسُّوْقِ دَاخِلاً مِّنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَيْهِ فَمَرَّ بِجَدْيٍ اَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَاَخَذَ بِاُذُنِهٖ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنَّ هٰذَا لَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

১৮৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার আশেপাশের উচ্চভূমিতে অবস্থিত (কোন এক গ্রামের) বাজারের পাশ দিয়ে ফিরছিলেন। লোকজন তাঁর উভয় পাশে ছিল। তিনি রাস্তার পাশে ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট একটি মৃত বকরীর বাচ্চা দেখতে পেলেন। তিনি নিকটে গিয়ে তার কান ধরে উপরে উঠিয়ে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এ বকরীর বাচ্চাটি নিতে ইচ্ছুক?... এরপর সম্পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

টীকা ঃ সহীহ মুসলিম শরীফে পূর্ণ হাদীস নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কার পছন্দ যে, সে এক দিরহামের বিনিময়ে এ ক্ষুদ্র কানবিশিষ্ট মৃত বকরীর বাচ্চাটি গ্রহণ করবে? সাহাবীরা বললেন, আমরা কেউই কোন জিনিসের বিনিময়ে এটি পেতে চাই না। আর আমরা এ দিয়ে কি

করবো? মহানবী (সা) বললেন ঃ তোমরা (বিনা মূল্যে) কি এটি নেবে? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ্‌র শপথ, যদি এটি জীবিত হত তাহলেও তো এতে খুঁত ছিল। এটির কান অতিশয় ক্ষুদ্র অথবা মেলানো বা কানবিহীন কিংবা কান কাটা। আর এ অবস্থায় তো কোন কথাই নেই, যখন এটি মৃত, এতে প্রাণ নেই। মহানবী (সা) বললেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ, আল্লাহর নিকট এ দুনিয়া এর চাইতেও নিকৃষ্ট।

بَابٌ فِىْ تَرْكِ الْوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযূ নষ্ট হয় না

١٨٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

১৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর সামনের রানের গোশত খেলেন। তারপর নামায পড়লেন, অথচ উযূ করলেন না।

টীকা ঃ ইসলামের প্রাথমিক যুগে আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযূ করতে হতো। পরবর্তী পর্যায়ে এ হুকুম বাতিল হয়ে যায়।

١٨٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ الْمَعْنٰى قَالَا ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ اَبِىْ صَخْرَةَ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ ضِفْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِىَ وَاَخَذَ الشَّفْرَةَ فَجَعَلَ يَحُزُّلِىْ بِهَا مِنْهُ قَالَ فَجَاءَ بِلَالٌ فَاٰذَنَهُ بِالصَّلٰوةِ قَالَ فَاَلْقَى الشَّفْرَةَ وَقَالَ مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ وَقَامَ يُصَلِّىْ. وَزَادَ الْاَنْبَارِىُّ وَكَانَ شَارِبِىْ وَفَاءً فَقَصَّهُ لِىْ عَلٰى سِوَاكٍ اَوْ قَالَ اَقُصُّهُ لَكَ عَلٰى سِوَاكٍ.

১৮৮। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহমান হলাম। তিনি নির্দেশ দিলেন আমার জন্য একটি বকরীর রান ভাজি করতে। রান ভাজি করা হলে তিনি ছুরি নিলেন ও আমার জন্য গোশত কাটতে লাগলেন। এমন সময় বেলাল এসে তাঁকে নামাযের কথা অবহিত করলো। তিনি ছুরি ফেলে দিয়ে বললেন ঃ কি হলো তার! তার উভয় হাত ধুলিমলিন হোক! তারপর গিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন। আনবারী (র)-এর বর্ণনায় আরো আছে ঃ 'আমার গোঁফ কিছুটা বড়ো হয়ে গিয়েছিল। তিনি আমার গোঁফের নীচে একটি মেসওয়াক রেখে তা ছেঁটে দিলেন।' অথবা বললেন ঃ 'মেসওয়াকের ওপর রেখে আমি তোমার গোঁফ ছেঁটে দেব।'

١٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ قَالَ ثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَكَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى.

১৮৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের রানের গোশত খেলেন, তারপর তাঁর নিচে বিছানো মোটা পশমী চাদরে হাত মুছলেন ও দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন।

١٩٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْتَهَسَ مِنْ كَتِفٍ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

১৯০। ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনের রানের কিছু গোশত খেলেন, তারপর নামায পড়লেন, পুনরায় উযু করলেন না।

١٩١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَثْعَمِيُّ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ قَرَّبْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَاَكَلَ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ بِهِ ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ طَعَامِهِ فَاَكَلَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

১৯১। মুহাম্মাদ ইবনে মুনকাদির (র) বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রুটি ও গোশত পেশ করলাম। তিনি তা খেলেন, তারপর উযুর পানি আনালেন, উযু করে যুহরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে অবশিষ্ট খাবার আনালেন ও খেলেন। এরপর উঠে নামায পড়তে গেলেন কিন্তু পুনরায় উযু করলেন না।

١٩٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ سَهْلٍ اَبُوْ عِمْرَانَ الرَّمْلِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ اٰخِرُ الْاَمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْكُ الْوُضُوْءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا اخْتِصَارٌ مِّنَ الْحَدِيْثِ الْاَوَّلِ.

১৯২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'টি কাজের (আগুনে পাকানো জিনিস খেয়ে উযূ করা অথবা না করা) শেষেরটি ছিল আগুনে পাকানো জিনিস খাওয়ার পর উযূ না করা। আবূ দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস প্রথমোক্ত হাদীসেরই সংক্ষিপ্ত রূপ।

١٩٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ اَبِىْ كَرِيْمَةَ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ ابْنُ كَرِيْمَةَ مِنْ خِيَارِ الْمُسْلِمِيْنَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ بْنُ ثُمَامَةَ الْمُرَادِىُّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مِصْرَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ مِّنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ فِىْ مَسْجِدِ مِصْرَ قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ سَابِعَ سَبْعَةٍ اَوْ سَادِسَ سِتَّةٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ دَارِ رَجُلٍ فَمَرَّ بِلَالٌ فَنَادَاهُ بِالصَّلٰوةِ فَخَرَجْنَا فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ وَبُرْمَتُهُ عَلَى النَّارِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَطَابَتْ بُرْمَتُكَ قَالَ نَعَمْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ فَتَنَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةً فَلَمْ يَزَلْ يَعْلُكُهَا حَتّٰى اَحْرَمَ بِالصَّلٰوةِ وَاَنَا اَنْظُرُ اِلَيْهِ.

১৯৩। 'উবায়েদ ইবনে সুমামা আল-মুরাদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস ইবনে জাযই (রা) নামক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালামের একজন সাহাবী মিসরে আমাদের নিকট আসলেন। আমি তাকে মিসরের এক মসজিদে হাদীস বর্ণনা করতে শুনলাম। তিনি বলেন, এক লোকের ঘরে আমিসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাত অথবা ছয়জন ছিলাম। এমন সময় বেলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের জন্য ডাকলেন। আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। পথে এক লোকের পাশ দিয়ে আমরা গেলাম। তার পাতিল ছিল আগুনের ওপর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, কি তোমার পাতিল (এর গোশত) রান্না হয়ে গেছে? সে বললো, হাঁ, আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি কোরবান হোক। তিনি ঐ গোশত থেকে এক টুকরা তুলে নিলেন, তারপর চিবাতে লাগলেন। এমনকি নামাযের তাকবীরে তাহ্‌রিমা বাঁধা পর্যন্ত তিনি তা চিবাচ্ছিলেন। আর আমি তাঁর দিকে তাকাচ্ছিলাম।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযূ করতে হবে

١٩٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ بَكْرِ بْنُ

حَفْصٍ عَنِ الْاَغَرِّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَضُوْءُ مِمَّا اِنْضَجَتِ النَّارُ.

১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আগুনে পাকানো জিনিস খেলে উযু করতে হবে।

١٩٥- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ يَّحْيٰى يَعْنِى ابْنَ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ بْنَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ حَدَّثَهُ اَنَّهُ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ حَبِيْبَةَ فَسَقَتْهُ قَدَحًا مِنْ سَوِيْقٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ قَالَتْ يَاابْنَ اُخْتِيْ اَلاَ تَوَضَّأُ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّؤُا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ اَوْ قَالَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِيْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ يَا ابْنَ اَخِيْ.

১৯৫। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। আবু সুফিয়ান ইবনে সাঈদ ইবনুল মুগীরা (র) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি উম্মু হাবীবা (রা)-এর নিকট গেলেন। তিনি তাকে এক পেয়ালা ছাতু পান করালেন। আবু সুফিয়ান পানি আনিয়ে কুলি করলেন। উম্মু হাবীবা (রা) বললেন, হে বোনপুত! তুমি কি উযু করবে না? নবী (সা) বলেছেন ঃ "আগুন যার মধ্যে পরিবর্তন এনেছে বা যা স্পর্শ করেছে তা আহার করার পর তোমরা উযু করো।"

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, আগুনে সিদ্ধ বা গরম করা কোন জিনিস খেলে উযু থাকবে না, বরং উযু করতে হবে। আগুনে সিদ্ধ কোন বস্তু খেলে অজু ওয়াজিব হবে কিনা, এ সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবীদের বিরাট একটি দল, অধিকাংশ তাবেয়ী, ইমাম মালিক, আবু হানীফা, শাফিয়ী, ইবনুল মুবরাক ও আহমাদ (র) প্রমুখ ইমামের মতে আগুনে সিদ্ধ কোন বস্তু খেলে উযু করতে হবে না বা উযু ভাঙ্গবে না। তাদের মতে, জাবির (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা এ হাদীসটি 'মানসূখ' বা রহিত করা হয়েছে। অথবা উম্মু হাবীবা বর্ণিত হাদীসে الوضو। শব্দটি আভিধানিক অর্থে (হাত-মুখ ধোয়া) ব্যবহৃত হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে নয়।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ اللَّبَنِ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ দুধ পান করলে উযু করা

١٩٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقِيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ ثُمَّ قَالَ اِنَّ لَهُ دَسَمًا.

১৯৬। ইবনে 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন, তারপর পানি আনিয়ে কুলি করলেন এবং বলেছেন ঃ দুধের মধ্যে চর্বি রয়েছে।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ দুধ পান করে উযূ না করা

١٩٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنْ مُطِيْعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلّٰى. قَالَ زَيْدٌ دَلَّنِيْ شُعْبَةُ عَلٰى هٰذَا الشَّيْخِ.

১৯৭। তাওবা আল-'আনবারী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুধ পান করলেন। তারপর কুলি ও উযূ না করেই নামায পড়লেন।

بَابُ الْوُضُوْءِ مِنَ الدَّمِ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ রক্ত বের হলে উযূ করা

١٩٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِيْ صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ عَقِيْلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِيْ فِيْ غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَاَصَابَ رَجُلٌ امْرَاَةَ رَجُلٍ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَحَلَفَ اَنْ لاَ اَنْتَهِيْ حَتّٰى اُهْرِيْقَ دَمًا فِيْ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ فَخَرَجَ يَتْبَعُ اَثَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْزِلاً فَقَالَ مَنْ رَجُلٌ يَكْلَؤُنَا فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَرَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ كُوْنَا بِفَمِ الشِّعْبِ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجُلاَنِ اِلٰى فَمِ الشِّعْبِ اضْطَجَعَ الْمُهَاجِرِيُّ وَقَامَ الْاَنْصَارِيُّ يُصَلِّيْ وَاَتَى الرَّجُلُ فَلَمَّا رَاٰى شَخْصَهُ عَرَفَ اَنَّهُ رَبِيْئَةٌ لِّلْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ فَوَضَعَهُ فِيْهِ فَنَزَعَهُ حَتّٰى رَمَاهُ بِثَلاَثَةِ اَسْهُمٍ ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ ثُمَّ اَنْبَهَ صَاحِبَهُ فَلَمَّا عَرَفَ اَنَّهُمْ قَدْ نَذِرُوْا بِهِ هَرَبَ فَلَمَّا رَاَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْاَنْصَارِيِّ مِنَ

الدَّمَاءِ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اَلاَّ اَنْبَهْتَنِىْ اَوَّلَ مَا رَمٰى قَالَ كُنْتُ فِىْ سُوْرَةٍ اَقْرَؤُهَا فَلَمْ اُحِبَّ اَنْ اَقْطَعَهَا.

১৯৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাতুর রিকা' যুদ্ধাভিযানে বের হলাম। এ সময় এক লোক মুশরিকদের এক স্ত্রীলোককে হত্যা করে। ঐ মুশরিক শপথ করলো ঃ 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মাদের (সা) কোন সহচরের রক্তপাত না করবো, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি থামবো না। অতএব সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মন্‌যিলে অবতরণ করে বললেন ঃ এমন কে আছে, যে আমাদের হেফাযত করবে? মুহাজিরদের থেকে একজন ও আনসারদের থেকে একজন তৈরী হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ যাও তোমরা উভয়ে (ঐ) গিরিপথের মুখে মোতায়েন থাকো। তারা যখন গিরিমুখে পৌঁছলো মুহাজির লোকটি ঘুমিয়ে পড়লো। আর আনসারী লোকটি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলো। এমন সময় ঐ লোক এসে আনসারী লোকটিকে দেখেই চিনতে পারলো যে, এ-ই (প্রতিপক্ষের) নিরাপত্তা প্রহরী। সে একটি তীর নিক্ষেপ করলো, যা তার শরীরে বিঁধে গেল। তিনি তা বের করে নিলেন। সে একে একে তিনটি তীর নিক্ষেপ করলো। তিনি রুকূ সিজদা করে (অর্থাৎ যথারীতি নামায সমাপন করে) সাথীকে জাগালেন। মুশরিকটি যখন টের পেলো এরা সচেতন হয়ে গিয়েছে, তখন সে পালিয়ে গেল। মুহাজির ব্যক্তি (প্রহরারত) আনসারীকে রক্তাপ্লুত অবস্থায় দেখতে পেয়ে বললেন, সুবহানাল্লাহ! প্রথম তীর নিক্ষেপের পরই তুমি আমাকে জাগালে না কেন? তিনি বললেন, আমি (নামাযে) একটি সূরা পড়ছিলাম। আমি তা ভঙ্গ করতে পছন্দ করলাম না।

টীকা ঃ এ ঘটনা সাহাবায়ে কেরামের ধৈর্য ও খোদা-প্রেমের অসাধারণ দৃষ্টান্ত ফুটে উঠে। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় ঃ নামাযরত অবস্থায় রক্ত বের হলে নামায ও উযু ভংগ হয় না।

শরীরের কোন স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত হলে উযু নষ্ট হবে কিনা এ সম্পর্ক ইমামদের মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ, মুহাম্মাদ আহমাদ ইবনে হাম্বল, ইসহাক (র) প্রমুখের মতে রক্ত বের হয়ে প্রবাহিত হলে উযু নষ্ট হবে। আর ইবনে আব্বাস, ইবনে আবী আওফা, আবু হুরায়রা, সাঈদ ইবনুল মুসায়্যাব, মাকহুলা, রবিয়া, মালিক, শাফিয়ীর মতে উযু নষ্ট হবে না। এ হাদীসের ভিত্তিতেই তাঁরা মত পোষণ করেছেন। প্রতিপক্ষের ইমামগণ এ হাদীসের উত্তরে বলে থাকেন, এটা একজন সাহাবীর কর্ম, যা তিনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে করেছেন। আর এ ব্যাপারে প্রকৃত হুকুম সম্পর্কে তিনি সম্ভবত জ্ঞাত ছিলেন না। তাছাড়া এ হাদীসের ব্যাপারেও মতবিরোধ রয়েছে।

بَابٌ فِى الْوُضُوْءِ مِنَ النَّوْمِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ ঘুমালে উযু নষ্ট হয় কিনা

١٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً فَاَخَّرَهَا حَتّٰى

رَقَدْنَا فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا ثُمَّ رَقَدْنَا ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ لَيْسَ اَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ غَيْرُكُمْ.

১৯৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন ইশার নামাযে আসতে দেরী করেন। এমনকি আমরা মসজিদে ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর জাগলাম। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম, তারপর জাগলাম। আবার আমরা ঘুমালে তিনি আমাদের নিকট আসলেন ও বললেন ঃ তোমরা ছাড়া আর কেউ নামাযের জন্য অপেক্ষা করে না।

٢٠٠- حَدَّثَنَا شَاذُّ بْنُ فَيَّاضٍ قَالَ ثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَظِرُوْنَ الْعِشَاءَ الْاٰخِرَةَ حَتّٰى تَخْفِقَ رُؤُسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّوْنَ وَلاَ يَتَوَضَّؤُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ فِيْهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كُنَّا نَخْفِقُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ اَبِى عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ بِلَفْظٍ اٰخَرَ.

২০০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীরা ইশার নামাযের জন্য অপেক্ষা করতেন। এমনকি তাদের মাথা ঢলে পড়তো (অর্থাৎ তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হতেন)। তারপর নামায পড়তেন অথচ উযু করতেন না। আবু দাউদ বলেন, শো'বা কাতাদার মাধ্যমে যে বর্ণনা করেছেন তাতে আছে– 'আমরা তন্দ্রায় ঢলে পড়তাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায়। আবু দাউদ আরো বলেন, ইবনে আবু আরুবা কাতাদা থেকে এ রিওয়ায়াতকে অন্য শব্দে বর্ণনা করেছেন।

٢٠١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَدَاوُدَ بْنُ شَبِيْبٍ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ اَنَّ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الْعِشَاءِ فَقَام رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ حَاجَةً فَقَامَ يُنَاجِيْهِ حَتّٰى نَعَسَ الْقَوْمُ اَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ وُضُوْءًا.

২০১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইশার নামাযের তাকবীর দেয়া হলো। এমন সময় একজন দাঁড়িয়ে বললো ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কিছু কথা আছে। এই বলে সে দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে থাকে। এদিকে সব লোক বা কিছু সংখ্যক লোক তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তারপর নবী (সা) তাদের নিয়ে নামায পড়লেন। (বর্ণনাকারী) উযুর কথা উল্লেখ করেননি।

٢٠٢- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ وَهٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ يَحْيٰى عَنْ اَبِيْ خَالِدِ الدَّالَانِيِّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ وَيَنَامُ وَيَنْفُخُ ثُمَّ يَقُوْمُ فَيُصَلِّيْ وَلَا يَتَضَوَضَّأُ فَقُلْتُ لَهُ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ وَقَدْ نِمْتَ فَقَالَ اِنَّمَا الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا. زَادَ عُثْمَانُ وَهَنَّادٌ فَاِنَّهُ اِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَوْلُهُ الْوُضُوْءُ عَلٰى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا هُوَ حَدِيْثٌ مُنْكَرٌ وَلَمْ يَرْوِهِ اِلاَّ يَزِيْدُ اَبُوْ خَالِدِ الدَّالَانِيُّ عَنْ قَتَادَةَ. وَرَوٰى اَوَّلَهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوْا شَيْئًا مِّنْ هٰذَا وَقَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَحْفُوْظًا وَقَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِيْ. وَقَالَ شُعْبَةُ اِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةُ عَنْ اَبِي الْعَالِيَةِ اَرْبَعَةَ اَحَادِيْثَ حَدِيْثَ يُوْنُسَ بْنِ مَتّٰى وَحَدِيْثَ ابْنِ عُمَرَ فِي الصَّلٰوةِ وَحَدِيْثَ الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ وَّحَدِيْثَ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ رِجَالٌ مَّرْضِيُّوْنَ مِنْهُمْ عُمَرُ وَاَرْضَاهُمْ عِنْدِيْ عُمَرُ.

২০২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়ে (কখনো) ঘুমিয়ে যেতেন, এমনকি তাঁর নাক ডাকার আওয়াজ আসতো (শোনা যেত)। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, উযু করতেন না। আমি তাঁকে বললাম, আপনি উযু না করেই নামায পড়লেন। অথচ আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন? তিনি বললেন ঃ উযু তো ঐ ব্যক্তির করা কতব্য যে শুয়ে ঘুমায়। উসামন ও হান্নাদ আরো বলেছেন, কারণ শুয়ে ঘুমালে শরীরের বাঁধন ঢিলা হয়ে যায়।

আবু দাউদ বলেন, যে ব্যক্তি শুয়ে ঘুমায় উযু করা তার কর্তব্য– এ হাদীসটি মুনকার। একমাত্র ইয়াযীদ আল-দালানী তা কাতাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। হাদীসের প্রথমাংশ একদল রাবী ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে উক্তরূপ কোন বর্ণনা নেই। ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে মাহ্ফুয ছিলেন (যে তার শরীর থেকে কিছু বের হয়ে যাবে, অথচ তিনি টের পাবেন না)। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার চক্ষুদ্বয় নিদ্রা যায়, কিন্তু আমার অন্তর নিদ্রা যায় না।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা ধারণা হতে পারে, ঘুমালে উযূ ভংগ হয় না। এ হাদীসে অবশ্য এও বলা হয়েছে, গা এলিয়ে ঘুমালে শরীরের জোড়াসমূহ ঢিলা হয়ে যায়। অর্থাৎ তখন উযূ ভঙ্গ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাজেই উযূ করা জরুরী। কাত হতে বা চিত্ হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেই উযূ করা কর্তব্য হয়। বসে, দাঁড়িয়ে, রুকূ অথবা সিজদার মধ্যে তন্দ্রা এসে গেলে উযূ নষ্ট হয় না।

এটা এ জন্য যে, মানুষ যতক্ষণ জাগ্রত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত পেছনের রাস্তা দিয়ে হাওয়া ইত্যাদির বের হওয়ার ওপর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লেই এ নিয়ন্ত্রণ আর থাকে না। এ জন্যই চক্ষুদ্বয়কে বন্ধনীস্বরূপ বলা হয়েছে।

٢٠٣- حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحِمْصِيُّ فِيْ آخَرِيْنَ قَالُوْا ثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ الْوَضِيْنِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَحْفُوْظِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وِكَاءُ السَّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ.

২০৩। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চক্ষুদ্বয় পেছনের রাস্তার বন্ধনীস্বরূপ। কাজেই যে (চোখ বন্ধ করে) ঘুম যাবে, সে যেন উযূ করে।

بَابُ الرَّجُلِ يَطَأُ الْاَذٰى بِرِجْلِهِ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ যে ব্যক্তি তার পায়ের দ্বারা ময়লা-আবর্জনা মাড়িয়েছে

٢٠٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ اَخْبَرَنَا شَرِيْكٌ وَّجَرِيْرٌ وَّابْنُ اِدْرِيْسَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ كُنَّا لاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ وَلاَ نَكُفُّ شَعْرًا وَلاَ ثَوْبًا. قَالَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ مُعَاوِيَةَ فِيْهِ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ عَنْ مَّسْرُوْقٍ اَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ وَقَالَ هَنَّادُ عَنْ شَقِيْقٍ اَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ.

২০৪। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ (রা) বলেছেন, ময়লা-আবর্জনা অতিক্রম করার পর আমরা উযূ করতাম না এবং (নামাযে) চুল ও কাপড়-চোপড়ও সামলাতাম না।

টীকা ঃ অর্থাৎ পায়ে কোনরূপ ময়লা বা আবর্জনা লাগলে তারা পা ধুতেন না। বায়হাকী বলেছেন, এটা শুকনো আবর্জনার বেলায়ই প্রযোজ্য, সে ক্ষেত্রে তারা পা ধুতেন না। মোটকথা, নাপাকী লাগলে শুধু ধুয়ে ফেলাই যথেষ্ট। আর শুধু মাটি ইত্যাদি লাগলে না ধুলেও চলে।

بَابُ فِيمَنْ يُحْدِثُ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ নামাযের মধ্যে কোন ব্যক্তির উযু ছুটে গেলে

٢٠٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ عَنْ عِيْسَى بْنِ حِطَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ سَلَّامٍ عَنْ عَلِىِّ بْنِ طَلْقٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَسَا اَحَدُكُمْ فِى الصَّلٰوةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلٰوةَ.

২০৫। আলী ইবনে তাল্‌ক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি নামাযের মধ্যে বাতকর্ম করে তাহলে সে যেন ফিরে গিয়ে উযু করে এবং পুনরায় নামায পড়ে।

بَابٌ فِى الْمَذْىِ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ বীর্যরস সম্পর্কে

٢٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَذَّاءُ عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيْصَةَ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَجَعَلْتُ اَغْتَسِلُ حَتّٰى تَشَقَّقَ ظَهْرِىْ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ ذُكِرَ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَفْعَلْ اِذَا رَأَيْتَ الْمَذْىَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ فَاِذَا فَضَخْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلْ.

২০৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার খুব বেশী বীর্যরস নির্গত হতো। আর এজন্য আমি গোসল করতাম, এমনকি এতে আমার পিঠ ফেটে গেল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জানালাম অথবা অন্য কেউ তাঁকে এ ব্যাপারে জানালো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এরূপ করো না। যখন তুমি বীর্যরস দেখবে পুরুষাঙ্গ ধুয়ে ফেলবে, তারপর নামাযের উযুর ন্যায় উযু করবে। আর মনি বা শুক্র বের হলে গোসল করবে।

টীকা ঃ মনি বা শুক্র ঐ পানিকে বলা হয়, যা সহবাসের চরম মুহূর্তে বের হয়ে থাকে, যার পরে উত্তেজনা শেষ হয়ে যায়। আর মযি ঐ তরল পদার্থকে বলা হয় যা বীর্য নির্গত হওয়ার পূর্বে বের হয় যার দরুন উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। পেশাবের আগে অথবা পরে কখনো কখনো যা বের হয় তাকে বলা হয় 'ওদী'।

٢٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ قَالَ اِنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ اَمَرَهُ اَنْ يَّسْأَلَ لَهُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ اِذَا دَنَا مِنْ اَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمُذْىُ مَاذَا عَلَيْهِ فَاِنَّ عِنْدِىْ اِبْنَتَهُ وَاَنَا اَسْتَحْيِىْ اَنْ اَسْأَلَهُ قَالَ الْمِقْدَادُ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اِذَا وَجَدَ اَحَدُكُمْ ذَالِكَ فَلْيَنْتَضِحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ.

২০৭। আল-মিকদাদ ইবনুল আস্ওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) তাকে হুকুম দিলেন, তিনি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন যে স্ত্রীর নিকটবর্তী হলেই তার বীর্যরস নির্গত হয়। এমতাবস্থায় সে কি করবে? রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কন্যা আমার নিকট রয়েছে, তাই আমি তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে লজ্জাবোধ করছি। মিকদাদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কারো এরূপ অবস্থা হলে সে যেন তার লজ্জাস্থান ধোয় এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে।

٢٠٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ اَنَّ عَلِىَّ بْنَ اَبِى طَالِبٍ قَالَ لِلْمِقْدَادِ وَذَكَرَ نَحْوَ هٰذَا قَالَ فَسَأَلَهُ الْمِقْدَادُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَاُنْثَيَيْهِ ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الثَّوْرِىُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنْ عَلِىٍّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২০৮। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) আল-মিকদাদ (রা)-কে বললেন... তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন। মিকদাদ (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বীর্যরস বের হলে সে যেন তার পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোষ ধৌত করে।

٢٠٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ قَالَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ حَدِيْثٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ قَالَ قُلْتُ لِلْمِقْدَادِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ وَالثَّوْرِىُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ ـ وَرَوَاهُ ابْنُ

اِسْحَاقَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمِقْدَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ اُنْثَيَيْهِ.

২০৯। আলী ইবন আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মিকদাদকে বললাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। মিকদাদ (রা) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অপর এক রিওয়ায়াতে 'অণ্ডকোষের' উল্লেখ নাই।

٢١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ يَعْنِى ابْنَ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ كُنْتُ اَلْقَى مِنَ الْمَذْىِ شِدَّةً وَكُنْتُ اُكْثِرُ مِنْهُ الْاِغْتِسَالَ فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّمَا يُجْزِئُكَ مِنْ ذَالِكَ الْوُضُوْءُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَكَيْفَ بِمَا يُصِيْبُ ثَوْبِىْ مِنْهُ قَالَ يَكْفِيْكَ بِاَنْ تَاْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَنْضَحَ بِهَا مِنَ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرٰى اَنَّهُ اَصَابَهُ.

২১০। সাহ্ল ইবনে হুনায়েফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, অত্যধিক বীর্যরস নির্গত হওয়ার দরুন আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। অধিকাংশ সময় আমি গোসল করতাম। অবশেষে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামের নিকট এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ বীর্যরস বের হলে উযু করাই যথেষ্ট। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কাপড়ে যা লেগে যায় (তার কি হবে)? তিনি বললেন ঃ এক অঞ্জলি পানি নিয়ে কাপড়ের যে স্থানে মযি লেগেছে বলে মনে হবে, ঐ স্থান ধুয়ে ফেললেই চলবে।

٢١١- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِى ابْنَ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ الْاَنْصَارِىِّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يُوْجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ الْمَاءِ يَكُوْنُ بَعْدَ الْمَاءِ فَقَالَ ذَالِكَ الْمَذْىُ وَكُلُّ فَحْلٍ يُمْذِىْ فَتَغْسِلُ مِنْ ذَالِكَ فَرْجَكَ وَاُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلٰوةِ.

২১১। আবদুল্লাহ ইবনে সা'দ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ কিসের দরুন গোসল ওয়াজিব হয়? আর যে পানি গোসলের পর পুরুষাঙ্গ থেকে বের হয় (তার সম্পর্কেও

জিজ্ঞেস করলাম)। তার জন্য কি করতে হবে? তিনি বললেন ঃ ঐ পানিকে বীর্যরস বলা হয়। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকেরই বীর্যরস নির্গত হয়। বীর্যরস বের হলে তোমার লজ্জাস্থান ও অণ্ডকোষ ধুয়ে ফেলো এবং নামাযের উযুর ন্যায় উযু করো।

٢١٢- حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ قَالَ ثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ثَنَا الْعَلاَءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحِلُّ لِىْ مِنْ امْرَأَتِىْ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ لَكَ مَا فَوْقَ الاِزَارِ وَذَكَرَ مُوَاكَلَةَ الْحَائِضِ اَيْضًا وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

২১২। হারাম ইবনে হাকীম (র) থেকে তার চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার স্ত্রী যখন হায়েয অবস্থায় থাকে তখন আমার জন্য কি (করা) হালাল? তিনি বললেন ঃ পাজামার ওপরের অংশ তোমার জন্য হালাল। আর তিনি ঋতুবতী স্ত্রীকে নিয়ে একত্রে পানাহার করার কথাও উল্লেখ করেন। এরপর শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

টীকা ঃ হায়েয অবস্থায় স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করা, স্পর্শ করা ইত্যাদি জায়েয, কিন্তু সহবাস করা জায়েয নেই।

٢١٣- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْيَزَنِىُّ قَالَ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ سَعْدٍ الْاَغْطَشِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَائِذٍ الاَزْدِىُّ قَالَ هِشَامٌ هُوَ ابْنُ قُرْطٍ اَمِيْرُ حِمْصَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِىَ حَائِضٌ فَقَالَ مَا فَوْقَ الْاِزَارِ وَالتَّعَفُّفُ عَنْ ذَالِكَ اَفْضَلُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَيْسَ بِالْقَوِىِّ.

২১৩। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে পুরুষের জন্য কি হালাল? তিনি বললেন ঃ পাজামার উপরের অংশ (হালাল)। আর তা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম।

بَابٌ فِى الاِكْسَالِ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ সহবাসে বীর্য নির্গত না হলে

٢١٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُوْ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ مَنْ اَرْضَى اَنَّ

سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ اَخْبَرَهُ اَنَّ اُبَىَّ بْنَ كَعْبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جَعَلَ ذَالِكَ رُخْصَةً لِلنَّاسِ فِىْ اَوَّلِ الْاِسْلَامِ لِقِلَّةِ الثِّيَابِ ثُمَّ اَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهٰى عَنْ ذَالِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ يَعْنِى الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

২১৪। উবাই ইবন কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে শুধুমাত্র যৌন মিলনের ক্ষেত্রে সহবাসে বীর্য নির্গত না হলে লোকদের কাপড়-চোপড়ের স্বল্পতার দরুন গোসল না করার অনুমতি দেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি এমতাবস্থায় গোসল করার নির্দেশ দেন এবং গোসল ত্যাগ করতে নিষেধ করেন। আবু দাউদ বলেন, অর্থাৎ বীর্য নির্গত হলেই কেবল গোসল করতে হবে (সেই হাদীস সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে)।

٢١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِىُّ قَالَ ثَنَا مُبَشِّرٌ الْحَلَبِىُّ عَنْ مُحَمَّدٍ اَبِىْ غَسَّانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ اُبَىُّ بْنُ كَعْبٍ اَنَّ الْفُتْيَا الَّتِىْ كَانُوْا يُفْتُوْنَ اَنَّ الْمَاءَ مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَدْءِ الْاِسْلَامِ ثُمَّ اَمَرَ بِالْاِغْتِسَالِ بَعْدُ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ.

২১৫। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। শুক্র বের হলেই শুধু গোসল করতে হবে বলে যে ফতোয়া দেয়া হতো, তা ছিল এক ধরনের সুবিধাদান। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিশেষ সুবিধা দিয়েছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি গোসল করার নির্দেশ দেন।

٢١٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْفَرَاهِيْدِىُّ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْاَرْبَعِ وَاَغْرَقَ (اَلْزَقَ) الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

২১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (স্ত্রীর) চার অঙ্গের মাঝখানে বসলে এবং যৌনাঙ্গ অপর যৌনাঙ্গে ডুবিয়ে দিলেই গোসল ওয়াজিব হয়।

٢١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَكَانَ اَبُوْ سَلَمَةَ يَفْعَلُ ذَالِكَ.

২১৭। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পানির জন্যই পানি ব্যবহার করতে হবে (অর্থাৎ শুক্র বের হলে) গোসল ওয়াজিব। আবু সালামা (র) এরূপই করতেন।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يَعُوْدُ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ একাধিকবার সহবাসে একবার গোসল করা

٢١٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَائِهِ فِىْ غُسْلٍ وَّاحِدٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰكَذَا رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ وَّمَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ وَّصَالِحُ بْنُ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِىِّ كُلُّهُمْ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২১৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন (রাতে) সব স্ত্রীদের নিকট গেলেন ও একবারই গোসল করলেন।

টীকা ঃ একাধিকবার স্ত্রী সহবাসের পর বা একাধিক স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর একবার গোসল করাই যথেষ্ট।

بَابٌ فِى الْوُضُوْءِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّعُوْدَ

অনুচ্ছেদ- ৮৬ ঃ নাপাক অবস্থায় পুনর্বার সহবাসের জন্য উযু করা

٢١٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمٰى عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلٰى نِسَاءِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ هٰذِهِ وَعِنْدَ هٰذِهِ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَجْعَلُهُ غُسْلاً وَّاحِدًا قَالَ هٰذَا اَزْكٰى وَاَطْيَبُ وَاَطْهَرُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ اَنَسٍ اَصَحُّ مِنْ هٰذَا.

২১৯। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন

(রাতে) সকল স্ত্রীর নিকট যান এবং প্রত্যেক স্ত্রীর নিকটই গোসল করেন। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সবশেষে একবারই কেন গোসল করছেন না? তিনি বলেন : এটাই বরং অধিকতর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার পরিচায়ক।

٢٢٠- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ الْاَحْوَلِ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَتٰى اَحَدُكُمْ اَهْلَهُ ثُمَّ بَدَا لَهُ اَنْ يُّعَاوِدَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوْءًا.

২২০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ সহবাস করার পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করলে সে যেন উযু করে নেয়।

بَابُ الْجُنُبِ يَنَامُ

অনুচ্ছেদ- ৮৭ : নাপাক অবস্থায় ঘুমানো

٢٢١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ تُصِيْبُهُ الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ.

২২১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, রাতে আমার (অনেক সময়) গোসলের প্রয়োজন হয়ে পড়ে (আমি কি করব?) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উযু করে নিও এবং লজ্জাস্থান ধুয়ে নিও, তারপর ঘুম যেয়ো।

بَابُ الْجُنُبِ يَاْكُلُ

অনুচ্ছেদ- ৮৮ : নাপাক অবস্থায় পানাহার করা

٢٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَّقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالاَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ.

২২২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক অবস্থায় ঘুমানোর ইচ্ছা করলে নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে নিতেন।

টীকা ঃ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (র) তাঁর মুওয়াত্তা গ্রন্থে বলেছেন, উযু না করে এবং লজ্জাস্থান না ধুয়ে ঘুমালেও কোন ক্ষতি নেই। আয়েশা (রা) থেকে আরেকখানি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহবাসের পর ঘুমাতেন অথচ পানি স্পর্শ করতেন না। রাত জাগলে তিনি পুনরায় সহবাস করতেন, তারপর গোসল করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, লোকদের জন্য এটাই হচ্ছে সহজতর পন্থা। ইমাম আবূ হানীফা (র)-ও এই মত পোষণ করেন।

٢٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ قَالَ ثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِاسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْاَكْلِ قَوْلَ عَائِشَةَ مَقْصُوْرًا. وَرَوَاهُ صَالِحُ بْنُ اَبِى الْاَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ اَوْ اَبِى سَلَمَةَ. وَرَوَاهُ الْاَوْزَاعِيُّ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

২২৩। ইউনুস (র) যুহরী (র) থেকে একই সনদে একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তাতে একথাও আছে ঃ নাপাক অবস্থায় তিনি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে, উভয় হাত ধুয়ে নিতেন। আবূ দাউদ বলেন, এ হাদীসই ইবনে ওয়াহব (র) ইউনুস (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি আহারের কথাটা আয়েশা (রা)-র বক্তব্য হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ الْجُنُبُ يَتَوَضَّأُ

অনুচ্ছেদ- ৮৯ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, নাপাক ব্যক্তি উযু করবে

٢٢٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيَى ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَأْكُلَ اَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ تَعْنِىْ وَهُوَ جُنُبٌ.

২২৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নাপাক অবস্থায় খানা খাওয়ার অথবা ঘুমাবার ইচ্ছা করতেন, তখন উযু করে নিতেন।

٢٢٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ قَالَ اَنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْجُنُبِ اِذَا اَكَلَ اَوْ شَرِبَ اَوْ نَامَ اَنْ يَّتَوَضَّأَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ بَيْنَ يَحْىَ بْنِ يَعْمُرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ رَجُلٌ. وَقَالَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو الْجُنُبُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّأْكُلَ تَوَضَّأَ.

২২৫। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাপাক ব্যক্তিকে উযু করে পানাহার করার অথবা ঘুমাবার অনুমতি দিয়েছেন। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ও আবদুল্লাহ ইবনে উমার ও আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেছেন, জুনুবী ব্যক্তি খানা খাওয়ার ইচ্ছা করলে উযু করে নিবে।

টীকা ঃ হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, যদি কোন যুক্তিসংগত কারণে তৎক্ষণাত গোসল করা সম্ভব না হয়, তাহলে উযু করেও ঘুমানো বা পানাহার করা যায়। যেমন রমযানের রোযার মধ্যে যদি হাতে সময় কম থাকে, তাহলে প্রথমে উযু করেই সাহ্‌রী ইত্যাদি খেয়ে নেয়া, তারপর গোসল করাই বাঞ্ছনীয়।

بَابُ الْجُنُبِ يُؤَخِّرُ الْغُسْلَ

অনুচ্ছেদ- ৯০ ঃ নাপাক ব্যক্তির গোসলে বিলম্ব করা

٢٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرٌ ح وَثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَىٍّ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ اَرَأَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِى اَوَّلِ اللَّيْلِ اَوْ فِىْ اٰخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اغْتَسَلَ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِىْ اٰخِرِهِ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً قُلْتُ اَرَاَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوْتِرُ اَوَّلَ اللَّيْلِ اَوْ فِىْ اٰخِرِهِ قَالَتْ رُبَّمَا اَوْتَرَ فِىْ اَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا اَوْتَرَ فِىْ اٰخِرِهِ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً قُلْتُ اَرَاَيْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْهَرُ بِالْقُرْاٰنِ اَوْ يُخَافِتُ بِهِ قَالَتْ رُبَّمَا جَهَرَ بِهِ وَرُبَّمَا خَافَتَ قُلْتُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِىْ جَعَلَ فِى الْاَمْرِ سَعَةً.

২২৬। গুদায়েফ ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানাবাতের গোসল কখন

করতে দেখেছেন, রাতের প্রথমভাগে না শেষভাগে? আয়েশা বললেন, কখনো তিনি রাতের প্রথমভাগে গোসল করতেন, কখনো বা শেষভাগে। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি এ ব্যাপারে প্রশস্ততা দান করেছেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের প্রথম দিকে বেতের (নামায) পড়তেন, না শেষরাতের দিকে? তিনি বললেন, কখনো রাতের প্রথমদিকে তিনি বেতের পড়তেন আবার কখনো শেষরাতের দিকে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর যিনি একে সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন উচ্চস্বরে পড়তেন না অনুচ্চ স্বরে পড়তেন? তিনি বললেন, তিনি কখনো উচ্চস্বরে আর কখনো অনুচ্চস্বরে পড়তেন। আমি বললাম, আল্লাহু আকবার! সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর, যিনি এ বিষয়ে প্রশস্ততা ও সহজতা দান করেছেন।

٢٢٧- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ أَبِيْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ نُجَيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَدْخُلُ الْمَلٰئِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلاَ كَلْبٌ وَلاَ جُنُبٌ.

২২৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ঘরে মূর্তি রয়েছে কিংবা কুকুর অথবা জুনুবী রয়েছে সেখানে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেছেন, এখানে ফেরেশতা দ্বারা রহমত ও বরকতের ফেরেশ্তা বোঝান হয়েছে, হেফাযতের ফেরেশতা নয়। কারণ তারা কখনো পৃথক হয় না। এ হাদীস দ্বারা নাপাক লোকের জন্য গোসলে দেরী করা নিষেধ বোঝা যায়। কিন্তু এর দ্বারা মূলত যারা অযথা অধিক দেরী করে গোসল করে অথবা যারা নামায ত্যাগ করে কিংবা কয়েকদিন যাবত নাপাক অবস্থায় থাকে তাদের কথাই বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা)-ও গোসলে দেরী করতেন। কুকুর দ্বারা ঐসব কুকুরকে বোঝান হয়েছে যেগুলো শিকারী নয় অথবা পশু বা শস্যক্ষেত্রের হেফাজতে নিয়োজিত নয়। এছাড়া অন্যান্য কুকুর মেরে ফেলা জায়েয। আর মূর্তি বলতে প্রাণীর প্রতিকৃতি এবং মাটি-পাথর-কাঠ নির্মিত মূর্তি এ উভয় প্রকারকেই বোঝান হয়েছে। কেউ কেউ কেবল শেষোক্ত ধরনের মূর্তিকেই বুঝিয়েছেন।

٢٢٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَزِيْدَ بْنَ هَارُوْنَ يَقُوْلُ هٰذَا الْحَدِيْثُ وَهْمٌ يَعْنِيْ حَدِيْثَ أَبِيْ إِسْحَاقَ.

২২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুম যেতেন নাপাক অবস্থায়, কোনরূপ পানি স্পর্শ না করেই। আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসটি অনুমান নির্ভর।

بَابُ فِى الْجُنُبِ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ

অনুচ্ছেদ- ৯১ ঃ কোন ব্যক্তির নাপাক অবস্থায় কুরআন পড়া

٢٢٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى عَلِىٍّ اَنَا وَرَجُلَانِ رَجُلٌ مِنَّا وَرَجُلٌ مِنْ بَنِىْ اَسَدٍ اَحْسَبُ فَبَعَثَهُمَا عَلِىٌّ وَجْهًا وَقَالَ اِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِيْنِكُمَا ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ الْمَخْرَجَ ثُمَّ خَرَجَ فَدَعَا بِمَاءٍ فَاَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً فَتَمَسَّحَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَاَنْكَرُوْا ذَالِكَ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْخَلَاءِ فَيُقْرِئُنَا الْقُرْاٰنَ وَيَاْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ اَوْ قَالَ يَحْجِزُهُ عَنِ الْقُرْاٰنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

২২৯। আবদুল্লাহ ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা)-এর নিকট গেলাম। আমার সাথে আরো দু'জন লোক ছিল। একজন আমাদেরই মধ্য থেকে। আরেকজন সম্ভবত বনু আসাদ গোত্রের। আলী (রা) তাদের উভয়কে একদিকে পাঠালেন আর বললেন, তোমরা দুইজনই শক্তিশালী। কাজেই দীনের ক্ষেত্রে তোমরা তোমাদের শক্তি ব্যয় করবে। এরপর তিনি পায়খানায় গেলেন, সেখান থেকে বের হয়ে এসে পানি আনালেন। তিনি এক অঞ্জলি পানি হাতে নিয়ে মুখ মুছে নিয়ে কুরআন পড়তে লাগলেন। লোকেরা এটাকে আপত্তিকর মনে করলো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে বের হয়ে এসে আমাদের কুরআন পড়াতেন, আমাদের সাথে গোশ্‌ত খেতেন। আর কোন কিছুই তাঁকে কুরআন থেকে বিরত রাখতো না, একমাত্র জানাবাত (গোসল ফরয হওয়ার মত নাপাকি) ছাড়া।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يُصَافِحُ

অনুচ্ছেদ- ৯২ ঃ জানাবাত অবস্থায় মুসাফাহা করা

٢٣٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَّاصِلٍ عَنْ اَبِىْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ فَاَهْوٰى اِلَيْهِ فَقَالَ اِنِّىْ جُنُبٌ فَقَالَ اِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجَسٍ.

২৩০। হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তার সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হলে তিনি হুযায়ফার দিকে এগিয়ে আসলেন (মুসাফাহ করার জন্য)। হুযায়ফা (রা) বললেন, আমি তো নাপাক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুসলমান নাপাক হয় না বা মুসলমান নাপাক বা অপবিত্র নয়।

টীকা ঃ অর্থাৎ জানাবত নাজাসাতে হুকমী। এতে মানুষের শরীর বা ঘাম অপবিত্র হয় না। কাজেই জুনুবীর সাথে মেলামেশা করা, খানা খাওয়া ইত্যাদি জায়েয।

٢٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا يَحْيٰى وَبِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ لَقِيَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ طَرِيْقٍ مِّنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَاَنَا جُنُبٌ فَاخْتَنَسْتُ فَذَهَبْتُ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ اَيْنَ كُنْتَ يَا اَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ قُلْتُ اِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا فَكَرِهْتُ اَنْ اُجَالِسَكَ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ - قَالَ وَفِىْ حَدِيْثِ بِشْرٍ قَالَ ثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ ثَنِىْ بَكْرٌ -

২৩১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মদীনার এক রাস্তায় আমার সাক্ষাত হলো। আমি তখন নাপাক অবস্থায় ছিলাম। কাজেই আমি পেছনের দিকে সরে গেলাম। তারপর গোসল করে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে আবু হুরায়রা? আমি বল্লাম, আমি নাপাক ছিলাম। তাই অপবিত্র অবস্থায় আপনার সাথে বসা আমি ভালো মনে করলাম না। তিনি বললেন ঃ সুবহানাল্লাহ! মুসলমান (কখনো) অপবিত্র হয় না।

টীকা ঃ হানাফী ও জমহুর বিশেষজ্ঞদের মতে অমুসলিমরাও অপবিত্র হয় না। অবশ্য কুরআনে যে মুশ্‌রিকদের অপবিত্র বলা হয়েছে তা তাদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের প্রেক্ষিতেই বলা হয়েছে, শারীরিক অপবিত্রতা বোঝাবার জন্য নয়। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'যে তাদের সাথে মুসাফাহ করবে, সে যেন উযূ করে নেয়।' এগুলো অধিক সতর্কতার জন্য।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ- ৯৩ ঃ নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা

٢٣٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ ثَنَا اَفْلَتُ بْنُ خَلِيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ جَسْرَةُ بِنْتُ دِجَاجَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُجُوْهُ بُيُوْتِ اَصْحَابِهِ شَارِعَةٌ

فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَصْنَعِ الْقَوْمُ شَيْئًا رَجَاءَ اَنْ يَّنْزِلَ فِيْهِمْ رُخْصَةٌ فَخَرَجَ اَلَيْهِمْ بَعْدُ فَقَالَ وَجِّهُوْا هٰذِهِ الْبُيُوْتَ عَنِ الْمَسْجِدِ فَاِنِّىْ لاَ اُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلاَ جُنُبٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ فُلَيْتُ الْعَامِرِىُّ.

২৩২। জাস্‌রা বিনতে দিজাজা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। এসে দেখলেন, সাহাবাদের ঘরের মুখ (বা দরোজা) মসজিদের দিকে ফেরানো ছিল (যাতে তারা সর্বদা সত্বর মসজিদে যাওয়া-আসা করতে পারেন)। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ এসব ঘরের মুখ মসজিদ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় এসে দেখলেন, লোকেরা কিছুই করেনি, এ আশায় যে, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন রোখ্‌সত বা অনুমতি নাযিল হয় কিনা। দ্বিতীয়বার এসেও নবী (সা) তাদের বললেন ঃ এসব ঘরের মুখ মসজিদ থেকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দাও। কারণ ঋতুবতী মহিলা ও নাপাক লোকদের জন্য মসজিদে যাতায়াত আমি হালাল করছি না।

بَابٌ فِى الْجُنُبِ يُصَلِّىْ بِالْقَوْمِ وَهُوَ نَاسٍ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ নাপাক অবস্থায় কোন ব্যক্তি ভুলবশত নামাযে ইমামতি করলে

٢٣٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ زِيَادٍ الْاَعْلَمِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فِىْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاَوْمَاءَ بِيَدِهِ اَنْ مَكَانَكُمْ ثُمَّ جَاءَ وَرَاْسُهُ يَقْطُرُ فَصَلَّى بِهِمْ.

২৩৩। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায (পড়াতে) শুরু করে তারপর হাতে ইশারা করলেন, তোমরা সবাই নিজ নিজ জায়গায় থাকো। এই বলে তিনি চলে গেলেন এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে আসলেন। তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল (অর্থাৎ তিনি গোসল করতে ভুলে গিয়েছিলেন, তা সমাধা করে আসলেন)। তারপর তিনি নামায পড়ালেন।

٢٣٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ اَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فِىْ اَوَّلِهِ فَكَبَّرَ وَقَالَ فِىْ اٰخِرِهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنِّىْ كُنْتُ جُنُبًا.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ فَلَمَّا قَامَ فِيْ مُصَلاَّهُ وَانْتَظَرْنَا اَنْ يُّكَبِّرَ انْصَرَفَ ثُمَّ قَالَ كَمَا اَنْتُمْ. وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِيْ ابْنَ سِيْرِيْنَ مُرْسَلاً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَبَّرَ ثُمَّ اَوْمَأَ اِلَى الْقَوْمِ اَنِ اجْلِسُوْا فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِيْ حَكِيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ فِيْ صَلٰوةٍ وَعَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَبَّرَ.

২৩৪। হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) একই সনদ ও একই অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। পার্থক্য এতটুকু যে, তার বর্ণিত হাদীসের শুরুতে রয়েছে ঃ 'যখন তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা বললেন।' আর শেষভাগে রয়েছে ঃ 'যখন তিনি নামায সমাপন করলেন তখন বললেন, 'আমিও মানুষ। আমি জুনুবী ছিলাম' (তাই আমার গোসলের প্রয়োজন ছিল)। আবু হুরায়রার বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'যখন তিনি জায়নামাযে দাঁড়ালেন ও আমরা তার তাকবীরের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, তখন তিনি ওখান থেকে চলে গেলেন আর বলে গেলেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অবস্থান কর।' মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) মুরসালরূপে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি তাকবীরে তাহরীমা বললেন, তারপর লোকদের বসার জন্য ইশারা করে চলে গেলেন এবং গোসল করে ফিরে আসলেন। অনুরূপই বর্ণনা করেছেন মালিক (র) ইসমাঈল ইবনে আবু হাকীম (র) থেকে, তিনি আতা ইবনে ইয়াসার থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন এক নামাযের তাকবীর বললেন। রবী ইবনে মুহাম্মাদ (র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ 'তিনি তাকবীর বললেন'।

٢٣٥- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ ثَنَا الزُّبَيْدِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْاَزْرَقِ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُّوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ اِمَامُ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ قَالَ ثَنَا رَبَاحٌ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَصَفَّ النَّاسُ صُفُوْفَهُمْ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اِذَا قَامَ فِيْ مَقَامِهِ ذَكَرَ اَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ فَقَالَ لِلنَّاسِ مَكَانَكُمْ ثُمَّ رَجَعَ اِلٰى بَيْتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا يَنْطُفُ

رَأْسُهُ وَقَدِ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُفُوْفٌ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ حَرْبٍ وَقَالَ عَيَّاشٌ فِيْ حَدِيْثِهِ فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَتّٰى خَرَجَ عَلَيْنَا وَقَدِ اغْتَسَلَ.

২৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের জন্য ইকামত দেয়া হলো। লোকজন যথারীতি কাতারবন্দী হলো। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। যখন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে গেলেন তখন তাঁর স্মরণ হলো, তিনি গোসল করেন নাই। তিনি লোকদের বললেন ঃ 'তোমরা যথাস্থানে অবিচল থাক।' এই বলে তিনি ঘরে চলে গেলেন। ঘর থেকে তিনি গোসল করে ফিরে আসলেন তখন তাঁর মাথা থেকে পানি ঝরে পড়ছিল। আমরা তখনো কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ানো ছিলাম। এটা হলো ইবনে হারবের বর্ণনা। আইয়াশের বর্ণনায় রয়েছে ঃ 'আমরা ঐভাবেই দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অবশেষে তিনি গোসল করে আমাদের নিকট আসলেন।

بَابٌ فِى الرَّجُلِ يَجِدُ الْبِلَّةَ فِىْ مَنَامِهِ

অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ কোন ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে কাপড় ভিজা দেখলে

٢٣٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ الْخَيَّاطُ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلاَ يَذْكُرُ احْتِلاَمًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنِ الرَّجُلِ يُرٰى اَنْ قَدِ احْتَلَمَ وَلاَ يَجِدُ الْبَلَلَ قَالَ لاَ غُسْلَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ الْمَرْاَةُ تَرٰى ذَالِكَ اَعَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ اِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.

২৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সে ঘুম থেকে জেগে ভিজা দেখতে পায় অথচ স্বপ্নদোষের কথা তার স্মরণ হচ্ছে না। তিনি বলেন ঃ তাকে গোসল করতে হবে। আরো প্রশ্ন করা হয়েছিল, এক বক্তির মনে পড়ে যে, তার স্বপ্নদোষ হয়েছে, কিন্তু ভিজা দেখতে পায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া**সাল্লাম বললেন ঃ তাকে গোসল করতে হবে না। উম্মু সুলাইম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মেয়েলোকও যদি অনুরূপ (পুরুষের ন্যায়) দেখে (অর্থাৎ তাদেরও যদি স্বপ্নদোষ হয়) তাহলে তাদেরও কি গোসল করা জরুরী? তিনি বললেন ঃ হাঁ। নারীরাও তো পুরুষেরই মত।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرَى الرَّجُلُ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ পুরুষলোকের মতো মেয়েলোকের স্বপ্নদোষ হলে

٢٣٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَنْبَسَةُ ثَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ الْاَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ اُمُّ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ اَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ اِذَا رَأَتْ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ اَتَغْتَسِلُ اَمْ لاَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ فَلْتَغْتَسِلْ اِذَا وَجَدَتِ الْمَاءَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَاَقْبَلْتُ عَلَيْهَا فَقُلْتُ اُفٍّ لَكِ وَهَلْ تَرَى ذَالِكَ الْمَرْأَةُ فَاَقْبَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ يَا عَائِشَةُ وَمِنْ اَيْنَ يَكُوْنُ الشَّبَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوٰى عُقَيْلٌ وَّالزُّبَيْدِيُّ وَيُوْنُسُ وَابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَابْنُ اَبِي الْوَزِيْرِ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَافَقَ الزُّهْرِيَّ مُسَافِعٌ الْحَجَبِيُّ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاَمَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ سُلَيْمٍ جَائَتْ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

২৩৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনে মালিকের মা উম্মু সুলাইম আল-আনসারিয়া (রা) রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এসে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্ সত্যের ক্ষেত্রে লজ্জা করেন না। আচ্ছা, মেয়েলোকও যদি ঘুমে ঐরূপ দেখে যেরূপ পুরুষ দেখে থাকে, তাহলে তাকে গোসল করতে হবে কিনা? আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন ঃ হ্যাঁ তাকেও গোসল করতে হবে, যদি পানি দেখতে পায়। আয়েশা (রা) বলেন, আমি উম্মু সুলাইমকে বললাম, আফসোস তোমার জন্য! মেয়েলোকেরও কি পুরুষের ন্যায় স্বপ্নদোষ হয়? রাসূলুল্লাহ (সা) (আমার কথা শুনে) আমাকে লক্ষ্য করে বললেন ঃ ধুলিমলিন হোক তোমার ডান হাত হে আয়েশা! তাই যদি না হবে, তাহলে সন্তান মায়ের মত (অবয়বের) হয় কি করে?

بَابُ مِقْدَارِ الْمَاءِ الَّذِيْ يُجْزِئُ بِهِ الْغُسْلَ

অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ গোসলের জন্য আবশ্যকীয় পরিমাণ পানি

٢٣٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ هُوَ الْفَرَقُ مِنَ الْجَنَابَةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اِنَاءٍ وَّاحِدٍ فِيْهِ قَدْرُ الْفَرَقِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ نَحْوَ حَدِيْثِ مَالِكٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ الْفَرَقُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلاً. وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ صَاعُ ابْنِ اَبِيْ ذِئْبٍ خَمْسَةُ اَرْطَالٍ وَثُلُثٌ. قَالَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَةُ اَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَالِكَ بِمَحْفُوْظٍ. قَالَ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ مَنْ اَعْطٰى فِيْ صَدَقَةِ الْفِطْرِ بِرِطْلِنَا هٰذَا خَمْسَةَ اَرْطَالٍ وَثُلُثًا فَقَدْ اَوْفٰى. قِيْلَ لَهُ الصَّيْحَانِيُّ ثَقِيْلٌ قَالَ الصَّيْحَانِيُّ اَطْيَبُ قَالَ لاَ اَدْرِيْ.

২৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ফারাকবিশিষ্ট একটি পাত্র থেকে পানি নিয়ে জানাবাতের গোসল করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, মা'মার যুহরী (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আয়েশা (রা) বলেন, আমি এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উভয়ে একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করতাম। তাতে এক ফারাক পানি ধরতো। আবু দাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-কে বলতে শুনেছি, ফারাক হলো, ষোল রোতল।' আমি তাকে আরও বলতে শুনেছি, 'ইবনে আবু যি'বের মতে ঃ এক সা' হলো পাঁচ রোতল ও এক রোতলের এক-তৃতীয়াংশ।' আর যিনি আট রোতল বলেছেন তা মাহফুয (সুরক্ষিত) নয়। আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমাদকে আমি বলতে শুনেছি, যে লোক আমাদের রোতলের পাঁচ রোতল ও এক তৃতীয়াংশ দ্বারা সদ্কায়ে ফিতর দিল সে পূর্ণ ফিতরা দিল। লোকেরা বললো, সায়হানী (মদীনার এক প্রকার খেজুর) তো ভারী হয়ে থাকে। তিনি বললেন, সায়হানী কি উৎকৃষ্ট? তিনি বললেন, তা আমার জানা নেই।

بَابٌ فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ নাপাকির গোসল করার নিয়ম

٢٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ قَالَ ثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ اَنَّهُمْ ذَكَرُوْا عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ

رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا اَنَا فَاَفِيْضُ عَلٰى رَاْسِىْ ثَلاَثًا وَاَشَارَ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا.

২৩৯। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জানাবাতের গোসল সম্পর্কে উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি তো তিনবার পানি নিয়ে মাথার ওপর (থেকে) গড়িয়ে দেই। আর তিনি তাঁর উভয় হাতের দ্বারা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন।

٢٤٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوَ الْحِلاَبِ فَاَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَبَدَاَ بِشِقِّ رَاْسِهِ الْاَيْمَنِ ثُمَّ الْاَيْسَرِ ثُمَّ اَخَذَ بِكَفَّيْهِ فَقَالَ بِهِمَا عَلٰى رَاْسِهِ.

২৪০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন, তখন তিনি দুধ দোহাবার পাত্রের ন্যায় একটি পাত্র আনাতেন। অতঃপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার ডান দিকে পানি বহাতেন তারপর বামদিকে। এরপর উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার তালুতে ঢালতেন।

٢٤١- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنْ صَدَقَةَ قَالَ ثَنَا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ اَحَدُ بَنِىْ تَيْمِ اللّٰهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ اُمِّىْ وَخَالَتِىْ عَلٰى عَائِشَةَ فَسَاَلَتْهَا اِحْدَاهُمَا كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُوْنَ عِنْدَ الْغُسْلِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ وَنَحْنُ نُفِيْضُ عَلٰى رُؤُسِنَا خَمْسًا مِّنْ اَجْلِ الضُّفُرِ.

২৪১। জুমায়' ইবনে উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার মাতা ও খালার সাথে আয়েশা (রা)-এর নিকট গেলাম। তাদের একজন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কিভাবে গোসল করতেন? আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নামাযের উযুর ন্যায় উযু করে নিতেন, তারপর তিনবার মাথায় পানি ঢালতেন। আর আমরা পাঁচবার (পানি) ঢালতাম, চুলের গোছা বা মুঠির দরুন।

টীকা ঃ অর্থাৎ আমাদের মাথায় চুল বেশী হওয়ার দরুন ও তা অনেক সময় বাঁধা থাকায় আমরা পাঁচবার পানি ঢালতাম। যাতে পানি চুলের গোড়ায় ভালভাবে পৌছে যায়।

٢٤٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاشِحِيُّ وَمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيُفْرِغُ بِيَمِيْنِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَصُبُّ الْاِنَاءَ عَلَى الْيُمْنٰى ثُمَّ اتَّفَقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يُفْرِغُ عَلٰى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كَانَتْ عَنِ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِى الْاِنَاءِ فَيُخَلِّلُ شَعْرَهُ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنَّهُ قَدْ اَصَابَ الْبَشْرَةَ اَوْ اَنْقَى الْبَشْرَةَ اَفْرَغَ عَلٰى رَاْسِهِ ثَلاَثًا فَاِذَا فَضِلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ.

২৪২। আয়েশা (রা) থেকে (স্ত্রী সহবাসজনিত নাপাকির বিষয়ে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জানাবাতের গোসল করতেন, বা গোসল শুরু করতেন, তখন প্রথমে ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন। মুসাদ্দাদ বলেন, উভয় হাত ধুতেন, পানির পাত্র ডান হাতে ঢালতেন। তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। মুসাদ্দাদ বলেন, বাম হাতের ওপর পানি ঢালতেন। কখনো কখনো আয়েশা (রা) লজ্জাস্থানের কথা ইশারা-ইংগিতে বর্ণনা করেছেন। তারপর উযু করতেন নামাযের উযুর ন্যায়। এরপর উভয় হাত পাত্রে প্রবেশ করিয়ে চুল খিলাল করতেন। যখন তিনি বুঝতেন, সারা শরীরে পানি পৌঁছেছে অথবা শরীর পরিষ্কার হয়েছে, তখন মাথায় তিনবার পানি ঢালতেন। সবশেষে অবশিষ্ট পানি নিজের গায়ে ঢেলে দিতেন।

٢٤٣- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِيٍّ ثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ اَبِىْ مَعْشَرٍ عَنِ النَّخْعِيِّ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَاَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَاِذَا اَنْقَاهُمَا اَهْوٰى بِهِمَا اِلٰى حَائِطٍ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوَضُوْءَ وَيَفِيْضُ الْمَاءَ عَلٰى رَاْسِهِ.

২৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানাবাতের গোসল করার ইচ্ছা করলে প্রথমে উভয় হাত কব্জি সমেত ধুয়ে নিতেন, তারপর জোড়া বা গ্রন্থিসমূহ ধুতেন (অর্থাৎ ঐসব স্থান যেখানে ময়লা ইত্যাদি জমে থাকে। যেমন বগল, কনুই, দুই রানের মধ্যবর্তী স্থান ইত্যাদি) ও তাঁর ওপর পানি বহাতেন। উভয় হাত পরিষ্কার হয়ে গেলে, দেয়ালের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘষে নিতেন। তারপর উযু শুরু করতেন ও মাথায় পানি ঢালতেন।

٢٤٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكَرَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُرْوَةَ الْهَمْدَانِيِّ ثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَئِنْ شِئْتُمْ لأُرِيَنَّكُمْ اَثَرَ يَدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

২৪৪। শা'বী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেছেন, তোমরা যদি দেখতে চাও তাহলে আমি দেয়ালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতের চিহ্ন তোমাদের দেখিয়ে দিব; সেখানে তিনি জানাবাতের গোসল করতেন।

٢٤٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ نَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ وَضَعْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُسْلاً يَغْتَسِلُ بِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَاَكْفَأَ الْاِنَاءَ عَلٰى يَدِهِ الْيُمْنٰى فَغَسَلَهَا مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلاَثًا ثُمَّ صَبَّ عَلٰى فَرْجِهِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِشِمَالِهِ ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ الْاَرْضَ فَغَسَلَهَا ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ عَلٰى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ تَنَحّٰى نَاحِيَةً فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَنَاوَلْتُهُ الْمِنْدِيْلَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ وَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ عَنْ جَسَدِهِ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ كَانُوْا لاَ يَرَوْنَ بِالْمِنْدِيْلِ بَأْسًا وَلٰكِنْ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ الْعَادَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مُسَدَّدٌ قُلْتُ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دَاوُدَ كَانُوْا يَكْرَهُوْنَهُ لِلْعَادَةِ فَقَالَ هٰكَذَا هُوَ وَلٰكِنْ وَجَدْتُهُ فِيْ كِتَابِيْ هٰكَذَا.

২৪৫। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য গোসলের পানি রাখলাম, জানাবাতের গোসল করার জন্য। তিনি পানির পাত্র কাত করে ডান হাতে পানি ঢাললেন ও ডান হাত ধুলেন দু'বার বা তিনবার। তারপর লজ্জাস্থানে পানি ঢাললেন ও বাম হাতে লজ্জাস্থান ধুলেন। অতঃপর মাটিতে হাত ঘষে ধুয়ে নিলেন, কুলি করলেন, নাকে পানি দিলেন, মুখমণ্ডল ও উভয় হাত ধুলেন। তারপর মাথায় ও সমগ্র শরীরে পানি ঢাললেন। অতঃপর ঐ স্থান থেকে একটু সরে গিয়ে পা ধুলেন। আমি শরীর মোছার জন্য রুমাল দিলাম। তিনি তা গ্রহণ করলেন না এবং শরীর থেকে পানি ঝেড়ে ফেলতে লাগলেন। আ'মাশ (র) বলেন, আমি এটা ইবরাহীমের নিকট বললে তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে দাউদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সাহাবারা কি গামছা ব্যবহার অভ্যাসে পরিণত করার দরুনই এটাকে খারাপ মনে করতেন? তিনি বললেন ঃ হাঁ, এরূপই। আর আমার গ্রন্থেও এরূপই দেখেছি।

টীকা ঃ হয়তো না মোছাই উত্তম অথবা তাড়াহুড়ার জন্য তিনি এরূপ করেছেন। অথবা গরমের দরুন ভিজা শরীরই আরামদায়ক ছিল। অথবা কাপড়ে নাপাকি ছিল।

٢٤٦- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْخُرَاسَانِيُّ ثَنَا ابْنُ اَبِى فُدَيْكٍ عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ اِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ اِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يُفْرِغُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى سَبْعَ مِرَارٍ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَنَسِىَ مَرَّةً كَمْ اَفْرَغَ فَسَأَلَنِىْ كَمْ اَفْرَغْتُ فَقُلْتُ لاَ اَرْدِىْ فَقَالَ لاَ اُمَّ لَكَ وَمَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَدْرِىَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ يُفِيْضُ عَلٰى جِلْدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ يَقُوْلُ هٰكَذَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَطَهَّرُ.

২৪৬। শো'বা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) যখন জানাবাতের গোসল করতেন, ডান হাত দ্বারা বাম হাতে পানি ঢালতেন সাতবার। তারপর লজ্জাস্থান ধুতেন। একবার তিনি ভুলে গেলেন, ক'বার পানি ঢেলেছেন? আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ক'বার আমি পানি ঢেলেছি? আমি বললাম, আমি তো জানি না! তিনি বললেন, তোমার মা না থাকুক। তুমি কেন মনে রাখলে না? তারপর উযু করতেন নামাযের উযুর ন্যায়। গায়ে পানি ঢেলে দিতেন এবং বলতেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই পবিত্রতা অর্জন করতেন।

٢٤٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ اَنَا اَيُّوْبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُصْمٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسِيْنَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ سَبْعَ مِرَارٍ فَلَمْ يَزَلْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتّٰى جُعِلَتِ الصَّلٰوةُ خَمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَغَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ الثَّوْبِ مَرَّةً.

২৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, প্রথমত নামায ফরয ছিল পঞ্চাশ ওয়াক্ত, আর জানাবাতের জন্য গোসলের নির্দেশ ছিল সাতবার। অনুরূপভাবে কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে তা ধোয়ার হুকুম ছিল সাতবার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবিরাম দোয়া করতে থাকেন (যাতে উম্মাতের জন্য আরো সহজ বিধান দেয়া হয়, তারপর দেয়া হলো দৈনিক পাঁচবার। জানাবাতের জন্য গোসল একবার আর কাপড়ে পেশাব লেগে গেলে তা ধুতে হবে একবার।

٢٤٨- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِىٍّ نَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ نَا مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَانْقُوا الْبِشْرَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْحَارِثُ بْنُ وَجِيْهٍ حَدِيْثُهُ مُنْكَرٌ وَهُوَ ضَعِيْفٌ.

২৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক পশমের নিচে (বা মূলে) জানাবাত (নাপাকী) থাকে। কাজেই পশম (ভাল করে) ধুয়ে নাও ও শরীর পরিচ্ছন্ন কর। আবু দাউদ (র) বলেন, অল-হারিস ইবনে ওয়াজীহ বর্ণিত হাদীসটি মুনকার এবং তিনি হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল।

٢٤٩- حَدَّثَنَا مُوْسَى ابْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِّنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهَا فُعِلَ بِهَا كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ. قَالَ عَلِيٌّ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ شَعْرَ رَأْسِىْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِىْ فَمِنْ ثَمَّ عَادَيْتُ رَأْسِىْ وَكَانَ يَجُزُّ شَعْرَهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.

২৪৯। ‘আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে জানাবাতের গোসলে পশম পরিমাণ স্থান না ধুয়ে ছেড়ে দেবে, তাকে জাহান্নামে এরূপ শাস্তি দেয়া হবে। আলী (রা) বলেন, এজন্যই আমি আমার মাথার দুশমন হয়েছি। এ কারণেই আমি আমার মাথার দুশমন হয়েছি। এরই দরুন আমি আমার মাথার দুশমন হয়েছি। অনন্তর আলী (রা) তার মাথার চুল কেটে ফেলতেন (বা মুড়িয়ে ফেলতেন)। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

بَابُ الْوُضُوْءِ بَعْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ গোসলের পর উযু করা

٢٥٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا زُهَيْرٌ نَا اَبُوْ اِسْحَاقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلٰوةَ الْغَدَاةِ وَلَا اُرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوْءًا بَعْدَ الْغُسْلِ.

২৫০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করে দুই রাক্‌আত নামায পড়তেন এবং ফজরের নামায পড়তেন। কিন্তু আমি তাঁকে গোসলের পর পুনরায় উযু করতে দেখিনি।

بَابُ الْمَرْأَةِ هَلْ تَنْقُضُ شَعْرَهَا عِنْدَ الْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ গোসলের সময় মহিলারা কি তাদের মাথার চুলের বাঁধন খুলবে?

٢٥١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ السَّرْحِ قَالاَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلٰى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَقَالَ زُهَيْرُ اِنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَأَةٌ اَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِىْ اَفَاَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ قَالَ اِنَّمَا يَكْفِيْكِ اَنْ تَحْفِنِىْ عَلَيْهِ ثَلاَثًا وَقَالَ زُهَيْرُ تَحْثِىْ عَلَيْهِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِّنْ مَاءٍ ثُمَّ تُفِيْضِىْ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِكِ فَاِذَا اَنْتِ قَدْ طَهُرْتِ.

২৫১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মুসলিম মহিলা জিজ্ঞেস করলো, যুহাইরের বর্ণনা মতে, উম্মু সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাথার চুল খুব মজবুতভাবে বেঁধে থাকি। জানাবাতের গোসলের সময় কি ঐ চুলের বাঁধন খুলে ফেলবো? তিনি বললেন ঃ অঞ্জলি ভরে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢেলে দিলেই যথেষ্ট হবে। যুহাইরের বর্ণনায় রয়েছে ঃ তিন অঞ্জলি পানি তাতে ঢেলে দেবে। তারপর সমগ্র শরীরে পানি ঢালবে, এতেই তুমি পবিত্র হয়ে যাবে।

٢٥٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا ابْنُ نَافِعٍ يَعْنِى الصَّائِغَ عَنْ أُسَامَةَ عَنِ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ اِلٰى أُمِّ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ فَسَأَلْتُ لَهَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فِيْهِ وَاغْمِزِىْ قُرُوْنَكِ عِنْدَ كُلِّ حَفْنَةٍ.

২৫২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মেয়েলোক উম্মু সালামা (রা)-র নিকট আসল। তারপর উক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তারপর রয়েছে ঃ তিনি বলেন, আমি তার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলাম (প্রথমোক্ত হাদীসের মতই এর পরের বর্ণনা)। তবে তাতে এটুকু বেশী রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন, প্রত্যেক অঞ্জলি (মাথায়) ঢেলে চুলের বেণী নিংড়ে নিবে।

٢٥٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ كَانَتْ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ اَخَذَتْ ثَلاَثًا حَفَنَاتٍ هٰكَذَا تَعْنِىْ بِكَفَّيْهَا جَمِيْعًا فَتَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهَا وَاَخَذَتْ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ فَصَبَّتْهَا عَلٰى هٰذَا الشِّقِّ وَالْاُخْرٰى عَلَى الشِّقِّ الْاٰخَرِ.

২৫৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো গোসল করা আবশ্যক হলে সে তিন অঞ্জলি পানি হাতে নিত। অর্থাৎ উভয় হাতে পানি নিয়ে মাথার উপর ঢেলে দিত। তারপর এক হাতে পানি নিয়ে মাথার এ পাশে আবার অপর হাতে পানি নিয়ে মাথার ওপাশে ঢালতো।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর স্ত্রীগণ গোসলের সময় মাথার বেণী খুলতেন না। চুলের মূলে পানি পৌছিয়ে দেয়াই যথেষ্ট মনে করতেন।

٢٥٤- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَغْتَسِلُ وَعَلَيْنَا الضِّمَادُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحِلاَّتٍ وَمُحْرِمَاتٍ.

২৫৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাথার চুল-বন্ধনী (কাপড়) সহকারেই আমরা গোসল করতাম। তখন আমরা থাকতাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে, ইহরামবিহীন অবস্থায় ও ইহরাম বাঁধা অবস্থায়।

٢٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قَرَأْتُ فِىْ اَصْلِ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ ابْنُ عَوْفٍ وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ اَبِيْهِ ثَنِىْ ضَمْضَمُ بْنُ زُرْعَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ اَفْتَانِىْ جُبَيْرُ بْنُ نُفَيْرٍ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ اَنَّ ثَوْبَانَ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُمْ اسْتَفْتَوُا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اَمَّا الرَّجُلُ فَلْيَنْشُرْ رَأْسَهُ فَلْيَغْسِلْهُ حَتّٰى يَبْلُغَ اُصُوْلَ الشَّعْرِ وَاَمَّا الْمَرْأَةُ فَلاَ عَلَيْهَا اَنْ لاَ تَنْقُضَهُ لِتَغْرِفَ عَلٰى رَأْسِهَا ثَلٰثَ غَرَفَاتٍ بِكَفَّيْهَا.

২৫৫। শুরায়হ্ ইবনে ওবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুবাইর ইবনে নুফায়ের আমাকে জানাবাতের গোসল সম্পর্কে ফতোয়া দিয়েছেন যে, সাওবান (রা) তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে ফতোয়া চেয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ পুরুষ তার মাথা খুলে চুল ধুয়ে নেবে, যাতে পানি চুলের গোড়ায় যথারীতি পৌছে যায়। তবে মেয়েলোকের মাথা না খুললে কোন ক্ষতি নেই। উভয় হাতের তিন অঞ্জলি পানি মাথায় দিলেই তাদের চলবে।

بَابُ فِي الْجُنُبِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ

অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ নাপাক ব্যক্তির খেতমী দ্বারা মাথা ধৌত করা

٢٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ نَا شَرِيْكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنُبٌ يَجْتَزِئُ بِذَالِكَ وَلَايَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

২৫৬। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেত্‌মী মিশ্রিত পানি দ্বারা জানাবাতের গোসল করতেন। এতেই যথেষ্ট হতো, দ্বিতীয়বার পানি ঢালতেন না। (খেত্‌মী এক ধরনের উদ্ভিদ যা দ্বারা ঔষধ ইত্যাদি তৈরি করা হয়)।

بَابُ فِيمَا يَفِيْضُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ

অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত পানির হুকুম

٢٥٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ نَا يَحْيَى بْنُ اٰدَمَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ بَنِي سُوَاءَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَائِشَةَ فِيمَا يَفِيْضُ بَيْنَ الرَّجُلَ وَالْمَرْأَةِ مِنَ الْمَاءِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ كَفًّا مِّنْ مَاءٍ يَصُبُّ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَأْخُذُ كَفًّا مِّنْ مَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّهُ عَلَيْهِ.

২৫৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে পানি প্রবাহিত হয় সে সম্পর্কে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা বীর্য লাগার স্থানে ঢেলে দিতেন। পরে আরেক অঞ্জলি পানি নিয়ে তা শরীরে ঢেলে দিতেন।

টীকা ঃ 'স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রবাহিত পানির' অর্থ স্বামী-স্ত্রীর গোসলে ব্যবহৃত পানির ছিটা-ফোটা পানির পাত্রে পড়ে গেলে তাতে ঐ পানি অপবিত্র হবে না।

بَابُ مُؤَاكَلَةِ الْحَائِضِ وَمُجَامِعَتِهَا

অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একত্রে আহার করা ও মেলামেশা করা

٢٥٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ الْيَهُوْدَ كَانَتْ اِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ اَخْرَجُوْهَا مِنَ الْبَيْتِ وَلَمْ يُؤَكِلُوْهَا وَلَمْ يُشَارِبُوْهَا وَلَمْ يُجَامِعُوْهَا

فِى الْبَيْتِ فَسُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَالِكَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرَهُ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِى الْمَحِيْضِ وَلاَ تَقْرَبُوْهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَامِعُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ وَاصْنَعُوْا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ فَقَالَتِ الْيَهُوْدُ مَا يُرِيْدُ هٰذَا الرَّجُلُ اَنْ يَّدَعَ شَيْئًا مِّنْ اَمْرِنَا اِلاَّ خَالَفَنَا فِيْهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْيَهُوْدَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا اَفَلاَ نَنْكَحُهُنَّ فِى الْمَحِيْضِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِّنْ لَبَنٍ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ فِىْ اٰثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَظَنَنَّا اَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

২৫৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহূদীদের নিয়ম ছিল, তাদের মেয়েলোকের যখন মাসিক ঋতু আরম্ভ হতো, তাকে তারা ঘর থেকে বের করে দিতো। তার সাথে খাবার খেতো না, কিছু পানও করতো না। তার সাথে এক ঘরে বসবাসও করতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেন ঃ "তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, হায়েয সম্পর্কে নির্দেশ কি? বলো, তা অপবিত্র। কাজেই তখন তোমরা সহবাস বর্জন করবে এবং পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত সংগম করবে না। তারা যখন পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের নিকট যাও ঠিক সেভাবে যেভাবে যেতে আল্লাহ তোমাদের আদেশ করেছেন। যারা পাপকাজ থেকে বিরত থাকে ও পবিত্রতা অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন" (সূরা বাকারা ঃ ২২২ আয়াত)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (হায়েয অবস্থায়) তাদের সাথে তোমরা একই ঘরে অবস্থান করো এবং সব কাজ করো (যেমন খাওয়া-দাওয়া, ওঠা-বসা ও আদর-সোহাগ ইত্যাদি) শুধু সহবাস ছাড়া। ইহূদীরা শুনে বললো, এ লোক (মুহাম্মাদ) চায়, যেন এমন কোন বিষয় অবশিষ্ট না থাকে যাতে সে আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করবে না। উসাইদ ইবনে হুদায়ের ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ইহূদীরা এরূপ এরূপ বলেছে। তাহলে ঋতু অবস্থায় কি আমরা তাদের সাথে সহবাস করবো না? তাতে রাসূলুল্লাহ (সা)

অসন্তুষ্ট হন এমনকি আমরা মনে করলাম, হয়ত তাদের ওপর তিনি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। এরপর তারা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কোথাও থেকে দুধ হাদিয়া আসলো। তিনি তাদের ডেকে দুধ পান করালেন। তখন আমরা বুঝলাম তাদের ওপর তাঁর (সা) কোন ক্রোধ বা রাগ নেই।

٢٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَتَعَرَّقُ الْعَظْمَ وَاَنَا حَائِضٌ فَأُعْطِيْهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَمَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ فِيْهِ وَضَعْتُهُ وَاَشْرَبُ الشَّرَابَ فَأُنَاوِلُهُ فَيَضَعُ فَمَهُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ كُنْتُ اَشْرَبُ مِنْهُ.

২৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হাড় চুষে খেতাম হায়েয অবস্থায়। তারপর আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঐ হাড় দিতাম। তিনিও তাঁর মুখ হাড়ের ঐ স্থানে লাগাতেন, যেখানে আমি লাগিয়েছি। আবার পানীয় দ্রব্য পান করে আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে দিতাম। তিনি তাঁর মুখ ঐ স্থানে রেখেই পানীয় দ্রব্য পান করতেন যেখানে মুখ লাগিয়ে আমি পান করেছি।

٢٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِىْ حَجْرِىْ فَيَقْرَأُ وَاَنَا حَائِضٌ.

২৬০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম আমার হায়েয অবস্থায় আমার কোলে মাথা রেখে কুরআন শরীফ পড়তেন।

بَابُ الْحَائِضِ تَنَاوَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ ঃ ঋতুবতী মেয়েলোকের মসজিদ থেকে কিছু লওয়া

٢٦١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاوِلِيْنِى الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ قُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِىْ يَدِكِ.

২৬১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ঘর থেকে) বললেন ঃ আমাকে মসজিদ থেকে নামাযের চাটাই

এনে দাও। আমি বললাম, আমি ঋতুবতী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসালাম বললেন ঃ তোমার হায়েয তো আর তোমার হাতে লেগে নেই।

টীকা ঃ হায়েয অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ নিষিদ্ধ। তবে বাইরে থেকে টানা দিয়ে মসজিদ থেকে কিছু নেয়া জায়েয।

بَابُ فِي الْحَائِضِ لاَ تَقْضِي الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-১০৫ ঃ ঋতুবতী মেয়েলোক কাযা নামায পড়বে না

٢٦٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اسْمَاعِيلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوبُ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ اِنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ اَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلٰوةَ فَقَالَتْ اَحَرُوْرِيَّةٌ اَنْتِ لَقَدْ كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ نَقْضِيْ وَلاَ نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ.

২৬২। মু'আযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলো, ঋতুবতী মেয়েলোক কি নামাযের কাযা আদায় করবে? তিনি বললেন, তুমি কি 'হারূরিয়্যা'? আমাদের তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়ে হায়েয হতো। আমরা নামাযের কাযা করতাম না এবং আমাদেরকে কাযা আদায় করার হুকুমও দেয়া হতো না।

টীকা ঃ খারেজী সম্প্রদায়ের একটি শাখার নাম হারূরিয়্যা। এদের মতে ঋতুবতী মেয়েলোকের জন্য নামাযের কাযা করা জরুরী। কুফার নিকটস্থ হারূরা নামক স্থানের নামানুসারে এদের হারূরী নামকরণ করা হয়েছে। তাদের নেতার নাম ছিল দাসম খারেজী। হযরত আলী (রা)-র সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল।

٢٦٣- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو اَنَا سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَزَادَ فِيْهِ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلٰوةِ.

২৬৩. মু'আযা আল-আদাবিয়্যা (র) আয়েশা (রা) থেকে উক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে আরো আছে ঃ আমাদেরকে রোযা কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতো। কিন্তু নামাযের কাযা আদায়ের নির্দেশ দেয়া হতো না।

بَابُ فِيْ اِتْيَانِ الْحَائِضِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ ঃ ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাসের কাফ্ফারা

٢٦٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الَّذِىْ يَأْتِىْ اِمْرَأَتَهُ وَهِىَ حَائِضٌ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ. قَالَ اَبُو دَاوُدَ هٰكَذَا الرِّوَايَةُ الصَّحِيْحَةُ قَالَ دِيْنَارٍ اَوْ نِصْفِ دِيْنَارٍ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ شُعْبَةُ.

২৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যে ব্যক্তি হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে সহবাস করে তার সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সে যেন এক দীনার সদাকা করে অথবা আধা দীনার। আবু দাউদ বলেন, সহীহ্ বর্ণনাসমূহে এরূপই রয়েছে। তিনি বলেন, এক দীনার অথবা আধা দীনার। শো'বা কখনো এ হাদীস 'মরফূ' হিসেবে বর্ণনা করেননি।

٢٦٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ نَا جَعْفَرٌ يَّعْنِى ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِىِّ عَنْ اَبِى الْحَسَنِ الْجَزَرِىِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِذَا اَصَابَهَا فِىْ اَوَّلِ الدَّمِ فَدِيْنَارٌ وَاِذَا اَصَابَهَا فِىْ اِنْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِيْنَارٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ عَنْ مِقْسَمٍ.

২৬৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হায়েযের প্রারম্ভিক অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করলে তার কাফ্ফারা দিতে হবে এক দীনার। আর হায়েয বন্ধ হওয়ার কাছাকাছি সময় সহবাস করলে দিতে হবে আধা দীনার।

٢٦٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ نَا شَرِيْكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِاَهْلِهِ وَهِىَ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ عَلِىُّ ابْنُ بَذِيْمَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً. وَرَوَى الْاَوْزَاعِىُّ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَمَرَهُ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِخُمْسَىْ دِيْنَارٍ وَهٰذَا مُعْضَلٌ.

২৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হায়েয অবস্থায় কেউ তার স্ত্রীর সাথে সহবাস করলে কাফ্ফারাস্বরূপ সে অর্ধ দীনার সদাকা করবে। আবু দাউদ বলেন, আলী ইবনে বাযীমা (র) মিকসামের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এরূপই মুরসাল হিসেবে বর্ণনা করেছেন। অপর

এক বর্ণনায় আবদুল হামীদ ইবনে আবদুর রহমান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। বর্ণনাকারী (উমার ইবনুল খাত্তাব) বলেন ঃ নবী (সা) তাকে দুই-পঞ্চমাংশ দীনার সদাকা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটি মু'দাল হাদীস।

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُوْنَ الْجِمَاعِ

অনুচ্ছেদ-১০৭ ঃ যে ব্যক্তি ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য কিছু করে

٢٦٧- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ ثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَبِيْبٍ مَوْلٰى عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُوْنَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ اِذَا كَانَ عَلَيْهَا اِزَارٌ اَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ اَوِالرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ.

২৬৭। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের কারো সাথে মেলামেশা করতেন, তখন তিনি হায়েয অবস্থায় থাকতেন, তিনি রানের মাঝামাঝি অথবা হাঁটু পর্যন্ত ইযার পরিহিত থাকতেন।

টীকা ঃ মূল শব্দ রয়েছে 'মোবাশেরাত'। এর মানে মেলামেশা, ওঠাবসা, স্পর্শ করা ইত্যাদি, সহবাস নয়।

٢٦٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ اِحْدَانَا اِذَا كَانَتْ حَائِضًا اَنْ تَتَّزِرَ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا وَقَالَتْ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا.

২৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ যখন ঋতুবতী হতো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইযার শক্ত করে পরিধানের নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তিনি তার সাথে শয়ন বা মেলামেশ করতেন।

٢٦٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبْحٍ قَالَ سَمِعْتُ خِلَاسًا الْهَجَرِيَّ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ كُنْتُ اَنَا وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيْتُ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَاَنَا حَائِضٌ طَامِثٌ فَاِنْ اَصَابَهُ مِنِّيْ شَيْئٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ وَاِنْ اَصَابَ تَعْنِيْ ثَوْبَهُ مِنْهُ شَيْئٌ غَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمَّ صَلّٰى فِيْهِ.

২৬৯। আয়েশা (রা) বলেন, আমি ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কম্বলের মধ্যে রাত কাটাতাম। আর আমি হায়েয অবস্থায় থাকতাম। আমার রক্ত তাঁর শরীরে লেগে গেলে তিনি শুধু ঐ স্থানই ধুয়ে ফেলতেন, অতিরিক্ত কোন অংশ ধুতেন না, তারপর নামায পড়তেন। আর রক্ত যদি তাঁর কাপড়ে লেগে যেতো, তাহলে শুধু ঐ স্থানটুকুই ধুয়ে নিয়ে ঐ কাপড়ে নামায পড়তেন, এর অতিরিক্ত কিছু ধুতেন না।

٢٧٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ يَعْنِى ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غُرَابٍ قَالَ اِنَّ عَمَّةً لَهُ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِحْدَانَا تَحِيْضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا اِلاَّ فِرَاشٌ وَاحِدٌ قَالَتْ اُخْبِرُكِ بِمَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ فَمَضٰى اِلٰى مَسْجِدِهٖ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ تَعْنِىْ مَسْجِدَ بَيْتِهٖ فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتّٰى غَلَبَتْنِىْ عَيْنِىْ وَاَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ اُدْنِىْ مِنِّىْ فَقُلْتُ اِنِّىْ حَائِضٌ فَقَالَ وَاِنْ اكْشِفِىْ عَنْ فَخِذَيْكِ فَكَشَفْتُ فَخِذَىَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلٰى فَخِذَىَّ وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتّٰى دَفِىءَ وَنَامَ.

২৭০। উমারা ইবনে গুরাব (র) থেকে বর্ণিত। তার এক ফুফু আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের মধ্যে (কখনো) কারো ঋতুস্রাব হয়। তার কাছে স্বামী-স্ত্রীর জন্য একটি মাত্র বিছানা থাকে (এ অবস্থায় তার কি করা কর্তব্য)? আয়েশা বলেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ (সা) রাতের বেলা ঘরে আসলেন। আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম। তিনি (ঘরের) নামাযের স্থানে চলে গেলেন। তিনি ফিরে আসতে আসতে আমার তন্দ্রা এসে গেল। আর ঠাণ্ডায় তাঁর কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ আমার কাছে আসো। আমি বললাম, আমার তো ঋতুস্রাব হয়েছে। তিনি বললেন ঃ হোক না। তোমার উরু উন্মুক্ত করো। আমি আমার উরু উন্মুক্ত করলাম। তিনি তাঁর মুখ ও বক্ষ আমার রানের ওপর রাখলেন। আমি উপর থেকে তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়লাম। তিনি গরম হলেন ও ঘুমিয়ে পড়লেন।

٢٧١- حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى الْيَمَانِ عَنْ اُمِّ ذَرَّةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اِذَا حِضْتُ نَزَلْتُ عَنِ الْمِثَالِ عَلَى الْحَصِيْرِ فَلَمْ نَقْرَبْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ نَدْنُ مِنْهُ حَتّٰى نَطْهُرَ.

২৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ঋতুস্রাব হলে আমি বিছানা

ছেড়ে চাটাইয়ে চলে আসতাম। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আমি আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হতাম না।

٢٧٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا اَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا اَلْقى عَلٰى فَرْجِهَا ثَوْبًا.

২৭২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন এক স্ত্রী থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে কিছু করতে চাইলে তার লজ্জাস্থানের ওপর কাপড় ফেলে দিতেন।

٢٧٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْمُرُنَا فِيْ فَرْجِ حَيْضِنَا اَنْ نَتَّزِرَ ثُمَّ يُبَاشِرُنَا وَاَيُّكُمْ يَمْلِكُ اَرَبَهُ كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ اَرَبَهُ.

২৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের হায়েযের প্রথম অবস্থায়– যখন অধিক স্রাব হয় (নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত) শক্ত করে ইযার পরিধানের নির্দেশ দিতেন। তারপর আমাদের সাথে মেলামেশা করতেন। আর তোমাদের মধ্যে কে-ই বা তার উত্তেজনার মুহূর্তে নিজেকে সংযত রাখতে সক্ষম, যেরূপ সক্ষম ছিলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম?

بَابٌ فِي الْمَرْاَةِ تُسْتَحَاضُ وَمَنْ قَالَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ মুস্তাহাযা মহিলাদের বর্ণনা। আর যে ব্যক্তি বলে, সে নামায ত্যাগ করবে

٢٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا اُمُّ سَلَمَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِتَنْظُرْ عِدَّةَ اللَّيَالِيَ وَالْاَيَّامِ الَّتِيْ كَانَتْ تَحِيْضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ اَنْ يُّصِيْبَهَا الَّذِيْ اَصَابَهَا فَلْتَتْرُكِ الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذَالِكَ مِنَ الشَّهْرِ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذَالِكَ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ.

২৭৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক মহিলার রক্তস্রাব হতো। উম্মু সালামা (রা) ঐ মহিলার জন্য কি হুকুম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তার কর্তব্য হলো, ইস্তেহাযায় অক্রান্ত হবার আগে মাসের যে ক'দিন তার হায়েয হতো তা খেয়াল করে গুণে রাখবে এবং প্রতি মাসে সেই ক'দিন সে নামায ছেড়ে দেবে। ঐ ক'দিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যেন সে গোসল করে, তারপর পট্টি বেঁধে যেন নামায পড়ে (এ অবস্থায় রক্ত বের হলেও উযু অথবা নামায ভংগ হবে না)।

টীকা ঃ মেয়েলোকের মাসিক ঋতুস্রাব সাধারণত কমপক্ষে তিনদিন ও উর্ধ্বে দশদিন অব্যাহত থাকে। এ সময়সীমার চাইতে কম বা বেশী সময় স্রাব হলে তা নিয়মিত হায়েযের মধ্যে গণ্য নয়। তা হচ্ছে 'ইস্তেহাযা' বা এক ধরনের রোগবিশেষ (রক্ত প্রদর)। যার এ রোগ হয় তাকে বলা হয় মুস্তাহাযা।

٢٧٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالاَ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ اَنَّ رَجُلاً اَخْبَرَهُ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمُ فَذَكَر مَعْنَاهُ قَالَ فَاِذَا خَلَّفَتْ ذَالِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْتَغْتَسِلْ بِمَعْنَاهُ.

২৭৫। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। এক মহিলার (ফাতিমা বিনতে আবী হুবাইশ) রক্তস্রাব অত্যধিক ছিল। বর্ণনাকারী লাইস উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করে বলেন, যখন হায়েযের সময়সীমা পার হয়ে যাবে ও নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন যেন সে গোসল করে নেয়... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٧٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا اَنَسٌ يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ فَذَكَرَ مَعْنٰى حَدِيْثِ اللَّيْثِ قَالَ فَاِذَا خَلَّفَتْهُنَّ وَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَسَاقَ مَعْنَاهُ.

২৭৬। জনৈক আনসারী কর্তৃক বর্ণিত। এক মহিলার রক্তস্রাবজনিত রোগ হলো। তারপর বর্ণনাকারী উবায়দুল্লাহ পূর্বোক্ত লাইসের হাদীসের মতই বর্ণনা করে বলেন, যখন তাদের হায়েযের সময়সীমা অতিবাহিত হবে এবং নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন যেন তারা গোসল করে নেয়... এরপর আগের মতই বর্ণনা করেছেন।

٢٧٧- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِىٍّ نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ بِاِسْنَادِ اللَّيْثِ وَمَعْنَاهُ قَالَ فَلْتَتْرُكِ

الصَّلٰوةَ قَدْرَ ذَالِكَ ثُمَّ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَلْتَغْتَسِلْ وَلاَ تَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّىْ.

২৭৭। নাফে (লাইসের) ২৭৫ নং হাদীসের সূত্র ও অর্থানুরূপ বর্ণনা করে বলেন, সে যেন হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়। তারপর থেকে যখন নামাযের সময় হয়, তখন যেন গোসল করে এবং পট্টি বেঁধে নামায পড়ে।

٢٧٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا وُهَيْبٌ نَا اَيُّوْبُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيْهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ وَتَغْتَسِلُ فِيْمَا سِوٰى ذَالِكَ وَتَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمَّى الْمَرْاَةَ الَّتِىْ كَانَتْ اُسْتُحِيْضَتْ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ.

২৭৮। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি উম্মু সালামা (রা) থেকে উক্ত ঘটনাই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, সে যেন নামায ছেড়ে দেয়। আর ঐ সময় ছাড়া বাকি সময় যেন সে গোসল করে নেয় ও কাপড়ের নেকড়া বেঁধে নামায পড়ে।' আবু দাউদ বলেন, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ আইয়ুবের মাধ্যমে বলেছেন, এ হাদীসে বর্ণিত উক্ত মুস্তাহাযা মহিলার নাম ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা)।

٢٧٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَرَاَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلْاٰنَ دَمًا فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمْكُثِىْ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ قُتَيْبَةُ بَيْنَ اَضْعَافِ حَدِيْثِ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيْعَةَ فِىْ اٰخِرِهَا وَرَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَيُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّيْثِ فَقَالاَ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ.

২৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তার পানির পাত্র রক্তে পরিপূর্ণ দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যে ক'দিন তুমি হায়েযের দরুন নামায থেকে বিরত থাকতে, ঐ ক'দিন তুমি বিরত থাকবে, তারপর গোসল করে নাও।

٢٨٠- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِيْ حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ اَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَتْ اِلَيْهِ الدَّمَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ فَانْظُرِيْ اِذَا اَتٰى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّىْ فَاِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِيْ ثُمَّ صَلِّىْ مَا بَيْنَ الْقَرْءِ اِلَى الْقَرْءِ.

২৮০। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট রক্তস্রাবের বিষয়ে অভিযোগ করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এটা একটা বিশেষ রগ থেকে নির্গত রক্ত। তুমি লক্ষ্য রাখবে, যখন তোমার হায়েযের সময় আসবে, তখন থেকে নামায পড়বে না যখন হায়েযের সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন পবিত্র হয়ে যাবে (অর্থাৎ গোসল করবে), তারপর নামায পড়বে পরবর্তী হায়েয পর্যন্ত।

٢٨١- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ سُهَيْلٍ يَعْنِى ابْنَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا اَمَرَتْ اَسْمَاءَ اَوْ اَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِىْ اَنَّهَا اَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنْ تَسْأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَقْعُدَ الْاَيَّامَ الَّتِىْ كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّىَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ شَيْئًا وَزَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِىْ حَدِيْثِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَسَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَيْسَ هٰذَا فِىْ حَدِيْثِ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِىِّ اِلاَّ مَا ذَكَرَ سُهَيْلُ بْنُ اَبِىْ صَالِحٍ. وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِىُّ هٰذَا

الْحَدِيْثَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ لَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَاءِهَا. وَرَوَتْ قَمِيْرُ بِنْتُ عَمْرٍو زَوْجُ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتْرُكُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ. وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهَا اَنْ تَتْرُكَ الصَّلٰوةَ قَدْرَ اَقْرَائِهَا وَرَوٰى اَبُوْ بِشْرٍ جَعْفَرُ بْنُ اَبِىْ وَحْشِيَّةَ وَعَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَذَكَر مِثْلَهُ. وَرَوٰى شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ وَعَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ. وَرَوٰى الْعَلاَءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ اِنَّ سَوْدَةَ اُسْتُحِيْضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَضَتْ اَيَّامُهَا اِغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَرَوٰى سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَعَنْ عَلِيٍّ وَّابْنِ عَبَّاسٍ الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ اَيَّامَ قُرْءِهَا وَكَذَالِكَ رَوَاهُ عَمَّارٌ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَطَلْقُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ مَعْقِلُ الْخَثْعَمِيُّ عَنْ عَلِيٍّ. وَكَذٰلِكَ رَوَى الشَّعْبِيُّ عَنْ قَمِيْرَةَ اِمْرَأَةِ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكْحُوْلٍ وَاِبْرَاهِيْمَ وَسَالِمٍ وَالْقَاسِمِ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا.

২৮১। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আসমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অথবা আসমা-ই আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করার জন্য। রাসূলুল্লাহ (সা) নির্দেশ দিলেন, পূর্বে যে ক'দিন অপেক্ষা করতো (হায়েযের জন্য) এখনো ঐ ক'দিন অপেক্ষা করে তারপর গোসল করে নেবে।... যয়নাব বিনতে উম্মু সালামা বর্ণনা করেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শের ইস্তেহাযা শুরু হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন, তারপর

গোসল করে নামায পড়ার হুকুম করেন। আবু দাউদ (র) বলেন, কাতাদা (র) উরওয়া (র) থেকে কিছু শোনেননি। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবার ইস্তেহাযা ছিল। তিনি নবী (সা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আবু দাউদ বলেন, এটা ইবনে উয়াইনার ধারণাবিশেষ। এটা যুহরী থেকে হাদীসের হাফেযগণ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ নেই, শুধু তাই আছে যা সুহাইল ইবনে আবু সালেহ বর্ণনা করেছেন। আর হুমাইদীও এ হাদীস ইবনে উয়াইনা থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে 'হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার' কথাটুকু উল্লেখ নেই।... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মুস্তাহাযা হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। তারপর গোসল করবে। আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (মুস্তাহাযাকে) হায়েযের সময়সীমা পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।... ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করে বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ (রা) রক্ত প্রদর রোগে আক্রান্ত হলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আদী ইবনে সাবিত, তার পিতা, তার দাদার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন ঃ মুস্তাহাযা মাসিকের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর গোসল করে নামায পড়বে।... আবু জা'ফার থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাওদা (রা)-এর ইস্তেহাযা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন, যখন হায়েযের মুদ্দত শেষ হয়ে যাবে, তখন গোসল করবে ও নামায পড়বে।... আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুস্তাহাযা মাসিকের দিনগুলোতে বসে থাকবে (অর্থাৎ নামায পড়বে না)। এরূপই বর্ণনা করেছেন বনী হাশিমের মাওলা আম্মার ও তালক ইবনে হাবীব (র) ইবনে আব্বাস (রা) থেকে অন্যান্যরা। আবু দাউদ (র) বলেন, আল-হাসান, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, আতা, মাকহূল, ইবরাহীম, সালেম ও আল-কাসিমের এটাই অভিমত যে, মুস্তাহাযা (রক্ত প্রদরের রোগিণী) হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দিবে।

بَابُ مَنْ رَوٰى اَنَّ الْحَيْضَةَ اِذَا اَدْبَرَتْ لاَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ হায়েয শেষ হয়ে গেলে নামায তরক করা যাবে না

٢٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ قَالاَ ثَنَا زُهَيْرٌ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ جَاءَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّىْ امْرَاَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ اَطْهُرُ اَفَاَدَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ اِنَّمَا ذَالِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاِذَ اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِ الصَّلٰوةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْسِلِىْ عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّىْ.

২৮২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, আমি একজন ইস্তেহাযা আক্রান্ত রোগী। কখনো আমি পবিত্র হই না। আমি কি নামায ছেড়ে দিব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এটা একটা রগ (যা থেকে রক্ত নির্গত হয়), হায়েয নয়। যখন হায়েয আসবে তখন নামায ছেড়ে দিবে। আর যখন হায়েযের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমার রক্ত ধুয়ে (গোসল করে) নিয়ে নামায পড়বে।

٢٨٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامٍ بِإِسْنَادِ زُهَيْرٍ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلٰوةَ فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي.

২৮৩। হিশাম (র) যুহাইরের সনদে একই অর্থবোধক হাদীস বর্ণনা করেন। নবী (সা) বলেন, যখন ঋতুস্রাব এসে যাবে, নামায ছেড়ে দিবে। অতঃপর যখন ঋতুস্রাবের মেয়াদ পার হয়ে যাবে তখন রক্ত ধুয়ে নিয়ে (অর্থাৎ গোসল করে) নামায পড়বে।

بَابُ إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَدَعُ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ হায়েয শুরু হলে নামায পড়া বর্জন করবে

٢٨٤- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا أَبُوْ عَقِيلٍ عَنْ بُهَيَّةَ قَالَتْ سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ عَنْ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأُهْرِيقَتْ دَمًا فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آمُرَهَا فَلْتَنْظُرْ قَدْرَمَا كَانَتْ تَحِيضُ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيْمٌ فَلْتَعْتَدَّ بِقَدْرِ ذَالِكَ مِنَ الْأَيَّامِ ثُمَّ لَتَدَعِ الصَّلٰوةَ فِيْهِنَّ أَوْ بِقَدْرِهِنَّ ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ ثُمَّ لِتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي.

২৮৪। বুহায়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি, এক মেয়েলোক আয়েশা (রা)-কে ঐ মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে যার হায়েয বিগড়ে গেছে, যার রক্তস্রাব অনবরত জারী থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (আয়েশাকে) নির্দেশ দিলেন আমি যেন তাকে বলে দেই ঃ হায়েয নিয়মিত থাকাকালীন তার যে ক'দিন হায়েয হত তা যেন গণনা করে ততোদিন সে অপেক্ষা করে এবং ঐ সময় পরিমাণ নামায ছেড়ে দেয়, তারপর গোসল করে পট্টি বেঁধে নামায পড়ে।

٢٨٥- حَدَّثَنَا ابْنُ عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ أَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ

وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اُسْتُحِيْضَتْ
سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ
هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ الْاَوْزَاعِىُّ فِىْ هٰذَا
الْحَدِيْثِ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ
اُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِىَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ عَوْفٍ سَبْعَ
سِنِيْنَ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ
فَدَعِى الصَّلَاةَ فَاِذَا اَدْبَرَتْ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ
هٰذَا الْكَلَامَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِ الزُّهْرِىِّ غَيْرُ الْاَوْزَاعِىِّ. وَرَوَاهُ عَنِ
الزُّهْرِىِّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ وَيُوْنُسُ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ وَمَعْمَرٌ
وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيْرٍ وَابْنُ اِسْحَاقَ وَسُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ وَلَمْ يَذْكُرُوْا هٰذَا الْكَلَامَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَاِنَّمَا هٰذَا لَفْظُ حَدِيْثِ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَزَادَ بْنُ عُيَيْنَةَ
فِيْهِ اَيْضًا اَمَرَهَا اَنْ تَدَعَ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا وَهُوَ وَهْمٌ مِّنْ ابْنِ
عُيَيْنَةَ. وَحَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ فِيْهِ شَيْءٌ يَقْرُبُ مِنَ
الَّذِىْ زَادَ الْاَوْزَاعِىُّ فِىْ حَدِيْثِهِ.

২৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালিকা ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ সাত বছর যাবত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ বিষয়ে মাসআলা জিজ্ঞেস করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হায়েয নয় বরং এটা রগবিশেষ থেকে নির্গত রক্ত। কাজেই তুমি গোসল করে নামায পড়ো। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসে আওযায়ী (র) যুহরী, উরওয়া, উমরাহ, আয়েশা (রা) বলেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফের স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শ (রা) সাত বছর যাবত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন ঃ যখন তোমার হায়েয আসে তখন নামায ছেড়ে দিবে, আর যখন হায়েয চলে যাবে গোসল করে নামায পড়বে।

আবূ দাঊদ (র) বলেন, উপরোক্ত বক্তব্য আওযায়ী (র) ব্যতীত যুহ্‌রীর আর কোন শিষ্য উল্লেখ করেননি। যুহ্‌রী (র) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন আমর ইবনুল হারিছ, লাইছ, ইউনুস, ইবনে আবূ যেব, মা'মার, ইবরাহীম ইবনে সা'দ, সুলায়মান ইবনে কাছীর, ইবনে ইসহাক ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা প্রমুখ। তারা উপরোক্ত বক্তব্য উল্লেখ করেননি।

আবূ দাঊদ (র) বলেন, ইবনে উয়াইনাও তাতে শব্দগত কিছু বাড়িয়ে বলেছেন ঃ 'নবী (সা) তাকে হায়েযের দিনগুলোতে নামায ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেন'। তবে এটা ইবনে উয়াইনার ধারণাবিশেষ। এছাড়া যুহরী থেকে মুহাম্মাদ ইবনে আমর বর্ণিত হাদীসে যা কিছু রয়েছে, তা আওযায়ী বর্ণিত হাদীসেরই কাছাকাছি।

٢٨٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَّعْنِى ابْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ قَالَ اِنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذَالِكَ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ فَاِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ابْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ مِّنْ كِتَابِهِ هٰكَذَا ثُمَّ حَدَّثَنَا بِهِ بَعْدُ حِفْظًا. قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى اَنَسُ بْنُ سِيْرِيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ اِذَا رَأَتِ الدَّمَ الْبَحْرَانِىَّ فَلاَ تُصَلِّىْ وَاِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّىْ. قَالَ مَكْحُوْلٌ اِنَّ النِّسَاءَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ اِنَّ دَمَهَا اَسْوَدُ غَلِيْظٌ فَاِذَا ذَهَبَ ذَالِكَ وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيْقَةً فَاِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوٰى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْىَ بْنِ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ اِذَا اَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ تَرَكَتِ الصَّلٰوةَ وَاِذَا اَدْبَرَتْ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ. وَرَوٰى سُمَىٌّ وَغَيْرُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ تَجْلِسُ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ

يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَى يُوْنُسُ عَنِ الْحَسَنِ الْحَائِضُ اِذَا مَدَّ بِهَا الدَّمُ تُمْسِكُ بَعْدَ حَيْضَتِهَا يَوْمًا اَوْ يَوْمَيْنِ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. وَقَالَ التَّيْمِيُّ عَنْ قَتَادَةَ اِذَا زَادَ عَلَى اَيَّامِ حَيْضِهَا خَمْسَةُ اَيَّامٍ فَلْتُصَلِّ. قَالَ التَّيْمِيُّ فَجَعَلْتُ اَنْقُصُ حَتَّى بَلَغْتُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ اِذَا كَانَ يَوْمَيْنِ فَهُوَ مِنْ حَيْضِهَا. وَسُئِلَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْهُ فَقَالَ النِّسَاءُ اَعْلَمُ بِذَالِكَ.

২৮৬। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার রক্তস্রাব হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ হায়েযের রক্ত কালো হয়ে থাকে, তা (দেখলেই) চেনা যায়। যদি এ রক্ত হয় তাহলে নামায থেকে বিরত থাকবে। আর যদি অন্য রকম হয় তাহলে উযু করে নামায পড়বে। কারণ তা হচ্ছে একটি রগ থেকে নির্গত রক্ত।... আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমার রক্তস্রাব হয়েছিল... তারপর অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, আনাস ইবনে সীরীন ইবনে আব্বাস (রা) থেকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেছেন ঃ যদি সে গাঢ়, প্রচুর ও ব্যাপক রক্ত দেখে তাহলে নামায পড়বে না। আর পবিত্রতা দেখলে– যদিও তা অল্প কিছুক্ষণের জন্য হয়– গোসল করে নামায পড়বে।

মাকহূল বলেন, মেয়েলোকদের নিকট হায়েযের রক্ত অস্পষ্ট বা অজানা কিছু নয়। হায়েযের রক্ত গাঢ় কালো রংয়ের হয়ে থাকে। এটা শেষ হয়ে হালকা হলুদ বর্ণ ধারণ করলে তা-ই ইস্তেহাযা। তখন তার গোসল করে নামায পড়া কর্তব্য।... সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব মুস্তাহাযা সম্পর্কে বলেন, হায়েয শুরু হলে নামায ছেড়ে দেবে। আর তা শেষ হয়ে গেলে গোসল করে নামায পড়বে।

সুমাই' প্রমুখ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব থেকে আরো বর্ণনা করেছেন ঃ হায়েযের দিনগুলোতে যেন বসে থাকে (অপেক্ষা করে)।... আবু দাউদ বলেন, ইউনুস হাসান থেকে বর্ণনা করেন, ঋতুবতী মেয়েলোকের রক্তস্রাব অধিক দিন অব্যাহত থাকলে হায়েযের পর একদিন অথবা দু'দিন নামায পড়া থেকে বিরত থাকবে। তারপর সে মুস্তাহাযা গণ্য হবে। আত-তায়মী কাতাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তার হায়েযের দিন থেকে যদি পাঁচ দিন অতিরিক্ত অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে সে নামায পড়বে। আত-তায়মী আরো বলেন, আমি তা কমিয়ে দুই দিন ধার্য করেছি। অতএব ঐ দুই দিন হায়েযের মধ্যে গণ্য হবে। ইবনে সীরীনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, মহিলারা এ বিষয়ে অধিক অবগত।

٢٨٧- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ قَالاَ نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أُمِّهِ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَسْتَفْتِيْهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِىْ بَيْتِ أُخْتِىْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيْرَةً شَدِيْدَةً فَمَا تَرٰى فِيْهَا قَدْ مَنَعَتْنِى الصَّلٰوةَ وَالصَّوْمَ فَقَالَ اَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَاِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَتَلَجَّمِىْ قَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ قَالَ فَاتَّخِذِىْ ثَوْبًا فَقَالَتْ هُوَ اَكْثَرُ مِنْ ذَالِكَ اِنَّمَا اَثُجُّ ثَجًّا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاٰمُرُكِ بِاَمْرَيْنِ بِاَيِّهِمَا فَعَلْتِ اَجْزٰى عَنْكِ مِنَ الْاٰخَرِ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلَيْهِمَا فَاَنْتِ اَعْلَمُ قَالَ لَهَا اِنَّمَا هٰذِهِ رَكْضَةٌ مِّنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فَتَحَيَّضِىْ سِتَّةَ اَيَّامٍ اَوْ سَبْعَةَ اَيَّامٍ فِىْ عِلْمِ اللّٰهِ تَعَالٰى ذِكْرُهُ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ حَتّٰى اِذَا رَأَيْتِ اَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّىْ ثَلاَثًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً اَوْ اَرْبَعًا وَّعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَاَيَّامَهَا وَصُوْمِىْ فَاِنَّ ذَالِكَ يُجْزِئُكِ وَكَذَالِكَ فَافْعَلِىْ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ كَمَا يَحِضْنَ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرْنَ مِيْقَاتَ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ فَاِنْ قَوِيْتِ عَلٰى اَنْ تُؤَخِّرِى الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِى الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَتُؤَخِّرِيْنَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِيْنَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِيْنَ وَتَجْمَعِيْنَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ فَافْعَلِىْ وَتَغْتَسِلِيْنَ مَعَ الْفَجْرِ فَافْعَلِىْ وَصُوْمِىْ اِنْ قَدَرْتِ عَلٰى ذَالِكَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيْلٍ فَقَالَ قَالَتْ حَمْنَةُ هٰذَا اَعْجَبُ الْاَمْرَيْنِ اِلَىَّ لَمْ يَجْعَلْهُ قَوْلَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَهُ كَلاَمَ حَمْنَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَانَ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ رَافِضِيًّا وَذَكَرَهُ عَنْ يَحْىَ بْنِ مَعِيْنٍ. وَلٰكِنَّهُ كَانَ صَدُوْقًا فِى الْحَدِيْثِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ يَقُوْلُ حَدِيْثُ ابْنِ عَقِيْلٍ فِىْ نَفْسِىْ مِنْهُ شَيْئٌ.

২৮৭। হামনা বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার অত্যন্ত বেশী স্রাব হতো। আমি আমার অবস্থা বর্ণনা ও মাসআলা জিজ্ঞেস করার জন্য রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। আমি তাঁকে আমার বোন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে পেলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার অত্যন্ত বেশী রক্তস্রাব হয়ে থাকে। এ ব্যাপারে আপনি আমাকে (নামায ইত্যাদি বিষয়ে) কি পরামর্শ দেন? আমার তো নামায-রোযাও বন্ধ। তিনি বলেন ঃ আমি তোমাকে তুলা ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছি। এতে তোমার রক্ত বন্ধ হয়ে যাবে। হামনা বলেন, তা এর চাইতেও বেশী। তিনি বলেন ঃ কাপড়ের পট্টি বেঁধে নাও। হামনা বলেন, তা এর চেয়েও বেশী। আমার তো রীতিমত রক্ত প্রবাহিত হতে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে আমি তোমাকে দু'টি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি। তার কোন একটি অনুসরণ করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। উভয়টির উপর যদি আমল করতে পারো, তাহলে তা তুমিই ভালো জানো। তিনি তাকে বললেন ঃ এটা শয়তানের লাথি বা স্পর্শবিশেষ। কাজেই তুমি (প্রতি মাসে) নিজেকে ছয় অথবা সাত দিন ঋতুবতী ধরে নেবে। আর প্রকৃত ব্যাপার আল্লাহই অবগত। তারপর গোসল করবে। যখন তুমি নিজেকে পাক-পবিত্র মনে করবে তখন তেইশ অথবা চব্বিশ দিন যাবত নামায পড়বে ও রোযা রাখবে। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট। এরূপ প্রতি মাসে করো যেরূপ অন্যান্য মহিলারা হায়েয ও পবিত্রতার ক্ষেত্রে করে থাকে। আর তুমি এরূপও করতে পারো ঃ যোহরের নামায দেরীতে এবং আসরের নামায এগিয়ে এনে পড়ে নেবে। গোসল সেরে নিয়ে এভাবে যোহর ও আসর উভয় নামায একত্রে পড়বে। অপরদিকে মাগরিবকে দেরীতে ও এশাকে এগিয়ে আনবে। গোসল সেরে নিয়ে উভয় নামায একত্রে পড়ে নেবে। আর ফজরের সময় গোসল করে নামায পড়বে ও রোযা রাখবে– যদি এরূপ করা তোমার পক্ষে সম্ভবপর হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি পন্থার মধ্যে এই দ্বিতীয় পদ্ধতিই আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়। আবু দাউদ (র) বলেন, আমর ইবনে সাবিত-ইবনে আকীল (র) বলেন, হামনা (রা) বলেন, দু'টি পন্থার মধ্যে শেষোক্তটিই আমার অধিক পছন্দনীয়। ইবনে আকীল কথাটি হামনার উক্তি বলে বর্ণনা করেছেন, নবী (সা)-এর বক্তব্য নয়। আবু দাউদ বলেন, আমর ইবনে সাবিত রাফেযী বলেন, এটা ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে মা'ঈন থেকে বর্ণিত। কিন্তু তিনি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সত্যবাদী ছিলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, আমি আহ্‌মাদ (র)-কে বলতে শুনেছি, ইবনে আকীল বর্ণিত হাদীস সম্পর্কে আমি সন্দিহান।

بَابُ مَا رُوِىَ اَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ মুস্তাহাযা প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করবে

٢٨٨- حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ عَقِيْلٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ قَالاَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ خَتَنَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اُسْتُحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاسْتَفْتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ذَالِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلٰكِنْ هٰذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِىْ وَصَلِّىْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِىْ مِرْكَنٍ فِىْ حُجْرَةِ اُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتّٰى تَعْلُوْ حُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ.

২৮৮। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শ্যালিকা ও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শের সাত বছর যাবত ইস্তেহাযা চলতে থাকে। তিনি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাসআলা জানতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা হায়েয নয়, বরং এটা হচ্ছে রগ-এর রক্তবিশেষ। কাজেই তুমি গোসল করে নামায পড়ো। আয়েশা (রা) বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) তার বোন যয়নাব বিনতে জাহ্‌শের ঘরে একটি বিরাট পাত্রে গোসল করতেন। তার ইস্তেহাযা রক্তের লালিমা পানিকে ছাপিয়ে উঠতো।

٢٨٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَنْبَسَةُ نَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ عُمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ.

২৮৯। ইবনে শিহাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরাহ বিনতে আবদুর রহমান (র) উম্মু হাবীবা (রা) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আয়েশা (রা) বলেন, তিনি (উম্মু হাবীবা) গোসল করতেন প্রত্যেক নামাযের জন্য।

٢٩٠- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِىُّ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُوْرٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ. وَكَذَالِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِىْ حَدِيْثِهِ وَلَمْ يَقُلْ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ.

২৯০। উরওয়া (র) আয়েশা (রা) থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করে নিতেন। ইবনে উয়াইনা তার হাদীসে বলেন "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (প্রত্যেক নামাযের জন্য) গোসল করার নির্দেশ দিলেন"। অবশ্য যুহরী একথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٢٩١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِىُّ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ اُسْتَحِيْضَتْ سَبْعَ سِنِيْنَ فَاَمَرَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ الْاَوْزَاعِىُّ اَيْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ.

২৯১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা) সাত বছর পর্যন্ত রক্ত প্রদরে আক্রান্ত থাকেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন গোসল করার। কাজেই তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন। এরূপই বর্ণনা করেছেন আওযায়ীও। তাতে আছে ঃ আয়েশা (রা) বলেন, তিনি প্রত্যেক নামাযের জন্যই গোসল করতেন।

٢٩٢- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ وَلَمْ اَسْمَعْهُ مِنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اُسْتُحِيْضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْتَسِلِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيْرٍ قَالَ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا وَهْمٌ مِّنْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ فِيْهِ قَوْلُ اَبِى الْوَلِيْدِ.

২৯২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্শের ইস্তেহাযা হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) তাকে প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করার নির্দেশ দেন। তারপর হাদীসের শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীস আবুল ওয়ালীদ আত-তায়ালিসীও বর্ণনা করেছেন, কিন্তু আমি তার নিকট থেকে তা শুনিনি। তিনি সুলাইমান ইবনে কাসীর-যুহরী-উরওয়ার

মাধ্যমে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে জাহ্‌শ ইস্তেহাযায় আক্রান্ত হলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ তুমি প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, হাদীসটি আবদুস সামাদও সুলাইমান ইবনে কাসীরের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করে নিবে। আবু দাউদ বলেন, এটা আবদুস সামাদের ধারণা। আবুল ওয়ালীদের বর্ণনাই এ ব্যাপারে সঠিক।

٢٩٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَتْنِىْ زَيْنَبُ بِنْتُ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ امْرَاَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَتُصَلِّىْ. وَاَخْبَرَنِىْ اَنَّ اُمَّ بَكْرٍ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِى الْمَرْاَةِ تَرٰى مَا يُرِيْبُهَا بَعْدَ الطُّهْرِ اِنَّمَا هِىَ اَوْ قَالَ اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ اَوْ قَالَ عُرُوْقٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ حَدِيْثِ ابْنِ عَقِيْلٍ الْاَمْرَانِ جَمِيْعًا قَالَ اِنْ قَوِيْتِ فَاغْتَسِلِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَاِلاَّ فَاجْمَعِىْ كَمَا قَالَ الْقَاسِمُ فِىْ حَدِيْثِهِ. وَقَدْ رُوِىَ هٰذَا الْقَوْلُ عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِىٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

২৯৩। আবু সালামা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যয়নাব বিনতে আবু সালমা আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক মহিলার রক্তস্রাব হতো। উক্ত মহিলা ছিলেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-র স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দিলেন প্রত্যেক নামাযের সময় গোসল করে নামায পড়ার জন্য। আবু সালামা (র) বলেন, উম্মু বাক্‌র আমাকে অবহিত করেছেন, আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ মহিলার যার পবিত্র হওয়ার পর রক্ত দেখা দেয়, সে যদি সন্দেহে পতিত হয় তাহলে (তার জেনে রাখা দরকার) ওটা হচ্ছে রগ বা রগসমূহ-এর রক্ত বিশেষ। আবু দাউদ বলেন, ইবনে আকীলের হাদীসে দু'টি বিষয়েরই উল্লেখ রয়েছে। তিনি বলেছেন ঃ যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তাহলে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে। অন্যথায় দুই- দুই নামায একত্র করে নিবে, যেরূপ কাসেম তার হাদীসে বর্ণনা করেছেন। আর একথা বর্ণিত আছে সাঈদ ইবনে যুবাইর থেকে, যা তিনি আলী ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ مَنْ قَالَ تُجْمَعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ وَتَغْتَسِلُ لَهُمَا غُسْلاً

অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ মুস্তাহাযার একই গোসলে দুই ওয়াক্তের নামায পড়া

٢٩٤- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُسْتُحِيْضَتْ امْرَأَةٌ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُمِرَتْ اَنْ تُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً وَاَنْ تُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلاً تَغْتَسِلَ لِصَلٰوةِ الصُّبْحِ غُسْلاً فَقُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لاَ اُحَدِّثُكَ اِلاَّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْئٍ.

২৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় এক মহিলা রক্ত প্রদরে আক্রান্ত হয়। তার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো, আসরের নামায শীঘ্র পড়ার ও যোহরের নামায দেরীতে পড়ার, আর উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করার জন্য। অনন্তর তার জন্য নির্দেশ দেয়া হলো মাগরিবের নামায দেরীতে ও এশার নামায শীঘ্র করে পড়ার এবং উভয় নামাযের জন্য একবার গোসল করার জন্য, আর ফজরের নামাযের জন্য একবার গোসল করতে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুর রহমান ইবনে কাসেমকে শো'বা জিজ্ঞেস করেছিলেন, এটা কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কারো থেকে কিছু বর্ণনা করি না।

٢٩٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيٰى نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ سُهَيْلٍ أُسْتُحِيْضَتْ فَاتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا اَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَالِكَ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اِنَّ امْرَأَةً أُسْتُحِيْضَتْ فَسَئَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَمَرَهَا بِمَعْنَاهُ.

২৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহ্লা বিনতে সুহাইলের ইস্তেহাযা হলে তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসেন। নবী (সা) তাকে প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করার নির্দেশ দিলেন। এটা যখন তার জন্য কষ্টসাধ্য হলো, তিনি তাকে একই গোসলে যোহর ও আসর একত্রে পড়ার নির্দেশ দিলেন এবং মাগরিব ও এশাকে এক গোসলে একত্র করার নির্দেশ দিলেন। আরো নির্দেশ দিলেন ফজরের জন্য গোসল করার।

আবু দাউদ বলেন, উক্ত হাদীস ইবনে উয়াইনা– আবদুর রহমান ইবনুল কাসেম– তার পিতার মাধ্যমেও বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ এক মহিলার ইস্তেহাযা হলো, সে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। নবী (সা) তাকে নির্দেশ দিলেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٢٩٦- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ اَنَا خَالِدُ عَنْ سُهَيْلٍ يَّعْنِى ابْنَ اَبِىْ صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ اَبِىْ حُبَيْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ مُنْذُ كذَا وَكَذَا فَلَمْ تُصَلِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبْحَانَ اللّٰهِ اِنَّ هٰذَا مِنَ الشَّيْطَانِ لِتَجْلِسْ فِىْ مِرْكَنٍ فَاِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غُسْلاً وَّاحِدًا وَتَوَضَّأُ فِيْمَا بَيْنَ ذَالِكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مُجَاهِدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ اَمَرَهَا اَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اِبْرَاهِيْمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَوْلُ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ.

২৯৬। আসমা বিনতে উমাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশের ইস্তেহাযা হয়েছে। কাজেই তিনি এতদিন থেকে নামায পড়ছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! এটা তো শয়তানের অনিষ্ট বৈ নয়। সে একটি বড়ো (পানির) পাত্রে বসবে। পানির ওপর যদি হলুদ রং দেখতে পায়, তাহলে যোহর ও আসরের জন্য একবার গোসল করবে, মাগরিব ও এশার জন্য একবার গোসল করবে এবং ফজরের জন্য একবার করবে। আর মধ্যবর্তী সময়ের জন্য উযু করে নেবে।

আবু দাউদ বলেন, এ হাদীস মুজাহিদও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, তার পক্ষে যখন গোসল করা কষ্টকর হয়ে পড়লো, তখন তাকে নবী (সা) দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করে পড়ার নির্দেশ দিলেন।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ اِلٰى طُهْرٍ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, রক্ত প্রদরের রোগিণী দুই তুহরের মাঝখানে একবার গোসল করবে

٢٩٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ اَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ قَالَ نَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِى الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ وَالْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ زَادَ عُثْمَانُ وَتَصُوْمُ وَتُصَلِّىْ.

২৯৭। আদী ইবনে সাবিত, তার পিতা, তার দাদা থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুস্তাহাযা সম্পর্কে বলেছেন ঃ হায়েযের দিনগুলোতে সে নামায ছেড়ে দিবে, তারপর গোসল করে নামায পড়বে। আর প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করবে। আবু দাউদ বলেন, উসমান (র) আরো বলেছেন, সে রোযা রাখবে ও নামায পড়বে।

٢٩٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِىْ ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ اَبِىْ حُبَيْشٍ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ خَبَرَهَا قَالَ ثُمَّ اغْتَسِلِىْ ثُمَّ تَوَضَّئِىْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ وَصَلِّىْ.

২৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসল। এসে তার নিজের সংবাদ তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন ঃ তারপর গোসল করবে ও প্রত্যেক নামাযের জন্য উযু করে নামায পড়বে।

٢٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْقَطَّانُ الْوَاسِطِىُّ نَا يَزِيْدُ عَنْ اَيُّوْبَ بْنِ اَبِىْ مِسْكِيْنٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ اُمِّ كُلْثُوْمٍ عَنْ عَائِشَةَ فِى الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ يَعْنِىْ مَرَّةً وَّاحِدَةً ثُمَّ تَوَضَّأُ اِلٰى اَيَّامِ اَقْرَائِهَا.

২৯৯। উম্মু কুলসূম (র) আয়েশা (রা) থেকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন ঃ ইস্তেহাযায় আক্রান্ত মহিলা একবার মাত্র গোসল করবে, তারপর তার পবিত্র অবস্থা চলাকালে উযু করে নামায পড়তে থাকবে।

٣٠٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِىُّ نَا يَزِيْدُ عَنْ اَيُّوْبَ اَبِى الْعَلَاءِ

عَنْ اَبِىْ شُبْرُمَةَ عَنِ امْرَاةِ مَسْرُوْقٍ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ عَدِىِّ بْنَ ثَابِتٍ وَالْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ وَاَيُّوْبَ اَبِى الْعَلاَءِ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ لاَّ تَصِحُّ وَدَلَّ عَلٰى ضَعْفِ حَدِيْثِ الْاَعْمَشِ عَنْ حَبِيْبٍ هٰذَا الْحَدِيْثُ اَوْقَفَهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْاَعْمَشِ وَاَنْكَرَ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ اَنْ يَّكُوْنَ حَدِيْثُ حَبِيْبٍ مَرْفُوعًا. وَاَوْقَفَهُ اَيْضًا اَسْبَاطٌ عَنِ الْاَعْمَشِ مَوْقُوْفًا عَلٰى عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ الْاَعْمَشِ مَرْفُوْعًا اَوَّلُهُ وَاَنْكَرَ اَنْ يَّكُوْنَ فِيْهِ الْوُضُوْءُ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ وَدَلَّ عَلٰى ضُعْفِ حَدِيْثِ حَبِيْبٍ هٰذَا اَنَّ رِوَايَةَ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلوةٍ فِىْ حَدِيْثِ الْمُسْتَحَاضَةِ. وَرَوٰى اَبُو الْيَقْظَانِ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ وَعَمَّارٍ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَرَوٰى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ وَبَيَانُ وَمُغِيْرَةُ وَفِرَاسٌ وَمُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ حَدِيْثِ قَمِيْرَ عَنْ عَائِشَةَ تَوَضَّأْ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. وَرِوَايَةُ دَاوُدَ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ قَمِيْرَ عَنْ عَائِشَةَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً. وَرَوٰى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ. وَهٰذِهِ الْاَحَادِيْثُ كُلُّهَا ضَعِيْفَةٌ اِلاَّ حَدِيْثَ قَمِيْرَ وَحَدِيْثَ عَمَّارٍ مَوْلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَحَدِيْثَ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ وَالْمَعْرُوْفُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْغُسْلُ.

৩০০। আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ থেকে বর্ণনা করেন।

আবূ দাউদ (র) বলেন, হাবীব ও আইউব আবুল আলা (র) থেকে আদী ইবনে ছাবিত ও আল-আ'মাশ (র) কর্তৃক বর্ণিত এই প্রসঙ্গের সব হাদীসই যঈফ, সহীহ নয়। হাবীব বর্ণিত হাদীসটি মারফু হওয়ার বিষয়টি হাফস ইবনে গিয়াছ প্রত্যাখ্যান করেছেন। আয়েশা (রা) থেক আল-আ'মাশ কর্তৃক বর্ণিত হাদীসটি মওকুফ হওয়ার ব্যাপারে আসবাত ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন।

আবূ দাউদ বলেন, ইবনে দাউদ হাদীসটির প্রথমাংশ মহানবী (সা)-এর বক্তব্য হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং তাতে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য (রক্ত প্রদরের রোগিণীর) উযু করার বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেছেন। যুহরী-উরওয়া-আয়েশা (রা) মুস্তাহাযা সংক্রান্ত

হাদীসে বলেন, তিনি (মুস্তাহাযা) প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতেন– এই রিওয়ায়াত হাবীব (র) বর্ণিত উপরোক্ত হাদীসের দুর্বলতা নির্দেশ করে।

আবুল ইয়াকজান-আদী ইবনে সাবিত-তার পিতা আলী (রা) এবং বনু হাশিমের মুক্ত দাস আম্মার ইবনে আব্বাস (রা) সূত্রেও হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আবদুল মালেক ইবনে মাইসারা-বাইয়ান আল-মুগীরা, ফিরাস ও মুজলিদ আশ-শা'বী-কুমাইর-আয়েশা (রা) সূত্রে আছে : "রক্ত প্রদরের রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে।" দাউদ-আসেম-আশ-শা'বী-কুমাইর-আয়েশা (রা) সূত্রে এসেছে : "সে প্রতিদিন একবার মাত্র গোসল করবে।"

হিশাম-উরওয়া-তার পিতার সূত্রে আছে : "রক্ত প্রদরে আক্রান্ত নারী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য স্বতন্ত্রভাবে উযু করবে।" এইসব সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহ যঈফ-কুমাইর-এর হাদীস, বনু হাশিমের মুক্ত দাস আম্মারের হাদীস এবং হিশাম ইবনে উরওয়া কর্তৃক তার পিতার সূত্রে বর্ণিত হাদীস ব্যতীত। ইবনে আব্বাস (রা)-র প্রসিদ্ধ মত হলো, "রক্ত প্রদরে আক্রান্ত রোগিণীকে প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য গোসল করতে হবে।

بَابُ مَنْ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلَى ظُهْرٍ

অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, রক্তপ্রদরে আক্রান্ত নারী দুই যোহরের নামাযের মাঝখানে একবার গোসল করবে

٣٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى اَبِي بَكْرٍ اَنَّ الْقَعْقَاعَ وَزَيْدَ بْنَ اَسْلَمَ اَرْسَلاَهُ اِلَى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْئَلُهُ كَيْفَ تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ فَقَالَ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلَى ظُهْرٍ وَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ فَاِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اِسْتَثْفَرَتْ بِثَوْبٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ اِلَى ظُهْرٍ. وَكَذَالِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اِمْرَاَتِهِ عَنْ قَمِيْرَ عَنْ عَائِشَةَ اِلاَّ اَنَّ دَاوُدَ قَالَ كُلَّ يَوْمٍ. وَفِيْ حَدِيْثِ عَاصِمٍ قَالَ عِنْدَ الظُّهْرِ وَقَوْلُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَالْحَسَنِ وَعَطَاءٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ مَالِكٌ اِنِّيْ لاَظُنُّ حَدِيْثَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ مِنْ ظُهْرٍ اِلَى ظُهْرٍ قَالَ فِيْهِ اِنَّمَا هُوَ مِنْ طُهْرٍ اِلَى طُهْرٍ وَلٰكِنِ الْوَهْمُ دَخَلَ فِيْهِ. فَقَلَبَهَا النَّاسُ فَقَالُوْا مِنْ ظُهْرٍ اِلَى ظُهْرٍ. وَرَوَاهُ مِسْوَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ يَرْبُوْعٍ قَالَ فِيْهِ مِنْ طُهْرٍ اِلَى طُهْرٍ فَقَلَبَهَا النَّاسُ مِنْ ظُهْرٍ اِلَى ظُهْرٍ.

৩০১। আবু বাক্‌র (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম সুমাই (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,

কা'কা'আ ও যায়েদ ইবনে আস্‌লাম (র) সুমাইকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের নিকট পাঠালেন। যাতে সুমাই তাকে জিজ্ঞেস করেন, মুস্তাহাযা কিভাবে গোসল করবে? সাঈদ (র) বললেন, মুস্তাহাযা গোসল করবে যোহর থেকে যোহর পর্যন্ত (অর্থাৎ প্রত্যেক যোহর নামাযের পূর্বে গোসল করবে)। আর অযু করবে প্রত্যেক নামাযের জন্য। যদি অত্যধিক রক্তস্রাব হয় তাহলে যেন কাপড়ের পট্টি পরিধান করে।

আবু দাউদ বলেন, ইবনে উমার ও আনাস ইবনে মালেক (র) থেকে এরূপ বর্ণনা রয়েছে ঃ গোসল করবে এক যোহর থেকে পরবর্তী যোহর পর্যন্ত। আর এরূপই বর্ণনা রয়েছে আয়েশা (রা) থেকে। কিন্তু তাতে দাউদ বলেছেন, প্রত্যেক দিন (গোসল করতে হবে)। আর আসেমের বর্ণনায় রয়েছে ঃ যোহরের সময় গোসল করবে। আর একই অভিমত হলো সালেম ইবনে আবদুল্লাহ, হাসান ও আতা (র)-এর। ইমাম মালেক বলেন, আমার মনে হয় সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের হাদীস এরূপ হবে ঃ সে গোসল করবে এক তোহর (পবিত্রাবস্থা) থেকে আরেক তোহরে। কিন্তু তাতে সন্দেহ প্রবেশ করেছে। একই হাদীস বর্ণনা করেছেন মিসওয়ার ইবনে আবদুল মালিক ইবনে সাঈদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে ইয়ারবু'। তাতে তোহর থেকে তোহর পর্যন্তই রয়েছে। কিন্তু লোকেরা তাতে পরিবর্তন করে যোহর থেকে যোহর পর্যন্ত করে নিয়েছে।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَلَمْ يَقُلْ عِنْدَ الظُّهْرِ مَرَّةً

অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ যে ব্যক্তি বলেন, মুস্তাহাযা প্রতি দিন একবার গোসল করবে, কিন্তু তিনি বলেননি– সে যুহরের ওয়াক্তে একবার গোসল করবে

٣٠٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَبِىْ اِسْمَاعِيْلَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ مَعْقِلٍ الْخَثْعَمِىِّ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ اِذَا انْقَضَى حَيْضُهَا اغْتَسَلَتْ كُلَّ يَوْمٍ وَاتَّخَذَتْ صُوْفَةً فِيْهَا سَمْنٌ اَوْ زَيْتٌ.

৩০২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইস্তেহাযা আক্রান্ত মহিলার যখন হায়েযকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাবে তখন প্রত্যেক দিন গোসল করবে এবং ঘি অথবা তেলবিশিষ্ট একটি কাপড় লজ্জাস্থানে ব্যবহার করবে।

بَابُ مَنْ قَالَ تَغْتَسِلُ بَيْنَ الاَيَّامِ

অনুচ্ছেদ-১১৬ ঃ মুস্তাহাযা মধ্যবর্তী দিনগুলোতে গোসল করবে

٣٠٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ اَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلٰوةَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ فَتُصَلِّىْ ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِى الاَيَّامِ.

৩০৩। মুহাম্মাদ ইবনে উসমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি কাসেম ইবনে মুহাম্মাদকে মুস্তাহাযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন, হায়েযের দিনগুলোতে সে নামায ছেড়ে দিবে, তারপর গোসল করে নামায পড়বে। তারপর মধ্যবর্তী দিনগুলোতে গোসল করবে।

টীকা ঃ শরীয়াতে হায়েযের দিনগুলো অতিক্রান্ত হওয়ার পরও জরায়ু থেকে যে রক্ত নির্গত হয় তাকেই ইস্তেহাযা বলা হয়। এ সময় নামায-রোযা ইত্যাদি ত্যাগ করা যাবে না এবং তখন সহবাস করা জায়েয। কিন্তু ইমাম আহমাদের মতে এ সময় সহবাস করা যাবে না। এ হাদীসে ইস্তেহাযা চলাকালে প্রতিদিন গোসলের কথা বলা হয়েছে।

بَابُ مَنْ قَالَ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ

অনুচ্ছেদ-১১৭ ঃ মুস্তাহাযা প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে

٣٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى نَا ابْنُ اَبِىْ عَدِىٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِى ابْنَ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ اَبِىْ حُبَيْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَاِنَّهُ دَمٌ اَسْوَدُ يُعْرَفُ فَاِذَا كَانَ ذٰلِكَ فَاَمْسِكِىْ عَنِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا كَانَ الْاٰخَرُ فَتَوَضَّئِىْ وَصَلِّىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى وَثَنَا بِهِ ابْنُ عَدِىٍّ حِفْظًا فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رُوِىَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَشُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ قَالَ الْعَلَاءُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَوْقَفَهُ شُعْبَةُ عَلٰى اَبِىْ جَعْفَرٍ تَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلٰوةٍ.

৩০৪। ফাতিমা বিনতে আবু হুবাইশ (রা)-র ইস্তেহাযা রোগ ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যখন হায়েযের রক্ত নির্গত হয়, তা কালো রংয়ের হয়ে থাকে তা সহজেই চেনা যায়। তখন তুমি নামায ছেড়ে দিবে। যখন অন্য রকম রক্ত নির্গত হবে তখন উযু করে নামায পড়বে। আবু দাঊদ (র) বলেন, শো'বা (র) আবু জা'ফারের সাথে মতৈক্য পোষণ করে বলেন, 'রক্ত প্রদরের রোগিণী প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য উযু করবে'।

بَابُ مَنْ لَّمْ يَذْكُرِ الْوُضُوْءَ اِلاَّ عِنْدَ الْحَدَثِ

অনুচ্ছেদ-১১৮ ঃ উযু ভংগ হলেই কেবল মুস্তাহাযাকে উযু করতে হবে

٣٠٥- حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوْبَ نَا هُشَيْمٌ نَا اَبُوْ بِشْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ اِنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اُسْتُحِيْضَتْ فَاَمَرَهَا النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ اَنْ تَنْتَظِرَ اَيَّامَ اَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّىْ فَاِنْ رَأَتْ شَيْئًا مِّنْ ذَالِكَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ.

৩০৫। 'ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা বিনতে জাহ্‌শের ইস্তেহাযা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হায়েযের দিনসমূহে (নামায ইত্যাদির ব্যাপারে) অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন, তারপর গোসল করে নামায পড়ার হুকুম দিলেন। আর তিনি যদি উযূ ভংগ হওয়ার মত কিছু অনুভব করেন, তাহলে উযূ করে নামায পড়তে বললেন।

٣٠٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ اللَّيْثُ عَنْ رَبِيْعَةَ اَنَّهُ كَانَ لاَ يَرٰى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ وُضُوْأً عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ اِلاَّ اَنْ يُّصِيْبَهَا حَدَثٌ غَيْرُ الدَّمِ فَتَوَضَّأُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا قَوْلُ مَالِكٍ يَعْنِى ابْنَ اَنَسٍ.

৩০৬। রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তার অভিমত হলো, মুস্তাহাযার জন্য প্রত্যেক নামাযের পূর্বে উযূ করার দরকার নেই। কিন্তু যদি তার উযূ নষ্ট হয়ে যায়, অবশ্যই ইস্তেহাযা ছাড়া, তাহলে উযূ করে নিবে। আবূ দাউদ বলেন, মালিক ইবনে আনাসের এই মত।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَرَ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-১১৯ ঃ কোন মহিলা পবিত্র হওয়ার পর হলুদ বর্ণ বা ময়লা দেখলে

٣٠٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اُمِّ الْهُذَيْلِ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا.

৩০৭। উম্মু আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাই'আত করেছিলেন। তিনি বলেন, হায়েয থেকে পাক হয়ে যাওয়ার পর ময়লা বা হলুদ রংয়ের কিছু নির্গত হলে আমরা তা (হায়েযের মধ্যে) গণনা করতাম না।

٣٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اِسْمَاعِيْلُ نَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ بِمِثْلِهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اُمُّ الْهُذَيْلِ هِىَ حَفْصَةُ بِنْتُ سِيْرِيْنَ كَانَ ابْنُهَا اِسْمُهُ هُذَيْلٌ وَاِسْمُ زَوْجِهَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ.

৩০৮। উম্মু আতিয়্যা (রা) পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, উম্মুল হোযাইল হচ্ছেন হাফসা বিনতে সীরীন। তার ছেলের নাম ছিল হোযাইল এবং স্বামীর নাম আবদুর রহমান।

بَابُ الْمُسْتَحَاضَةِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا

অনুচ্ছেদ-১২০ ঃ মুস্তাহাযার সাথে স্বামীর সহবাস করা

٣٠٩- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ كَانَتْ اُمُّ حَبِيْبَةَ تُسْتَحَاضُ فَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا ـ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ مُعَلَّى ثِقَةٌ وَكَانَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ لاَ يَرْوِيْ عَنْهُ لِاَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ فِي الرَّأْيِ.

৩০৯। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মু হাবীবা (রা)-র ইস্তেহাযা হতো। এ অবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতেন। আবু দাউদ (র) বলেন, ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাঈন (র) মুআল্লাকে সিকাহ রাবী বলেছেন। আহ্মাদ ইবনে হাম্বল (র) তার সূত্রে হাদীস বর্ণনা করতেন না। কারণ তিনি নিজ মতামত প্রয়োগ করতেন।

٣١٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِيْ سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْجَهْمِ نَا عَمْرُو بْنُ اَبِيْ قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ اَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا.

৩১০। হামনা বিনতে জাহ্শ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুস্তাহাযা থাকতেন। এমতাবস্থায় তার স্বামী তার সাথে সহবাস করতেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِيْ وَقْتِ النُّفَسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১২১ ঃ নেফাসের সময়সীমা নির্ধারণের বর্ণনা

٣١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ نَا زُهَيْرٌ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْاَعْلٰى عَنْ اَبِيْ سَهْلٍ عَنْ مُسَّةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَكُنَّا نَطْلِيْ عَلٰى وُجُوْهِنَا الْوَرْسَ يَعْنِيْ مِنَ الْكَلَفِ.

৩১১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে নেফাসগ্রস্ত মহিলারা চল্লিশ দিন বা চল্লিশ রাত যাবত অপেক্ষারত

থাকতে (অর্থাৎ নামায ইত্যাদি থেকে বিরত থাকতো)। আর আমরা আমাদের মুখমণ্ডলে ওয়ারস্ (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) ঘষে দিতাম, মুখের দাগ দূর করার জন্য।

٣١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ يَعْنِي حِبِّيْ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُوْنُسَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي الْاَزْدِيَّةُ يَعْنِيْ مُسَّةَ قَالَتْ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَا اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِيْنَ صَلٰوةَ الْمَحِيْضِ فَقَالَتْ لاَ يَقْضِيْنَ كَانَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لاَ يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلٰوةِ النِّفَاسِ. قَالَ مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ حَاتِمٍ وَاسْمُهَا مُسَّةُ تُكْنٰى اُمُّ بُسَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ كَثِيْرُ بْنُ زِيَادٍ كُنْيَتُهُ اَبُوْ سَهْلٍ.

৩১২। কাসীর ইবনে যিয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার নিকট আয্দ গোত্রীয় মুস্সাহ্ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হজ্জ করতে গিয়েছিলাম। তখন উম্মু সালামা (রা)-র নিকট গিয়েছিলাম। আমি বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! সামুরা ইবনে জুনদুব্ (রা) মেয়েলোকদের হায়েযকালীন নামায কাযা করার নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, না ঐ নামায কাযা করতে হবে না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীরা নেফাসের সময় চল্লিশ দিন যাবত বসে থাকতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নেফাসকালীন নামায কাযা করার নির্দেশ দিতেন না।

بَابُ الْاِغْتِسَالِ مِنَ الْحَيْضِ

অনুচ্ছেদ-১২২ ঃ হায়েয থেকে পাক হওয়ার গোসল করার নিয়ম

٣١٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّازِيُّ ثَنَا سَلَمَةُ يَعْنِي ابْنَ الْفَضْلِ اَنَا مُحَمَّدٌ يَّعْنِي ابْنَ اِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ عَنْ اُمَيَّةَ بِنْتِ اَبِي الصَّلْتِ عَنِ امْرَاَةٍ مِّنْ بَنِيْ غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهَا لِيْ قَالَتْ اَرْدَفَنِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ قَالَتْ فَوَاللّٰهِ لَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى الصُّبْحِ فَاَنَاخَ وَنَزَلْتُ عَنْ حَقِيْبَةِ رَحْلِهِ فَاِذَا بِهَا دَمٌ مِّنِّيْ وَكَانَتْ اَوَّلَ حَيْضَةٍ حِضْتُهَا قَالَتْ

فَتَقَبَّضْتُ اِلَى النَّاقَةِ وَاسْتَحْيَيْتُ فَلَمَّا رَاٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بِىْ وَرَاَى الدَّمَ قَالَ مَا لَكِ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاَصْلِحِىْ مِنْ نَفْسِكِ ثُمَّ خُذِىْ اِنَاءً مِّنْ مَاءٍ فَاطْرَحِىْ فِيْهِ مِلْحًا ثُمَّ اغْسِلِىْ مَا اَصَابَ الْحَقِيْبَةَ مِنَ الدَّمِ ثُمَّ عُوْدِىْ لِمَرْكَبِكِ قَالَتْ فَلَمَّا فَتَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ رَضَخَ لَنَا مِنَ الْفَىْءِ قَالَتْ وَكَانَتْ لاَ تَطَهَّرُ مِنْ حَيْضَةٍ اِلاَّ جَعَلَتْ فِىْ طُهُوْرِهَا مِلْحًا وَاَوْصَتْ بِهِ اَنْ يُّجْعَلَ فِىْ غُسْلِهَا حِيْنَ مَاتَتْ.

৩১৩। উমাইয়্যা বিনতে আবুস সাল্‌ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি গিফার গোত্রের এক মহিলার সূত্রে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর পেছনে উটের উপর হাওদায় প্রকোষ্ঠে চড়ালেন। আল্লাহ্‌র শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভোরবেলা উটের পিঠ থেকে অবতরণ করলেন। তিনি নেমে যখন উটকে বসালেন, আমিও ঐ প্রকোষ্ঠ থেকে নামলাম এবং তাতে রক্তের চিহ্ন দেখতে পেলাম। এটা ছিল আমার প্রথম হায়েয। এতে আমি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে উটের সাথে মিলে গেলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আমার এ অবস্থা দেখলেন এবং রক্তও দেখতে পেলেন তখন বললেন তোমার কি হলো? সম্ভবত তোমার হায়েয শুরু হয়েছে। আমি বললাম, হাঁ। তিনি বললেন ঃ তুমি নিজেকে সামলে নাও (অর্থাৎ কিছু বেঁধে নাও, যাতে রক্ত বাইরে কিছুতে লাগতে না পারে)। তারপর একটি পাত্র ভর্তি পানি নিয়ে তাতে কিছু লবণ ফেলে দাও। অতঃপর ঐ পানি দিয়ে হাওদায় যে রক্ত লেগেছে তা ধুয়ে ফেলো। তরপর ঐ জয়গায় আরোহণ করো। উক্ত মহিলা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খায়বার জয় করলেন, তখন আমাদেরকেও একটি অংশ দিলেন– যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে। এরপর ঐ মহিলা যখনই হায়েয থেকে পবিত্র হতেন, তখনি পানিতে লবণ মিশিয়ে নিতেন (তারপর ব্যবহার করতেন)। মৃত্যুকালেও তিনি ওসিয়াত করে যান যেন তার গোসলের পানিতে লবণ মেশানো হয়।

٣١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَتْ اَسْمَاءُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ اِحْدَانَا اِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْمَحِيْضِ قَالَ تَأْخُذُ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَّأُ ثُمَّ تَغْسِلُ رَاْسَهَا وَتَدْلُكُهُ حَتّٰى تَبْلُغَ الْمَاءُ اُصُوْلَ شَعْرِهَا ثُمَّ تُفِيْضُ عَلٰى جَسَدِهَا ثُمَّ تَاْخُذُ فِرْصَتَهَا فَتَطَهَّرُ بِهَا. قَالَتْ يَا رَسُوْلَ

اللّٰهِ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَعَرَفْتُ الَّذِىْ يَكْنِى عَنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهَا تَتَّبِعِينَ اَثَارَ الدَّمِ.

৩১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা (রা) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কেউ হায়েয থেকে পবিত্র হয়ে কিভাবে গোসল করবে? তিনি বললেন : প্রথমে বরই পাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে উযু করবে, মাথা ধুইবে ও তা রগড়াবে। যাতে চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে যায়। তারপর সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দিবে। পরে কাপড় দিয়ে গা মুছে পাক করে নেবে। আসমা (রা) বললেন, তা দ্বারা কিভাবে পবিত্র হবো, হে আল্লাহ্র রাসূল! আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ইশারা-ইংগিতে যা বোঝাতে চেয়েছেন আমি তা বুঝতে পেরেছি। আমি তাকে বলে দিলাম, যেখানে রক্ত লেগে থাকে কাপড় দিয়ে রগড়ে তা পরিষ্কার করে ফেলবে।

٣١٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا ذَكَرَتْ نِسَاءَ الْاَنْصَارِ فَاَثْنَتْ عَلَيْهِنَّ وَقَالَتْ لَهُنَّ مَعْرُوْفًا. قَالَتْ دَخَلَتْ امْرَاَةٌ مِنْهُنَّ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً وَقَالَ مُسَدَّدٌ كَانَ اَبُوْ عَوَانَةَ يَقُوْلُ فِرْصَةً وَكَانَ اَبُو الْاَحْوَصِ يَقُوْلُ قَرْصَةً.

৩১৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আনসার মহিলাদের বিষয়ে আলোচনা করলেন এবং তাদের প্রশংসা করলেন। তিনি তাদের সম্পর্কে ভালো কথা বললেন। তাদের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো... এরপর আবূ আওয়ানা উপরোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেছেন। তাতে 'মিশ্ক মিশ্রিত কাপড়' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। মুসাদ্দাদ বলেন, আবু আওয়ানা 'কাপড়ের টুকরা' উল্লেখ করেছেন, আর আবুল আহ্ওয়াস 'সামান্য কাপড়ের' কথা বলেছেন।

٣١٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ يَعْنِى ابْنَ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ. قَالَ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَقَالَتْ كَيْفَ اَتَطَهَّرُ بِهَا قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ تَطَهَّرِىْ بِهَا وَاسْتَتَرَ بِثَوْبٍ. وَزَادَ وَسَاَلَتْهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ تَأْخُذِيْنَ مَاءَكِ فَتَطَهَّرِيْنَ

أَحْسَنَ الطُّهُوْرِ وَأَبْلَغَهُ ثُمَّ تَصُبِّيْنَ عَلٰى رَأْسِكِ الْمَاءَ ثُمَّ تَدْلُكِيْنَهُ حَتّٰى يَبْلُغَ شُئُوْنَ رَأْسِكِ ثُمَّ تُفِيْضِيْنَ عَلَيْكِ الْمَاءَ. وَ قَالَتْ عَائِشَةُ نِعْمَ النِّسَاءُ الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَّسْأَلْنَ عَنِ الدِّيْنِ وَأَنْ يَّتَفَقَّهْنَ فِيْهِ.

৩১৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। আসমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন... তারপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই শো'বা (র) বলেন, নবী (সা) মিশ্‌ক মিশ্রিত কাপড়ের কথা বললেন। আসমা বললেন, তা দিয়ে আমি কিভাবে পবিত্রতা অর্জন করবো? তিনি বলেন ঃ সুবহানাল্লাহ! তা দিয়ে পবিত্র হবে– অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন হবে। এই বলে তিনি কাপড় দিয়ে মুখ ঢাকলেন। এ হাদীসে শো'বা আরো বলেছেন, তুমি পানি নিয়ে অতি উত্তমরূপে পূর্ণভাবে পবিত্রতা অর্জন করবে। তারপর মাথায় পানি ঢেলে তা রগড়াবে, যাতে পানি চুলের গোড়ায় পৌঁছে যায়। তারপর সারা গায়ে পানি ঢালবে। আয়েশা (রা) বলেন, আনসারী মহিলারা খুবই উত্তম। দীন সম্পর্কে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে বা এ সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জনের ব্যাপারে লজ্জা তাদেরকে বিরত রাখে না।

بَابُ التَّيَمُّمِ

অনুচ্ছেদ-১২৩ ঃ তায়াম্মুমের বর্ণনা

٣١٧– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِىْ شَيْبَةَ نَا عَبْدَةُ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ وَأُنَاسًا مَعَهُ فِىْ طَلَبِ قِلَادَةٍ أَضَلَّتْهَا عَائِشَةُ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَصَلُّوْا بِغَيْرِ وُضُوْءٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ أٰيَةُ التَّيَمُّمِ. زَادَ ابْنُ نُفَيْلٍ فَقَالَ لَهَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ يَرْحَمُكِ اللّٰهُ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِيْنَهُ إِلَّا جَعَلَ لَهُ اللّٰهُ لِلْمُسْلِمِيْنَ وَلَكِ فِيْهِ فَرَجًا.

৩১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উসাইদ ইবনে হুদাইর ও তার সাথে আরো কয়েকজন লোককে পাঠালেন হার অনুসন্ধান করার জন্য যেটি আয়েশা (রা) হারিয়ে ফেলেছিলেন। পথে নামাযের ওয়াক্ত হলো। লোকেরা বিনা উযুতেই নামায পড়ে না। তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে ব্যাপারটি তাঁকে জানান। এ সময়ই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল

হয়। ইবনে নুফাইলের বর্ণনায় আরো আছে ঃ উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) আয়েশা (রা)-কে বললেন, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন। এমন একটি বিষয় যা আপনার নিকট অপছন্দনীয়, সে উপলক্ষেই আল্লাহ মুসলমানদের জন্য ও আপনার জন্য সহজ একটি বিধান নাযিল করলেন।

টীকা ঃ (ক) তায়াম্মুম হলো, পানি না পাওয়া গেলে বা তার ব্যবহার ক্ষতিকর হলে মাটির সাহায্যে তাহারাত অর্জন। তায়াম্মুম উযু অথবা গোসল বা উভয়টির বিকল্প ও পরিপূরক হতে পারে। হানাফীদের মতে একটি মসৃণ পাথরও হাত দ্বারা স্পর্শ করে তায়াম্মুম করলে সিদ্ধ হবে। তায়াম্মুমের জন্য তিনটি জিনিস অপরিহার্য ঃ (১) নিয়্যাত করা, (২) মুখমণ্ডল ও (৩) কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা।

(খ) ঐ লোকেরা বিনা উযুতে ও বিনা তায়াম্মুমেই নামায পড়েছিলেন। কারণ তখনও তায়াম্মুমের বিধান নাযিল হয়নি।

٣١٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اِنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ اَنَّهُمْ تَمَسَّحُوْا وَهُمْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّعِيْدِ لِصَلٰوةِ الْفَجْرِ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ ثُمَّ مَسَحُوْا وُجُوْهَهُمْ مَسْحَةً وَّاحِدَةً ثُمَّ عَادُوْا فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ الصَّعِيْدَ مَرَّةً اُخْرٰى فَمَسَحُوْا بِاَيْدِيْهِمْ كُلِّهَا اِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْاٰبَاطِ مِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ.

৩১৮। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হাদীস বর্ণনা করেন যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফরজ নামাযের জন্য পাক মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করতে গিয়ে মাটির ওপর হাত মেরে প্রথমে মুখমণ্ডল একবার মাসেহ করলেন। দ্বিতীয়বার মাটিতে হাত মেরে বগল সমেত পুরো হাত মাসেহ করলেন।

٣١٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ قَامَ الْمُسْلِمُوْنَ فَضَرَبُوْا بِاَكُفِّهِمُ التُّرَابَ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمَنَاكِبَ وَالْاٰبَاطَ قَالَ ابْنُ اللَّيْثِ اِلٰى مَا فَوْقَ الْمِرْفَقَيْنِ.

৩১৯। ইবনে ওয়াহ্‌ব (র) থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে ঃ মুসলমানরা দাঁড়িয়ে মাটিতে হাত মারলেন, আর মাটি হাতে নিলেন না। তারপর একই রকম বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তিনি কাঁধ ও বগলের উল্লেখ করেননি। ইবনে লাইস বলেন, সাহাবীরা কনুইয়ের ওপর পর্যন্ত মাসেহ করেছেন।

٣٢٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ اَبِىْ خَلَفٍ وَّمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُوْرِىُّ فِىْ اٰخَرِيْنَ قَالُوْا نَا يَعْقُوْبُ نَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَّسَ بِاُوْلاَتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظِفَارٍ فَحَبَسَ النَّاسَ ابْتِغَاءُ عِقْدِهَا ذَالِكَ حَتّٰى اَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا اَبُوْ بَكْرٍ وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَّاءٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرَهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبُوْا بِاَيْدِيْهِمْ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ رَفَعُوْا اَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَاَيْدِيَهُمْ اِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ اَيْدِيْهِمْ اِلَى الْاٰبَاطِ. زَادَ ابْنُ يَحْيٰى فِىْ حَدِيْثِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِىْ حَدِيْثِهِ وَلاَ يَعْتَبِرُ بِهٰذَا النَّاسُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَالِكَ رَوَاهُ ابْنُ اِسْحَاقَ قَالَ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَكَرَ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا ذَكَر يُوْنُسُ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ ضَرْبَتَيْنِ وَقَالَ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ. وَكَذَالِكَ قَالَ اَبُوْ اُوَيْسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَشَكَّ فِيْهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ فِيْهِ مَرَّةً عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْهِ اَوْعَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّةً قَالَ عَنْ اَبِيْهِ وَمَرَّةً قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِضْطَرَبَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِيْهِ وَفِىْ سَمَاعِهِ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَلَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمْ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ الضَّرْبَتَيْنِ اِلاَّ مَنْ سَمَّيْتُ.

৩২০। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (বনি মুস্তালিকের যুদ্ধে) উলাতুল জায়েশ (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী) নামক স্থানে রাত যাপনের জন্য অবতরণ করলেন। তাঁর সাথে ছিলেন আয়েশা (রা)। এখানে আয়েশার যেফারী আকিকের হারটি হারিয়ে যায়। ঐ হার অনুসন্ধানের জন্য লোকজন সেখানে যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য হয়। এমনকি সেখানে ভোর হয়ে গেলো। তাদের সাথে

পানিও ছিলো না। আবু বাক্‌র (রা) আয়েশা (রা)-এর ওপর অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন, তুমিই লোকদের আটকে রেখেছো। অথচ তাদের সাথে পানি নেই। এ সময় মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের বিধান সম্বলিত আয়াত নাযিল করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সকল মুসলমান উঠে দাঁড়ালেন। সবাই তাদের হাত জমিনে মারলেন। তারপর হাত উঠিয়ে নিলেন। কোন মাটি তুললেন না। মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন ও পরে হাত মাসেহ করলেন কাঁধ পর্যন্ত এবং হাতের নিচে বগল পর্যন্ত। ইবনে ইয়াহ্ইয়ার বর্ণনায় আরো আছে ঃ ইবনে শিহাব বলেছেন, তাদের আমলের কোন গুরুত্ব নেই [কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) তাদের এরূপ করেছেন]।

আবু দাউদ (র) বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে ইসহাক। তাতে তিনি ইবনে আব্বাস (রা) থেকে দু'বার মাটিতে হাত মারার বিষয় উল্লেখ করেছেন, ইবনে উয়াইনা এতে সন্দেহ করেছেন।... যুহরী বলেন, আমি যাদের নাম উল্লেখ করেছি, তাদের কেউ দু'বার হাত মারার কথা বলেননি।

٣٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ الضَّرِيْرُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ شَقِيْقٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ يَدَىْ عَبْدِاللّٰهِ وَاَبِىْ مُوْسٰى فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ رَجُلاً اَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا اَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ قَالَ لاَ وَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى فَكَيْفَ يَصْنَعُوْنَ بِهٰذِهِ الْاٰيَةِ الَّتِىْ فِىْ سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ : فَلَمْ تَجِدُوْا مَاءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا. فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِىْ هٰذَا لَاَوْشَكُوْا اِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ الْمَاءُ اَنْ يَّتَيَمَّمُوْا بِالصَّعِيْدِ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى وَاِنَّمَا كَرِهْتُمْ هٰذَا لِهٰذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اَبُوْ مُوْسٰى اَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَاجَةٍ فَاَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِى الصَّعِيْدِ كَمَا تَتَمَرَّغُ الدَّابَّةُ ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَصْنَعَ هٰكَذَا فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْاَرْضِ فَنَفَضَهَا ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلٰى يَمِيْنِهِ وَبِيَمِيْنِهِ عَلٰى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّٰهِ اَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

৩২১। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ও আবু মূসা (রা)-এর সামনে বসা ছিলাম। আবু মূসা (রা) বললেন, হে আবু আবদুর রহমান! যদি কারো উপর গোসল ফরয হয় এবং এক মাস যাবত পানি না পায়, তাহলে সে কি তায়াম্মুম করতে পারে? আবদুল্লাহ (রা) বলেন, হাঁ, যদিও সে এক মাস যাবত পানি না পায়। আবু মূসা (রা) বললেন, তাহলে সূরা মাইদার যে আয়াত রয়েছে ঃ "তারপর তোমরা যদি পানি না পাও তাহলে পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করো"– সেই সম্পর্কে কি বলতে চাও? আবদুল্লাহ (রা) বললেন, যদি লোকদের তায়াম্মুম করার অনুমতি দেয়া হয় তাহলে তারা পানি অত্যধিক ঠাণ্ডা হলে তায়াম্মুম করা শুরু করে দিবে। আবু মূসা (রা) তাকে বললেন, এজন্যই তোমরা তায়াম্মুম করা অপছন্দ করছো? তিনি বললেন ঃ হাঁ। আবু মূসা (রা) তাকে বললেন, তুমি কি আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) বর্ণিত হাদীস শোনোনি, যা তিনি উমার (রা)-কে বলেছিলেন? আম্মার (রা) বলেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কোন এক কাজে পাঠিয়েছিলেন। পথে আমি অপবিত্র হয়ে পড়লাম, কিন্তু পানি পেলাম না। কাজেই আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম যেরূপ চতুষ্পদ প্রাণী মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে থাকে। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আমি তাঁকে ব্যাপারটি জানালাম। তিনি বললেন ঃ তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি জমিনে হাত মারলেন। তারপর মাটি ফুঁ দিয়ে ঝেড়ে ফেললেন। এরপর বাঁ হাত ডান হাতের ওপর মারলেন, অতঃপর ডান হাত বাঁ হাতের ওপর মারলেন– উভয় হাতের কব্জির ওপর। তারপর মুখমণ্ডল মাসেহ করলেন। আবদুল্লাহ (রা) তাকে বললেন ঃ আপনার কি জানা নেই যে, উমার (রা) আম্মারের কথার উপর নির্ভর করেননি?

টীকা ঃ উমার (রা) তায়াম্মুম সম্পর্কে যে উক্তি করেছেন তার কারণ হলো, 'যার ওপর গোসল ফরয হয় তার পক্ষেও তায়াম্মুম করা জায়েয'– একথা তার জানা ছিলো না। তিনি নাপাক ব্যক্তির জন্য গোসল করা অপরিহার্য বলেই জানতেন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-ও এ মাসআলায় উমার (রা)-র অনুসারী ছিলেন। কুরআন শরীফের আয়াত "তোমরা যদি স্ত্রীদের স্পর্শ কর"-কে সহবাসের অর্থে গ্রহণ না করে তিনি আদর-সোহাগের অর্থেই গ্রহণ করতেন যা কেবল ক্ষেত্র বিশেষে উযু ভংগকারী। অধিকাংশ সাহাবীদের অভিমত তার বিপরীত ছিল। আর হাদীসসমূহের ভাষ্যও জমহুর সাহাবীদের মতের পোষকতা করে। উযু ভংগ হলে বা গোসল ফরয হলে উভয় অবস্থায়ই তায়াম্মুম করা সিদ্ধ।

(খ) হাদীসের শেষাংশে যে মাটিতে হাত মারার কথা উল্লেখিত হয়েছে, তার অর্থ নবী (সা) এক হাতই মেরেছেন। তাতে যে মাটি লেগেছিল তা অপর হাতের তালুতে লাগান ও কব্জির ওপর মাসেহ করেন। তারপর ঐ হাতেই মুখমণ্ডল মাসেহ করেন। এতে প্রমাণিত হয়, তায়াম্মুমে মাটিতে একবার হাত মারাই যথেষ্ট। আর তা দ্বারা উভয় হাত কব্জি পর্যন্ত, মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত দুই হাত মাসেহ করা জায়েয। দু'বার হাতমারা জরুরী নয়।

٣٢٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِيُّ نَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ أَبِيْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ اِنَّا نَكُوْنُ بِالْمَكَانِ الشَّهْرَ اَوِ الشَّهْرَيْنِ فَقَالَ عُمَرُ اَمَّا اَنَا فَلَمْ

اَكُنْ اُصَلِّىْ حَتّٰى اَجِدَ الْمَاءَ قَالَ فَقَالَ عَمَّارٌ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَمَا تَذْكُرُ اِذْ كُنْتُ اَنَا وَاَنْتَ فِى الْاِبِلِ فَاَصَابَتْنَا جَنَابَةٌ فَاَمَّا اَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَاَتَيْنَا النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَقُوْلَ هٰكَذَا وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ اِلٰى نِصْفِ الذِّرَاعِ. فَقَالَ عُمَرُ يَا عَمَّارُ اتَّقِ اللّٰهَ فَقَالَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنْ شِئْتَ وَاللّٰهِ لَمْ اَذْكُرْهُ اَبَدًا فَقَالَ عُمَرُ كَلاَّ وَاللّٰهِ فَنُوَلِّيَنَّكَ مِنْ ذَالِكَ مَا تَوَلَّيْتَ.

৩২২। আবদুর রহমান ইবনে আব্‌যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি তার নিকট এসে বললো, আমরা কোন জায়গায় (যেখানে পানি থাকে না) এক মাস/দুই মাস অবস্থান করে থাকি (সেখানে অপবিত্র হয়ে গেলে কি করবো)। উমার (রা) বলেন, আমি তো ততক্ষণ পর্যন্ত নামায পড়বো না, যতক্ষণ যাবত পানি না পাওয়া যাবে। আম্মার (রা) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি ঐ ঘটনার কথা মনে নেই, যখন আমি ও আপনি উটের পালে ছিলাম। আমরা অপবিত্র হয়ে পড়লাম। তখন আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ ব্যাপারে জানালাম। তিনি বলেন ঃ তোমাদের জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট ছিল। এই বলে তিনি মাটিতে উভয় হাত মারলেন ও হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছলেন ও উভয় হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মুছলেন। উমার (রা) বলেন, হে আম্মার! আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তিনি বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি চাইলে আমি আর কখনো তা বর্ণনা করবো না। উমার (রা) বলেন, না, আমার উদ্দেশ্য তা নয়, বরং তোমার বক্তব্যের স্বাধীনতা তোমাকে দিচ্ছি।

٣٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ نَا حَفْصٌ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ فَقَالَ يَا عَمَّارُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هٰكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اِلَى الْاَرْضِ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَالذِّرَاعَيْنِ اِلٰى نِصْفِ السَّاعِدِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى. وَرَوَاهُ جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ.

৩২৩। ইবনে আব্‌যা (র) আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ নবী (সা) বলেছেন ঃ হে আম্মার! তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট ছিল, এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত জমিনে নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর এক হাত অপর হাতের ওপর মারলেন। তারপর নিজের চেহারা মাসেহ করলেন ও হাতের অর্ধেক পর্যন্ত মাসেহ করলেন। তবে একবারের হাত মারায় হাতের কুনুই পর্যন্ত পৌছল না।

٣٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ وَضَرَبَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ شَكَّ سَلَمَةُ قَالَ لاَ اَدْرِىْ فِيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ يَعْنِىْ اَوْ اِلَى الْكَفَّيْنِ.

৩২৪। আম্মার (রা) থেকে উক্ত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে ঃ নবী (সা) বলেছেনঃ তোমার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট– এই বলে তিনি জমিনে হাত মারলেন এবং হাতে ফুঁ দিলেন। তারপর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মসেহ করলেন। সালামা এতে সন্দেহ করেছেন। তিনি বলেন, আমার জানা নেই, তিনি কনুই পর্যন্ত হাত মাসেহ করেছেন, না হাতের কব্জি পর্যন্ত।

٣٢٥- حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِىُّ نَا حَجَّاجٌ يَعْنِى الْاَعْوَرَ حَدَّثَنِىْ شُعْبَةُ بِاِسْنَادِهِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ ثُمَّ نَفَخَ فِيْهَا وَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ اَوْ اِلَى الذِّرَاعَيْنِ. قَالَ شُعْبَةُ كَانَ سَلَمَةُ يَقُوْلُ الْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهَ وَالذِّرَاعَيْنِ فَقَالَ لَهُ مَنْصُوْرٌ ذَاتَ يَوْمٍ اُنْظُرْ مَا تَقُوْلُ فَاِنَّهُ لاَ يَذْكُرُ الذِّرَاعَيْنِ غَيْرُكَ.

৩২৫। শো'বা (র) একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে, আম্মার (রা) বলেন, তিনি তাতে ফুঁ দিলেন। তারপর মুখমণ্ডলের ওপর ও উভয় হাতের কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত অথবা মধ্যাঙ্গুলির মাথা থেকে কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন। শো'বা বলেন, সালামা বলতেন, উভয় হাতের কব্জি, মুখমণ্ডল ও কনুই পর্যন্ত মাসেহ করলেন। একদিন মানসূর তাকে বললেন, কি বলছেন, বুঝে শুনে বলুন। আপনি ছাড়া কিন্তু আর কেউ "যিরআইন' অর্থাৎ মধ্যাঙ্গুলির মাথা থেকে কনুই পর্যন্তের কথা উল্লেখ করতেন না।

٣٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى الْحَكَمُ عَنْ ذَرٍّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارٍ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ

فَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ اَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ اِلَى الْاَرْضِ وَتَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمَّارًا يَخْطُبُ بِمِثْلِهِ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ لَمْ يَنْفُخْ وَذَكَرَ حُسَيْنُ ابْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحِكَمِ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اِلَى الْاَرْضِ وَنَفَخَ.

৩২৬। আম্মার (রা) থেকে অপর এক সূত্রে বর্ণিত একই হাদীসে তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার জন্য শুধু এতটুকুই যথেষ্ট যে, জমিনে হাত নিক্ষেপ করে তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করে নেবে। তারপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। আবু দাউদ বলেন, উক্ত হাদীসই বর্ণনা করেছেন শো'বা, হুসাইন, আবু মালিক থেকে। আবু মালিক বলেন, আমি আম্মারকে এরূপই খুতবায় বলতে শুনেছি। কিন্তু তাতে 'তিনি ফুঁ দেননি' শব্দগুলোর উল্লেখ রয়েছে। হুসাইন ইবনে মুহাম্মাদ, শো'বা, হাকাম সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ নবী (সা) জমিনে হাত মেরে ফু দিলেন।

٣٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّيَمُّمِ فَاَمَرَنِىْ ضَرْبَةً وَاحِدَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ.

৩২৭। আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে মুখমণ্ডল ও উভয় হাতের জন্য (মাটিতে) একবারই হাত মারার নির্দেশ দিয়েছেন।

٣٢٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمَاعِيْلَ نَا اَبَانُ قَالَ سُئِلَ قَتَادَةُ عَنِ التَّيَمُّمِ فِى السَّفَرِ فَقَالَ حَدَّثَنِىْ مُحَدِّثٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ اَبْزٰى عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ.

৩২৮। আবান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কাতাদা (রা)-কে সফররত অবস্থায় তায়াম্মুম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বললেন, আমার নিকট এক মুহাদ্দিস শা'বী, আবদুর রহমান ইবনে আবযা, আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) থেকে বর্ণনা করেছেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "কনুই পর্যন্ত" বলেছিলেন।

بَابُ التَّيَمُّمِ فِى الْحَضَرِ

অনুচ্ছেদ-১২৪ ঃ আবাসে অবস্থানকালে তায়াম্মুম করা

٣٢٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ قَالَ حَدَّثَنِى اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ اَقْبَلْتُ اَنَا وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى اَبِى الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ ابْنِ الصِّمَّةِ الْاَنْصَارِىِّ فَقَالَ اَبُو الْجُهَيْمِ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِيْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ السَّلَامَ حَتّٰى اَتٰى عَلٰى جِدَارٍ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ.

৩২৯। ইবনে আব্বাস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী মায়মূনা (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াসার রওনা করলাম। আমরা আবুল জুহায়েম ইবনুল হারিস ইবনুল সিম্মাহ আল-আনসারী (রা)-র নিকট গিয়ে পৌছলাম। আবুল জুহায়েম বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরে জামাল (মদীনার নিকটবর্তী একটি কূপের নাম)-এর দিক থেকে আসছিলেন। পথে তাঁর সাথে এক ব্যক্তির সাক্ষাত হলো। সে তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জবাব দিলেন না। তিনি একটি দেয়ালের নিকট এসে উপনীত হলেন। তিনি তাঁর মুখমণ্ডল ও উভয় হাত মাসেহ করলেন, তারপর তার সালামের জবাব দিলেন।

٣٣٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَوْصِلِىُّ اَبُوْ عَلِىٍّ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِىُّ ثَنَا نَافِعٌ قَالَ انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِىْ حَاجَةٍ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَضَى ابْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ وَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ يَوْمَئِذٍ اَنْ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ اَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا كَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَتَوَارٰى فِى السِّكَّةِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ثُمَّ ضَرَبَ بِهِمَا ضَرْبَةً اُخْرٰى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلٰى

الرَّجُلِ السَّلاَمَ وَقَالَ انَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِىْ اَنْ اَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلاَمَ الاَّ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ عَلٰى طُهْرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُوْلُ رَوٰى مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدِيْثًا مُنْكَرًا فِى التَّيَمُّمِ. قَالَ ابْنُ دَاسَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ عَلٰى ضَرْبَتَيْنِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَوْهُ فِعْلَ ابْنِ عُمَرَ.

৩৩০। নাফে' (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে ইবনে আব্বাস (রা)-র কাছে তার এক কাজে গেলাম। ইবনে উমার ইবনে আব্বাসের নিকট গিয়ে তার কাজ সমাধা করলেন। ঐ দিন ইবনে উমার (রা) এ হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি কোন এক গলির ভেতর দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অতিক্রম করলো। রাসূলুল্লাহ (সা) তখন পায়খানা অথবা পেশাব করে বের হচ্ছিলেন। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো। তিনি জবাব দিলেন না। লোকটি যখন (অন্য) গলিতে ঢুকে যাওয়ার নিকটবর্তী হলো, তিনি তাঁর উভয় হাত দেয়ালে মেরে মুখ মাসেহ করলেন। আবার হাত মেরে উভয় হাত মাসেহ করলেন। তারপর সালামের জবাব দিলেন। আর বললেন ঃ আমি তোমার সালামের জবাব এজন্যই দেইনি যে, আমি তখন পাক ছিলাম না।

٣٣١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَحْيَى الْبُرُلُّسِىُّ اَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ قَالَ اِنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَائِطِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ عِنْدَ بِيْرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى اَقْبَلَ عَلَى الْحَائِطِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْحَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ.

৩৩১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পায়খানা থেকে ফিরছিলেন। বিরে জামালের নিকট এক ব্যক্তির সাথে তাঁর সাক্ষাত হলো। লোকটি তাঁকে সালাম দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জবাব দিলেন না। তিনি একটি দেয়াল পর্যন্ত এসে উপনীত হলেন। দেয়ালে তিনি হাত মেরে তারপর মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করলেন এবং লোকটির সালামের জবাব দিলেন।

بَابُ الْجُنُبِ يَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ-১২৫ ঃ জুনূব (নাপাক) ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

٣٣٢- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا خَالِدٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ نَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ الْوَاسِطِيَّ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ اَبِي ذَرٍّ قَالَ اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا اَبَا ذَرٍّ اُبْدُ فِيْهَا فَبَدَوْتُ اِلَى الرَّبَذَةِ فَكَانَتْ تُصِيْبُنِي الْجَنَابَةُ فَاَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ فَسَكَتُّ فَقَالَ ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ اَبَا ذَرٍّ لِاُمِّكَ الْوَيْلُ فَدَعَا لِي بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ فَجَاءَتْ بِعُسٍّ فِيْهِ مَاءٌ فَسَتَرَتْنِيْ بِثَوْبٍ وَاسْتَتَرْتُ بِالرَّاحِلَةِ وَاغْتَسَلْتُ فَكَاَنِّيْ اَلْقَيْتُ عَنِّيْ جَبَلاً فَقَالَ الصَّعِيْدُ الطَّيِّبُ وُضُوْءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ اِلٰى عَشْرِ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاَمِسَّهُ فَاِنَّ ذَالِكَ خَيْرٌ. وَقَالَ مُسَدَّدٌ غُنَيْمَةٌ مِّنَ الصَّدَقَةِ وَحَدِيْثُ عَمْرٍو اَتَمُّ.

৩৩২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বেশ কিছু বকরী জমা হলো। তিনি বলেন ঃ হে আবু যার! এগুলোকে জংগলে নিয়ে যাও। আমি বকরীগুলো নিয়ে রাবযাহ (মদীনার নিকটবর্তী একটি গ্রাম)-এর দিকে গেলাম। সেখানে আমি নাপাক হলাম। আমি পাঁচ-ছ'দিন যাবত এমনি কাটালাম (পানির অভাবে গোসল না করেই নামায পড়তাম)। যখন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম (তাঁকে এ বিষয়ে জানালাম)। তিনি বললেন ঃ আবু যার! আমি নিশ্চুপ রইলাম। তিনি বললেন ঃ হে আবু যার! তোমার মা তোমার জন্য কাঁদুক! তোমার মার দুঃখ হোক! এই বলে তিনি একটি কালো ক্রীতদাসীকে ডাকলেন। সে একটি বড় পাত্রে করে পানি নিয়ে আসলো। সে আমাকে একটি কাপড় দিয়ে পর্দা করে দিল। অপরদিকে আমি উট দিয়ে পর্দা করে নিলাম, তারপর গোসল করলাম। আমার মনে হলো, যেন আমার উপর থেকে একটি পাহাড় সরে গেল। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ পাক মাটিই হলো মুসলমানদের জন্য পবিত্রতা অর্জনের বাহন, যদিও দশ বছরের জন্যও হয় (অর্থাৎ যদি দশ বছর যাবতও পানি না পাওয়া যায়)। যখন পানি পেয়ে যাবে তখন পানি ব্যবহার করবে। কারণ পানি হলো অধিকতর উত্তম। মুসাদ্দাদ বলেন, ঐ বকরীগুলো ছিল যাকাতের বকরী। আর আমরের হাদীস পরিপূর্ণ।

٣٣٢- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ اَبِى قِلاَبَةَ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِى عَامِرٍ قَالَ دَخَلْتُ فِى الاِسْلاَمِ فَاَهَمَّنِى دِيْنِى فَاَتَيْتُ اَبَا ذَرٍ فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ اِنِّى اجْتَوَيْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاَمَرَلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدٍ وَبِغَنَمٍ فَقَالَ لِىْ اشْرَبْ مِنْ اَلْبَانِهَا قَالَ حَمَّادٌ وَاَشُكُّ فِىْ اَبْوَالِهَا فَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ فَكُنْتُ اَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِىَ اَهْلِىْ فَتُصِيْبُنِى الْجَنَابَةُ فَاُصَلِّىْ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ فَاَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهُوَ فِىْ رَهْطٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ وَهُوَ فِىْ ظِلِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبُوْ ذَرٍّ فَقُلْتُ نَعَمْ هَلَكْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَمَا اَهْلَكَكَ قُلْتُ اِنِّىْ كُنْتُ اَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِىَ اَهْلِىْ فَتُصِيْبُنِى الْجَنَابَةُ فَاُصَلِّىْ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ فَاَمَرَلِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَجَاءَ بِهِ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ بِعُسٍّ يَتَخَضْخَضُ مَا هُوَ بِمَلْاٰنَ فَتَسَتَّرْتُ اِلَى بَعِيْرٍ فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُوْرٌ وَاِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ اِلَى عَشْرِ سِنِيْنَ فَاِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَاَمِسَّهُ جِلْدَكَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوبَ لَمْ يَذْكُرْ اَبْوَالَهَا هٰذَا لَيْسَ بِصَحِيْحٍ وَلَيْسَ فِىْ اَبْوَالِهَا اِلاَّ حَدِيْثُ اَنَسٍ تَفَرَّدَ بِهِ اَهْلُ الْبَصْرَةِ.

৩৩৩। আবু কিলাবা (র) থেকে বনু আমের গোত্রের এক লোকের সূত্রে বর্ণিত। লোকটি বললো, আমি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি। দীন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে আমার খুব আগ্রহ জাগলো। তাই আমি আবু যার (রা)-র নিকট এলাম। আবু যার (রা) বললেন, মদীনার আবহাওয়া আমার (স্বাস্থ্যের) জন্য অনুকূল হয়নি বা আমি পেটের রোগে আক্রান্ত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কতক উট-বকরীর দুধ পান করার আদেশ করেছেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন ঃ পেশাব পান করার জন্যও আদেশ করেছেন। আবু যার (রা) বললেন, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। অতএব আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তখন ছিল বেলা দ্বিপ্রহর। তিনি কিছু সংখ্যক সাহাবীদের সাথে বসা ছিলেন মসজিদের ছায়ায়। তিনি বললেন ঃ আবু যার নাকি! আমি বললাম, হাঁ, আমি ধ্বংস হয়ে গিয়েছি, হে

আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বললেন ঃ তা কিভাবে তুমি ধ্বংস হলে? আমি বললাম, আমি পানি থেকে দূরে ছিলাম। আমার সাথে আমার স্ত্রীও ছিল। আমি নাপাক হতাম এবং অপবিত্র অবস্থায় নামায পড়তাম। তিনি তৎক্ষণাৎ আমার জন্য পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এক কালো ক্রীতদাসী একটি বড় পাত্রে পানি নিয়ে আসলো। পানিতে পরিপূর্ণ না থাকায় সেটি দুলছিল। আমি একটি উটকে পর্দা বানিয়ে গোসল করে নিলাম। গোসল সেরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! পাক মাটিই পবিত্রকারী, যদিও দশ বছর যাবত পানি না পাওয়া যায়। পানি পাওয়া গেলে তাতে শরীর ধৌত করে নাও।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস আইউবের সূত্রে হাম্মাদ ইবনে যায়েদ রিওয়ায়াত করেছেন। এই বর্ণনায় "এগুলোর পেশাব" শব্দটি উল্লেখ নাই। এটা সহীহ্ নয়। আনাস (রা)-র হাদীসেই কেবল "এগুলোর পেশাব" শব্দটি উল্লেখ আছে, যা কেবল বসরাবাসীরা এককভাবে বর্ণনা করেছেন।

بَابُ اِذَا خَافَ الْجُنُبُ الْبَرْدَ اَيَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ-১২৬ ঃ ঠাণ্ডা লাগার আশংকা হলে নাপাক ব্যক্তি কি তায়াম্মুম করতে পারে?

٣٣٤- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ اَيُّوْبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيْدِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ احْتَلَمْتُ فِىْ لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِىْ غَزْوَةِ ذَاتِ السُّلَاسِلِ فَاَشْفَقْتُ اَنْ اَغْتَسِلَ فَاَهْلَكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِاَصْحَابِى الصُّبْحَ فَذَكَرُوْا ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِاَصْحَابِكَ وَاَنْتَ جُنُبٌ فَاَخْبَرْتُهُ بِالَّذِىْ مَنَعَنِىْ مِنَ الْاِغْتِسَالِ وَقُلْتُ اِنِّىْ سَمِعْتُ اللّٰهَ يَقُوْلُ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا. فَضَحِكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ جُبَيْرٍ مِصْرِىٌّ مَوْلٰى خَارِجَةَ بْنِ حُذَافَةَ وَلَيْسَ ابْنُ جُبَيْرِبْنِ نُفَيْرٍ.

৩৩৪। আমর ইবনুল আস্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খুব শীতের এক রাতে আমার স্বপ্নদোষ হলো। এটা ছিল যাতুস্ সালাসিল যুদ্ধের সময়কার ঘটনা। আমার ভয় হলো, আমি যদি গোলস করি তাহলে মরেই যাবো। তাই আমি তায়াম্মুম করে লোকদের নামায পড়ালাম। তারা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো।

রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ কি হে আমর! তুমি অপবিত্র অবস্থায় সাথীদের নামায পড়িয়েছ! আমি গোসল না করার কারণ সম্পর্কে তাঁকে অবিহত করলাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ্‌র এই বাণীও শুনেছি ঃ "তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি বড়ই দয়াবান" (সূরা নিসা ঃ ২৯)। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে দিলেন, আর কিছু বললেন না।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ঠাণ্ডার দরুন যদি জীবনাশংকা দেখা দেয় বা বিশেষ ক্ষতির আশংকা থাকে তাহলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করলেই চলবে। পরে রোদ উঠলে গোসল করবে এবং নামাযের কাযা করতে হবে না।

٣٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِىْ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ قَيْسٍ مَوْلٰى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلٰى سَرِيَّةٍ وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ نَحْوَهُ وَقَالَ فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ هٰذِهِ الْقِصَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيْهِ فَتَيَمَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرُوِىَ هٰذَا الْقِصَّةُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ فِيْهِ فَتَيَمَّمَ.

৩৩৫। আমর ইবনুল আস (রা)-র আযাদকৃত গোলাম আবু কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমর ইবনুল আস (রা) একটি বাহিনীর নেতৃত্বে ছিলেন। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের মতই বর্ণনা করেন ও বলেন ঃ তারপর তিনি তার শরীরের ময়লা জমা হবার স্থানগুলি ধুয়ে ফেলেন এবং নামাযের উযু করে নামায পড়ান। তারপর পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেন ও তায়াম্মুমের উল্লেখ করেননি। আবু দাউদ বলেন, এ ঘটনা আওযায়ী (র)-হাস্‌সান ইবনে আতিয়্যা সূত্রেও বর্ণিত হয়েছে। তাতে তায়াম্মুমের উল্লেখ আছে।

بَابُ الْمَجْدُوْرِ يَتَيَمَّمُ

অনুচ্ছেদ-১২৭ ঃ আহত ব্যক্তির তায়াম্মুম করা

٣٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْاَنْطَاكِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خُرَيْقٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَرَجْنَا فِىْ سَفَرٍ فَاَصَابَ رَجُلاً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّهُ فِىْ رَأْسِهِ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ اَصْحَابَهُ فَقَالَ هَلْ تَجِدُوْنَ لِىْ رُخْصَةً فِى التَّيَمُّمِ قَالُوْا مَا نَجِدُ لَكَ رُخْصَةً

وَاَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى الْمَاءِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُخْبِرَ بِذَالِكَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلاَّ سَأَلُوْا اِذْ لَمْ يَعْلَمُوْا فَاِنَّمَا شِفَاءُ الْعَىِّ السُّؤَالُ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْهِ اَنْ يَّتَيَمَّمَ وَيَعْصِرَ اَوْ يَعْصِبَ شَكَّ مُوْسٰى عَلٰى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَيْهَا وَيَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ.

৩৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সফরে বের হলাম। আমাদের মধ্যে একজনের মাথায় পাথরের আঘাত লেগে মাথা ফেটে যায়। তার স্বপ্নদোষ হলে সে সাথীদের জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কি আমাকে তায়াম্মুমের সুযোগ গ্রহণের অনুমতি দাও? তারা বললো, না, তুমি কিভাবে তায়াম্মুম করবে? তুমি তো পানি ব্যবহার করতে সক্ষম। অতএব সে গোসল করলো। ফলে সে মৃত্যুবরণ করলো। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলে তাঁকে বিষয়টি জানানো হলো। তিনি বললেন ঃ এরা অন্যায়ভাবে তাকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যেন এদের হত্যা করেন। তাদের যখন সমাধান জানা ছিলো না, তাদের কর্তব্য ছিল জিজ্ঞেস করে তা জেনে নেয়া। কারণ অজ্ঞতার প্রতিষেধক হলো জিজ্ঞেস করা। ঐ লোকটির জন্য তায়াম্মুম করাই যথেষ্ট ছিল। আর যখমের ওপর কাপড় বেঁধে তার ওপর মাসেহ করে অবশিষ্ট পুরো শরীর ধুয়ে ফেললেই যথেষ্ট হতো।

٣٣٧- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ الْاَنْطَاكِىُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ اَخْبَرَنِى الْاَوْزَعِىُّ اَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ رَبَاحٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ اَصَابَ رَجُلاً جُرْحٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ احْتَلَمَ فَاُمِرَ بِالْاِغْتِسَالِ فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ فَبَلَغَ ذَالِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعَىِّ السُّؤَالُ.

৩৩৭। আতা ইবনে আবু রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় এক ব্যক্তি আহত হয়। তার স্বপ্নদোষ হলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দেয়া হলো। অতএব সে গোসল করলে তার মৃত্যু হয়। এ সংবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছলে তিনি বলেন ঃ এরা লোকটিকে হত্যা করেছে। আল্লাহ যেন এদের হত্যা করেন! অজ্ঞতার প্রতিষেধক জিজ্ঞেস করা নয় কি?

بَابُ الْمُتَيَمِّمِ يَجِدُ الْمَاءَ بَعْدَ مَايُصَلِّيْ فِي الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-১২৮ ঃ কোন ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়ার পর ওয়াক্ত থাকতেই পানি পেয়ে গেলো

٣٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْمُسَيَّبِيُّ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلاَنِ فِيْ سَفَرٍ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَاَعَادَ اَحَدُهُمَا الصَّلٰوةَ وَالْوُضُوْءَ وَلَمْ يُعِدِ الْاٰخَرُ ثُمَّ اَتَيَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَالِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِيْ لَمْ يُعِدْ اَصَبْتَ السُّنَّةَ وَاَجْزَأَتْكَ صَلاَتُكَ وَقَالَ لِلَّذِيْ تَوَضَّأَ وَاَعَادَ لَكَ الْاَجْرُ مَرَّتَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُ ابْنِ نَافِعٍ يَرْوِيْهِ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَمِيْرَةَ بْنِ اَبِيْ نَاجِيَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ذِكْرُ اَبِيْ سَعِيْدٍ فِيْ هٰذَا الْحَدِيْثِ لَيْسَ بِمَحْفُوْظٍ هُوَ مُرْسَلٌ.

৩৩৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক সফরে বের হলো। নামাযের ওয়াক্ত হয়ে গেলো কিন্তু তাদের সাথে পানি ছিল না। তারা পাক মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নিলো। এরপর তারা পানি পেলো। তখনো নামাযের ওয়াক্ত অবশিষ্ট ছিল। একজন উযু করে পুনরায় নামায পড়লো। অপরজন পুনরায় নামায পড়লো না। পরে উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানালো। যে ব্যক্তি পুনরায় নামায পড়েনি, তাকে রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি সুন্নাতের ওপর আমল করেছ। তোমার প্রথম নামাযই তোমার জন্য যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তি উযু করে পুনরায় নামায পড়েছে, তার উদ্দেশ্যে বললেন ঃ তোমার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ প্রতিদান।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীসে আবু সাঈদ (রা)-র নাম যুক্ত করা সঠিক নয়। মূলত এটি মুরসাল হাদীস।

٣٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ اِنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

৩৩৯। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে দু'জন লোক... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

بَابٌ فِي الْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-১২৯ ঃ জুমুআর নামাযের জন্য গোসল করা

٣٤٠- حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ نَا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَحْيٰى أَخْبَرَنِىْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَقَالَ عُمَرُ أَتُحْتَبِسُوْنَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا هُوَ اِلاَّ أَنْ سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرَ اَلْوُضُوْءُ أَيْضًا أَوَلَمْ تَسْمَعُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا أَتٰى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

৩৪০। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু হুরায়রা তাকে অবহিত করেছেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এক জুমুআর দিন খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি আসলো। উমার (রা) তাকে বললেন, তোমাদের কি নামায থেকে বাধা প্রদান করা হয়ে থাকে? লোকটি বললো, না, ঠিক তা নয়। বরং আযান শোনার পরই আমি উযু করেছি (তারপর এসেছি)। উমার (রা) বললেন, শুধু কি উযু করেছ? তোমরা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ উক্তি শোননি ঃ তোমাদের কেউ যখন জুমুআর নামাযে যায়, সে যেন গোসল করে নেয়?

٣٤١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ كَعْنَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

৩৪১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জুমুআর দিন প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ওপর গোসল করা ওয়াজিব।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেন, এ ওয়াজিবের অর্থ ইচ্ছা সাপেক্ষ ওয়াজিব বা মুস্তাহাব, ফরয বা আবশ্যকর্তব্য নয়।

٣٤٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّمْلِىُّ نَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِى ابْنَ فَضَالَةَ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفْصَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الْجُمُعَةِ

وَعَلَى كُلِّ مَنْ رَاحَ اِلَى الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ اَجْزَاَهُ مِنْ غُسْلِ الْجُمُعَةِ وَاِنْ اَجْنَبَ.

৩৪২। হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের জন্য জুমুআর নামাযে যাওয়া কর্তব্য এবং প্রত্যেক জুমুআর নামাযে গমনকারীর জন্য গোসল করা জরুরী।

আবু দাউদ (র) বলেন, জুমুআর দিন ফজরের সময় হওয়ার পর গোসল করলেও যথেষ্ট হবে, যদিও তা জানাবাতের গোসল হয়।

٣٤٣- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَوْهَبِ الرَّمْلِيُّ الْهَمْدَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالاَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ وَهٰذَا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ قَالَ يَزِيْدُ وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ فِيْ حَدِيْثِهِمَا عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ وَاَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَاَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ اَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبٍ اِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ اَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللّٰهُ تَعَالَى لَهُ ثُمَّ اَنْصَتَ اِذَا خَرَجَ اِمَامُهُ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ صَلٰوتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِيْ قَبْلَهَا قَالَ وَيَقُوْلُ اَبُوْهُرَيْرَةَ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَيَقُوْلُ اِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُحَمَّدُ بْنِ سَلَمَةَ اَتَمُّ وَلَمْ يَذْكُرْ حَمَّادٌ كَلاَمَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ.

৩৪৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে উত্তম পোশাক পরিধান করবে, তার কাছে থাকলে সুগন্ধি লাগাবে, তারপর জুমুআর নামায পড়তে মসজিদে যাবে ও লোকদের ঘাড় না টপকাবে (অর্থাৎ যেখানে জায়গা পাবে সেখানেই দাঁড়িয়ে যাবে) এবং তার ভাগ্যে মহান আল্লাহ যা রেখেছেন সে অনুপাতে নামায পড়ে নীরবতা অবলম্বন করবে– ঐ সময় থেকে যখন ইমাম খুতবার জন্য বের হবেন, এমনকি নামায শেষ করা পর্যন্ত, তাহলে এটা কাফ্ফারা হয়ে যাবে– এ জুমুআ ও

তার পূর্ববর্তী জুমুআর মধ্যবর্তী যাবতীয় গুনাহর। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আরো তিন দিনের গুনাহও মাফ হবে। কারণ নেক কাজের সওয়াব দশ গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

٣٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ هِلاَلٍ وَّبُكَيْرَ بْنَ الْاَشَجِّ حَدَّثَاهُ عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَاقِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ ابْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلٰى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَالسِّوَاكُ وَيَمُسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قُدِّرَ لَهُ اِلاَّ اَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَانِ وَقَالَ فِى الطِّيْبِ وَلَوْ مِنْ طِيْبِ الْمَرْاَةِ.

৩৪৪। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক লোকের ওপর জুমুআ'র দিন গোসল করা ও মেসওয়াক করা অবশ্যকর্তব্য। আর যার ভাগ্যে নির্ধারিত থাকে সে সুগন্ধি লাগাবে। কিন্তু বুকাইর (র) আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করেননি। আর সুগন্ধি সম্পর্কে বলেছেন, যদিও তা মহিলাদের সুগন্ধি হয়।

٣٤٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ الْجَرْجَرَائِىُّ ثَنَا حَبِّىْ نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ حَدَّثَنِىْ حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِىُّ حَدَّثَنِىْ اَوْسُ بْنُ اَوْسٍ الثَّقَفِىُّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَّرَ وَابْتَكَرَ وَمَشٰى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْاِمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ اَجْرُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا.

৩৪৫। আওস ইবনে আওস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করবে ও (তার স্ত্রীকেও) গোসল করাবে, প্রত্যুষে ঘুম থেকে জাগবে ও জাগাবে এবং জুমুআর জন্য মসজিদে– আরোহণ করে নয়– পায়ে হেঁটে যাবে, ইমামের নিকটে বসে খুতবা শুনবে ও কোনরূপ অনাবশ্যকীয় কথা না বলবে, তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে সে এক বছর যাবত দিনভর রোযা রাখার ও রাতভর নামায পড়ার সওয়াব পাবে।

٣٤٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلاَلٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاغْتَسَلَ وَسَاقَ نَحْوَهُ.

৩৪৬। আওস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক জুমুআ'র দিন মাথা ধোয় ও গোসল করে... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٣٤٧- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَقِيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمِصْرِيَّانِ قَالاَ نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ ابْنُ أَبِيْ عَقِيْلٍ قَالَ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ يَعْنِي بْنَ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَّ مِنْ طِيْبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْغُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِّمَا بَيْنَهُمَا وَمَنْ لَغَا وَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ كَانَتْ لَهُ ظُهْرًا.

৩৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক জুমুআ'র দিন গোসল করবে, তার স্ত্রীর সুগন্ধি থাকলে তা থেকে ব্যবহার করবে, তার উৎকৃষ্ট পোশাক পরিধান করবে, লোকদের ঘাড় টপকাবে না এবং ওয়াযের (খুত্‌বা) সময় কোন নিরর্থক কথাবার্তা বলবে না। দুই জুমুআর মধ্যবর্তী সময়ের যাবতীয় গোনাহর জন্য তা কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে নিরর্থক কথাবার্তা বলবে ও লোকদের ঘাড় টপকাবে তার জুমুআ (এর সওয়াব) হবে যোহরের নামাযের ন্যায় (জুমুআর নামাযের সওয়াব পাবে না)।

٣٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِيْ شَيْبَةَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ نَا زَكَرِيَّا نَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيْبٍ الْعَنَزِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمِنَ الْحِجَامَةِ وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ.

৩৪৮। আবদুল্লাহ্ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারটি কারণে গোসলের নির্দেশ দিতেন ঃ (১) জানাবাতের দরুন, (২) জুমুআর জন্য এবং (৩) ক্ষৌরকর্ম করালে ও (৪) মৃতের গোসল দেয়ার পর।

٣٤٩- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ نَا مَرْوَانُ نَا عَلِيُّ بْنُ حَوْشَبٍ قَالَ سَأَلْتُ مَكْحُوْلاً عَنْ هٰذَا الْقَوْلِ غسَّلَ وَاغْتَسَلَ قَالَ غَسَّلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ

৩৪৯। আলী ইবনে হাওশাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মাকহূল (র)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ 'যে ধুইল ও ধোয়াইল'-এর অর্থ কি? তিনি বলেছিলেন ঃ মাথা ধোয়াইল ও সমগ্র শরীর ধুইল।

٣٥٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ نَا اَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ فِيْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ قَالَ قَالَ سَعِيْدٌ غَسَلَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ جَسَدَهُ.

৩৫০। সাঈদ ইবনে আবদুল আযীয (র)-ও উক্ত শব্দদ্বয়ের অর্থ সম্পর্কে বলেছেন, 'মাথা ধুইল ও সমগ্র শরীর ধুইল।

٣٥١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ سُمَىٍّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ السَّمَّانِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا اَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَمَنْ رَاحَ فِى السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَاَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন জানাবাতের গোসলের ন্যায় গোসল করবে ও সকাল সকাল জুমুআর নামাযে চলে আসবে, সে যেন একটি উট কুরবানী করলো (অর্থাৎ সে একটি উট কুরবানীর সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি তার পরে আসবে, সে যেন একটি গাভী কুরবানীর সওয়াব পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি ছাগল কুরবানীর সওয়াব

পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি মুগরী কুরবানীর সওয়াব পাবে। তারপর যে আসবে সে একটি ডিম আল্লাহর পথে দান করার সওয়াব পাবে। ইমাম যখন খুত্‌বা দেয়ার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসেন, তখন ফেরেশ্‌তারাও খুত্‌বা শোনার জন্য উপস্থিত হন।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ تَرْكِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

অনুচ্ছেদ-১৩০ ঃ জুমুআর দিন গোসল ত্যাগ করার অনুমতি আছে

٣٥٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّاسُ مُهَّانَ اَنْفُسِهِمْ فَيَرُوْحُوْنَ اِلَى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوْ اغْتَسَلْتُمْ.

৩৫২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা নিজেদের শ্রমে নিয়োজিত থাকতো। তারপর ঐ অবস্থায়ই জুমুআ'র নামায পড়তে চলে যেত। তখন তাদের বলা হলো, তোমরা যদি গোসল করে আসতে!

٣٥٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ نَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ اَبِىْ عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ نَاسًا مِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوْا فَقَالُوْا يَاابْنَ عَبَّاسٍ اَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا قَالَ لاَ وَلٰكِنَّهُ اَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِّمَنِ اغْتَسَلَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ وَسَاُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدْءُ الْغُسْلِ كَانَ النَّاسُ مَجْهُوْدِيْنَ يَلْبَسُوْنَ الصُّوْفَ وَيَعْمَلُوْنَ عَلٰى ظُهُوْرِهِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيِّقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ اِنَّمَا هُوَ عَرِيْشٌ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ يَوْمٍ حَارٍّ وَعَرِقَ النَّاسُ فِىْ ذَالِكَ الصُّوْفِ حَتّٰى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحٌ اٰذٰى بِذَالِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمَّا وَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الرِّيْحَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِذَا كَانَ هٰذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُوْا وَلْيَمَسَّ اَحَدُكُمْ اَفْضَلَ مَا يَجِدُ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيْبِهِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ثُمَّ جَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى ذِكْرُهُ بِالْخَيْرِ وَلَبِسُوْا غَيْرَ الصُّوْفِ وَكُفُوا الْعَمَلَ وَوُسِّعَ مَسْجِدُهُمْ وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِىْ كَانَ يُؤْذِىْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ.

৩৫৩। ইকরিমা (র) থেকে বর্ণিত। ইরাকের অধিবাসী কিছু সংখ্যক লোক এসে ইবনে

আব্বাস (রা)-কে বললো, জুমুআর দিন গোসল করা কি ওয়াজিব বলে আপনি মনে করেন? ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, না, বরং করাটা ভালো এবং তাতে অধিকতর পবিত্রতা হাসিল হয়। আর যে গোসল করবে না তার জন্য ওয়াজিব নয়। আমি তোমাদের জানাচ্ছি কিভাবে গোসলের সূচনা হয়েছে। তৎকালে লোকজন কঠোর কায়িক পরিশ্রম করতো, তারা পশমী পোশাক পরতো এবং নিজেদের পিঠে করে বোঝা বহন করতো। মসজিদও ছিল সংকীর্ণ, মসজিদের ছাদ ছিল নিচু, তাও ছিল খেজুরের ডালের একটি চালা। এক গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসলেন। লোকদের কাপড় ঘামে ভিজে তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়লো। এতে একজনের দ্বারা আরেকজনের কষ্ট হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্গন্ধ পেয়ে, বলেন ঃ হে লোকসকল! যখন এদিন (অর্থাৎ জুমুআর দিন) আসে, তোমরা গোসল করে নিও এবং তোমাদের পক্ষে সম্ভব সর্বোত্তম তেল ও সুগন্ধি লাগিও। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, পরবর্তী পর্যায়ে মহান আল্লাহ তাদের সম্পদশালী করেন। পশমের পরিবর্তে অন্যান্য (ভাল) কাপড় তারা পরিধান করে। কাজ-কর্ম বিভক্ত হয়ে পড়ে (অর্থাৎ গোলাম-বাঁদীদের দ্বারাও তারা কাজ করাতে থাকে), মসজিদ প্রশস্ত হলো। পরস্পর পরস্পরের ঘামের গন্ধে কষ্ট পাওয়াও দূরীভূত হল (এজন্য বর্তমানে জুমুআর দিন গোসল করা ভালো কিন্তু ওয়াজিব নয়)।

٣٥٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ نَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَبِهَا وَنِعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ اَفْضَلُ.

৩৫৪। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযু করলো, সেতো ভালো ও উত্তম কাজ করলো। আর গোসল করাটা অধিকতর উত্তম।

بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ

অনুচ্ছেদ-১৩১ ঃ কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করলে তাকে গোসল করার নির্দেশ দান

٣٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ الْعَبْدِيُّ اَنَا سُفْيَانُ نَا الْاَغَرُّ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ جَدِّهٖ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُرِيْدُ الْاِسْلَامَ فَاَمَرَنِىْ اَنْ اَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَّسِدْرٍ.

৩৫৫। কায়েস ইবনে আসেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ইসলাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে আসলাম। নবী (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে গোসল করার জন্য।

٣٥٦- حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اُخْبِرْتُ عَنْ عُثَيْمِ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّهُ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ اَسْلَمْتُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَالْكُفْرِ يَقُوْلُ احْلَقْ قَالَ وَاَخْبَرَنِىْ اٰخَرُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِاٰخَرَ مَعَهُ اَلْقِ عَنْكَ شَعْرَالْكُفْرِ وَاخْتَتِنْ.

৩৫৬। উসাইম ইবনে কুলাইব (র) তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বললেন, আমি ইসলাম কবুল করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও (অর্থাৎ মাথার চুল মুণ্ডন করে ফেলা)। উসাইমের দাদা বলেন, আমাকে অন্য একজন বলেছেন, তার সাথে আরেকজন ছিল, তাকে নবী (সা) বললেন ঃ কুফর অবস্থার চুল ফেলে দাও এবং খতনা করে নাও।

بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ ثَوْبَهَا الَّذِىْ تَلْبَسُهُ فِىْ حَيْضِهَا

অনুচ্ছেদ-১৩২ ঃ মহিলাদের হায়েযকালীন পরিধেয় কাপড় ধোয়া

٣٥٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ حَدَّثَتْنِىْ اُمُّ الْحَسَنِ يَعْنِى جَدَّةَ اَبِىْ بَكْرٍ الْعَدَوِىِّ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ سُئِلَتْ عَائِشَةُ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيْبُ ثَوْبَهَا الدَّمُ قَالَتْ تَغْتَسِلُهُ فَاِنْ لَمْ يَذْهَبْ اَثَرُهُ فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَىْءٍ مِّنْ صُفْرَةٍ وَقَالَتْ وَلَقَدْ كُنْتُ اَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ حِيَضٍ جَمِيْعًا لَا اَغْسِلُ لِىْ ثَوْبًا.

৩৫৭। মুআযা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা)-কে ঋতুবতী মহিলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যার কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গিয়েছে। তিনি বলেছিলেন, ঐ কাপড় ধুয়ে ফেলতে হবে। যদি তার চিহ্ন দূর না হয়, তাহলে কোন হলুদ জিনিস দ্বারা রং বদলে দেবে। তিনি আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একাদিক্রমে আমার তিন তিনবার হায়েয হতো। অথচ আমি আমার কাপড় ধুতাম না (কাপড়ে রক্ত বা নাপাক না লাগলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই)।

٣٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ الْعَبْدِىُّ اَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَعْنِى ابْنَ مُسْلِمٍ يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ

مَا كَانَ لِاِحْدَانَا اِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيْضُ فِيْهِ فَاِذَا اَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ بَلَّتْهُ بِرِيْقِهَا ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيْقِهَا.

৩৫৮। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) বলেন, আমাদের কারও নিকট শুধু একটি কাপড় থাকতো। যা পরিহিত অবস্থায় তার ঋতুস্রাব হতো। কাপড়ে রক্ত লেগে গেলে তিনি মুখের লালা দ্বারা ভিজিয়ে তা রগড়ে নিতেন।

টীকা ঃ সম্ভবত হযরত আয়েশা (রা) থুথু দিয়ে রগড়ানোর পর আবার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলতেন। কিন্তু বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করেননি। অথবা কাপড়ে রক্তের সামান্য ছিটা লাগলে তিনি এমনটি করতেন। এটা তিনি করতেন হায়েযের মেয়াদ শেষ হবার পর। আর হায়েযের মেয়াদের মধ্যে কাপড় ধোয়ার তো কোন প্রয়োজনই নেই (বাযলুল মাজহুদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৪)।

٣٥٩- حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ يَعْنِى ابْنَ مَهْدِىٍّ نَا بَكَّارُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنِىْ جَدَّتِىْ قَالَتْ دَخَلْتُ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ مِّنْ قُرَيْشٍ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ ثَوْبِ الْحَائِضِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ قَدْ كَانَ تُصِيْبُنَا الْحَيْضُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلْبِثُ اِحْدَانَا اَيَّامَ حَيْضِهَا ثُمَّ تَطْهُرُ فَتَنْظُرُ الثَّوْبَ الَّذِىْ كَانَتْ تَقَلَّبُ فِيْهِ فَاِنْ اَصَابَهُ دَمٌ غَسَلْنَاهُ وَصَلَّيْنَا فِيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اَصَابَهُ شَيْءٌ تَرَكْنَاهُ وَلَمْ يَمْنَعْنَا ذَالِكَ مِنَ اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِ وَاَمَّا الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ اِحْدَانَا تَكُوْنُ مُمْتَشِطَةً فَاِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ تَنْقُضْ ذَالِكَ وَلٰكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلٰى رَأْسِهَا ثَلاَثَ حَفَنَاتٍ فَاِذَا رَأَتِ الْبَلَلَ فِىْ اُصُوْلِ الشَّعْرِ دَلَكَتْهُ ثُمَّ اَفَاضَتْ عَلٰى سَائِرِ جَسَدِهَا.

৩৫৯। বাক্কার ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) থেকে তার দাদীর সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উম্মু সালামা (রা)-র নিকট গেলাম। তখন কুরাইশ এক মহিলা তাকে হায়েযের কাপড়ে নামায পড়া যায় কিনা জিজ্ঞেস করলো। উম্মু সালামা (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমাদের হায়েয হতো। যতদিন পর্যন্ত হায়েয (জারী) থাকতো, ততদিন আমাদের কেউ কেউ একই কাপড় পরিহিত থাকতো। যখন সে পাক হতো, তখন পরিহিত কাপড় ওলটপালট করে দেখতো। তাতে রক্ত লেগে থাকলে, তা ধুয়ে ফেলতাম, তারপর ঐ কাপড়েই নামায পড়তাম। আর যদি কিছু না লাগতো, তবে ছেড়ে দিতাম (ধুতাম না)। তা নামায পড়তে আমাদেরকে কিছুই বিরত রাখতো না। আমাদের মধ্যে কারো চুল যদি ঝুটি বাঁধা থাকতো, গোসল করার সময় তা খুলতো না, বরং তিন অঞ্জলি পানি হাতে নিয়ে মাথার ওপর ঢেলে দিতো। যখন চুলের গোড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছে যেত তখন তা রগড়ে দিত। তারপর সমগ্র শরীরে পানি ঢেলে দিত।

٣٦٠- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ قَالَتْ سَمِعْتُ اِمْرَأَةً تَسْأَلُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ تَصْنَعُ اِحْدَانَا بِثَوْبِهَا اِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ اَتُصَلِّىْ فِيْهِ قَالَ تَنْظُرُ فَاِنْ رَأَتْ فِيْهِ دَمًا فَلْتَقْرُصْهُ بِشَىْءٍ مِّنْ مَاءٍ وَلْتَنْضَحْ مَا لَمْ تَرَ وَتُصَلِّىْ فِيْهِ.

৩৬০। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক মহিলাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি, পবিত্র হয়ে যাওয়ার পর (হায়েযকালীন) কাপড় আমরা কি করবো? তাতে কি নামায পড়তে পারবো? তিনি বললেন ঃ তা দেখে নেবে। যদি তাতে রক্ত লেগে থাকে তাহলে সামান্য পানি দিয়ে রক্ত খুঁটে ফেলে দিবে এবং পানি ছিটিয়ে রক্তের স্থান ধুয়ে ফেলবে যাতে রক্তের চিহ্ন না থাকে, তারপর তা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়বে।

٣٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ اَنَّهَا قَالَتْ سَأَلَتْ امْرَأَةٌ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَأَيْتَ اِحْدَانَا اِذَا اَصَابَ ثَوْبَهَا الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ اِذَا اَصَابَ اِحْدَاكُنَّ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضِ فَلْتَقْرُصْهُ ثُمَّ لِتَنْضَحْهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ لِتُصَلِّىْ.

৩৬১। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের কারো কাপড়ে যদি হায়েযের রক্ত লেগে যায়, তাহলে কিভাবে তা পবিত্র করবে? তিনি বললেন ঃ তোমাদের কারো কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে তা হাত দিয়ে রগড়ে পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবে, তারপর ঐ কাপড়ে নামায পড়বে।

٣٦٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ح وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ يَعْنِى ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا الْمَعْنٰى قَالاَ حُطِّيْهِ ثُمَّ اقْرُصِيْهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ انْضَحِيْهِ.

৩৬২। হিশাম (র) থেকে বর্ণিত।... উক্ত হাদীসের সমার্থক। তাতে নবী (সা) বলেন ঃ কোন জিনিস দ্বারা তা দূর করে পানি দিয়ে রগড়ে নেবে। তারপর তাতে পানি ছিটিয়ে ধুয়ে ফেলবে।

٣٦٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ سَعِيْدٍ الْقَطَّانَ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِىْ ثَابِتٌ الْحَدَّادُ حَدَّثَنِىْ عَدِىُّ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنٍ تَقُوْلُ سَأَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يَكُوْنُ فِى الثَّوْبِ قَالَ حُكِّيْهِ بِضِلْعٍ وَاغْسِلِيْهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.

৩৬৩। আদী ইবনে দীনার (র) বলেন, উম্মু কায়েস বিনতে মিহ্‌সান (রা)-কে আমি বলতে শুনেছি, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেছিলাম, কাপড়ে হায়েযের রক্ত লেগে গেলে কি করতে হবে? তিনি বলেছিলেন ঃ কাঠের টুকরা দ্বারা তা দূর করে নেবে, তারপর বরই পাতা মেশানো পানি দিয়ে তা ধুয়ে ফেলবে।

٣٦٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ اَبِىْ نَجِيْحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَدْ كَانَ يَكُوْنُ لاِحْدَانَا الدِّرْعُ فِيْهِ تَحِيْضُ وَفِيْهِ تُصِيْبُهَا الْجَنَابَةُ ثُمَّ تَرٰى فِيْهِ قَطْرَةً مِّنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيْقِهَا.

৩৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কারো নিকট (অনেক সময়) একটি জামা থাকতো। হায়েয চলাকালীন সে ঐ জামা পরিহিত থাকতো। তাতেই জানাবাতের গোসল ফরয হতো। যদি তার কোথাও এক ফোটা রক্ত পরিলক্ষিত হতো তখন সে থুথু দ্বারা তা রগড়ে নিত।

٣٦٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ يَسَارٍ اَتَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِىْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَّاحِدٌ وَاَنَا اَحِيْضُ فِيْهِ فَكَيْفَ اَصْنَعُ قَالَ اِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِيْهِ ثُمَّ صَلِّىْ فِيْهِ. فَقَالَتْ فَاِنْ لَّمْ يَخْرُجِ الدَّمُ قَالَ يَكْفِيْكِ غَسْلُ الدَّمِ وَلاَ يَضُرُّكِ اَثَرُهُ.

৩৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। ইয়াসারের কন্যা খাওলা (রা) নবী (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একটি মাত্র পরনের কাপড় আছে। তা পরিহিত অবস্থায় আমি হায়েযগ্রস্ত হই। অতএব এই অবস্থায় আমি কি করবো? তিনি

বলেন ঃ তুমি হায়েযমুক্ত হলে পরিধেয় বস্ত্রটি ধুয়ে নাও। অতঃপর তা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ো। তিনি বলেন, যদি রক্তের চিহ্ন দূরীভূত না হয়? নবী (সা) বলেন ঃ রক্ত ধুয়ে ফেলাই তোমার জন্য যথেষ্ট। রক্তের দাগ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُصِيْبُ اَهْلَهُ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-১৩৩ ঃ যে কাপড় পরে স্ত্রীসহবাস করা হয়েছে তা পরিধান করে নামায পড়া

٣٦٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِىُّ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ اَنَّهُ سَأَلَ اُخْتَهُ اُمَّ حَبِيْبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامِعُهَا فِيْهِ فَقَالَتْ نَعَمْ اِذَا لَمْ يَرَ فِيْهِ اَذًى.

৩৬৬। মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার বোন ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু হাবীবা (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ঐ কাপড় পরিধান করে নামায পড়তেন, যে কাপড় পরিহিত অবস্থায় তিনি স্ত্রী-সহবাস করতেন? তিনি বললেন, হাঁ, তাতে কোনরূপ নাপাকি পরিদৃষ্ট না হলে।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِىْ شُعُرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-১৩৪ ঃ মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়া

٣٦٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا الْاَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّىْ فِىْ شُعُرِنَا اَوْ فِىْ لُحُفِهَا قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ شَكَّ اَبِىْ.

৩৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাপড়ে অথবা চাদরে নামায পড়তেন না।

٣٦٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِىٍّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ نَا حَمَّادٌ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ

يُصَلِّىْ فِىْ مَلاَحِفِنَا. قَالَ حَمَّادٌ وَسَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ اَبِىْ صَدَقَةَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْهُ فَلَمْ يُحَدِّثْنِىْ وَقَالَ سَمِعْتُهُ مُنْذُ زَمَانٍ وَّلاَ اَدْرِىْ مِمَّنْ سَمِعْتُهُ وَلاَ اَدْرِىْ اَسَمِعْتُهُ مِنْ ثَبْتٍ اَوْ لاَ فَسَلُوْا عَنْهُ.

৩৬৮। আয়েশা (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের চাদরে নামায পড়তেন না।

হাম্মাদ (র) বলেন, আমি সাঈদ ইবনে আবু সাদাকা (র)-কে বলতে শুনেছি, আমি মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, কিন্তু তিনি তা আমার নিকট বর্ণনা করেননি। বরং তিনি বলেন, আমি বেশ কিছু কাল পূর্বে এ হাদীস শুনেছিলাম এবং আমার মনে নাই, আমি কার কাছে তা শুনেছি। আমি তা বিশ্বস্ত রাবীর নিকট শুনেছি কিনা তাও মনে নেই। অতএব তোমরা এটি সম্পর্কে খোঁজ নাও।

بَابُ الرُّخْصَةِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-১৩৫ ঃ মেয়েলোকের কাপড়ে নামায পড়ার অনুমতি প্রসঙ্গে

٣٦٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ نَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ يُّحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُوْنَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى وَعَلَيْهِ مِرْطٌ وَعَلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ مِنْهُ وَهِىَ حَائِضٌ يُصَلِّىْ وَهُوَ عَلَيْهِ.

৩৬৯। মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়লেন একটি চাদর গায়ে দিয়ে যার অপর প্রান্ত তাঁর এক ঋতুবতী স্ত্রীও গায়ে জড়িয়েছিলেন (অর্থাৎ একই চাদরের একাংশ তাঁর এক স্ত্রী গায়ে দিয়েছিলেন, অপর অংশ গায়ে দিয়ে তিনি নামায পড়েছিলেন)।

٣٧٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ نَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِاللَّيْلِ وَاَنَا اِلٰى جَنْبِهِ وَاَنَا حَائِضٌ وَعَلَىَّ مِرْطٌ لِىْ وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ.

৩৭০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নামায পড়তেন। আমি হায়েয অবস্থায় আমার একটি চাদর গায়ে জড়িয়ে তাঁর পাশে থাকতাম। চাদরের কিছু অংশ থাকতো তাঁর গায়ে।

بَابُ الْمَنِىِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ-১৩৬ ঃ কাপড়ে বীর্য লাগলে

٣٧١- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ كَانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَاحْتَلَمَ فَاَبْصَرَتْهُ جَارِيَةٌ لِّعَائِشَةَ وَهُوَ يَغْسِلُ اَثَرَ الْجَنَابَةِ مِنْ ثَوْبِهِ اَوْ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ وَاَنَا اَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৭১। হাম্মাম ইবনুল হারিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-এর এখানে মেহমান হলেন। তার স্বপ্নদোষ হলো। আয়েশা (রা)-র এক বাঁদী তাকে কাপড় থেকে বীর্যের চিহ্ন অথবা কাপড় ধুতে দেখলেন। সে তা আয়েশার নিকট বললে তিনি বলেন, আমি নিজে দেখেছি ও আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য রগড়ে ফেলে দিয়েছি।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর বীর্য হয়তো গাঢ় ছিল। কাজেই তা কাপড় থেকে রগড়ে তুলে ফেলা সম্ভব ছিল। অধিকাংশ আলেমের মতে বীর্য নাপাক। তবে গাঢ় হলে তা রগড়ে ফেলে দেয়াই যথেষ্ট, আর পাতলা হলে ধুতে হবে। কোন কোন আলেমের মতে বীর্য নাপাক নয়, যেরূপ নাকের শ্লেষ্মা নাপাক নয়। শাফিঈ (র) এই মত পোষণ করেন।

٣٧٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ اَفْرُكُ الْمَنِىَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّىْ فِيْهِ - قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَافَقَهُ مُغِيْرَةُ وَاَبُوْ مَعْشَرَ وَاصِلٌ وَرَوَاهُ الْاَعْمَشُ كَمَا رَوَاهُ الْحَكَمُ.

৩৭২। আল-আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য রগড়ে তুলে ফেলতাম। অতএব তিনি ঐ কাপড়েই নামায পড়তেন।

٣٧٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ نَا زُهَيْرٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ الْبَصْرِىُّ نَا سُلَيْمٌ يَعْنِى ابْنَ اَخْضَرَ الْمَعْنَى وَالْاِخْبَارُ فِىْ حَدِيْثِ سُلَيْمٍ قَالاَ نَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ

سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ ثُمَّ اَرٰى فِيْهِ بُقْعَةً اَوْ بُقَعًا.

৩৭৩। সুলায়মান ইবনে ইয়সার (র) বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাপড় থেকে বীর্য ধুয়ে ফেলতাম, তারপরও তাতে (তার) একটি বা কয়েকটি চিহ্ন দেখতে পেতাম।

بَابُ بَوْلِ الصَّبِيِّ يُصِيْبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ-১৩৭ ঃ শিশুদের পেশাব কাপড়ে লাগলে

٣٧٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ اُمِّ قَيْسٍ بِنْتِ مِحْصَنٍ اَنَّهَا اَتَتْ بِابْنٍ لَهَا صَغِيْرٍ لَمْ يَاْكُلِ الطَّعَامَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَجْسَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجْرِهِ فَبَالَ عَلٰى ثَوْبِهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.

৩৭৪। উম্মু কায়েস বিনতে মিহসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তাঁর শিশু পুত্রটিকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। শিশুটি তখনো শক্ত খাবার ধরেনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নিজের কোলে বসালেন। সে তাঁর পরিধেয় বস্ত্রে পেশাব করে দিল। তিনি পানি আনিয়ে তা তাতে ছিটিয়ে দিলেন, কিন্তু ধুলেন না।

٣٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَّالرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ اَبُوْ تَوْبَةَ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ قَابُوْسَ عَنْ لُبَابَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِيْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَقُلْتُ الْبَسْ ثَوْبًا وَاَعْطِنِيْ اِزَارَكَ حَتّٰى اَغْسِلَهُ قَالَ اِنَّمَا يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْاُنْثٰى وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ.

৩৭৫। লুবাবা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুসাইন ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোলে ছিলেন। তিনি তাঁর কোলে পেশাব করে দিলেন। আমি বললাম, আপনি আরেকটি কাপড় পরে নিন এবং

আপনার এই কাপড়টি আমাকে ধুতে দিন। তিনি বললেন ঃ মেয়েরা পেশাব করলে ভালরূপে ধুতে হয়। ছেলারা পেশাব করলে সাধারণভাবে ধুলেই চলে।

টীকা ঃ এ হাদীসের আলোকে কোন কোন আলেম দুগ্ধপোষ্য ছেলে ও মেয়ের পার্থক্য করেছেন। যেমন কেউ কেউ বলেছেন, ছেলেদের পেশাব পাক ও মেয়েদের পেশাব নাপাক। তবে আলেমদের অপর দল উভয়ের পেশাবকেই নাপাক বলেছেন। উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে করা যায় ঃ সম্ভবতঃ মেয়েদের পেশাব একই জায়গায় পড়ার এবং ছেলেদের পেশাব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার দরুনই রাসূলুল্লাহ (সা) এরূপ উক্তি করেছেন। অন্যথায় উভয়ের পেশাবই সমানভাবে নাপাক।

٣٧٦- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسٰى وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيْمِ الْعَنْبَرِىُّ الْمَعْنٰى قَالاَ نَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِىٍّ حَدَّثَنِىْ يَحْيَى بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنِىْ مُحِلُّ بْنُ خَلِيْفَةَ حَدَّثَنِىْ اَبُو السَّمْحِ قَالَ كُنْتُ اَخْدُمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَّغْتَسِلَ قَالَ وَلِّنِىْ قَفَاكَ قَالَ فَاُوَلِّيْهِ قَفَاىَ فَاَسْتُرُهُ بِهِ فَاُتِىَ بِحَسَنٍ اَوْحُسَيْنٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَبَالَ عَلٰى صَدْرِهِ فَجِئْتُ اَغْسِلُهُ فَقَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ. قَالَ عَبَّاسُ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ الْوَلِيْدِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ اَبُو الزَّعْرَاءِ قَالَ هَارُوْنُ بْنُ تَمِيْمٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ الْاَبْوَالُ كُلُّهَا سَوَاءٌ.

৩৭৬। আবুস সাম্হ্ (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করতাম। তিনি যখন গোসল করার ইচ্ছা করতেন, আমাকে বলতেন ঃ তুমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়াও। আমি পিঠ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে আড়াল করে রাখতাম। একবার হাসান অথবা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে আনা হলো এবং তিনি তাঁর বুকে পেশাব করে দিলেন। আমি ধোয়ার জন্য (পানি নিয়ে) আসলে তিনি বললেন ঃ মেয়েদের পেশাব ধোয়া আবশ্যক হয়। আর ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট।... হাসান বসরী (র) বলেন, সব পেশাবই (নাপাক হিসেবে) সমান।

٣٧٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ مِنْ بَوْلِ الْغُلاَمِ مَالَمْ يَطْعَمْ.

৩৭৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মেয়েদের পেশাব ধুয়ে ফেলা জরুরী এবং ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট– যতক্ষণ না তারা শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে।

٣٧٨- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ قَتَادَةَ

عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَالَمْ يَطْعَمْ. زَادَ قَالَ قَتَادَةُ هٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا الطَّعَامَ فَاِذَا طَعِمَا غُسِلاَ جَمِيْعًا.

৩৭৮। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। এই বর্ণনায় 'যতক্ষণ না সে শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে'– এ কথাটুকু উল্লেখ নাই। তাতে এই কথা রয়েছে, কাতাদা (র) বলেছেন, এ হুকুম ঐ সময় পর্যন্ত প্রযোজ্য যতক্ষণ পর্যন্ত তারা (উভয়ে) খাদ্য গ্রহণ না করে। শক্ত খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করলে, উভয়ের পেশাবই ধোয়া জরুরী।

٣٧٩– حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ اَبِى الْحَجَّاجِ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اُمِّهِ قَالَتْ اِنَّهَا اَبْصَرَتْ اُمَّ سَلَمَةَ تَصُبُّ الْمَاءَ عَلٰى بَوْلِ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ فَاِذَا طَعِمَ غَسَلَتْهُ وَكَانَتْ تَغْسِلُ بَوْلَ الْجَارِيَةِ.

৩৭৯। হাসান (র) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত। তার মা বলেন, তিনি উম্মু সালামা (রা)-কে (দুগ্ধপোষ্য) ছেলেদের পেশাবে পানি ছিটিয়ে দিতে দেখেছেন, যতক্ষণ না সে শক্ত খাদ্য গ্রহণ করে। শক্ত খাদ্য গ্রহণ করা শুরু করলে ধুয়ে ফেলতেন। আর তিনি মেয়েদের পেশাব ধুয়ে ফেলতেন।

بَابُ الْاَرْضِ يُصِيْبُهَا الْبَوْلُ

অনুচ্ছেদ-১৩৮ ঃ মাটিতে পেশাব পড়লে

٣٨٠– حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ وَابْنُ عَبْدَةَ فِىْ اٰخَرِيْنَ وَهٰذَا لَفْظُ ابْنِ عَبْدَةَ قَالَ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ اَعْرَابِيًّا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَصَلّٰى قَالَ ابْنُ عَبْدَةَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِىْ وَمُحَمَّدًا وَلاَ تَرْحَمْ مَعَنَا اَحَدًا فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَحَجَّرْتَ وَاسِعًا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ اَنْ بَالَ فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَاَسْرَعَ النَّاسُ اِلَيْهِ فَنَهَاهُمُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اِنَّمَا

بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوْا مُعَسِّرِيْنَ صُبُّوْا عَلَيْهِ سَجْلاً مِّنْ مَاءٍ اَوْ قَالَ ذَنُوْبًا مِّنْ مَاءٍ.

৩৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদুঈন মসজিদে প্রবেশ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে বসা ছিলেন। লোকটি দুই রাক্‌আত নামায পড়ল, অতঃপর দোয়া করলো, হে আল্লাহ! রহম কর আমার প্রতি ও মুহাম্মাদের প্রতি এবং আমাদের সাথে আর কারো প্রতি রহম করো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি প্রশস্ত (জিনিস)-কে সংকীর্ণ করে দিলে। সে মসজিদের এক কোণে পেশাব করে দিল। লোকজন দ্রুত (তাকে শায়েস্তা করার জন্য) তার দিকে দৌড়ে যাচ্ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বারণ করে বললেন ঃ তোমাদেরকে তো লোকদের প্রতি সহজ ও কোমল আচরণকারী হিসেবে পাঠানো হয়েছে। তোমাদেরকে এজন্য পাঠানো হয়নি যে, তাদের সাথে রুক্ষ ও কঠোর আচরণ করবে। যাও এতে (এক বালতি বা) এক ঢোল পানি ঢেলে দাও।

টীকা ঃ সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে ঃ পরে নবী (সা) তাকে ডেকে বললেন ঃ মসজিদ তো পেশাব-পায়খানার জায়গা নয়, এটা আল্লাহর যিকির ও কুরআন পড়ার জন্যই তৈরী করা হয়েছে। নবী (সা) কর্তৃক লোকদের বারণ বা নিষেধ করার কারণ হলো ঃ (ক) মসজিদে পেশাব করা যে জায়েয নয়, তা লোকটির জানা ছিল না। সে ছিল নতুন মুসলমান অথবা (খ) পেশাব যেন মসজিদে ছড়িয়ে না পড়ে কিংবা (গ) লোকটির যাতে পেশাব বন্ধ হওয়ার দরুন কষ্ট না হয়।

٣٨١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا جَرِيْرٌ يَعْنِى ابْنَ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَعْنِى ابْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ صَلَّى اَعْرَابِىٌّ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فِيْهِ وَقَالَ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذُوْا مَا بَالَ عَلَيْهِ مِنَ التُّرَابِ فَاَلْقُوْهُ وَاَهْرِيْقُوْا عَلٰى مَكَانِهِ مَاءً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ مُرْسَلٌ ابْنُ مَعْقِلٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৮১। আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল ইবনে মুকাররিন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লো... পরের বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের মতই। তাতে রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে মাটিতে সে পেশাব করেছে সে মাটি তুলে ফেলে দাও এবং ঐ জায়গায় পানি ঢেলে দাও। আবু দাউদ (র) বলেন, এটি মুরসাল হাদীস। আবদুল্লাহ ইবনে মা'কিল (র) নবী (সা)-এর যুগ পাননি।

بَابٌ فِىْ طُهُوْرِ الْاَرْضِ اِذَا يَبِسَتْ

অনুচ্ছেদ-১৩৯ ঃ মাটি শুকিয়ে গেলে তা পাক হয়ে যায়

٣٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِىْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ كُنْتُ اَبِيْتُ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنْتُ فَتًى شَابًّا عَزَبًا وَكَانَتِ الْكِلَابُ تَبُوْلُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِى الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرُشُّوْنَ شَيْئًا مِّنْ ذَالِكَ.

৩৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় রাতে আমি মসজিদে ঘুমাতাম। আমি ছিলাম তখন অবিবাহিত যুবক। মসজিদে কুকুর আসা-যাওয়া করতো ও তাতে পেশাব করতো, কিন্তু কেউ তাতে পানি ঢালতো না।

بَابُ الْاَذٰى يُصِيْبُ الذَّيْلَ

অনুচ্ছেদ-১৪০ ঃ কাপড়ের আঁচলে নাপাক লাগলে

٣٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ اُمِّ وَلَدٍ لِاِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهَا سَأَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّىْ امْرَأَةٌ اُطِيْلُ ذَيْلِىْ وَاَمْشِىْ فِى الْمَكَانِ الْقَذِرِ فَقَالَتْ اُمُّ سَلَمَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

৩৮৩। ইবরাহীম ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফের উম্মু ওয়ালাদ থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা)-এর নিকট বললেন, আমার আঁচল লম্বা (যা মাটিতে লেপ্টে যায়)। আমি আবর্জনার স্থানে চলাচল করে থাকি (আঁচলের ঐ ময়লার জন্য কি করব?) উম্মু সালামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ঐ আঁচলকে পাক করে দেয় তার পরবর্তী পথ (অর্থাৎ তাতে কোন আবর্জনা লাগলে পাক জমিনে ঘর্ষণ লাগার ফলে তা পাক হয়ে যায়। কাজেই কাপড় পাকই থাকবে)।

٣٨٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ وَاَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالاَ نَا زُهَيْرُ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عِيْسٰى عَنْ مُوْسٰى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ امْرَأَةٍ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الْاَشْهَلِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا طَرِيْقًا اِلَى الْمَسْجِدِ مُنْتِنَةً كَيْفَ نَفْعَلُ اِذَا مُطِرْنَا قَالَ اَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِىَ اَطْيَبُ مِنْهَا قَالَتْ قُلْتُ بَلٰى قَالَ فَهٰذِهٖ بِهٰذِهٖ.

৩৮৪। বনু আবদুল আশহালের এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মসজিদে যাওয়ার পথটি আবর্জনাপূর্ণ। যখন বৃষ্টি হয় তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন ঃ তার পরের পথ কি এর চাইতে ভালো নয়? আমি বললাম, হাঁ, ভালো। তিনি বললেন ঃ তাহলে এটা ওটার পরিপূরক।

টীকা ঃ কাপড়ে কোন আবর্জনা লাগার বেলায় এ হুকুম প্রযোজ্য। কিন্তু যদি পায়খানা-পেশাব জাতীয় কোন নাপাকি কাপড়ে বা শরীরের কোন অংশে লাগে তাহলে তা ধোয়া ছাড়া পাক হবে না।

بَابُ الْاَذٰى يُصِيْبُ النَّعْلَ

অনুচ্ছেদ-১৪১ ঃ জুতায় নাপাকি লাগলে

٣٨٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ نَا اَبُو الْمُغِيْرَةِ ح وَحَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدَ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ ح وَحَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُمَرُ يَعْنِى عَبْدَ الْوَاحِدِ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ الْمَعْنٰى قَالَ اُنْبِئْتُ اَنَّ سَعِيْدَ ابْنَ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىَّ حَدَّثَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا وَطِئَ اَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْاَذٰى بِاَنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُوْرٌ.

৩৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি জুতো পরে আবর্জনা বা নাপাকির ওপর দিয়ে চলাচল করে, তাহলে মাটিই তার আবর্জনা বা নাপাকি দূর করে দেবে (জুতার মধ্যে নাপাকি লেগে গেলে, মাটিতে জুতা ঘষে নিলেই তা পাক হয়ে যায়। তা পরিধান করে নামায পড়া জায়েয। বিশেষজ্ঞদের এটাই অভিমত)।

٣٨٦- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ يَعْنِى الصَّنْعَانِىَّ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنْ

اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ اِذَا وَطِئَ الْاَذٰى بِخُفَّيْهِ فَطَهُوْرُهُمَا التُّرَابُ.

৩৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তাতে রয়েছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ কারো মোযায় নাপাকি লেগে গেলে মাটিই তার পাককারী।

٣٨٧- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا مُحَمَّدٌ يَعْنِى ابْنَ عَائِذٍ حَدَّثَنِىْ يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ حَمْزَةَ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيْدِ اَخْبَرَنِىْ اَيْضًا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ.

৩৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

بَابُ الْاِعَادَةِ مِنَ النَّجَاسَةِ تَكُوْنُ فِى الثَّوْبِ

অনুচ্ছেদ-১৪২ ঃ নাপাক কাপড়ে নামায পড়লে সেই নামায পুনরায় পড়তে হবে

٣٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا اَبُوْ مَعْمَرٍ نَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَتْنَا اُمُّ يُوْنُسَ بِنْتُ شَدَّادٍ قَالَتْ حَدَّثَتْنِىْ حَمَاتِىْ اُمُّ جَحْدَرٍ الْعَامِرِيَّةُ اَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنْ دَمِ الْحَيْضِ يُصِيْبُ الثَّوْبَ فَقَالَتْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْنَا شِعَارُنَا وَقَدْ اَلْقَيْنَا فَوْقَهُ كِسَاءً فَلَمَّا اَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ الْكِسَاءَ فَلَبِسَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْغَدَاةَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذِهِ لَمْعَةٌ مِّنْ دَمٍ فَقَبَضَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى مَا يَلِيْهَا فَبَعَثَ بِهَا اِلَىَّ مَصْرُوْرَةً فِىْ يَدِ الْغُلَامِ فَقَالَ اغْسِلِىْ هٰذِهِ وَاَجِفِّيْهَا وَاَرْسِلِىْ بِهَا اِلَىَّ فَدَعَوْتُ بِقَصْعَتِىْ فَغَسَلْتُهَا ثُمَّ اَجْفَفْتُهَا فَاَحَرْتُهَا اِلَيْهِ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنِصْفِ النَّهَارِ وَهِىَ عَلَيْهِ.

৩৮৮। উম্মু জাহ্দার আল-আমেরিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হায়েযের রক্ত যদি কাপড়ে লেগে যায় তাহলে কি করতে হবে? আয়েশা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত যাপন করলাম। আমাদের গায়ে ছিল আমাদের কাপড়। তার ওপর আমরা একটি চাদর জড়িয়ে নিলাম। ভোর হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চাদরখানি পরে ফজরের নামায পড়তে চলে গেলেন। তিনি নামায পড়ে বসলে একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো দেখছি রক্তের দাগ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাগ ও তার আশেপাশের অংশ হাতের মুঠোয় ধরে ঐ অবস্থায়ই এক গোলামের দ্বারা চাদরখানা আমার নিকট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন ঃ এটা ধুয়ে ভালো করে চিপে নিয়ে আবার আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। আমি এক বাটি পানি নিয়ে তা ধৌত করে ভালো করে পানি নিংড়িয়ে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দিলাম। দুপুরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ চাদরখানি গায়ে দিয়ে (ঘরে) ফিরলেন।

بَابُ الْبُزَاقِ يُصِيبُ الثَّوْبَ

অনুচ্ছেদ-১৪৩ ঃ কাপড়ে থুথু লাগলে

٣٨٩- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ اَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْ اَبِىْ نَضْرَةَ قَالَ بَزَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ ثَوْبِهِ وَحَكَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ.

৩৮৯। আবু নাদ্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কপড়ে থুথু ফেললেন, তারপর কাপড়ের এক অংশ দিয়ে অপর অংশ রগড়ে দিলেন।

٣٩٠- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ.

৩৯০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অধ্যায় ঃ ২

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

নামায

بَابُ فَرْضِ الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নামায ফরয হওয়া

٣٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ اَبِىْ سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِىُّ صَوْتِهِ وَلاَ يُفْقَهُ مَا يَقُوْلُ حَتّٰى دَنَا فَاِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَىَّ غَيْرُهُ قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّدَقَةَ قَالَ فَهَلْ عَلَىَّ غَيْرُهَا قَالَ لاَ اِلاَّ اَنْ تَطَوَّعَ فَاَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا وَلاَ اَنْقُصُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ اِنْ صَدَقَ.

৩৯১। আবু সুহাইল ইবনে মালিক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, নজদের অধিবাসী এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তার মাথার চুল ছিল বিক্ষিপ্ত ও অবিন্যস্ত। তার থেকে গুনগুন শব্দ শোনা যাচ্ছিল, কিন্তু কি বলছিল তা বোঝা যাচ্ছিল না। অবশেষে সে নিকটবর্তী হলো। লোকটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ (ইসলাম হলো) দিবা-রাত্রে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া। সে বললো, এছাড়া আর কি কোন নামায আছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে তুমি নফল নামায পড়তে পারো। বর্ণনাকারী

বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উদ্দেশ্যে রমযান মাসের রোযার কথাও উল্লেখ করেন। সে বললো, এছাড়া আর কোন রোযা কি আমার ওপর ফরয আছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে তুমি নফল রোযা রাখতে পারো। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যাকাতের কথাও বললেন। সে বললো, এছাড়া আর কোন দান কি আমার ওপর ফরয আছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে নফল হিসেবে দান করতে পারো। তারপর লোকটি পেছন ফিরে চলে যেতে যেতে বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! এর চাইতে আমি বেশীও করবো না কমও করবো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ লোকটি সত্য বলে থাকলে সফলকাম হলো।

٣٩٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدَنِىُّ عَنْ اَبِىْ سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ اَبِىْ عَامِرٍ بِاِسْنَادِهٖ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اَفْلَحَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَاَبِيْهِ اِنْ صَدَقَ.

৩৯২। আবু সুহাইল নাফে ইবনে মালিক ইবনে আবু 'আমের (র) একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে : (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) তার পিতার শপথ! সে সফলকাম হয়ে গেল যদি সে সত্য বলে থাকে। তার পিতার শপথ, সে জান্নাতে যাবে যদি সে সত্য বলে থাকে।

بَابٌ فِى الْمَوَاقِيْتِ

অনুচ্ছেদ-২ ঃ নামাযের ওয়াক্তসমূহের বর্ণনা

٣٩٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ فُلاَنِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ اَبِىْ رَبِيْعَةَ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّنِىْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَتْ قَدْرَ الشِّرَاكِ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِىَ يَعْنِى الْمَغْرِبَ حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلّٰى بِىَ الْفَجْرَ حِيْنَ حَرُمَ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ صَلّٰى بِىَ الظُّهْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ وَصَلّٰى بِىَ الْعَصْرَ حِيْنَ كَانَ ظِلُّهُ مِثْلَيْهِ وَصَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ

حِيْنَ اَفْطَرَ الصَّائِمُ وَصَلّٰى بِىَ الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَصَلّٰى بِىَ الْفَجْرَ فَاَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَّ فَقَالَ يَامُحَمَّدُ هٰذَا وَقْتُ الْاَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَالْوَقْتُ مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ.

৩৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বায়তুল্লাহর নিকট জিবরীল (আ) দু'বার আমার নামাযে ইমামতি করেছেন। (প্রথমবার) আমাকে নিয়ে তিনি যোহর পড়লেন সূর্য (পশ্চিম দিকে) ঢলে যাওয়ার পর। ছায়া ছিল তখন জুতার ফিতার সমান। তিনি আমাকে নিয়ে আসরের নামায পড়লেন, যখন ছায়া তার সমান হলো। আমাকে নিয়ে মাগরিবের নামায পড়লেন যখন রোযাদার ইফতার করে। তিনি আমাকে নিয়ে এশার নামায পড়লেন যখন শাফাক অন্তর্হিত হলো এবং ফজরের নামায পড়লেন যখন রোযাদারের জন্য পানাহার হারাম হয়ে যায়। (দ্বিতীয় বারে) পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যোহরের নামায পড়লেন, ছায়া যখন সমান হলো। আসর পড়লেন, যখন ছায়া তার দ্বিগুণ হলো, মাগরিব পড়লেন রোযাদারের ইফতারের সময়, এশা পড়লেন রাতের তৃতীয়াংশে এবং ফজর পড়লেন ভোরের আলো ছড়িয়ে যাওয়ার পর। এরপর জিবরীল (আ) আমার দিকে ফিরে বললেন, হে মুহাম্মাদ! এটাই হচ্ছে আপনার পূর্ববর্তী নবীদের নামাযের ওয়াক্ত। আর নামাযের ওয়াক্তসমূহ এই দুই (প্রান্তিক) সীমার মাঝেই নিহিত।

টীকা ঃ জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ (সা)-কে সাথে নিয়ে একদিন প্রথম ওয়াক্তে আরেক দিন শেষ ওয়াক্তে নামায পড়েন। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের ওয়াক্তের প্রারম্ভিক ও শেষ সীমা সম্পর্কে জানতে পারেন।

শাফাক ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম দিগন্তে যে লালিমা দেখা যায় তাকে শাফাক বলে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর প্রসিদ্ধ মতে লালিমা দূরীভূত হওয়ার পর যে শুভ্রতা উদিত হয় তাকে শাফাক বলে।

ছায়া ঃ কোন বস্তু সমতল ভূমিতে দাঁড় করালে ঠিক দুপুরে অর্থাৎ সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে তার ছায়া যতটুকু লম্বা হয় ততটুকুকে বলা হয় ছায়া আসলী (মূল ছায়া)।

٣٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِىُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ اللَّيْثِىِّ اَنَّ ابْنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ اَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ كَانَ قَاعِدًا عَلَى الْمِنْبَرِ فَاَخَّرَ الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَمَا اِنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ اَخْبَرَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَقْتِ الصَّلٰوةِ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُوْلُ فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ سَمِعْتُ بَشِيْرَ بْنَ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِىَّ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ نَزَلَ جِبْرِيْلُ فَاَخْبَرَنِىْ بِوَقْتِ

الصَّلٰوةِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَه ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ يَحْسُبُ بِاَصَابِعِهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ تَزُوْلُ الشَّمْسُ وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا حِيْنَ يَشْتَدُّ الْحَرُّ وَرَأَيْتُهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ قَبْلَ اَنْ تَدْخُلَهَا الصُّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُلُ مِنَ الصَّلٰوةِ فَيَأْتِى ذَالْحُلَيْفَةِ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَيُصَلِّى الْمَغْرِبَ حِيْنَ تَسْقُطُ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعِشَاءَ حِيْنَ يَسْوَدُّ الْاُفُقُ وَرُبَّمَا اَخَّرَهَا حَتّٰى يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَصَلَّى الصُّبْحَ مَرَّةً بِغَلَسٍ ثُمَّ صَلّٰى مَرَّةً اُخْرٰى فَاَسْفَرَ بِهَا ثُمَّ كَانَتْ صَلٰوتُهُ بَعْدَ ذَالِكَ التَّغْلِيْسَ حَتّٰى مَاتَ وَلَمْ يَعُدْ اِلٰى اَنْ يُّسْفِرَ.

وَقَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِىِّ مَعْمَرٌ وَمَالِكٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَشُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وغَيْرِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا الْوَقْتَ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ وَلَمْ يُفَسِّرُوْهُ وكَذَالِكَ اَيْضًا رَوٰى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَحَبِيْبُ بْنُ اَبِىْ مَرْزُوْقٍ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرٍ وَاَصْحَابِهِ اِلاَّ اَنَّ حَبِيْبًا لَمْ يَذْكُرْ بَشِيْرًا. وَرَوٰى وَهَبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقْتَ الْمَغْرِبِ قَالَ ثُمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ يَعْنِىْ مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رُوِىَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثُمَّ صَلّٰى بِىَ الْمَغْرِبَ يَعْنِىْ مِنَ الْغَدِ وَقْتًا وَاحِدًا. وَكَذٰلِكَ رُوِىَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ مِنْ حَدِيْثِ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৯৪। উসামা ইবনে যায়েদ আল-লাইসী (র) থেকে বর্ণিত। ইবনে শিহাব (র) তাকে অবহিত করেন যে, উমার ইবনে আবদুল আযীয (র) মিম্বারের ওপর বসা ছিলেন। তিনি আসরের নামায পড়তে কিছুটা দেরি করলেন। উরওয়া ইবনুয যোবায়ের (র) তাকে বললেন, আপনার কি জানা নেই, জিবরীল আলাইহিস সালাম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করেছেন? উমার (র) বললেন,

আপনি কি বলছেন, বুঝেশুনে বলুন। উরওয়া (র) বললেন, আমি বশীর ইবনে আবু মাসউদকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি আবু মাসউদ আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ জিবরীল (আ) নাযিল হলেন এবং আমাকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে অবহিত করলেন। আমি তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার তার সাথে নামায পড়লাম, তারপর আবার পড়লাম, আবার পড়লাম এবং আবার পড়লাম। এভাবে তিনি (রাবী) আংগুলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের হিসাব করলেন। আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথেই যোহরের নামায পড়লেন। আবার কখনো তিনি দেরি করে পড়তেন যখন অতিরিক্ত গরম পড়তো। আমি তাঁকে আসরের নামায পড়তে দেখেছি ঐ সময় যখন সূর্য বেশ উপরে সাদা রংবিশিষ্ট থাকতো, তাতে হলুদ রংয়ের আভা তখনো আসেনি। লোকজন (তাঁর সাথে) আসরের নামায পড়ে সূর্য ডোবার আগেই যুলহুলায়ফা নামক স্থানে পৌঁছে যেত।[১] তিনি মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য ডোবার সাথে সাথেই, আর এশার নামায পড়তেন (পশ্চিম) দিগন্ত যখন কালো রংয়ে ছেয়ে যেত, আবার কখনো তা দেরি করে পড়তেন, যাতে লোকজন একত্র হতে পারে। তিনি একবার ফজরের নামায অন্ধকারে পড়েন, তারপর আরেকবার পড়েন ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়ার পর। পরবর্তী পর্যায়ে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সর্বদা অন্ধকারেই ফজরের নামায পড়েন, পুনরায় আর কখনো আলোতে পড়েননি।[২]

আবু দাঊদ (র) বলেন, আয-যুহরী (র) থেকে মা'মার, মালিক, ইবনে উয়াইনা, শোআইব ইবনে আবু হামযা, লাইস ইবনে সা'দ প্রমুখ এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তারা ঐ সময়ের উল্লেখ করেননি, যাতে তিনি নামায পড়েছেন এবং তার কোন ব্যাখ্যাও তারা দেননি।... ওয়াহব ইবনে কাইসান (র) জাবিরের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাগরিবের ওয়াক্ত সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন। তাতে তিনি বলেছেন ঃ পরের দিন জিবরীল মাগরিবে আসলেন– সূর্যাস্তের পরে একই সময়ে। আবু হুরায়রা (রা)-ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন ঃ পরের দিন আমাকে নিয়ে জিবরীল মাগরিবের নামায পড়লেন একই সময়ে।

টীকা ঃ ১. মদীনা থেকে যুল-হুলায়ফার দূরত্ব ছয় মাইল।

২. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র বর্ণনায় আলো ছড়িয়ে পড়ার পর ফজর পড়ার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। হানাফীদের মতে এটাই উত্তম।

٣٩٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دَاوُدَ نَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى اَنَّ سَائِلاً سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلٰوةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا حَتّٰى اَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ اِنْشَقَّ الْفَجْرُ فَصَلّٰى حِيْنَ كَانَ الرَّجُلُ لاَ يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِهِ اَوْ اَنَّ الرَّجُلَ لاَ يَعْرِفُ مَنْ اِلٰى جَنْبِهِ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ

الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ حَتّٰى قَالَ الْقَائِلُ انْتَصَفَ النَّهَارُ وَهُوَ أَعْلَمُ ثُمَّ أَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الْمَغْرِبَ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ صَلَّى الْفَجْرَ وَانْصَرَفَ فَقُلْنَا اَطَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ فِىْ وَقْتِ الْعَصْرِ الَّذِىْ كَانَ قَبْلَهُ وَصَلَّى الْعَصْرَ وَقَدِ اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ اَوْ قَالَ اَمْسٰى وَصَلَّى الْمَغْرِبَ قَبْلَ اَنْ تَغِيْبَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ ثُمَّ قَالَ اَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَقْتِ الصَّلٰوةِ اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمَغْرِبِ نَحْوَ هٰذَا قَالَ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ قَالَ بَعْضُهُمْ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ اِلٰى شَطْرِهِ وَكَذٰلِكَ رَوٰى ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৩৯৫। আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি কোন জবাব দিলেন না। তিনি বিলালকে নির্দেশ দিলেন (আযান বা ইকামতের)। তারপর তিনি আযান ও ইকামাত দিলেন সুবেহ সাদিক হওয়ার সাথে সাথেই। তারপর তিনি নামায পড়লেন যখন একজন আরেকজনকে চিনতে পারে না (অন্ধকারের দরুন) অথবা একজন তার পার্শ্ববর্তী লোককে চিনতে পারে না। তারপর আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন এবং যোহরের নামায পড়লেন যখন সূর্য ঢলে পড়লো, যেমন কেউ বলে, দুপুর হয়েছে। অথচ (সূর্য ঢলে যাওয়া সম্পর্কে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক জ্ঞাত। তারপর তিনি আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন ও আসরের নামায সমাপন করলেন। সূর্য ছিল তখন সাদা ও উঁচুতে। পুনরায় বিলালকে নির্দেশ দিলেন ও মাগরিবের নামায পড়লেন– যখন সূর্য ডুবে গিয়েছিল। আবার বিলালকে নির্দেশ দিলেন, তারপর এশার নামায পড়লেন– যখন লাল আভা অন্তর্হিত হলো।

পরের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়ে যখন ফিরলেন তখন আমরা বললাম, সূর্য তো মনে হয় উঠে গেছে। তারা যোহরের নামায পড়লেন গত কালের আসরের নামায পড়ার ওয়াক্তে। আর আসর ঐ সময় পড়লেন যখন সূর্য হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিল অথবা সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে। মাগরিব পড়লেন লালিমা শেষ হওয়ার পূর্বে। সবশেষে এশা পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে। এরপর বললেন, ঐ লোক কোথায় যে নামাযের ওয়াক্ত জানতে চেয়েছে? নামাযের ওয়াক্ত হচ্ছে এই দুই সময়সীমার মধ্যে। আবূ

দাউদ (র) বলেন, জাবির (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে মাগরিব সম্পর্কে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তাতে এও রয়েছে ঃ তিনি এশার নামায পড়লেন রাতের তৃতীয় ভাগে, কেউ বলেছেন অর্ধরাতে।

٣٩٦- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ نَا اَبِىْ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ وَقْتُ الظُّهْرِ مَا لَمْ تَحْضُرُ الْعَصْرُ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ فَوْرُ الشَّفَقِ وَوَقْتُ الْعِشَاءِ اِلٰى نِصْفِ اللَّيْلِ وَوَقْتُ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ.

৩৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যোহরের ওয়াক্ত হলো আসরের ওয়াক্ত না হওয়া পর্যন্ত। আসরের ওয়াক্ত হলো সূর্য হলুদ রং ধারণ না করা পর্যন্ত। মাগরিবের ওয়াক্ত লাল রংয়ের আভা বিলোপ না হওয়া পর্যন্ত। এশার ওয়াক্ত অর্ধরাত পর্যন্ত। আর ফজরের ওয়াক্ত সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ وَقْتِ النَّبِىِّ (ص) وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّيْهَا

অনুচ্ছেদ-৩ ঃ মহানবী (সা)-এর নামাযের ওয়াক্ত ও তাঁর নামায পড়ার নিয়ম

٣٩٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ ابْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرًا عَنْ وَقْتِ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ اِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ اِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ وَاِذَا قَلُّوْا اَخَّرَ وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ.

৩৯৭। মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে। তিনি বললেন, তিনি যোহরের নামায ঠিক দুপুরের পরই পড়তেন যখন সূর্যতাপ অত্যন্ত প্রখর থাকতো। আসরের নামায পড়তেন ঐ সময় যখন সূর্য জীবন্ত থাকতো (অর্থাৎ সূর্যের তাপ ও প্রখরতা অবশিষ্ট থাকতেই)। মাগরিব পড়তেন সূর্যাস্তের পরপরই। লোকজন জড়ো হয়ে গেলে এশার নামায তাড়াতাড়ি (প্রথম ওয়াক্তে) পড়ে নিতেন, আর লোকজনের উপস্থিতি কম হলে দেরি করে পড়তেন। আর ফজরের নামায অন্ধকারে পড়তেন।

টীকা ঃ পূর্ববর্তী হাদীসে নামাযের সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ওয়াক্তের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। এখানে নামাযের মোস্তাহাব ওয়াক্তের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণত এ সময়েই নামায আদায় করতেন।

٣٩٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ عَنْ اَبِىْ بَرْزَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ الظُّهْرَ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَيُصَلِّى الْعَصْرَ وَاِنَّ اَحَدَنَا لَيَذْهَبُ اَقْصَى الْمَدِيْنَةِ وَيَرْجِعُ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ وَنَسِيْتُ الْمَغْرِبَ وَكَانَ لاَ يُبَالِىْ تَاْخِيْرَ الْعِشَاءِ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ قَالَ ثُمَّ قَالَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ قَالَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا وَكَانَ يُصَلِّى الصُّبْحَ وَمَا يَعْرِفُ اَحَدُنَا جَلِيْسَهُ الَّذِىْ كَانَ يَعْرِفُهُ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيْهَا مِنَ السِّتِّيْنَ اِلٰى الْمِائَةِ.

৩৯৮। আবু বারযা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়তেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়তো, আসরের নামায পড়তেন ঐ সময় যখন আমাদের কেউ মদীনার শেষ প্রান্তে গিয়ে ফিরে আসতে পারতো এবং সূর্যের তাপ ও প্রখরতা বিদ্যমান থাকতো। মাগরিবের কথা আমি ভুলে গিয়েছি। এশার নামাযে রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে তিনি পরোয়া করতেন না, আর কখনো বা অর্ধরাত পর্যন্ত। এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো ও পরে কথাবার্তা বলা তিনি পছন্দ করতেন না। ফজরের নামায তিনি ঐ সময় পড়তেন যখন আমাদের কেউ তার পরিচিতজনকে চিনতে পারতো না। ফজরের নামাযে তিনি ষাট আয়াত থেকে এক শত আয়াত পর্যন্ত পাঠ করতেন।

টীকা ঃ শরহে সুন্নাহ কিতাবে রয়েছে ঃ অধিকাংশ আলেম এশার আগে ঘুমানোকে মাকরূহ বলেছেন। কেউ কেউ অবশ্য অনুমতি দিয়েছেন। যেমন আবদুল্লাহ ইবনে উমার ঘুমাতেন। আবার কেউ শুধু রমযানের জন্য অনুমতি দেন। নববী বলেন, ঘুমে কাতর হয়ে পড়লে ও নামায কাযা হওয়ার আশংকা না থাকলে ঘুমানোতে ক্ষতি নেই। ঘুমও এক প্রকার মৃত্যুবিশেষ। কাজেই ঘুম যাওয়ার পূর্বে পার্থিব অনর্থক কথাবার্তার পরিবর্তে আল্লাহর স্মরণের মধ্য দিয়ে দিনের যাবতীয় কাজের সমাপ্তি টানাই উত্তম। আবার কেউ প্রয়োজনবশত বা বিনা প্রয়োজনেও কথাবার্তা বলার অনুমতি দিয়েছেন। যাই হোক, অধিক রাত জেগে লেখাপড়া ও দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করার অনুমতি আছে।

بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الظُّهْرِ

অনুচ্ছেদ-৪ ঃ যোহরের নামাযের ওয়াক্ত

٣٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَّمُسَدَّدٌ قَالاَ نَا عَبَّادُ ابْنُ عَبَّادٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِىِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ

قَالَ كُنْتُ أُصَلِّى الظُّهْرَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰخُذُ قَبْضَةً مِّنَ الْحَصَا لِتَبْرُدَ فِىْ كَفِّىْ اَضَعُهَا لِجَبْهَتِىْ اَسْجُدُ عَلَيْهَا لِشِدَّةِ الْحَرِّ.

৩৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যোহরের নামায পড়তাম। আমি এক মুঠো পাথরকণা হাতে তুলে নিতাম। সেগুলো আমার হাতে ঠাণ্ডা হয়ে যেত। সিজদার সময় অত্যধিক গরমের দরুন ঐগুলো কপালের নিচে রেখে তার উপর আমি সিজদা করতাম।

٤٠٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ اَبِىْ مَالِكٍ الْاَشْجَعِىِّ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الْاَسْوَدِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَتْ قَدْرُ صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى خَمْسَةِ اَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ.

৪০০। আসওয়াদ (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, গরমের দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (যোহরের) নামায পড়ার ওয়াক্ত ছিল (ছায়ার) তিন কদম থেকে পাঁচ কদম পর্যন্ত। আর শীতকালে পাঁচ কদম থেকে সাত কদম পর্যন্ত।

٤٠١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ اَبُو الْحَسَنِ قَالَ اَبُو دَاوُدَ اَبُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهْبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ اَبَا ذَرٍّ يَقُوْلُ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَرَادَ الْمُؤَذِّنُ اَنْ يُّؤَذِّنَ الظُّهْرَ فَقَالَ اَبْرِدْ ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يُّؤَذِّنَ فَقَالَ اَبْرِدْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا حَتّٰى رَأَيْنَا فَيْئَ التُّلُوْلِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَاِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ.

৪০১। যায়েদ ইবনে ওয়াহব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। মোয়াজ্জিন যোহরের আযান দিতে চাইলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ থাম, ঠাণ্ডা হোক। আবার মোয়াজ্জিন আযান দিতে চাইলে তিনি বললেন ঃ থাম, ঠাণ্ডা হোক। এভাবে দু'বার অথবা তিনবার বললেন। এমনকি আমরা টিলাসমূহের ছায়া প্রত্যক্ষ করলাম।

তারপর তিনি বললেন ঃ গ্রীষ্মের খরতাপ জাহান্নামেরই নিঃশ্বাসবিশেষ। কাজেই গ্রীষ্মের তাপ যখন প্রচণ্ড হবে তখন ঠাণ্ডা হলে নামায পড়বে।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেন, রোদের প্রচণ্ডতা ও ব্যাপকতা বোঝাবার জন্যই এরূপ বলা হয়েছে। অথবা মূলতই এটা জাহান্নামের শ্বাস-প্রশ্বাসের ফল। যেমন বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামকে বছরে দু'বার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয়ার অনুমতি দিয়েছেন। একবার গরমকালে আরেকবার শীতকালে। শীতকালে শ্বাস গ্রহণ করে ও গরমকালে শ্বাস ত্যাগ করে। অথবা গ্রীষ্মের খরতাপ যেন জাহান্নামেরই আগুনের মত। কাজেই তার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্ছনীয়।

٤٠٢- حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْهَمْدَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ الثَّقَفِيُّ اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَاَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا عَنِ الصَّلٰوةِ قَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

৪০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ গরম প্রচণ্ড হলে তোমরা ঠাণ্ডা করে যোহরের নামায পড়বে। কারণ গ্রীষ্মের খরতাপ জাহান্নামের নিঃশ্বাসের ফল।

টীকা ঃ অত্যধিক গরমের মধ্যে নামায পড়লে নামাযে একাগ্রতা আসে না। এজন্য যোহর কিছুটা বিলম্বে পড়া ভালো।

٤٠٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ اَنَّ بِلَالاً كَانَ يُؤَذِّنُ الظُّهْرَ اِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ.

৪০৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) যোহরের নামাযের আযান দিতেন, যখন সূর্য ঢলে যেতো।

بَابُ وَقْتِ صَلٰوةِ الْعَصْرِ

অনুচ্ছেদ-৫ ঃ আসরের নামাযের ওয়াক্ত

٤٠٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ نَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ وَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ اِلَى الْعَوَالِيْ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ.

৪০৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যে, সূর্য তখনও উঁচুতে ও জীবন্ত থাকতো। আসর পড়ার পর লোকজন 'আওয়ালী পর্যন্ত যেতো। তখনো সূর্য উঁচুতেই থাকতো।

টীকা ঃ লোকজন দ্রুত যেতো কি ধীরে ধীরে যেতো এবং আওয়ালীর কোন্ অংশে বা প্রান্তে যেতো, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে দিনের এক-চতুর্থাংশ থাকতে আসর পড়তেন– একথাও এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় না যেরূপ কেউ কেউ বলেছেন।

٤٠٥- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَالْعَوَالِيْ عَلٰى مِيْلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ وَاَحْسِبُهُ قَالَ اَوْ اَرْبَعَةٍ.

৪০৫। আয-যুহরী (র) বলেন, আওয়ালীর দূরত্ব মদীনা থেকে দুই অথবা তিন মাইল। বর্ণনাকারী বলেন, সম্ভবত তিনি চার মাইলের কথাও বলেছেন।

টীকা ঃ আওয়ালী ঐসব গ্রামকে বলা হয় যেগুলো মদীনার উচ্চভূমিতে অবস্থিত। বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে ঃ এগুলো মদীনা থেকে চার মাইল বা অনুরূপ দূরত্বে অবস্থিত। মাজমাউল বিহারে রয়েছে ঃ নিকটের গ্রামগুলোর দূরত্ব চার মাইল এবং নজদের দিকের দূরবর্তী গ্রামসমূহের দূরত্ব আট মাইল।

٤٠٦- حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُوْسٰى نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَّنْصُوْرٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ حَيَاتُهَا اَنْ تَجِدَ حَرَّهَا.

৪০৬। খায়সামা (র) বলেন, সূর্যের জীবন্ত হওয়ার অর্থ হলো, তার তাপ বর্তমান থাকা ও তা অনুভূত হওয়া।

٤٠٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ قَرَاْتُ عَلٰى مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ عُرْوَةُ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِيْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ اَنْ تَظْهَرَ.

৪০৭। উরওয়া (র) বলেন, আয়েশা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায এমন সময় পড়তেন যখন রোদ তার কামরায় থাকতো। আর এটা দেয়ালে রোদ প্রকাশ পাওয়ার আগেই হতো।

٤٠٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْعَنْبَرِيُّ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيْدَ الْيَمَامِيُّ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شَيْبَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ قَدِمْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَكَانَ يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

৪০৮। আলী ইবনে শায়বান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তিনি আসরের নামায বিলম্ব করে পড়েছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সূর্য সাদা ও পরিচ্ছন্ন থাকে।

٤٠٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ وَيَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ عَلِىٍّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُوْنَا عَنْ صَلٰوةِ الْوُسْطٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مَلَاَ اللّٰهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا.

৪০৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধের দিন বলেছেন ঃ কাফিররা আমাদেরকে মধ্যবর্তী নামায অর্থাৎ আসরের নামায পড়া থেকে আটকে রাখে। আল্লাহ তাদের ঘরসমূহ ও কবরগুলোকে জাহান্নামের আগুন দিয়ে পরিপূর্ণ করে দিন।

টীকা ঃ 'সালাতুল উস্‌তা' বা মধ্যবর্তী নামাযের বিশেষ গুরুত্বের কথা বিভিন্ন হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সালাতুল উস্‌তা ঠিক কোন্ ওয়াক্তের নামায এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। সহীহ্ হাদীস ও সঠিক মতানুসারে তা আসরের নামায। শাফিঈ (র)-এর মতে ফজরের নামায। তবে আসরই সঠিক। বহু সংখ্যক সাহাবী ও তাবিঈ এ মতই পোষণ করতেন। ইমাম আবু হানীফা, আহমাদ ও দাউদ যাহিরী (র)-এরও একই মত। ফজর সম্পর্কেও কতক সাহাবী ও তাবিঈর অভিমত রয়েছে। ইমাম মালিক ও শাফিঈ এ মত পোষণ করেন। কেউ কেউ যোহর সম্পর্কেও মত প্রকাশ করেছেন। কেউ মাগরিব ও এশার কথা বলেছেন। কারো মতে সালাতুল উস্‌তা ও জুমুআর দিনের দু'আ কবুলের সময়– এ দু'টি বিষয় আল্লাহ গোপন রেখেছেন। যাতে প্রত্যেক নামাযকে গুরুত্ব সহকারে আদায় করা হয়।

খন্দকের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার চারপাশে খন্দক (পরিখা) খনন করে তাঁর সাহাবীদের নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কাফিররা তার বাইরে অবস্থান করছিল। প্রচণ্ড লড়াই চলছিল। ফলে যোহর, আসর ও মাগরিবের নামায কাযা হয়ে যায়। পরে এশার ওয়াক্তে তিনি ঐ নামাযসমূহের কাযা আদায় করেন।

٤١٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيْمٍ عَنْ اَبِىْ يُوْنُسَ مَوْلٰى عَائِشَةَ اَنَّهُ قَالَ اَمَرَتْنِىْ عَائِشَةُ اَنْ اَكْتُبَ لَهَا مُصْحَفًا وَقَالَتْ اِذَا بَلَغْتَ هٰذِهِ الْاٰيَةَ فَاٰذِنِّىْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ فَلَمَّا بَلَغْتُهَا اٰذَنْتُهَا فَاَمْلَتْ عَلَىَّ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَصَلٰوةِ الْعَصْرِ وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ ثُمَّ قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৪১০। আয়েশা (রা)-এর মুক্ত দাস আবু ইউনুস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা) আমাকে তার জন্য এক জিলদ কুরআন লিখে দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন, যখন তুমি "তোমরা নামাযসমূহের ব্যাপারে সজাগ থেকো বিশেষ করে সালাতুল উস্‌তার ব্যাপারে। আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)-এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছবে তখন আমাকে অবহিত করবে। যখন আমি উক্ত আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, তাঁকে আমি জানালাম। তিনি বললেন, তুমি এভাবে লিখ, "তোমরা নামাযসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ কর, বিশেষ করে সালাতুল উস্‌তা বা মধ্যবর্তী নামাযের এবং আসরের নামাযের।' আয়েশা (রা) বলেন, আমি এটা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি।

٤١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ نَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِىْ عَمْرُو بْنُ اَبِىْ حَكِيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ الزِّبْرِقَانَ يُحَدِّثُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّىْ صَلٰوةً اَشَدَّ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا فَنَزَلَتْ حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقَالَ اِنَّ قَبْلَهَا صَلٰوتَيْنِ وَبَعْدَهَا صَلٰوتَيْنِ.

৪১১। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায দুপুরে (সূর্য ঢলে পড়ার সাথে সাথে) পড়তেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গীদের নিকট এ নামাযের চেয়ে আর কোন নামায এত কষ্টকর ছিলো না। তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ "তোমরা নামাযসমূহের ব্যাপারে সবিশেষ মনোযোগী হও, বিশেষত মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে" (সূরা বাকারা ঃ ২৩৮)। যায়েদ (রা) বলেন, এ নামাযের পূর্বে দু'টি নামায আর পরে রয়েছে দু'টি নামায।

٤١٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنِى ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ وَمَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْفَجْرِ رَكْعَةً قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ اَدْرَكَ.

৪১২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের নামাযের এক রাক্‌আত পড়তে পারলো সে (যেন পুরো) আসরকে পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাক্‌আত পড়তে পারলো সে (যেন পুরো) ফজরকেই পেল।

টীকা ঃ অর্থাৎ ফজর ও আসর উভয় নামায আদায় হিসেবে গণ্য হবে, কাযা গণ্য হবে না। এ হাদীস থেকে জানা যায়, আসরের ওয়াক্ত সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত থাকে। তারপর মাগরিবের সময় শুরু হয়।

٤١٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الْعَلاَءِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنَّهُ قَالَ دَخَلْنَا عَلٰى اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَعْدَ الظُّهْرِ فَقَامَ يُصَلِّى الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ ذَكَرْنَا تَعْجِيْلَ الصَّلٰوةِ اَوْ ذَكَرَهَا فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ تِلْكَ صَلٰوةُ الْمُنَافِقِيْنَ يَجْلِسُ اَحَدُهُمْ حَتّٰى اِذَا اَصْفَرَّتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَانٍ اَوْ عَلٰى قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَ اَرْبَعًا لاَ يَذْكُرُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيْهَا اِلاَّ قَلِيْلاً.

৪১৩। আল-আলা ইবনে আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যোহর নামাযের পর আনাস ইবনে মালিক (রা)-র নিকট গিয়ে দেখলাম, তিনি আসরের নামায পড়তে দাঁড়িয়েছেন। তিনি নামায পড়া শেষ করলে আমরা আগে ভাগেই তার নামায পড়ে ফেলা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। অথবা তিনিই এ ব্যাপারে আলোচনা করলেন। আনাস (রা) বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা মুনাফিকদের নামায! এটা মুনাফিকদের নামায!! এটা মুনাফিকদের নামায!!! তাদের কেউ বসে থাকে। যখন সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্যখানে এসে যাবে বা তার উভয় শিংয়ের ওপর এসে যায় তখন দাঁড়িয়ে চারটি ঠোকর মারে। যাতে থাকে আল্লাহ্‌র স্মরণ অতি নগণ্যই।

٤١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَّذِىْ تَفُوْتُهُ صَلٰوةُ الْعَصْرِ فَكَاَنَّمَا وُتِرَ اَهْلُهُ وَمَالُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اُتِرَ وَاخْتُلِفَ عَلٰى اَيُّوْبَ فِيْهِ. وَقَالَ الزُّهْرِىُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وُتِرَ.

৪১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যার আসরের নামায ছুটে গেলো তার যেন পরিবার-পরিজন ধ্বংস হয়ে গেলো

এবং তার যাবতীয় সম্পদ লুট হয়ে গেলো। অন্যান্য রাবী অবশ্য « وُتِرَ » শব্দের বানানে একটু পার্থক্য করেছেন।

٤١٥- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ نَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو يَعْنِى الْاَوْزَاعِىُّ وَذَالِكَ اَنْ تَرٰى مَا عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الشَّمْسِ صَفْرَاءَ.

৪১৫। আবু আমার আল-আওযাঈ (র) বলেন, আসরের নামাযে বিলম্ব করার অর্থ হলো, সূর্যের হলুদ রং ধারণ করা (পর্যন্ত দেরি করা)।

بَابُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-৬ ঃ মাগরিবের ওয়াক্ত

٤١٦- حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَرْمِىْ فَيَرٰى اَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ.

৪১৬। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মাগরিবের নামায পড়তাম, তারপর তীর নিক্ষেপ করতাম। তখনো আমাদের কেউ তার তীরের ফলা পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেতো।

٤١٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِىٌّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عِيْسٰى عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ اَبِىْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ اِذَا غَابَ حَاجِبُهَا.

৪১৭। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের নামায পড়তেন সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পর।

٤١٨- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ نَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ نَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ اَبِىْ حَبِيْبٍ عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا اَبُوْ اَيُّوْبَ غَازِيًا وَعُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ يَوْمَئِذٍ عَلٰى مِصْرَ فَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ فَقَامَ اِلَيْهِ اَبُوْ اَيُّوْبَ فَقَالَ لَهُ مَا هٰذِهِ الصَّلٰوةُ يَا عُقْبَةُ قَالَ شُغِلْنَا قَالَ اَمَّا سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ اَوَ قَالَ عَلَى الْفِطْرَةِ مَا لَمْ يُؤَخِّرُوا الْمَغْرِبَ اِلٰى اَنْ تَشْتَبِكَ النُّجُوْمُ.

৪১৮। মারসাদ ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু আইউব (রা) জিহাদ থেকে ফিরে আমাদের নিকট আসলেন। ঐ সময় 'উকবা ইবনে আমের (রা) মিসরের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি মাগরিবের নামাযে দেরি করলেন। আবু আইউব (রা) 'উকবা-র সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা কেমন নামায হে 'উক্‌বা! 'উকবা (রা) বললেন, আমরা কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তিনি বলেন, আপনি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ আমার উম্মাত সর্বদা কল্যাণের মধ্যে থাকবে অথবা তাদের মূল বৈশিষ্ট্যের উপর থাকবে– যাবত তারা মাগরিবের নামাযে বিলম্ব করবে না, তারকা উজ্জ্বল হওয়া পর্যন্ত।

بَابُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ

অনুচ্ছেদ-৭ ঃ এশার নামাযের ওয়াক্ত

٤١٩– حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ بَشِيْرِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلٰوةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ.

৪১৯। নু'মান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শেষ এশার নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত নামায (রাতের) এমন সময়ে পড়তেন, যখন তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে থাকে।

টীকা ঃ মাগরিব ও এশা উভয় নামাযই রাতের নামায। এ জন্য মাগরিবকে প্রথম এশা ও এশাকে শেষ এশা নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

٤٢٠– حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ مَكَثْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ نَنْتَظِرُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَلٰوةِ الْعِشَاءِ فَخَرَجَ اِلَيْنَا حِيْنَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ اَوْ بَعْدَهُ فَلاَ نَدْرِىْ اَشَيْئٌ شَغَلَهُ اَمْ غَيْرُ ذَالِكَ فَقَالَ حِيْنَ خَرَجَ اَتَنْتَظِرُوْنَ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ لَوْلاَ اَنْ يَّثْقَلَ عَلٰى اُمَّتِىْ لَصَلَّيْتُ بِهِمْ هٰذِهِ السَّاعَةَ ثُمَّ اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ.

৪২০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক রাতে আমরা এশার নামাযের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য বসে অপেক্ষমাণ ছিলাম। অবশেষে তিনি আসলেন রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা তার চাইতেও কিছু বেশী

সময় পর। জানি না, তিনি কোন কাজে মশগুল ছিলেন না অন্য কিছু। এসে তিনি বললেনঃ তোমরা কি এ (এশার) নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ? আমার উম্মাতের জন্য যদি কষ্টকর না হতো, তাহলে আমি এ সময়েই (এই নামায) পড়তাম। তারপর মুয়ায্‌যিনকে একামত দেয়ার নির্দেশ দিলেন এবং নামায পড়ালেন।

٤٢١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمْصِيُّ نَا اَبِيْ نَا حَرِيْزٌ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ السَّكُوْنِيِّ اَنَّهُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَقُوْلُ اَبْقَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ صَلٰوةِ الْعَتَمَةِ فَتَاَخَّرَ حَتّٰى ظَنَّ الظَّانُّ اَنَّهُ لَيْسَ بِخَارِجٍ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُوْلُ صَلّٰى فَاِنَّا لَكَذَالِكَ حَتّٰى خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا لَهُ كَمَا قَالُوْا فَقَالَ اَعْتِمُوْا بِهٰذِهِ الصَّلٰوةِ فَاِنَّكُمْ قَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلٰى سَائِرِ الْاُمَمِ وَلَمْ تُصَلِّهَا اُمَّةٌ قَبْلَكُمْ.

৪২১। আসেম ইবনে হুমায়েদ আস-সুকুনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে বলতে শুনছেন, আমরা এশার নামাযের জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অপেক্ষা করছিলাম। তিনি আসতে দেরি করলেন। এমনকি কারো কারো ধারণা হলো, হয়তো তিনি আসবেন না। আবার কেউ বললো, তিনি (হয়তো) নামায পড়েছেন। আমরা এসব বলাবলি করছিলাম। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এলে লোকজন যা কিছু বলাবলি করছিল, তাঁকেও তা বললো। তিনি বললেন ঃ এই (এশার) নামায দেরি করে পড়বে। কারণ এ নামায দ্বারা তোমাদেরকে অন্য সকল জাতির ওপর মর্যাদা দান করা হয়েছে। তোমাদের পূর্বে আর কোন জাতি এ নামায পড়তো না।

٤٢٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ نَا دَاوُدُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَتَمَةِ فَلَمْ يَخْرُجْ حَتّٰى مَضٰى نَحْوٌ مِّنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَقَالَ خُذُوْا مَقَاعِدَكُمْ فَاَخَذْنَا مَقَاعِدَنَا فَقَالَ اِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا وَاَخَذُوْا مَضَاجِعَهُمْ وَاِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوْا فِيْ صَلٰوةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلٰوةَ وَلَوْلَا ضُعْفُ الضَّعِيْفِ وَسُقْمُ السَّقِيْمِ لَاَخَّرْتُ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ اِلٰى شَطْرِ اللَّيْلِ.

৪২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়লাম। তিনি প্রায় অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর বের হয়ে এসে বললেন ঃ তোমরা নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকো। অতএব আমরা নিজেদের জায়গায় বসে থাকলাম। তারপর তিনি বললেন ঃ (এখন) সকল মানুষ ঘুমে শয্যাশায়ী। তোমরা যতক্ষণ থেকে নামাযের জন্য অপেক্ষমাণ থাকলে, ততক্ষণ তোমাদের নামাযী হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। দুর্বলের দুর্বলতা ও রোগীর রুগ্নতার প্রশ্ন না থাকলে আমি অবশ্যই এ নামায অর্ধরাত পর্যন্ত দেরি করে পড়তাম।

بَابُ وَقْتِ الصُّبْحِ

অনুচ্ছেদ-৮ ঃ ফজরের নামাযের ওয়াক্ত

٤٢٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُصَلِّى الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

৪২৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায এমন সময় পড়তেন যে, মহিলারা নামায পড়ে গায়ে চাদর জড়িয়ে প্রত্যাবর্তন করতো, অন্ধকারের দরুন তাদের চেনা যেতো না।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায অতি প্রত্যূষে অন্ধকার থাকতেই পড়তেন।

٤٢٤- حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ لَبِيْدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ.

৪২৪। রাফে' ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ফজরের নামায ভোরের আলো প্রকাশ পেলে পড়বে। কারণ এতেই অত্যধিক সওয়াব রয়েছে।

টীকা ঃ এ হাদীস ভোরের আলো প্রকাশ পাওয়ার পর ফজরের নামায পড়া যারা উত্তম বলেন তাদের দলীল। হানাফীরাও এ মতের পক্ষপাতী। যেমন অন্যান্য হাদীসেও রয়েছে, তোমরা আলো প্রকাশ পেলে ফজরের নামায পড়বে। অবশ্যই কেউ কেউ এ হাদীসের অর্থ এও করেছেন, তোমরা সোবহে সাদিকের সময় ফজরের নামায পড়বে।

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ

অনুচ্ছেদ-৯ ঃ নামাযসমূহের হেফাযত করা

٤٢٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ الْوَاسِطِيُّ نَا يَزِيْدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُوْنَ اَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصُّنَابِحِيِّ قَالَ زَعَمَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ اَنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ فَقَالَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ كَذَبَ اَبُوْ مُحَمَّدٍ اَشْهَدُ اَنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ اَحْسَنَ وُضُوْءَهُنَّ وَصَلاَّهُنَّ لِوَقْتِهِنَّ وَاَتَمَّ رُكُوْعَهُنَّ وَخُشُوْعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اَنْ يَّغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللّٰهِ عَهْدٌ اِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَاِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ.

৪২৫। 'আবদুল্লাহ ইবনুস সুনাবিহী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মুহাম্মাদ (রা) বলেছেন, বেতের নামায ওয়াজিব। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) একথা শুনে বললেন, আবু মুহাম্মাদ মিথ্যে (বা ভুল) বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ (দিবারাত্রে) পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। যে ব্যক্তি উত্তমরূপে উযু করে যথাসময়ে নামায পড়বে, পূর্ণরূপে রুকূ করবে ও পূর্ণ মনোযোগ সহকারে নামায সমাপন করবে, তাকে ক্ষমা করে দেয়ার ব্যাপারে আল্লাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে যান। আর যে ব্যক্তি এরূপ করবে না, তার ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করবেন নতুবা শাস্তি দিবেন।

٤٢٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ بَعْضِ اُمَّهَاتِهِ عَنْ اُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ قَالَ الصَّلٰوةُ فِيْ اَوَّلِ وَقْتِهَا. قَالَ الْخُزَاعِيُّ فِيْ حَدِيْثِهِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا اُمُّ فَرْوَةَ قَدْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ.

৪২৬। উম্মু ফারওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, সর্বোত্তম আমল কোনটি? তিনি বলেন ঃ নামাযের

ওয়াক্ত হওয়ার সাথে সাথে নামায পড়া। খুযাঈ তাঁর বর্ণিত হাদীসে তার ফুফু উম্মু ফারওয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বাইআত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, নবী (সা)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল।

٤٢٧- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَبِىْ هِنْدٍ عَنْ اَبِىْ حَرْبِ بْنِ اَبِى الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ فِيْمَا عَلَّمَنِىْ وَحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ قَالَ قُلْتُ اِنَّ هٰذِهِ سَاعَاتٌ لِىْ فِيْهَا اَشْغَالٌ فَمُرْنِىْ بِاَمْرٍ جَامِعٍ اِذَا اَنَا فَعَلْتُهُ اَجْزَأَ عَنِّىْ فَقَالَ حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا فَقُلْتُ وَمَا الْعَصْرَانِ فَقَالَ صَلٰوةٌ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلٰوةٌ قَبْلَ غُرُوْبِهَا.

৪২৭। আবদুল্লাহ ইবনে ফাদালা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (বিভিন্ন বিষয়) শিক্ষা দিয়েছেন। তন্মধ্য তিনি এও শিক্ষা দিয়েছেন ঃ তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের (যথাসময়ে পড়ার) ব্যাপারে যত্নবান হবে। আমি বললাম, এ সময়গুলোতে আমার যথেষ্ট কাজকর্ম থাকে। আমাকে এমন একটা সময়ের ব্যাপারে নির্দেশ দিন যখন পড়লে আমার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে। তিনি বললেন ঃ দুই আসরের ব্যাপারে যত্নবান থেকো। আমাদের ভাষায় দুই আসর শব্দ প্রচলিত ছিলো না। আমি বললাম ঃ দুই আসর কি? তিনি বললেনঃ দু'টি নামায, একটি হলো সূর্যোদয়ের পূর্বে, অপরটি সূর্যাস্তের পূর্বে (অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায)।

٤٢٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِىْ خَالِدٍ نَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْبَصْرَةِ فَقَالَ اَخْبِرْنِىْ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ يَلِجُ النَّارَ رَجُلٌ صَلَّى قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ اَنْ تَغْرُبَ قَالَ اَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ نَعَمْ كُلُّ ذٰلِكَ يَقُوْلُ سَمِعَتْهُ اُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِىْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَاَنَا سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذَالِكَ.

৪২৮। আবু বাক্‌র ইবনে উমারা ইবনে রুয়াইবা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাকে বসরাবাসী একলোক জিজ্ঞেস করলো, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম থেকে কি শুনেছেন আমাকে তা বলুন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ঐ ব্যক্তি জাহান্নামের আগুনে কখনো প্রবেশ করবে না, যে সূর্যোদয়ের পূর্বে ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায পড়ে থাকে। লোকটি বললো, আপনি কি তাঁর থেকে শুনেছেন? এরূপ তিনবার বললো। তিনি প্রত্যেকবারই বললেন, হাঁ। তিনি বললেন, আমার কান একথা শুনেছে এবং আমার অন্তর তা সংরক্ষণ করে রেখেছে। তারপর লোকটি বললো, আসলে আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপই বলতে শুনেছি।

٤٢٩- قَالَ اَبُوْ سَعِيْدِ بْنِ الْاَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ يَزِيْدَ الرَّوَّاسُ يُكْنٰى اَبَا اُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْمِصْرِىُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ ضُبَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْكٍ الْاَلْهَانِىِّ قَالَ اَخْبَرَنِى ابْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِىِّ قَالَ قَالَ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ اَنَّ اَبَا قَتَادَةَ بْنِ رِبْعِىٍّ اَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِنِّىْ فَرَضْتُ عَلٰى اُمَّتِكَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَعَهِدْتُ عِنْدِىْ عَهْدًا اَنَّه مَنْ جَاءَ يُحَافِظُ عَلَيْهِنَّ لِوَقْتِهِنَّ اَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ فَلاَ عَهْدَ لَهُ عِنْدِىْ.

৪২৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সম্মানিত মহান আল্লাহ বলেন, আমি তোমার উম্মাতের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছি। আমি আমার জন্য প্রতিশ্রুতি নির্ধারণ করে রেখেছি, যে লোক যথাসময়ে এ নামাযগুলো আদায়ে যত্নশীল হবে তাকে আমি জান্নাতে প্রবেশ করাবো। আর যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে যত্নবান হবে না তার ব্যাপারে আমার পক্ষ থেকে কোন প্রতিশ্রুতি নেই।

٤٣٠- قَالَ ابْنُ الْاَعْرَابِىِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّوَّاسُ حَدَّثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَنْبَرِىُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِىٍّ الْحَنَفِىُّ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَاَبَانُ كِلاَهُمَا عَنْ خُلَيْدِ الْعَصَرِىِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسٌ مَّنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ اِيْمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلٰى وُضُوْءِهِنَّ وَرُكُوْعِهِنَّ

وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَوَاقِيْتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً وَاَعْطَى الزَّكٰوةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَاَدَّى الْاَمَانَةَ. قَالُوْا يَا اَبَا الدَّرْدَاءِ وَمَا اَدَاءُ الْاَمَانَةِ قَالَ الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ.

৪৩০। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে লোক ঈমান সহকারে পাঁচটি কাজ করবে সে বেহেশতে যাবে। (১) যে ব্যক্তি যথাযথভাবে উযু ও রুকু সিজদা সহকারে ঠিক সময়ে নামায পড়বে, (২) রমযান মাসের রোযা রাখবে, (৩) পথখরচে সক্ষম হলে হজ্জ করবে, (৪) সন্তুষ্ট চিত্তে যাকাত দান করবে এবং (৫) আমানত আদায় (বা পূর্ণ) করবে। লোকেরা বললো, হে আবু দারদা! আমানত আদায় করার অর্থ কি? তিনি বলেন, নাপাক হলে গোসল করা।

بَابٌ اِذَا اَخَّرَ الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ عَنِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-১০ ঃ ইমাম ওয়াক্তমত নামায আদায় করতে বিলম্ব করলে

٤٣١- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَبِيْ عِمْرَانَ يَعْنِي الْجَوْنِيَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ كَيْفَ اَنْتَ اِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ اُمَرَاءُ يُمِيْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اَوْ قَالَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنِيْ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَاِنْ اَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّهَا فَاِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.

৪৩১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ হে আবু যার! তুমি তখন কি করবে যখন তোমার শাসনকর্তারা এমন হবে যারা নামাযকে মেরে ফেলবে অথবা নামাযকে বিলম্ব করে পড়বে? আমি বললাম, হে আল্লাহ রাসূল! আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? তিনি বললেন ঃ তুমি যথাসময়ে নামায পড়ে নিবে, অতঃপর তাদের সাথেও পড়বে। সেটা হবে তোমার জন্য নফল।

٤٣٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ دُحَيْمٌ الدِّمَشْقِيُّ نَا اَبُو الْوَلِيْدِ نَا الْاَوْزَعِيُّ حَدَّثَنِيْ حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَابِطٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ الْاَوْدِيِّ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ الْيَمَنَ رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْنَا قَالَ فَسَمِعْتُ تَكْبِيْرَهُ مَعَ الْفَجْرِ رَجُلٌ اَجَشُّ الصَّوْتِ قَالَ فَاُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِيْ

فَمَا فَارَقْتُهُ حَتّٰى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ مَيِّتًا ثُمَّ نَظَرْتُ اِلٰى اَفْقَهِ النَّاسِ
بَعْدَهُ فَاَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَلَزِمْتُهُ حَتّٰى مَاتَ فَقَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ بِكُمْ اِذَا اَتَتْ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ يُصَلُّوْنَ
الصَّلٰوةَ لِغَيْرِ مِيْقَاتِهَا قُلْتُ فَمَا تَاْمُرُنِىْ اِذَا اَدْرَكَنِىْ ذَالِكَ يَا رَسُوْلَ
اللّٰهِ قَالَ صَلِّ الصَّلٰوةَ لِمِيْقَاتِهَا وَاجْعَلْ صَلٰوتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً.

৪৩২। আমর ইবনে মায়মূন আল-আওদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানে আমাদের নিকট আমাদের জন্য নিযুক্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত মুআয ইবনে জাবাল (রা) আসলেন। আমি ফজরের নামাযে তাঁর তাকবীর শুনলাম। তিনি ছিলেন উচ্চ কণ্ঠস্বরবিশিষ্ট লোক। তার সাথে আমার ভালোবাসা হয়ে গেলো। এমনকি তার মৃত্যু পর্যন্ত আমি তাঁর সাহচর্য ত্যাগ করিনি। অবশেষে (মৃত্যুর পর) সিরিয়ায় আমি তাকে দাফন করি। তারপর আমি ভেবে দেখলাম, পরবর্তী সর্বাধিক জ্ঞানী লোক কে? পরে আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র নিকট গেলাম এবং তার মৃত্যু পর্যন্ত তার সাহচর্যে থাকলাম। তিনি বললেন, রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন ঃ তুমি তখন কি করবে, যখন তোমাদের এমন শাসনকর্তারা আসবে যারা নামাযকে স্থানান্তর করবে অর্থাৎ নামায বিলম্ব করে পড়বে? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কি নির্দেশ করেন? তিনি বললেন ঃ তুমি যথাসময়ে নামায পড়ে নিবে। আর তাদের সাথেও পড়বে। সেটা হবে তোমার জন্য নফল।

টীকা ঃ প্রথমে একাকী নামায পড়ে ফেললে পুনরায় জামাআতে নামায পড়ার বিষয়টি হানাফী ও কোন কোন শাফিঈর মতে যুহর ও এশার বেলায় প্রযোজ্য। কারণ ফজর ও আসরের পরে কোন নফল নামায নেই। যেমন এক হাদীসে রয়েছে ঃ ফজরের পর সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। আসরের পর সূর্য অস্ত না যাওয়া পর্যন্ত কোন নামায নেই। মাগরিবও হানাফী মযহাব মতে পুনরায় পরা যায় না। কারণ নফল নামায তিন রাকআত হয় না। এক রাকআত বাড়িয়ে পড়লে ইমামের অনুসরণ বহাল থাকে না। শাফিঈদের মতেও যেহেতু মাগরিব বেজোড় নামায, সেহেতু পুন পড়লে মাকরূহ হবে। যারা বেতেরকে ওয়াজিব মনে করেন না, বরং নফল মনে করেন, তাদের মতে (বেতেরের ন্যায়) মাগরিবও পুনঃ পড়া দূষণীয় নয়।

٤٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ نَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ
هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ اُخْتِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ نَا وَكِيْعٌ
عَنْ سُفْيَانَ الْمَعْنٰى عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ اَبِى الْمُثَنّٰى
الْحِمْصِىِّ عَنْ اَبِىْ اُبَىٍّ بْنِ امْرَاَةِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ

عَلَيْكُمْ بَعْدِىْ اُمَرَاءُ تَشْغُلُهُمْ اَشْيَاءُ عَنِ الصَّلٰوةِ لِوَقْتِهَا حَتّٰى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَصَلُّوا الصَّلٰوةَ لِوَقْتِهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ. وَقَالَ سُفْيَانُ اِنْ اَدْرَكْتُهَا مَعَهُمْ اَاُصَلِّىْ مَعَهُمْ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ.

৪৩৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন ঃ আমার পরে তোমাদের এমন সব শাসক হবে যাদের কাজকর্ম তাদেরকে যথাসময়ে নামায পড়া থেকে বিরত রাখবে, এমনকি নামাযের ওয়াক্ত চলে যাবে। তোমরা তখন যথাসময়ে নামায পড়ে নিবে। একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের সাথেও কি নামায পড়বো? তিনি বললেন ঃ হাঁ, পড়তে চাইলে তুমি পড়তে পারো। সুফিয়ানের বর্ণনায় রয়েছে ঃ ঐ লোক বললো, যদি আমি তাদের সাথে নামায পাই তাহলে তাদের সাথেও পড়ে নেবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ, ইচ্ছা করলে তুমি তাদের সাথে পড়ে নিবে।

٤٣٤- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ نَا اَبُوْ هَاشِمٍ يَّعْنِى الزَّعْفَرَانِىَّ حَدَّثَنِىْ صَالِحُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ وَقَّاصٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكُوْنُ عَلَيْكُمْ اُمَرَاءُ مِنْ بَعْدِىْ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلٰوةَ فَهِىَ لَكُمْ وَهِىَ عَلَيْكُمْ فَصَلُّوْا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا الْقِبْلَةَ.

৪৩৪। কাবীসা ইবনে ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পরে তোমাদের এরূপ শাসকবর্গ হবে, যারা নামায দেরিতে পড়বে। এতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, দায়ী হবে তারাই। তোমরা তাদের সাথে নামায পড়তে থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা কিবলামুখী হয়ে নামায পড়বে।

بَابُ فِىْ مَنْ نَامَ عَنْ صَلٰوةٍ اَوْ نَسِيَهَا

অনুচ্ছেদ-১১ ঃ কোন ব্যক্তি নামাযের ওয়াক্তে ঘুমিয়ে থাকলে অথবা নামায পড়ার কথা ভুলে গেলে

٤٣٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ نَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَفَلَ مِنْ غَزْوَةِ خَيْبَرَ فَسَارَ لَيْلَةً حَتّٰى اِذَا اَدْرَكْنَا الْكَرٰى عَرَّسَ وَقَالَ لِبِلَالٍ اِكْلَاْ لَنَا اللَّيْلَ قَالَ فَغَلَبَتْ بِلَالاً عَيْنَاهُ وَهُوَ

مُسْتَنِدٌ اِلٰى رَاحِلَتِهٖ فَلَمْ يَسْتَيْقِظِ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ بِلاَلٌ وَلاَ اَحَدٌ مِّنْ اَصْحَابِهٖ حَتّٰى اِذَا ضَرَبَتْهُمُ الشَّمْسُ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلَهُمْ اِسْتِيْقَاظًا فَفَزِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا بِلاَلُ فَقَالَ اَخَذَ بِنَفْسِىْ اَلَّذِىْ اَخَذَ بِنَفْسِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ بِاَبِىْ اَنْتَ رَاُمِّىْ فَاقْتَادُوْا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا ثُمَّ تَوَضَّأَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ وَصَلّٰى لَهُمُ الصُّبْحَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللّٰهَ قَالَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ. قَالَ يُوْنُسُ وَكَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقْرَؤُهَا كَذَالِكَ. قَالَ اَحْمَدُ قَالَ عَنْبَسَةُ يَعْنِىْ عَنْ يُوْنُسَ فِىْ هٰذَا الْحَدِيْثِ "لِذِكْرِىْ" قَالَ اَحْمَدُ الْكَرٰى النُّعَاسُ.

৪৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধ থেকে ফিরছিলেন। এক রাতে তিনি অবিরাম সফর করতে থাকলেন। অবশেষে আমাদের ক্লান্তিভাব দেখা দিলে শেষ রাতের দিকে তিনি (এক জায়গায়) যাত্রাবিরতি করেন। তিনি বিলাল (রা)-কে বললেন ঃ তুমি জাগ্রত থাকবে এবং রাতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। কিন্তু বিলালও তার উটের সাথে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। এদিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুম ভাঙ্গলো না। বিলালও জাগলেন না। তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও কেউ জাগতে পারলেন না। এমনকি যখন রোদের তাপ তাদের গায়ে লাগলো তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথম জাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ত্রস্ত হয়ে বললেন ঃ কি হলো বিলাল! বিলাল বললেন, আপনাকে যে সত্তা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন, আমাকেও তিনিই অচেতন রেখেছেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার প্রতি আমার পিতামাতা কোরবান হোক! তারপর তারা তাদের উট নিয়ে কিছু দূর সামনে অগ্রসর হয়ে গেলেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এবং বিলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল তাকবীর বললেন। নবী (সা) ফজরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যাবে, সে যেন স্মরণ হতেই উক্ত নামায পড়ে নেয়। কেননা আল্লাহ বলেন, "এবং আমার স্মরণার্থে নামায কায়েম করো" (সূরা তহা ঃ ১৪)।

٤٣٦- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ نَا اَبَانُ ثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَوَّلُوْا عَنْ مَكَانِكُمُ الَّذِىْ اَصَابَتْكُمْ فِيْهِ

الْغَفْلَةُ قَالَ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَاذَّنَ وَاَقَامَ وَصَلَّى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالْاَوْزَعِيُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ اسْحَاقَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمُ الْاَذَانَ فِيْ حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ هٰذَا وَلَمْ يُسْنِدْهُ مِنْهُمْ اَحَدٌ الاَّ الْاَوْزَاعِيُّ وَاَبَانُ الْعَطَّارُ عَنْ مَعْمَرٍ.

৪৩৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে এ হাদীসই বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমরা ঐ স্থান থেকে সরে যাও যেখানে তোমাদেরকে অবসাদ পেয়ে বসেছিল। তারপর বিলালকে নির্দেশ দিলে তিনি আযান ও একামত দিলেন এবং তিনি নামায পড়ালেন। আবু দাউদ (র) বলেন, হাদীসটি মালেক, সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, আল-আওযাঈ ও আবদুর রায্যাক (র), মা'মার ও ইবনে ইসহাক সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাদের কেউই যুহরীর বর্ণিত এ হাদীসে আযানের উল্লেখ করেননি, মা'মার থেকে আওযাঈ ও আবান আল-আত্তার ছাড়া।

٤٣٧- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اسْمَاعِيْلَ نَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيِّ نَا اَبُوْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيْ سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِلْتُ مَعَهُ فَقَالَ انْظُرْ فَقُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ هٰذَانِ رَاكِبَانِ هٰؤُلاَءِ ثَلاَثَةٌ حَتّٰى صِرْنَا سَبْعَةً فَقَالَ احْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلٰوتَنَا يَعْنِيْ صَلٰوةَ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلٰى اٰذَانِهِمْ فَمَا اَيْقَظَهُمْ الاَّ حَرُّ الشَّمْسِ فَقَامُوْا فَسَارُوْا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوْا فَتَوَضَّؤُا وَاَذَّنَ بِلاَلٌ فَصَلُّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ وَرَكِبُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ فَرَّطْنَا فِيْ صَلٰوتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ لاَ تَفْرِيْطَ فِى النَّوْمِ وَانَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ فَاذَا سَهَا اَحَدُكُمْ عَنْ صَلٰوةٍ فَلْيُصَلِّهَا حِيْنَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ الْغَدِ لِلْوَقْتِ.

৪৩৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কোন এক সফরে ছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে ঘুরলেন। আমিও তাঁর সাথে ঘুরলাম। তিনি বললেন ঃ লক্ষ্য রাখো। আমি বললাম, এই একজন সওয়ারী। এই দু'জন সওয়ারী, এই তিনজন সওয়ারী। দেখতে দেখতে আমরা সাতজন হয়ে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমাদের নামায অর্থাৎ ফজরের নামাযের ব্যাপারে সজাগ থেকো। কিন্তু তাদের সকলের কান বন্ধ হয়ে গেল (সবাই ঘুমিয়ে পড়লো)। অবশেষে তারা গায়ে সূর্যতাপ না লাগা পর্যন্ত ঘুম থেকে জাগতে পারেননি। জেগে তারা কিছু দূর সফর করে

(এক জায়গায়) অবতরণ করলেন এবং উযু করলেন। বিলাল (রা) আযান দিলে সকলে ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তারপর ফরয নামায পড়ে সবাই সওয়ারীতে আরোহণ করলেন। এবার তারা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন, আমরা আমাদের নামাযে গাফিলতি করে ফেলেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিদ্রিতাবস্থায় গাফিলতির অবকাশ নেই। গাফিলতি ও ত্রুটি তো হয়ে থাকে জাগ্রতাবস্থায়। তোমাদের কেউ যদি নামায পড়তে ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ হলেই ঐ নামায পড়ে নেয়। আর পরের দিনও যেন যথাসময়ে নামায পড়ে (অর্থাৎ নামায কাযা করা যেন অভ্যাসে পরিণত না হয়)।

٤٣٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرٍ نَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ نَا الْاَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ نَا خَالِدُ بْنُ سُمَيْرٍ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَبَاحٍ الْاَنْصَارِيُّ مِنَ الْمَدِيْنَةِ وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ تُفَقِّهُهُ فَحَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ قَتَادَةَ الْاَنْصَارِيُّ فَارِسُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْاُمَرَاءِ بِهٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَلَمْ تُوْقِظْنَا اِلاَّ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَقُمْنَا وَهِلِيْنَ لِصَلٰوتِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُوَيْدًا رُوَيْدًا حَتّٰى اِذَا تَعَالَتِ الشَّمْسُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَرْكَعُ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ فَلْيَرْكَعْهُمَا فَقَامَ مَنْ كَانَ يَرْكَعُهُمَا وَمَنْ لَّمْ يَكُنْ يَرْكَعُهُمَا فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّنَادِىَ بِالصَّلٰوةِ فَنُوْدِىَ بِهَا فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِنَا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اَلاَ اِنَّا نَحْمَدُ اللّٰهَ اَنَّا لَمْ نَكُنْ فِىْ شَىْءٍ مِّنْ اُمُوْرِ الدُّنْيَا يَشْغَلُنَا عَنْ صَلٰوتِنَا وَلٰكِنْ اَرْوَاحُنَا كَانَتْ بِيَدِ اللّٰهِ فَاَرْسَلَهَا اَنّٰى شَاءَ فَمَنْ اَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلٰوةَ الْغَدَاةِ مِنْ غَدٍ صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلَهَا.

৪৩৮। খালিদ ইবনে সুমাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে রাবাহ আল-আনসারী (রা) মদীনা থেকে আমাদের এখানে আসলেন। আনসাররা তাকে অভিজ্ঞ জ্ঞানী লোক গণ্য করতো। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুতার যুদ্ধে সামরিক বাহিনী পাঠালেন। তারপর পূর্ববর্তী হাদীসের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তারপর বর্ণনাকারী আবু কাতাদা (রা) বলেন, সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত

আমাদের ঘুম ভাঙ্গলো না। অতঃপর আমরা নামাযের ব্যাপারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জাগলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ থাম, থাম। এমনকি সূর্য উঁচুতে উঠে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা ফজরের দুই রাকআত সুন্নাত পড়তে অভ্যস্থ তারা যেন তা পড়ে নেয়। এ কথা শুনে যারা ঐ দুই রাকআত সুন্নাত পড়তো, আর যারা পড়তো না সবাই উঠে দুই রাকআত সুন্নাত পড়লো। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। আযান দেয়া হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ জেনে রাখো, আমরা আল্লাহর শোকর আদায় করছি যে, কোন পার্থিব জিনিস আমাদেরকে আমাদের নামায থেকে বিরত রাখেনি। বরং আমাদের রূহ আল্লাহ্‌রই হাতে নিবদ্ধ ছিল। তিনি যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তা ছেড়েছেন। আগামীকাল তোমাদের মধ্যে যে সঠিক ওয়াক্তে ফজরের নামায পাবে সে যেন তার সাথে অনুরূপ আরেক ওয়াক্ত নামায পড়ে নেয়।

٤٣٩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ ابْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَبَضَ اَرْوَاحَكُمْ حَيْثُ شَاءَ وَرَدَّهَا حَيْثُ شَاءَ قُمْ فَاَذِّنْ بِالصَّلٰوةِ فَقَامُوْا فَتَطَهَّرُوْا حَتّٰى اِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلّٰى بِالنَّاسِ.

৪৩৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। একই হাদীসে তিনি বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের রূহসমূহকে আটকে রেখেছিলেন তাঁর ইচ্ছানুরূপ, আবার ছেড়েও দিয়েছেন তাঁর মর্জি মোতাবেক। ওঠো এবং নামাযের আযান দাও। তারপর সবাই উঠে উযু করলো। তখন সূর্য উঁচুতে উঠে গিয়েছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উঠে দাঁড়িয়ে লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন।

٤٤٠- حَدَّثَنَا هَنَّادٌ نَا عَبْثَرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَاهُ قَالَ فَتَوَضَّأَ حِيْنَ ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلّٰى بِهِمْ.

৪৪০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (রা) তার পিতার মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত অর্থেরই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ তিনি (নবী সা.) সূর্য উপরে ওঠার পর উযু করলেন, তারপর লোকজনকে নিয়ে নামায পড়ালেন।

٤٤١- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْعَنْبَرِىُّ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ وَهُوَ الطَّيَالِسِىُّ نَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ

اَبِىْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِى النَّوْمِ تَفْرِيْطٌ اِنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِى الْيَقْظَةِ اَنْ تُؤَخِّرَ صَلٰوةً حَتّٰى يَدْخُلَ وَقْتُ اُخْرٰى.

৪৪১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিদ্রিতাবস্থায় থাকলে গাফিলতি ও ত্রুটি ধর্তব্য নয়। ত্রুটি হলো জাগ্রত থেকে নামায পড়তে বিলম্ব করা, যাতে পরবর্তী নামাযের ওয়াক্ত এসে যায়।

٤٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِىَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا لاَ كَفَّارَةَ لَهَا اِلاَّ ذَالِكَ.

৪৪২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে যায়, সে যেন স্মরণ হলেই তা পড়ে নেয়। এটাই তার নামাযের কাফফারা।

٤٤٣- حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِىْ مَسِيْرٍ لَهُ فَنَامُوْا عَنْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَاسْتَيْقَظُوْا بِحَرِّ الشَّمْسِ فَارْتَفَعُوْا قَلِيْلاً حَتّٰى اسْتَقَلَّتِ الشَّمْسُ ثُمَّ اَمَرَ مُؤَذِّنًا فَاَذَّنَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ.

৪৪৩। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক সফরে ছিলেন। সব লোক ফজরের নামাযে না জেগে ঘুমিয়ে থাকলো। সূর্যের তাপে তাদের ঘুম ভাঙ্গলো। তারপর তারা কিছুদূর সামনে অগ্রসর হলো, সূর্য তখন যথারীতি উপরে উঠেছে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়ায্যিনকে নির্দেশ দিলেন। মুয়ায্যিন আযান দিলে তিনি দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তারপর মুয়ায্যিন তাকবীর বললে তিনি ফজরের ফরয নামায পড়ালেন।

٤٤٤- حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِىُّ ح وَحَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَهٰذَا لَفْظُ عَبَّاسٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ حَدَّثَهُمْ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ يَعْنِى الْقِتْبَانِىَّ اَنَّ كُلَيْبَ بْنَ صُبْحٍ حَدَّثَهُمْ اَنَّ الزِّبْرِقَانَ

حَدَّثَهُ عَنْ عَمِّهِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ الصُّبْحِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَنَحَّوْا عَنْ هٰذَا الْمَكَانِ قَالَ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ تَوَضَّؤُا وَصَلُّوْا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَلّٰى بِهِمْ صَلٰوةَ الصُّبْحِ.

৪৪৪। আমর ইবনে উমাইয়া আদ-দামরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর এক সফরে ছিলাম। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন, ফজরের ওয়াক্তে জাগতে পারলেন না। এমনকি সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগলেন। তিনি বললেন ঃ এখান থেকে বেরিয়ে পড়ো। রাবী বলেন, তারপর বিলালকে আযান দেয়ার নির্দেশ দিলেন। সবাই উযু করে দুই রাকআত সুন্নাত পড়লো। বিলালকে পুনরায় নির্দেশ দিলেন। বিলাল নামাযের একামত দিলে তিনি ফজরের নামায পড়ালেন।

٤٤٥- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَسَنِ نَا حَجَّاجٌ يَّعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ ثَنَا حَرِيْزٌ ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اَبِى الْوَزِيْرِ ثَنَا مُبَشِّرٌ يَعْنِى الْحَلَبِيَّ حَدَّثَنَا حَرِيْزٌ يَّعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ صُبْحٍ عَنْ ذِيْ مِخْبَرٍ الْحَبَشِيِّ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَتَوَضَّأَ يَعْنِى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُضُوْءًا لَمْ يَلُثْ مِنْهُ التُّرَابُ ثُمَّ اَمَرَ بِلاَلاً فَاَذَّنَ ثُمَّ قَامَ النَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ عَجِلٍ ثُمَّ قَالَ لِبِلاَلٍ اَقِمِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ صَلَّى الْفَرْضَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ. قَالَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ذُوْ مِخْبَرٍ رَجُلٌ مِّنَ الْحَبَشَةِ وَقَالَ عُبَيْدٌ يَّزِيْدُ بْنُ صُبْحٍ.

৪৪৫। যু-মিখ্‌বার আল-হাবাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম। তার বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উযু করলেন এতটুকু পরিমাণ পানি দিয়ে যে, তাতে যমীন ভিজলো না। তারপর বিলালকে নির্দেশ দিলে বিলাল আযান দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে ও ধীরেসুস্থে দুই রাকআত সুন্নাত পড়লেন। তারপর বিলালকে নামাযের একামত দিতে বললেন, অতঃপর তিনি সুস্থিরভাবে ফরয নামায পড়ালেন।

٤٤٦- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ ثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ حَرِيْزٍ يَّعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ صُلَيْحٍ عَنْ ذِىْ مِخْبَرٍ بْنِ اَخِى النَّجَاشِىِّ فِىْ هٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاَذَّنَ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلٍ.

৪৪৬। নাজ্জাশীর ভ্রাতুষ্পুত্র যু-মিখ্বার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এ ঘটনার বর্ণনায় বলেছেন, বিলাল আযান দিলো– কোনরূপ তাড়াহুড়া ছাড়াই।

٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَانِ بْنَ اَبِىْ عَلْقَمَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَقْبَلْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَّكْلَؤُنَا فَقَالَ بِلاَلٌ اَنَا فَنَامُوْا حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ افْعَلُوْا كَمَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْنَ قَالَ فَفَعَلْنَا قَالَ فَكَذَالِكَ فَافْعَلُوْا لِمَنْ نَامَ اَوْ نَسِىَ.

৪৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমরা হোদায়বিয়ার সন্ধির মেয়াদকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আসলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ কে আমাদেরকে জাগিয়ে দিবে? বিলাল (রা) বললেন, আমি। তারপর সবাই ঘুমিয়ে পড়ল, এমনকি সূর্য উঠে গেলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাগলেন। তিনি বললেন ঃ তোমরা ঐরূপ কর যেরূপ তোমরা করতে (অর্থাৎ যথারীতি নামায পড়ো)। অতএব আমরা তাই করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়বে অথবা ভুলে যাবে সে যেন এরূপই করে।

بَابٌ فِىْ بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-১২ ঃ মসজিদ নির্মাণ করা

٤٤٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ اَبِىْ فَزَارَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اُمِرْتُ

بِتَشْيِيْدِ الْمَسَاجِدِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى.

৪৪৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়নি মসজিদকে উঁচু করে বানাতে। ইবনে আব্বাস বলেন, তোমরা (ভবিষ্যতে) মসজিদকে সুসজ্জিত করবে যেরূপ ইহূদী ও খৃস্টানরা সুসজ্জিত করেছে (তাদের উপাসনালয়)।

٤٤٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ وَّقَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتّٰى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِى الْمَسَاجِدِ.

৪৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ মসজিদ নিয়ে পরস্পর গৌরব ও অংহকরে মেতে উঠবে।

টীকা ঃ অর্থাৎ মসজিদ নিয়ে গর্ব করা কিয়ামতেরই একটি আলামত। কিয়ামতের পূর্বে মানুষ পরস্পর এই বলে গর্ব করবে, দেখ! আমাদের মসজিদ কিরূপ উঁচু, সুসজ্জিত, কারুকার্য খচিত, সুন্দর, প্রশস্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, মসজিদকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সুসজ্জিত ও কারুকার্য খচিত করাও জায়েয নয়।

٤٥٠- حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجِّى ثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ الدَّلاَّلُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبٍ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَهُ اَنْ يَّجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيْتُهُمْ.

৪৫০। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তায়েফে মসজিদ নির্মাণের আদেশ দিলেন– ঐ স্থানে যেখানে মুশ্‌রিকদের মূর্তি স্থাপিত ছিল।

٤٥١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ وَّمُجَاهِدُ بْنُ مُوْسٰى وَهُوَ اَتَمُّ قَالاَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبِىْ عَنْ صَالِحٍ قَالَ اَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَعَمَدُهُ قَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدُهُ مِنْ

خَشَبِ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلٰى بَنَاهُ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَاَعَادَ عَمَدَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عُمُدُهُ خَشَبًا وَغَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنٰى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عَمَدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوْشَةٍ وَسَقَّفَهُ بِالسَّاجِ قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَقَّفَهُ السَّاجُ۔ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْقَصَّةُ الْجَصُّ.

৪৫১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মসজিদে নববী ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে তৈরী ছিল। তার স্তম্ভ ছিল খেজুর কাঠের। আবু বাক্‌র (রা) এর কোনরূপ সম্প্রসারণ করেননি। উমার (রা) তা বাড়িয়েছেন, তবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তার যে ভিত্তি ছিল ঐ ভিত্তির উপরই তিনি ইট ও খেজুর পাতা দ্বারা তা নির্মাণ করান এবং তাতে নতুন স্তম্ভ লাগান। তার স্তম্ভ ছিল খেজুর কাঠের। উসমান (রা) তা পরিবর্তন করে ফেলেন এবং অনেক সম্প্রসারিত করেন। তিনি নকশাযুক্ত পাথর ও চুনা দ্বারা তার দেয়াল নির্মাণ করেন, নকশাযুক্ত পাথর দ্বারা খুঁটি নির্মাণ করেন এবং সেগুন কাঠ দ্বারা ছাদ নির্মাণ করেন। মুজাহিদের বর্ণনায় আছে ঃ তার ছাদ ছিল সেগুন কাঠের।

٤٥٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ مَسْجِدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ سَوَارِيْهِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جُذُوْعِ النَّخْلِ اَعْلاَهُ مُظَلَّلٌ بِجَرِيْدِ النَّخْلِ ثُمَّ اِنَّهَا نَخِرَتْ فِيْ خِلاَفَةِ اَبِيْ بَكْرٍ فَبَنَاهَا بِجُذُوْعِ النَّخْلِ وَبِجَرِيْدِ النَّخْلِ ثُمَّ اِنَّهَا نَخِرَتْ فِيْ خِلاَفَةِ عُثْمَانَ فَبَنَاهَا بِالْاٰجُرِّ فَلَمْ تَزَلْ ثَابِتَةً حَتّٰى الْاٰنَ.

৪৫২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুঁটি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের। তার উপরিভাগ ছিল খেজুর পাতা দ্বারা আচ্ছাদিত। আবু বাক্‌র (রা)-এর খিলাফতকালে তা ভেঙ্গে পড়ে গেলে তিনি খেজুর গাছ ও খেজুর পাতা দ্বারা তা পুনর্নির্মাণ করেন। উসমান (রা)-এর খিলাফতকালে আবার ঐগুলো পঁচে গেলে তিনি পাকা ইট দ্বারা তা নির্মাণ করেন। আজ পর্যন্ত তা-ই বিদ্যমান রয়েছে (অর্থাৎ এ হাদীস বর্ণনাকারীর জীবৎকাল পর্যন্ত)।

٤٥٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ فِىْ عُلُوِّ الْمَدِيْنَةِ فِىْ حَىٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاَقَامَ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشَرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى بَنِى النَّجَّارِ فَجَاءُوْا مُتَقَلِّدِيْنَ سُيُوْفَهُمْ قَالَ فَقَالَ اَنَسٌ فَكَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى رَاحِلَتِهِ وَاَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهُ وَمَلَاءُ بَنِى النَّجَّارِ حَوْلَهُ حَتّٰى اَلْقٰى بِفِنَاءِ اَبِىْ اَيُّوْبَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ وَيُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَاِنَّهُ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ اِلٰى بَنِى النَّجَّارِ قَالَ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِىْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا فَقَالُوْا وَاللّٰهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ قَالَ اَنَسٌ وَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ كَانَتْ فِيْهِ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَكَانَتْ فِيْهِ خَرِبٌ وَكَانَتْ فِيْهِ نَخْلٌ فَاَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ وَبِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصُفَّفَ النَّخْلُ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً وَّجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَةَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ وَيَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرَ الْاٰخِرَةِ فَانْصُرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةَ.

৪৫৩। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (হিজরত করে) মদীনায় পৌঁছে এর উচ্চভূমির একটি মহল্লায় অবতরণ করলেন, যার নাম ছিল বনু আমর ইবনে আওফ। সেখানে তিনি চৌদ্দ দিন অবস্থান করেন। তারপর তিনি একজনকে বনু নাজ্জারের নিকট পাঠালেন। তারা অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে এলো। আনাস (রা) বলেন, যেন আমি উটের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাচ্ছি। তার পেছনে সওয়ার ছিলেন আবু বাক্‌র (রা)। আর বনু নাজ্জারের লোকজন ছিল তাঁর চারপাশে। অবশেষে তিনি অবতরণ করলেন আবু আইউব (রা)-র আঙ্গিনায়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ে নিতেন যেখানেই নামাযের ওয়াক্ত হতো। তিনি বকরীর খোঁয়াড়েও নামায পড়তেন।

তারপর তিনি মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন। তিনি বনু নাজ্জারকে লোক মারফত ডেকে পাঠালেন এবং বললেন ঃ হে বনু নাজ্জার! তোমরা এ ভূমিখণ্ডের মূল্য নিয়ে নাও। তারা বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা এর মূল্য চাই না একমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট ছাড়া। আনাস (রা) বলেন, ঐ যমীনে যা যা ছিল তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি। তাতে মুশরিকদের কিছু কবর ছিল, কিছু অসমতল ভূমি (বা খানাখন্দক) ছিল, আর ছিল কিছু খেজুর গাছ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে হাড়গোড় বেছে ফেলে দেয়া হলো, অসমতল ভূমি সমান করা হলো এবং খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো। কর্তিত খেজুর গাছের কাণ্ড মসজিদের সামনে সারিবদ্ধভাবে গেরে দেয়া হলো। দরোজার চৌকাঠ পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হলো। সাহাবীরা পাথরগুলো স্থানান্তর করছিলেন আর কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাদের সাথেই ছিলেন। তিনি বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! কোনই কল্যাণ নেই আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া। তুমি আনসার ও মুহাজিরদের সাহায্য করো।

٤٥٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ مَوْضِعُ الْمَسْجِدِ حَائِطًا لِبَنِى النَّجَّارِ فِيْهِ حَرْثٌ وَنَخْلٌ وَقُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَامِنُوْنِى بِهِ فَقَالُوْا لاَ يَنْبَغِىْ بِهِ ثَمَنًا فَقُطِعَ النَّخْلُ وَسُوِّىَ الْحَرْثُ وَنُبِشَ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فَاغْفِرْ مَكَانَ فَانْصُرْ. قَالَ مُوْسٰى وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنَحْوِهِ وَكَانَ عَبْدُ الْوَارِثِ يَقُوْلُ خَرِبٌ وَزَعَمَ عَبْدُ الْوَارِثِ اَنَّهُ اَفَادَ حَمَّادًا هٰذَا الْحَدِيْثَ.

৪৫৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদে নববীর জায়গাটিতে বনু নাজ্জারের একটি বাগান ছিল। তাতে ছিল শস্য, খেজুর গাছ ও মুশরিকদের কিছু কবর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন ঃ আমার থেকে এর মূল্য নিয়ে নাও। তারা বললো, আমরা এর মূল্য চাই না। তারপর খেজুর গাছ কেটে ফেলা হলো, শস্যক্ষেত্র সমান করে দেয়া হলো, কবরগুলো খুঁড়ে সমতল করা হলো।... তারপর পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন। তার এক বর্ণনায় ঃ (হে আল্লাহ) 'তুমি সাহায্য কর'– এর স্থলে রয়েছে ঃ 'তুমি ক্ষমা করে দাও'। রাবী মূসা বলেন, আবদুল ওয়ারিসও অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আবদুল ওয়ারিস এ হাদীস হাম্মাদের নিকট বর্ণনা করেছেন।

بَابُ اِتِّخَاذِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوَرِ

অনুচ্ছেদ-১৩ ঃ মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করা

٤٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِنَاءِ الْمَسَاجِدِ فِى الدُّوَرِ وَاَنْ تُنْظَفَ وَتُطَيَّبَ.

৪৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ তৈরীর এবং তা পরিচ্ছন্ন ও সুগন্ধিময় করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٥٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا يَحْيٰى يَعْنِى ابْنَ حَسَّانٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوْسٰى ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنِىْ خُبَيْبُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ اَبِيْهِ سَمُرَةَ قَالَ اِنَّهُ كَتَبَ اِلٰى بَنِيْهِ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَاْمُرُنَا بِالْمَسَاجِدِ اَنْ نَصْنَعَهَا فِىْ دُوَرِنَا وَنُصْلِحَ صَنْعَتَهَا وَنُطَهِّرَهَا.

৪৫৬। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সন্তানদের উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন ঃ অতঃপর জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিতেন আমরা যেন আমাদের মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ নির্মাণ করি এবং তা যেন আমরা ঠিকঠাক ও পবিত্র পরিচ্ছন্ন রাখি।

بَابٌ فِى السُّرُجِ فِى الْمَسَاجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ মসজিদে বাতি জ্বালানো

٤٥٧- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ ثَنَا مِسْكِيْنٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ زِيَادِ بْنِ اَبِىْ سَوْدَةَ عَنْ مَيْمُوْنَةَ مَوْلاَةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفْتِنَا فِىْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْتُوْهُ فَصَلُّوْا فِيْهِ وَكَانَتِ الْبِلاَدُ اِذْ ذَاكَ حَرْبًا فَاِنْ لَّمْ تَأْتُوْهُ وَتُصَلُّوْا فِيْهِ فَابْعَثُوْا بِزَيْتٍ يُسْرَجُ فِىْ قَنَادِيْلِهِ.

৪৫৭। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত দাসী মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বায়তুল মাকদিসের ব্যাপারে আপনি আমাদের কি নির্দেশ দিচ্ছেন? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা সেখানে যাও এবং তাতে নামায পড়ো। ঐ সময় শহরটি শত্রু এলাকা ছিল। আর তোমরা যদি সেখানে যেতে এবং নামায পড়তে না পারো তাহলে তাতে বাতি জ্বালাবার জন্য তেল পাঠিয়ে দিও।

بَابٌ فِيْ حَصَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ মসজিদের কংকর সম্পর্কে

٤٥٨- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ تَمَّامِ بْنِ بَزِيْعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْبَاهِلِيُّ عَنْ اَبِى الْوَلِيْدِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَصَى الَّذِىْ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ مُطِرْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَاَصْبَحَتِ الْاَرْضُ مُبْتَلَّةً فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَأْتِىْ بِالْحَصٰى فِىْ ثَوْبِهِ فَيَبْسُطُهُ تَحْتَهُ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلٰوةَ قَالَ مَا اَحْسَنَ هٰذَا.

৪৫৮। আবুল ওয়ালীদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-কে মসজিদের কংকর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এক রাতে বৃষ্টি হলো। ফলে মাটি কর্দমাক্ত হয়ে গেলো। এক ব্যক্তি তার কাপড়ে করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথর টুকরা এনে মাটিতে বিছিয়ে দিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন ঃ এটা কি চমৎকার!

٤٥٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ وَوَكِيْعٌ قَالاَ نَا الْاَعْمَشُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ كَانَ يُقَالُ اِنَّ الرَّجُلَ اِذَا اَخْرَجَ الْحَصٰى مِنَ الْمَسْجِدِ يُنَاشِدُهُ.

৪৫৯। আবু সালেহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কথিত আছে যে, যখন কোন লোক মসজিদ থেকে কংকর বের করে নেয়, তখন সেগুলো শপথ করতে থাকে (যে আমাদেরকে মসজিদ থেকে বের করো না)।

٤٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ اَبُوْ بَكْرٍ يَعْنِى الصَّغَانِىُّ ثَنَا اَبُوْ بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيْدِ ثَنَا شَرِيْكٌ ثَنَا اَبُوْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَبُوْ بَدْرٍ اُرَاهُ قَدْ رَفَعَهُ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الْحَصَا لَتُنَاشِدُ الَّذِىْ يُخْرِجُهَا مِنَ الْمَسْجِدِ.

৪৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবু বদর (র) বলেন, আমার মতে তিনি এ

হাদীস 'মরফূ' হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কংকর অপসারণকারীকে কসম দিয়ে থাকে (তাকে মসজিদ থেকে অপসারণ না করতে)।

بَابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৬ ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেয়া

٤٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيْمِ الْخَزَّازُ ثَنَا عَبْدُ الْمَجِيْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَىَّ اُجُوْرُ اُمَّتِىْ حَتَّى الْقَذَاةُ يُخْرِجُهَا الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَعُرِضَتْ عَلَىَّ ذُنُوْبُ اُمَّتِىْ فَلَمْ اَرَ ذَنْبًا اَعْظَمَ مِنْ سُوْرَةٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ اَوْ اٰيَةٍ اُوْتِيَهَا الرَّجُلُ ثُمَّ نَسِيَهَا.

৪৬১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের যাবতীয় সওয়াবের কাজ আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল এমনকি মসিজদ থেকে কারো ময়লা-আবর্জনা বের করে ফেলাও। আমার উম্মাতের গুনাহরাশিও আমার সামনে পেশ করা হয়েছিল। তাতে কুরআনের কোন সূরা অথবা কোন আয়াত শেখার পর তা ভুলে যাওয়ার চাইতে বড়ো গুনাহ আর কোনটি আমি দেখিনি।

بَابُ اِعْتِزَالِ النِّسَاءِ فِى الْمَسَاجِدِ عَنِ الرِّجَالِ

অনুচ্ছেদ-১৭ ঃ মসজিদে মহিলারা পুরুষদের থেকে পৃথক থাকবে

٤٦٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو اَبُوْ مَعْمَرٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ. قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى مَاتَ. وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْوَارِثِ قَالَ عُمَرُ وَهُوَ اَصَحُّ.

৪৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এই দরোজাটি যদি আমরা মহিলাদের (মসজিদে যাতায়াতের) জন্য ছেড়ে দিতাম! নাফে' (র) বলেন, (একথা শুনে) ইবনে উমার (রা) আমৃত্যু আর ঐ দরোজা দিয়ে (মসজিদে) প্রবেশ করেননি। আবদুল ওয়ারেস ছাড়া একজন বর্ণনাকারীর (ইসমাঈল) মতে, কথাটি বলেছিলেন উমার (রা)। আর এটাই অধিকতর সহীহ।

٤٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ اَعْيَنَ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَهُوَ اَصَحُّ.

৪৬৩। নাফে' (র) বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। আর এটাই অধিকতর সহীহ।

٤٦٤- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ يَعْنِى ابْنَ سَعِيدٍ ثَنَا بَكْرٌ يَعْنِى ابْنَ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهٰى اَنْ يُدْخَلَ مِنْ بَابِ النِّسَاءِ.

৪৬৪। নাফে (র) বলেন, 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) মহিলাদের দরোজা দিয়ে পুরুষদের (মসজিদে) প্রবেশ করতে নিষেধ করতেন।

بَابُ مَا يَقُوْلُ الرَّجُلُ عِنْدَ دُخُوْلِهِ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ-১৮ ঃ কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশকালে যা পড়বে

٤٦٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِى الدَّرَاوَرْدِيَّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا حُمَيْدٍ اَوْ اَبَا اُسَيْدٍ الْاَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِى اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَاِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّى اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ.

৪৬৫। আবদুল মালিক ইবনে সাঈদ ইবনে সুওয়াইদ (র) বলেন, আমি আবু হুমাইদ বা আবু উসাইদ আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে সে যেন সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর সালাম পাঠ করে, তারপর যেন বলে, 'হে আল্লাহ আমার জন্য তোমার রহমতের দরোযাসমূহ খুলে দাও।' আর বের হওয়ার সময় যেন বলে, 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া ও অনুগ্রহ কামনা করছি'।

٤٦٦- حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُوْرٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ قَالَ لَقِيتُ عُقْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِى اَنَّكَ حَدَّثْتَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ قَالَ اَقَطْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاِذَا قَالَ ذَالِكَ قَالَ الشَّيْطَانُ حُفِظَ مِنِّيْ سَائِرَ الْيَوْمِ.

৪৬৬। হায়ওয়াহ ইবনে শুরায়েহ (র) বলেন, আমি উকবা ইবনে মুসলিমের সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমি জানতে পারলাম, আপনার নিকট আমর ইবনুল আসের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে যে, নবী (সা) মসজিদে প্রবেশকালে বলতেন ঃ 'আমি আশ্রয় চাই, অতীব সম্মান ও চিরন্তন সালতানাতের অধিকারী মহান আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান থেকে। উকবা (রা) বললেন, এতটুকুনই? আমি বললাম, হাঁ। উকবা বললেন, যখন কেউ একথা বলে তখন শয়তান বলে, এক্ষণে লোকটি আমার (কুমন্ত্রণা) থেকে বেঁচে গেল সারা দিনের জন্য।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلٰوةِ عِنْدَ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-১৯ ঃ মসজিদে প্রবেশকালীন নামায

٤٦٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُصَلِّ سَجْدَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَجْلِسَ.

৪৬৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসে, সে যেন বসার পূর্বে দুই রাক্‌আত নামায পড়ে।

٤٦٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ نَا اَبُوْ عُمَيْسٍ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ رَّجُلٍ مِّنْ بَنِيْ زُرَيْقٍ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ وَزَادَ ثُمَّ لْيَقْعُدْ بَعْدُ اِنْ شَاءَ اَوْ لِيَذْهَبْ لِحَاجَتِهِ.

৪৬৮। আবু কাতাদা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ...। তাতে আরো আছে ঃ দুই রাকআত পড়ার পর ইচ্ছা করলে বসবে অথবা নিজ কাজে চলে যাবে।

بَابُ فَضْلِ الْقُعُوْدِ فِي الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-২০ ঃ মসজিদে বসে থাকার মাহাত্ম্য

٤٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ اَوْ يَقُمْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ.

৪৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি যে জায়নামাযে নামায পড়েছে তাতে যতোক্ষণ বসে থাকে ততোক্ষণ ফেরেশতারা তার জন্য দোয়া করতে থাকে। যে যাবত না তার উযু ছুটে যায় অথবা সে উঠে চলে যায় ঃ 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম করো।'

٤٧٠- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلٰوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ لاَ يَمْنَعُهُ اَنْ يَّنْقَلِبَ اِلٰى اَهْلِهِ اِلاَّ الصَّلٰوةُ.

৪৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি পুরো সময় নামাযের মধ্যেই কাটায়, যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে আটক রাখে। তাকে তার পরিজনের কাছে ফিরে যেতে কেবল নামাযই বারণ করে।

٤٧١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلُ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَزَالُ الْعَبْدُ فِيْ صَلٰوةٍ مَا كَانَ فِيْ مُصَلَّاهُ يَنْتَظِرُ الصَّلٰوةَ تَقُوْلُ الْمَلاَئِكَةُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ حَتّٰى يَنْصَرِفَ اَوْ يُحْدِثَ فَقِيْلَ وَمَا يُحْدِثُ قَالَ يَفْسُوَ اَوْ يَضْرِطُ.

৪৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা পুরো সময় নামাযেই থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জায়নামাযে নামাযের অপেক্ষায় থাকে। ফেরেশতারা তার জন্য এই বলে দোয়া করতে থাকে : হে আল্লাহ!

তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ! তার প্রতি রহম কর।' যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে অথবা তার উযু ছুটে যায়। বলা হলো, উযু ভাঙ্গার মানে কি? বললেন ঃ নিঃশব্দে অথবা সশব্দে হাওয়া নির্গত হওয়া।

٤٧٢- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ نَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى الْعَاتِكَةِ الْاَزْدِىُّ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِىِّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَتَى الْمَسْجِدَ لِشَيْءٍ فَهُوَ حَظُّهُ.

৪৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন কাজে মসজিদে যাবে, সে ঐ কাজেরই অংশ (বা প্রতিদান) পাবে।

بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ اِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-২১ ঃ মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করা দূষণীয়

٤٧٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْجُشَمِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ ثَنَا حَيْوَةُ يَعْنِى ابْنَ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْاَسْوَدِ يَعْنِى مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ يَقُوْلُ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مَوْلٰى شَدَّادٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَّةً فِى الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لاَ اَدَّاهَا اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে হারানো জিনিস অনুসন্ধান করতে (দেখে বা) শোনে, সে যেন বলে, আল্লাহ তোমার জিনিসটি কখনো ফিরিয়ে না দিন। কারণ মসজিদ তো এ কাজের জন্য তৈরী হয়নি।

بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-২২ ঃ মসজিদের মধ্যে থুথু ফেলা অন্যায়

٤٧٤- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ وَاَبَانٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التَّفْلُ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهُ اَنْ يُوَارِيَهُ.

৪৭৪। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে থু থু ফেলা অপরাধ। তার কাফ্‌ফারা (ক্ষতিপূরণ) হলো তা ঢেকে দেয়া (বা মুছে ফেলা)।

٤٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ الْبُزَاقَ فِى الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

৪৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে থু থু ফেলা অপরাধ। তার কাফ্‌ফারা হলো মাটি দ্বারা তা ঢেকে দেয়া।

٤٧٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ ثَنَا يَزِيْدُ يَعْنِى ابْنَ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النُّخَاعَةُ فِى الْمَسْجِدِ فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

৪৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদে থুথু বা কফ্ ফেলা... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

٤٧٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا اَبُوْ مَوْدُوْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِى حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِىِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَخَلَ هٰذَا الْمَسْجِدَ فَبَزَقَ فِيْهِ اَوْ تَنَخَّمَ فَلْيَحْفِرْ وَلْيَدْفِنْهُ فَاِنْ لَّمْ يَفْعَلْ فَلْيَبْزُقْ فِى ثَوْبِهِ ثُمَّ لْيَخْرُجْ بِهِ.

৪৭৭। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এই মসজিদে প্রবেশ করবে, তারপর তাতে থু থু ফেলবে অথবা কফ ফেলবে, সে যেন মাটি খুঁড়ে তাতে তা চাপা দেয়। আর এটা যদি না করে, তাহলে সে যেন নিজ কাপড়ে থুথু ফেলে এবং ঐ কাপড়সহ বের হয়ে যায়।

٤٧٨- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ رِبْعِىٍّ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمُحَارِبِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ اِلَى الصَّلٰوةِ اَوْ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلٰكِنْ عَنْ تِلْقَاءَ يَسَارِهِ اِنْ كَانَ فَارِغًا اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ لْيَقُلْ بِهِ.

৪৭৮। তারেক ইবনে আবদুল্লাহ আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন মানুষ নামাযে দাঁড়ায় অথবা নামায পড়ে, তখন সে যেন তার সামনে অথবা ডানে থুথু না ফেলে। তবে বাম দিকে যদি জায়গা থাকে তাহলে সেদিকে থুথু ফেলবে অথবা বাঁ পায়ের নিচে থুথু ফেলে যেন তা ঘষে মুছে ফেলে।

٤٧٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمًا اِذْ رَاٰى نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَتَغَيَّظَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَكَّهَا قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ فَدَعَا بِزَعْفَرَانٍ فَلَطَخَهُ بِهِ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قِبَلَ وَجْهِ اَحَدِكُمْ اِذَا صَلّٰى فَلاَ يَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ اِسْمَاعِيْلُ وَعَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ وَمَالِكٍ وَعُبَيْدِ اللّٰهِ وَمُوْسَى ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ نَحْوَ حَمَّادٍ اِلاَّ اَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الزَّعْفَرَانَ. وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ اَيُّوْبَ وَاَثْبَتَ الزَّعْفَرَانَ فِيْهِ. وَذَكَرَ يَحْىَ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ الْخَلُوْقَ.

৪৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোতবা দানকালে মসজিদের কিবলার দিকে কফ দেখতে পেলেন। এতে তিনি লোকদের ওপর অসন্তুষ্ট হন। তারপর তিনি তা তুলে ফেলেন। রাবী বলেন, জাফরান আনিয়ে সেখানে তা লাগিয়ে দিলেন। এরপর বললেন ঃ মহান আল্লাহ নামাযের সময় তোমাদের সামনেই থাকেন। কোনকোন বর্ণনায় জাফরানের কথা উল্লেখ নাই। আবার কোন কোন বর্ণনায় 'আল-খালূক' (কস্তুরীযুক্ত সুগন্ধি)-এর উল্লেখ আছে।

٤٨٠- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيْبِ بْنِ عَرَبِىٍّ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ الْعَرَاجِيْنَ وَلاَ يَزَالُ فِىْ يَدِهِ مِنْهَا فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَاٰى نُخَامَةً فِىْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُغْضَبًا فَقَالَ اَيَسُرُّ اَحَدَكُمْ اَنْ يُّبْصَقَ فِىْ وَجْهِهِ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَاِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَكُ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَلاَ يَتْفُلْ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلاَ فِىْ قِبْلَتِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ اَوْ

تَحْتَ قَدَمِهِ فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْرٌ فَلْيَقُلْ هٰكَذَا وَوَصَفَ لَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ ذَالِكَ أَنْ يَتْفُلَ فِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ يَرُدُّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ.

৪৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খেজুরের ডাল পছন্দ করতেন। তাঁর হাতে সর্বদা এর একটি লাঠি থাকতো, তিনি মসজিদে প্রবেশ করে মসজিদের কিবলার দিকে শ্লেষ্মা দেখতে পেলেন। তিনি তা রগড়ে তুলে ফেললেন, তারপর অসন্তুষ্টি নিয়ে লোকদের দিকে মুখ করে বললেন : তোমাদের কারো মুখে থুথু ফেলা হোক– এটা কি তোমাদের কেউ পছন্দ করবে? জেনে রাখো, তোমাদের কেউ যখন (নামাযের জন্য) কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে মূলত সম্মানিত মহান আল্লাহ্র দিকেই মুখ করে দাঁড়ায়। আর তার ডানে থাকে ফেরেশতাগণ। কাজেই কেউ যেন ডানদিকে ও কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং বামে অথবা পায়ের নিচে ফেলে। যদি তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয়, তাহলে ঘষে মুছে ফেলবে। আর ইবনে আজলান বর্ণনা করেছেন, নিজের কাপড়ে থুথু ফেলে কাপড়ের একাংশকে অপর অংশের ওপর ওলট-পালট করে নেবে।

٤٨١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشْقِيَانِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَهٰذَا لَفْظُ يَحْيَ ابْنِ الْفَضْلِ قَالُوْا حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ اسْمَاعِيْلَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ فِيْ مَسْجِدِهِ فَقَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسْجِدِنَا هٰذَا وَفِيْ يَدِهِ عُرْجُوْنُ بْنِ طَابٍ فَنَظَرَ فَرَاٰى فِيْ قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ نُخَامَةً فَاَقْبَلَ عَلَيْهَا فَحَتَّهَا بِالْعُرْجُوْنِ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ اَنْ يُّعْرِضَ اللّٰهُ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَالَ يُصَلِّيْ فَاِنَّ اللّٰهَ قِبَلَ وَجْهِهِ فَلاَ يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلاَ عَنْ يَّمِيْنِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَّسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرٰى فَاِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هٰكَذَا وَوَضَعَهُ عَلٰى فِيْهِ ثُمَّ دَلَكَهُ ثُمَّ قَالَ اَرُوْنِيْ عَبِيْرًا فَقَامَ فَتًى مِّنَ الْحَيِّ يَشْتَدُّ اِلٰى اَهْلِهِ فَجَاءَ بِخَلُوْقٍ فِيْ رَاحَتِهِ فَاَخَذَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَهُ عَلٰى رَأْسِ الْعُرْجُوْنِ ثُمَّ لَطَخَ بِهِ عَلٰى اَثَرِ النُّخَامَةِ قَالَ جَابِرٌ فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الْخَلُوْقَ فِيْ مَسَاجِدِكُمْ.

৪৮১। উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ ইবনে উবাদা ইবনুস সামিত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি

বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি তখন তার মসজিদে ছিলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মসজিদে আমাদের নিকট আসলেন। তাঁর হাতে ছিল ইবনে তাব নামক এক প্রকার (খেজুরের) ডাল। তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখতে পেলেন, মসজিদের কিবলার দিকে শ্লেষ্মা লেগে রয়েছে। তিনি সেখানে এগিয়ে গিয়ে ঐ ডাল দিয়ে তা তুলে ফেললেন। তারপর বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কার পছন্দ হয় যে, তার থেকে আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নিন? তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায়, তখন আল্লাহ তার সামনেই থাকেন। কাজেই যে সেন সামনের দিকে থুথু না ফেলে, ডান দিকেও নয়, বরং বামদিকে (অথবা) বাম পায়ের নিচে ফেলবে। আর যদি তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয় তাহলে কাপড়ে এরূপ করবে। এই বলে তিনি মুখের উপর কাপড় রাখলেন ও তা রগড়ে দিলেন। তারপর বললেন ঃ 'আবির (এক প্রকার সুগন্ধি) নিয়ে আসো। এক যুবক দাঁড়িয়ে গেল এবং দৌড়ে নিজের ঘরে গেলো এবং হাতে করে সুগন্ধি নিয়ে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিয়ে ডালের মাথায় লাগালেন, তারপর যেখানে শ্লেষ্মা লেগেছিল সেখানে রগড়ে দিলেন। জাবির (রা) বললেন, এ কারণেই তোমরা মসজিদে সুগন্ধি লাগিয়ে থাকো।

٤٨٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِىُّ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيْوَانَ عَنْ اَبِىْ سَهْلَةَ السَّائِبِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ اَحْمَدُ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً اَمَّ قَوْمًا فَبَصَقَ فِى الْقِبْلَةِ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَ لاَ يُصَلِّىْ لَكُمْ فَاَرَادَ بَعْدَ ذَالِكَ اَنْ يُّصَلِّىَ لَهُمْ فَمَنَعُوْهُ وَاَخْبَرُوْهُ بِقَوْلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَالِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ نَعَمْ وَحَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ اِنَّكَ اٰذَيْتَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ.

৪৮২। আবু সাহলা আস-সাইব ইবনে খাল্লাদ (র) থেকে বর্ণিত। ইমাম আহ্‌মাদ (র) বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এক কওমের ইমামতি করতো সে কিবলার দিকে থুথু ফেললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা লক্ষ্য করলেন। সে নামায শেষ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বললেন ঃ এ লোক আর তোমাদের ইমামতি করবে না। এরপর সে লোকদের ইমামতি করতে চাইলে তারা তাকে নিষেধ করলো এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উক্তি সম্পর্কে তাকে অবহিত করলো। সে এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালো। তিনি বললেন ঃ হাঁ আমার মনে হয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও বলেছেন ঃ তুমি কষ্ট দিয়েছ আল্লাহ্‌কে এবং তাঁর রাসূলকে।

٤٨٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ اَنَا سَعِيْدُ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَبَزَقَ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى.

৪৮৩। মুতাররিফ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে দেখলাম, তিনি নামায পড়ছেন। তিনি তাঁর বাম পায়ের নিচে থুথু ফেললেন।

٤٨٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِىِّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ اَبِيْهِ بِمَعْنَاهُ زَادَ ثُمَّ دَلَكَه بِنَعْلِه.

৪৮৪। আবুল আ'লা (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। তবে তাতে আরো আছে ঃ তারপর তিনি তাঁর জুতা দ্বারা তা রগ্‌ড়ে ফেলেন।

٤٨٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا الْفَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ وَاثِلَةَ بْنَ الْاَسْقَعِ فِىْ مَسْجِدِ دِمَشْقَ بَصَقَ عَلَى الْبُوْرِىِّ ثُمَّ مَسَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقِيْلَ لَهُ لِمَ فَعَلْتَ هٰذَا قَالَ لِاَنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

৪৮৫। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওয়াসেলা ইবনুল আসকা' (রা)-কে দামেশকের মসজিদে দেখলাম যে, তিনি চাটাইয়ের ওপর থুথু ফেললেন, পরে পা দিয়ে তা মুছে ফেললেন। তাকে বলা হলো, আপনি কেন এরূপ করলেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمُشْرِكِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ

অনুচ্ছেদ-২৩ ঃ মুশরিক ব্যক্তির মসজিদে প্রবেশ করা

٤٨٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ حَمَّادٍ اَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِىِّ عَنْ شَرِيْكِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ نَمِرٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُوْلُ دَخَلَ رَجُلٌ عَلٰى جَمَلٍ فَاَنَاخَهُ فِى الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ قَالَ اَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْنَا لَهُ هٰذَا الْاَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَبْتُكَ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ يَا مُحَمَّدُ اِنِّيْ سَائِلُكَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক উটের পিঠে সওয়ার হয়ে আগমন করে তার উটকে মসজিদের আঙ্গিনায় বসিয়ে তা বাঁধলো, তারপর বললো, তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ (সা) কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকজনের সামনেই বসা ছিলেন। আমরা তাকে বললাম, এই যে সাদা বর্ণের লোকটি হেলান দিয়ে বসে আছেন– ইনিই! লোকটি তাঁকে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র! নবী (সা) তাকে বললেন ঃ আমি তোমাকে জওয়াব দিয়েছি। তারপর লোকটি বললো, হে মুহাম্মাদ! আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করছি... অবশিষ্ট হাদীস পূর্ববৎ।

টীকা ঃ মসজিদুল হারাম এবং মক্কার হারাম (নিষিদ্ধ) এলাকা ব্যতীত অমুসলিমদের জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েয। তাতে তারা দীন ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারবে এবং তাদের কোন কিছু জিজ্ঞাসার থাকলে তাও জিজ্ঞেস করতে পারবে।

٤٨٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا سَلَمَةُ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِيْ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بْنِ نُوَيْفِعٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بَعَثَتْ بَنُوْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ ضِمَامَ بْنَ ثَعْلَبَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَاَنَاخَ بَعِيْرَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ عَقَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ فَقَالَ اَيُّكُمْ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৪৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সা'দ ইবনে বাক্র দিমাম ইবনে সালাবাকে তাদের প্রতিনিধি হিসাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালো। সে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে মসজিদের দরোজার নিকট তার উট বসালো এবং বাঁধলো, তারপর মসজিদে প্রবেশ করলো। এরপর পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। রাবী বলেন, সে বললো, তোমাদের মধ্যে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র। সে বললো, হে আবদুল মুত্তালিবের পৌত্র!... এরপর পূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

٤٨٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ثَنَا رَجُلٌ مِّنْ مُّزَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَلْيَهُوْدُ اَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

جَالِسٌ فِى الْمَسْجِدِ فِىْ اَصْحَابِهِ فَقَالُوْا يَا اَبَا الْقَاسِمِ فِىْ رَجُلٍ وَّامْرَاَةٍ زَنَيَا مِنْهُمْ.

৪৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইহুদীরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো। তিনি তখন মসজিদে সাহাবাদের নিয়ে বসা ছিলেন। তারা বললো, হে আবুল কাসেম। তারপর তারা তাদের মধ্যকার এক পুরুষ ও এক নারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যারা যেনায় লিপ্ত হয়েছিল।

بَابٌ فِى الْمَوَاضِعِ الَّتِىْ لاَ تَجُوْزُ فِيْهَا الصَّلٰوةُ

অনুচ্ছেদ-২৪ ঃ যেসব জায়গায় নামায পড়া নাজায়েয

٤٨٩- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُّجَاهِدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ طَهُوْرًا وَّمَسْجِدًا.

৪৮৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার (তথা আমার উম্মাতের) জন্য পৃথিবীকে পবিত্র (বা পবিত্রতাদানকারী) ও মসজিদ করা হয়েছে।

টীকা ঃ এ হাদীস দ্বারা উম্মাতে মুহাম্মাদীর ওপর যে এহসান করা হয়েছে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। তা হচ্ছে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন ও যে কোন ভূখণ্ডে নামায পড়ার অনুমতি দান। কারণ পূর্ববর্তী উম্মাতদের নির্দিষ্ট ইবাদতখানা ছাড়া অন্যত্র নামায পড়া বা ইবাদত করা বৈধ ছিল না।

٤٩٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ اَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ ابْنُ لَهِيْعَةَ وَيَحْيَى بْنُ الْاَزْهَرِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ الْمُرَادِىِّ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الْغِفَارِىِّ اَنَّ عَلِيًّا مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيْرُ فَجَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ بِصَلٰوةِ الْعَصْرِ فَلَمَّا بَرَزَ مِنْهَا اَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ اِنَّ حِبِّىْ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَهَانِىْ اَنْ اُصَلِّىَ فِى الْمَقْبَرَةِ وَنَهَانِىْ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ اَرْضِ بَابِلَ فَاِنَّهَا مَلْعُوْنَةٌ.

৪৯০। আবু সালেহ আল-গিফারী (র) থেকে বর্ণিত। আলী (রা) এক সফরে বাবেল নামক শহর অতিক্রম করছিলেন। তখন তার নিকট আসরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি লাভের জন্য মুয়াযযিন আসলো। তিনি যখন বাবেল শহর অতিক্রম করে গেলেন, তখন মুয়াযযিনকে তাকবীর বলার নির্দেশ দিলেন। মুয়াযযিন তাকবীর দিলে তিনি নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি বললেন, আমার প্রিয় বন্ধু (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম) আমাকে নিষেধ করেছেন কবরস্থানে নামায পড়তে এবং নিষেধ করেছেন আমাকে বাবেলের জমিনে নামায পড়তে। কারণ উক্ত জমিন অভিশপ্ত।

টীকা ঃ বাবেলের মাটিতে অনেক স্বৈরাচারী কাফের বাদশাহ রাজত্ব করেছে, যাদের ওপর আল্লাহর গযব নাযিল হয়েছিল। ঐ শহরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। খাত্তাবী বলেন, এ হাদীসের সনদ সম্পর্কে সন্দেহ রয়েছে। আমার জানামতে কোন আলেম বাবেলের মাটিতে নামায পড়া হারাম বলেননি। আবার কেউ বলেছেন, এই নিষেধাজ্ঞা শুধু আলী (রা)-এর জন্যই খাস ছিল।

٤٩١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِى يَحْيَى بْنُ اَزْهَرَ وَاَبْنُ لَهِيْعَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ الْغِفَارِىِّ عَنْ عَلِىٍّ بِمَعْنى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ قَالَ فَلَمَّا خَرَجَ مِنْهَا مَكَانَ فَلَمَّا بَرَزَ.

৪৯১। আবু সালেহ আল-গিফারী (র) আলী (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসেরই সমার্থক বর্ণনা করেছেন। তবে তাতে "তিনি যখন বাবেল শহর অতিক্রম করে গেলেন" কথাটিতে একই অর্থের ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন।

٤٩٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُوْسٰى فِىْ حَدِيْثِهِ فِيْمَا يَحْسِبُ عَمْرٌو اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ اِلاَّ الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

৪৯২। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সমগ্র জমিন মসজিদ, শুধুমাত্র গোসলখানা ও কবরস্থান ছাড়া।

بَابُ النَّهْىِ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ

অনুচ্ছেদ-২৫ ঃ উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া নিষেধ

٤٩٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الرَّازِىِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَقَالَ لاَ تُصَلُّوْا فِىْ مَبَارِكِ الْاِبِلِ فَاِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوْا فِيْهَا فَاِنَّهَا بَرَكَةٌ.

৪৯৩। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়া সম্পর্কে। তিনি বলেন ঃ তোমরা উটের খোঁয়াড়ে নামায পড়ো না। কেননা তা হচ্ছে শয়তানের জায়গা। রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বকরীর খোঁয়াড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সেখানে নামায পড়ো। কারণ ওটা হচ্ছে বরকতের প্রাণী।

بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الْغُلَامُ بِالصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-২৬ ঃ বালক-বালিকাদের কখন নামাযের হুকুম দিতে হবে?

٤٩٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى يَعْنِى ابْنَ الطَّبَّاعِ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِىَّ بِالصَّلٰوةِ اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَاِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا.

৪৯৪। আবদুল মালেক ইবনে রাবী ইবনে সাব্‌রাহ (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শিশুদের বয়স সাত বছর হলেই নামাযের জন্য নির্দেশ দিবে। তার বয়স যখন দশ বছর হবে, তখন (নামায না পড়লে) নামাযের জন্য তাকে মারবে।

٤٩٥- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ يَعْنِى الْيَشْكُرِىَّ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ سَوَّارٍ اَبِىْ حَمْزَةَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهُوَ سَوَّارُ بْنُ دَاوُدَ اَبُوْ حَمْزَةَ الْمُزَنِىُّ الصَّيْرَفِىُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلَادَكُمْ بِالصَّلٰوةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ.

৪৯৫। আমর ইবনে শুয়াইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামাযের জন্য নির্দেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হয়। আর যখন তাদের বয়স দশ বছর হয় তখন নামাযের জন্য তাদের মারো এবং তাদের ঘুমাবার বিছানা পৃথক করে দাও।

٤٩٦- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ حَدَّثَنِىْ دَاوُدُ بْنُ سَوَّارٍ

الْمُزَنِىُّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَزَادَ وَإِذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلاَ يَنْظُرْ إِلَى مَا دُوْنَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَهِمَ وَكِيعٌ فِىْ اسْمِهِ وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِىُّ هٰذَا الْحَدِيْثَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَمْزَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِىُّ.

৪৯৬। দাউদ ইবনে সাওয়ার আল-মুযানী (র) একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এটুকু বেশি রয়েছে ঃ যখন কেউ তার বাঁদীকে তার গোলাম নফরের সাথে বিয়ে দেয়, তারপর যেন সে আর তার নাভির নিচে ও হাঁটুর উপরে না তাকায়। আবু দাউদ (র) বলেন, ওয়াকী (র) দাউদ ইবনে সাওয়ারের নাম বুঝতে ভুল করেছেন। আবু দাউদ আত-তায়ালিসী তাঁর সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আবু হামযা সাওয়ার আস-সায়রাফী আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٤٩٧- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِىْ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مُعَاذُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ خُبَيْبٍ الْجُهَنِىُّ قَالَ دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَتٰى يُصَلِّى الصَّبِىُّ فَقَالَتْ كَانَ رَجُلٌ مِّنَّا يَذْكُرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ إِذَا عَرَفَ يَمِيْنَهُ مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوْهُ بِالصَّلٰوةِ.

৪৯৭। হিশাম ইবনে সা'দ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুআয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব আল-জুহানীর নিকট গেলাম। তিনি তার স্ত্রীকে বললেন, শিশু কখন নামায পড়বে? তার স্ত্রী বললেন, আমাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আলোচনা করতো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ যখন সে ডান ও বামের পার্থক্য সম্পর্কে (ডান হাত ও বাঁ হাতের ব্যবহারে) সচেতন হবে, তখন তাকে নামাযের নির্দেশ দাও।

بَابُ بَدْءِ الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ-২৭ ঃ আযানের সূচনা

٤٩٨- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى الْخُتَّلِىُّ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ وَحَدِيْثُ عَبَّادٍ أَتَمُّ قَالاَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِىْ بِشْرٍ قَالَ قَالَ زِيَادٌ نَا أَبُوْ بِشْرٍ عَنْ أَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ اهْتَمَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلصَّلٰوةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ انْصِبْ

رَأْيَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلٰوةِ فَاِذَا رَأَوْهَا اٰذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ قَالَ وَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعَ يَعْنِى الشَّبُّوْرَ وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّوْرُ الْيَهُوْدِ فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذَالِكَ وَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ الْيَهُوْدِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسَ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ النَّصَارٰى فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُرِىَ الْاَذَانُ فِىْ مَنَامِهٖ قَالَ فَغَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ اِذْ اَتَانِىْ اٰتٍ فَاَرَانِى الْاَذَانَ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ رَاٰهُ قَبْلَ ذَالِكَ فَكَتَمَهُ عِشْرِيْنَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ اَخْبَرَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُخْبِرَنِىْ فَقَالَ سَبَقَنِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ قَالَ فَاَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ اَبُوْ بِشْرٍ فَاَخْبَرَنِىْ اَبُوْ عُمَيْرٍ اَنَّ الْاَنْصَارَ تَزْعُمُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ زَيْدٍ لَوْلَا اَنَّهُ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَرِيْضًا لَجَعَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَذِّنًا.

৪৯৮। আবু উমায়ের ইবনে আনাস (র) থেকে তার এক আনসারী চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের জন্য লোকদের কিভাবে একত্র করবেন সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কেউ বললো, নামাযের সময় উপস্থিত হলে একটা পতাকা স্থাপন করুন। তা দেখে একজন আরেকজনকে সংবাদ জানিয়ে দেবে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এটা পছন্দ হলো না। কেউ বা ইহুদীদের ন্যায় শিংগা-ধ্বনি করার প্রস্তাব দিল। এটাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দ হলো না। কারণ এটা ছিল ইহুদীদের কাজ (বা প্রথা)। কেউ নাকূস (ঘণ্টা ধ্বনি) ব্যবহারের প্রস্তাব করলে তিনি বলেন ঃ এটা নাসারাদের বিষয়। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভাবনা মাথায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। (রাতে ঘুম গেলে আল্লাহর পক্ষ থেকে) স্বপ্নে তাকে আযান শিখিয়ে দেয়া হলো। ভোরে 'আবদুল্লাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে তাঁকে এ বিষয়ে জানালেন। বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিছুটা ঘুমে ও কিছুটা জাগ্রত অবস্থায় ছিলাম। এমন সময় একজন এসে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। রাবী বলেন, উমার (রা) বিশ দিন আগেই স্বপ্নযোগে আযান শিখেছিলেন। কিন্তু তিনি কারো

নিকট ব্যক্ত করেননি। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের স্বপ্নের বৃত্তান্ত বলার পর তিনিও তার স্বপ্ন সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি আগে বললে না কেন? তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ আমার আগেই বলেছে। তাই আমি লজ্জিত হলাম (এখন বললাম)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ বিলাল! ওঠো, আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের নিকট শুনো সে তোমাকে কি নির্দেশ দিচ্ছে। তার কথা মুতাবিক কাজ করো। তারপর বিলাল (রা) আযান দিলেন। আবু বিশর বলেন, আবু উমাইর আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আনসারদের ধারণা ঃ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ যদি ঐদিন অসুস্থ না হতো, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেই মুয়াযযিন নিয়োগ করতেন।

بَابُ كَيْفَ الْاَذَانُ

অনুচ্ছেদ-২৮ ঃ আযান দেয়ার নিয়ম

٤٩٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُوْرٍ الطُّوْسِيُّ ثنا يَعْقُوْبُ ثَنَا اَبِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِىُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ لَمَّا اَمَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلٰوةِ طَافَ بِىْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهِ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ فَقَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهِ فَقُلْتُ نَدْعُوْا بِهِ اِلَى الصَّلٰوةِ قَالَ اَفَلاَ اَدُلُّكَ عَلٰى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَالِكَ فَقُلْتُ لَهُ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. قَالَ ثُمَّ اِسْتَاْخَرَ عَنِّىْ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ ثُمَّ تَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى

الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. قَالَ ثُمَّ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ اَتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ اِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَقُمْ مَعَ بِلاَلٍ فَاَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَاِنَّهُ اَنْدٰى صَوْتًا مِنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلاَلٍ فَجَعَلْتُ اُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ قَالَ فَسَمِعَ ذَالِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ وَيَقُوْلُ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَقَدْ رَأَيْتَ مِثْلَ مَا أُرِيَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رِوَايَةُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ وَقَالَ فِيْهِ ابْنُ اِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَقَالَ مَعْمَرٌ وَيُوْنُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِيْهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَمْ يُثَنِّيَا.

৪৯৯। ‘আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ‘নাকূস’ বানাবার নির্দেশ দিলেন, যাতে তা বাজিয়ে লোকদের নামাযের জন্য একত্র করা যায়, তখন আমি ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তিনি হাতে নাকূস বহন করছিলেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র বান্দা! নাকূসটি বিক্রি করবেন? লোকটি বললো ঃ তা তুমি কি করবে? আমি বললাম, আমরা এর সাহায্যে লোকদের নামাযের জন্য আহ্বান করবো। সে বললো ঃ আমি কি তোমাকে এমন বিষয় জানাবো না যা এর চাইতে উত্তম? আমি বললাম, অবশ্যই। লোকটি বললোঃ (তাহলে এরূপ) বলো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার (আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ মহান), আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই); আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর রাসূল), হাইয়্যা ‘আলাস্ সালাতি, হাইয়্যা ‘আলাস্ সালাত (আস নামাযের দিকে, আস নামাযের দিকে); ‘হাইয়্যা ‘আলাল-ফালাহি, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ (আস কল্যাণের দিকে, আস সফলতার দিকে), আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ (এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই)।

তারপর লোকটি কিছুটা পেছনে চলে গেল, বেশি দূর গেল না। এরপর বললো, যখন নামাযের জন্য দাঁড়াবে তখন বলবে ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস-সালাতি, হাইয়্যা 'আলাল্ ফালাহি, কাদ্ কামাতিস্ সালাতু কাদ কামাতিস সালাতু (নামায দাঁড়িয়ে গেল, নামায অনুষ্ঠিত হলো), 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার', লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

ভোর হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম এবং যা কিছু স্বপ্নে দেখেছি তা তাঁকে জানালাম। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ চাহে তো এ স্বপ্ন সত্য। তুমি ওঠো, বিলালের সাথে যাও এবং তুমি যা যা দেখেছ তা তাকে জানিয়ে দাও। সে আযান দিবে। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার কণ্ঠধ্বনির চেয়ে উচ্চ। আমি বিলালের সাথে চললাম এবং তাকে বলে যাচ্ছিলাম। সে ঐগুলো উচ্চস্বরে বলে যাচ্ছিল। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) নিজ ঘর থেকে একথা শুনলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন ও বলতে লাগলেন, হে আল্লাহর রাসূল! শপথ ঐ মহান সত্তার যিনি আপনাকে সাচ্চা পয়গাম্বররূপে পাঠিয়েছেন, আমিও স্বপ্নে একইরূপ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য...। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণিত হাদীস অপর এক সূত্রে– ইবনে ইসহাক-যুহরী থেকে বর্ণনা করে বলেছেন : আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। অপরদিকে মা'মার-ইউনুস যুহরী থেকে শুধু আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার বর্ণনা করেছেন। দু'বারের উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ আযান শিক্ষা দানকারী ছিলেন একজন ফেরেশতা। আল্লাহর পক্ষ থেকে আযান শেখানোর জন্যই তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। বাদ্যযন্ত্রের তুলনায় আযানের প্রচলন খুবই যুক্তি নির্ভর ও বিজ্ঞানসম্মত। এর দ্বারা আহ্বানের আজ যেরূপ যথাযথরূপে সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ আল্লাহর মহিমা বর্ণনার কাজও অতি সুন্দররূপে সম্পাদিত হয়।

٥٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ عَلِّمْنِىْ سُنَّةَ الْاَذَانِ قَالَ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِىْ قَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ تَخْفِضْ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ اَشْهَدُ اَن لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ فَاِنْ كَانَ صَلٰوةُ الصُّبْحِ

اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৫০০। মুহাম্মাদ ইবনে 'আবদুল মালিক ইবনে আবু মাহযুরা (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আযানের নিয়ম শিখিয়ে দিন। তিনি আমার মাথার সম্মুখ ভাগে হাত বুলিয়ে দিলেন, তারপর বললেন বলো ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার উচ্চস্বরে। তারপর কিছুটা অনুচ্চস্বরে বলবে ঃ আশ্‌হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ নিম্নস্বরে বলবে। তারপর আবার শাহাদাতের শব্দ উচ্চস্বরে বলবে আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্ আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা আলাস্‌-সালাহ, হাইয়্যা 'আলাস্‌-সালাহ, হাইয়্যা 'আলাল্‌-ফালাহ্, হাইয়্যা 'আলাল্‌-ফালাহ্। যদি ফজরের নামায হয় তাহলে বলবে ঃ আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাউম, আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্ নাউম (নামায ঘুমের চাইতে উৎকৃষ্ট, নামায ঘুমের চাইতে উত্তম)। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٥٠١- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ وَاُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هٰذَا الْخَبَرِ وَفِيْهِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ فِي الْاُوْلٰى مِنَ الصُّبْحِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَحَدِيْثُ مُسَدَّدٍ اَبْيَنُ قَالَ فِيْهِ وَعَلَّمَنِيَ الْاِقَامَةَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَاِذَا اَقَمْتَ الصَّلٰوةَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَسَمِعْتَ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ مَحْذُوْرَةَ لاَ يَجُزُّ نَاصِيَتَهُ وَلاَ يَفْرِقُهَا لِاَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَيْهَا.

৫০১। আবূ মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান-নাওম, আস্‌সালাতু খাইরুম্ মিনান্‌-নাওম ফজরের প্রথম আযানে (বলতে হবে)। আবু দাউদ বলেন, মুসাদ্দাদের বর্ণনা এর চাইতে বেশি স্পষ্ট। তাতে রয়েছে ঃ তিনি আমাকে ইকামাত দুই দুইবার করে শিখিয়েছেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা 'আলাস্‌-সালাহ, হাইয়্যা 'আলাস্‌-সালাহ, হাইয়্যা আলাল্‌-ফালাহ, হাইয়্যা আলাল্‌-ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আবদুর রায্‌যাক বলেন, যখন নামাযের ইকামাত দেবে তখন দু'বার বলবে ঃ কাদ্‌ কামাতিস সালাতু, কাদ কামাতিস্‌ সালাহ। আর তুমি শুনে থাকবে, আবু মাহ্‌যুরা তার কপালের চুল কাটতেন না এবং সেগুলো পৃথকও করতেন না। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কপালে হাত বুলিয়েছিলেন।

٥٠٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَفَّانُ وَسَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ وَحَجَّاجٌ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ قَالُوْا ثَنَا هَمَّامٌ ثَنَا عَامِرٌ الْاَحْوَلُ حَدَّثَنِيْ مَكْحُوْلٌ اَنَّ ابْنَ مُحَيْرِيْزٍ حَدَّثَهُ اَنَّ اَبَا مَحْذُوْرَةَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً اَلْاَذَانُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. وَالْاِقَامَةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰه اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ كَذَا فِيْ كِتَابِهِ فِيْ حَدِيْثِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ.

৫০২। আবু মাহযুরা থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযানের শব্দ শিখিয়েছেন উনিশটি আর ইকামাতের শব্দ শিখিয়েছেন সতেরটি। আযানের শব্দগুলো হলো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস-সালাতি হাইয়্যা আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আর ইকামাত হলো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্ সালাতি হাইয়্যা আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহি হাইয়্যা আলাল ফালাহ, কাদ কামাতিস সালাতু কাদ কামাতিস সালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

টীকা ঃ এ হাদীস ও আরো কোন কোন হাদীসে শাহাদাতের শব্দগুলো পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এরূপ বলাকে পরিভাষায় বলা হয় তারজী'। ইতিপূর্বে বর্ণিত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীসে এরূপ তারজি' বর্ণিত হয়নি। হানাফী মাযহাবের অনুসারীগণ আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীসের ওপরই আমল করে থাকেন।

٥٠٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِى ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ يَعْنِى عَبْدَ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ اَلْقَى عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّأْذِيْنَ هُوَ بِنَفْسِهِ فَقَالَ قُلْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ ثُمَّ ارْجِعْ فَمُدَّ مِنْ صَوْتِكَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَىَّ عَلَى الْفَلاَحِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ.

৫০৩। আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আমাকে আযান শিখিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ আযান এভাবে দিবে– আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশ্হাদু আল-লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তারপর উচ্চস্বরে আবার বলবে– আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাস সালাহ হাইয়্যা আলাল ফালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

٥٠٤- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّيْ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ يَذْكُرُوْا اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا مَحْذُوْرَةَ يَقُوْلُ اَلْقٰى عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ وَكَانَ يَقُوْلُ فِي الْفَجْرِ اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

৫০৪। আবু মাহ্যুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অক্ষরে অক্ষরে আযান শিক্ষা দিয়েছেন ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। হাইয়্যা 'আলাস্ সালাহ, হাইয়্যা 'আলাস সালাহ। হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ। আর ফজরে বলতেন, আস্সালাতু খাইরুম্ মিনান্ নাওম।

٥٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْاِسْكَنْدَرَانِيُّ ثَنَا زِيَادٌ يَعْنِي ابْنَ يُوْنُسَ عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ يَعْنِي الْجُمَحِيَّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ اَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَيْرِيْزِ الْجُمَحِيِّ عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْاَذَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ اَذَانِ

حَدِيْثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَمَعْنَاهُ وَفِىْ حَدِيْثِ مَالِكِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ قُلْتُ حَدِّثْنِىْ عَنْ اَذَانِ اَبِيْكَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ فَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَطُّ وَكَذَالِكَ حَدِيْثُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ جَدِّهِ اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ ثُمَّ تَرَجَّعْ فَتَرَفَّعْ صَوْتَكَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

৫০৫। আবু মাহযুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আযান শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্‌হাদু আল্‌-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপর ইবনে জুরায়েজ-আবদুল আযিয ইবনে ‘আবদুল মালিকের হাদীসে বর্ণিত আযানের মতই বর্ণনা করেছেন। মালিক ইবনে দীনারের হাদীসে রয়েছে, রাবী বলেন, আমি আবু মাহ্‌যুরার পুত্রকে বললাম, আমাকে আপনার পিতার আযানের বর্ণনা দিন, যা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছেন। তিনি তার বর্ণনা দিলেন এবং বললেন, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার...। অনুরূপ জা'ফর ইবনে সুলাইমান- ইবনে আবু মাহ্‌যুরা-তার চাচা-তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাতে রয়েছে ঃ তারপর তারজী‘ করবে ও উচ্চস্বরে বলবে ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার।

٥٠٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوْقٍ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى ح وحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ اَبِىْ لَيْلٰى قَالَ اُحِيْلَتِ الصَّلٰوةُ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ اَعْجَبَنِىْ اَنْ تَكُوْنَ صَلٰوةُ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْ قَالَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدَةً حَتّٰى لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَبُثَّ رِجَالاً فِى الدُّوْرِ يُنَادُوْنَ النَّاسَ بِحِيْنِ الصَّلٰوةِ وَحَتّٰى هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ رِجَالاً يَقُوْمُوْنَ عَلَى الْاٰطَامِ يُنَادُوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ بِحِيْنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَقَسُوْا اَوْكَادُوْا اَنْ يَنْقُسُوْا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ لَمَّا رَجَعْتُ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ اهْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلاً كَاَنَّ عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ اَخْضَرَيْنِ فَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدِ فَاَذَّنَ ثُمَّ قَعَدَ قَعْدَةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا

اِلاَّ اَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ وَلَوْلاَ اَنْ يَّقُوْلَ النَّاسُ قَالَ بْنُ
الْمُثَنّٰى اَنْ تَقُوْلُوْا لَقُلْتُ اِنِّىْ كُنْتُ يَقْظَانًا غَيْرَ نَائِمٍ فَقَالَ رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى لَقَدْ اَرَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا
وَلَمْ يَقُلْ عَمْرٌو لَقَدْ اَرَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا فَمُرْ بِلاَلاً فَلْيُؤَذِّنْ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ
اَمَا اِنِّىْ قَدْ رَاَيْتُ مِثْلَ الَّذِىْ رَاٰى وَلٰكِنْ لَمَّا سُبِقْتُ اسْتَحْيَيْتُ. قَالَ
وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا قَالَ وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا جَاءَ يَسْئَلُ فَيُخْبَرُ بِمَا سُبِقَ
مِنْ صَلاَتِهِ وَاَنَّهُمْ قَامُوْا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
بَيْنِ قَائِمٍ وَّرَاكِعٍ وَقَاعِدٍ وَمُصَلٍّ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ ابْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ عَمْرٌو وَحَدَّثَنِىْ بِهَا حُصَيْنٌ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى
حَتّٰى جَاءَ مُعَاذٌ قَالَ شُعْبَةُ وَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ لاَ اَرَاهُ عَلٰى
حَالٍ اِلٰى قَوْلِهٖ كَذَالِكَ فَافْعَلُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ ثُمَّ رَجَعْتُ اِلٰى حَدِيْثِ
عَمْرِو بْنِ مَرْزُوْقٍ قَالَ فَجَاءَ مُعَاذٌ فَاَشَارُوْا اِلَيْهِ قَالَ شُعْبَةُ وَهٰذِهٖ
سَمِعْتُهَا مِنْ حُصَيْنٍ قَالَ فَقَالَ مُعَاذٌ لاَ اَرَاهُ عَلٰى حَالٍ اِلاَّ كُنْتُ عَلَيْهَا
قَالَ فَقَالَ اِنَّ مُعَاذًا قَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً كَذَالِكَ فَافْعَلُوْا. قَالَ وَحَدَّثَنَا
اَصْحَابُنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ
اَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اُنْزِلَ رَمَضَانُ وَكَانُوْا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا
الصِّيَامَ وَكَانَ الصِّيَامُ عَلَيْهِمْ شَدِيْدًا فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ اَطْعَمَ مِسْكِيْنًا
فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ
لِلْمَرِيْضِ وَالْمُسَافِرِ فَاُمِرُوْا بِالصِّيَامِ. قَالَ وَحَدَّثَنَا اَصْحَابُنَا قَالَ
وَكَانَ الرَّجُلُ اِذَا اَفْطَرَ فَنَامَ قَبْلَ اَنْ يَّاْكُلَ لَمْ يَاْكُلْ حَتّٰى يُصْبِحَ قَالَ
فَجَاءَ عُمَرُ فَاَرَادَ امْرَاَتَهُ فَقَالَتْ اِنِّىْ قَدْ نِمْتُ فَظَنَّ اَنَّهَا تَعْتَلُّ فَاَتَاهَا
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ فَاَرَادَ الطَّعَامَ فَقَالُوْا حَتّٰى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا
فَنَامَ فَلَمَّا اَصْبَحُوْا نَزَلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْاٰيَةُ فِيْهَا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ
الرَّفَثُ اِلٰى نِسَاءِكُمْ.

৫০৬। ইবনে আবু লায়লা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের অবস্থা পর্যায়ক্রমে তিনবার পরিবর্তিত হয়েছে। আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট এটা আনন্দদায়ক মনে হয় যে, আমরা সকল মুসলমান অথবা সকল মুমিন একত্রে জামা'আতে নামায পড়ি। এমনকি আমি নামাযের সময় হলে ঘরে ঘরে লোক পাঠিয়ে অন্যান্যদের ডেকে আনার মনস্থ করলাম। নামাযের সময় উপস্থিত হলে কিছু লোককে দুর্গের ওপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের ডাকার জন্য নির্দেশ দেয়ারও ইচ্ছা করলাম। এমনকি তারা 'নাকূস' বাজালো বা বাজাবার উপক্রম করলো। এমন সময় এক আনসারী এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার নিকট থেকে ফিরে গেলাম, আমারও একই ভাবনা ছিল। যার (ব্যবস্থাপনা বা) চিন্তা-ভাবনা আপনি করছিলেন। আমি এক ব্যক্তিকে দেখলাম। সে যেন দু'টি সবুজ কাপড় পরিধান করে আছে। লোকটি মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে আযান দিল। তারপর কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আবার সে আযানের শব্দগুলো উচ্চারণ করলো। কিন্তু 'কাদ কামাতিস্ সালাতু' অতিরিক্ত বললো। যদি অন্যান্যরা আমাকে মিথ্যুক মনে না করে তাহলে আমি অবশ্যই বলবো, আমি জাগ্রতই ছিলাম ঘুমে ছিলাম না। ইবনুল মুছান্নার বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু আমরের বর্ণনায় "আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে উত্তম স্বপ্ন দেখিয়েছেন" কথাটুকু নেই। তুমি বিলালকে আযান দিতে বলো। উমার (রা) বললেন, আমিও অবশ্যই তার মত একই রকম স্বপ্ন দেখেছি। সে (আনসার লোকটি) আগে বলে ফেলাতে আমার বলতে লজ্জাবোধ হলো। ইবনে আবী লায়লা বলেন, আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন, প্রথম দিকে কোন লোক মসজিদে এসে জামা'আত হতে দেখলে মুসল্লীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতো, নামায কয় রাক'আত হলো (নামাযের মধ্যে মুসল্লীরা ইশারায় তা জানিয়ে দিত)। তারপর তারা ঐ পরিমাণ নামায দ্রুত আদায় করে জামা'আতে শরীক হতো। ফলে তাঁর পেছনের মুক্তাদীদের অবস্থা পৃথক পৃথক হতো। কেউ বা দাঁড়ানো, কেউ রুকূতে, কেউ বসা, আবার কেউ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথেই নামাযরত অবস্থায় থাকতো। এমন সময় মু'আয ইবনে জাবাল (রা) আসলেন। শো'বা (র) বলেন, আমি একথা হুসাইন থেকে শুনেছি ঃ তিনি বললেন, আমি তো আপনাকে যে অবস্থায় পাবো, তারই অনুসরণ করবো (অর্থাৎ এসে আপনার নামাযেই শামিল হবো, পৃথকভাবে পড়বো না)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ মুআয তোমাদের জন্য একটি সুন্নাত নির্ধারণ করেছে। তোমরাও তদ্রূপ করো।

আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় পদার্পণ করলেন, তখন তাদের তিন দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন। তারপরই রমযানের রোযা ফরয (হওয়া সম্পর্কিত আয়াত নাযিল) হয়। তারা ছিল রোযার ব্যাপারে অনভ্যস্থ। রোযার বিধান তাদের জন্য কষ্টকর হয়ে পড়লো। কাজেই কেউ

কেউ রোযা না রেখে মিস্‌কীনকে খাদ্য দান করতো। এ পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "তোমাদের মধ্যে যে রমযান মাস পাবে, তার পক্ষে রোযা রাখা অবশ্যকর্তব্য" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৫)। এতে রুগ্ন ও মুসাফিরকে রুখসত বা অব্যাহতি দেয়া হলো, আর সবাইকে রোযা রাখার নির্দেশ দেয়া হলো। আমাদের সাথীরা আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ঃ (ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায়) কেউ ইফতার করে আহার না করে ঘুমিয়ে পড়লে তার পক্ষে পরদিন প্রভাতের পূর্বে আর কিছু খাওয়া বৈধ ছিলো না (আর প্রভাত হয়ে গেলে পরের দিনের রোযা শুরু হবার কারণে সন্ধ্যা পর্যন্ত আর কিছুই আহার করতে পারতো না)। একবার উমার (রা) সহবাসের ইচ্ছা করলে তার স্ত্রী বললেন, আমি তো ঘুমিয়ে ছিলাম। উমার ভাবলেন, তার স্ত্রী বাহানা করছে। তাই তিনি স্ত্রী সহবাস করলেন। আরেক আনসারী (ইফতারের পর) খাদ্য গ্রহণের ইচ্ছা করলে লোকেরা বললো, অপেক্ষা করুন আমরা খানা রান্না করে নেই। ইতিমধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল বেলা এই আয়াত নাযিল হলো ঃ "রোযার রাতে স্ত্রীসহবাস তোমাদের জন্য বৈধ করা হলো" (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)।

টীকা ঃ মদীনায় প্রাথমিক পর্যায়ে নামায পড়া হতো বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে, তারপর কা'বার দিকে মুখ করে নামায পড়ার বিধান দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, আযানের প্রবর্তন ও জামা'আতবদ্ধভাবে নামায পড়ার নিয়ম জারি করা হয়, যা পূর্বে ছিল না। তৃতীয়ত, মাস্‌বূকের ছুটে যাওয়া নামায ইমামের সালাম ফেরানোর পর আদায় করার রীতির প্রবর্তন করা হয়। যা ইতিপূর্বে জামা'আতে শামিল হওয়ার পূর্বেই পড়ে নেয়ার নিয়ম ছিল।

٥٠٧- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى عَنْ اَبِىْ دَاوُدَ ح وَثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنِ الْمَسْعُوْدِىِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنِ ابْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ اُحِيْلَتِ الصَّلٰوةُ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ وَاُحِيْلَ الصِّيَامُ ثَلاَثَةَ اَحْوَالٍ وَسَاقَ نَصْرٌ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ وَاقْتَصَّ ابْنُ الْمُثَنّٰى مِنْهُ قِصَّةَ صَلاَتِهِمْ نَحْوَ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ قَطْ قَالَ اَلْحَالُ الثَّالِثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَصَلّٰى يَعْنِىْ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَهْرًا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ هٰذِهِ الْاٰيَةَ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ. فَوَجَّهَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى الْكَعْبَةِ وَتَمَّ حَدِيْثُهُ وَسَمّٰى نَصْرُ صَاحِبَ الرُّؤْيَا قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ وَقَالَ فِيْهِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ

اللّٰهُ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ حَيَّ
عَلَى الصَّلٰوةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ مَرَّتَيْنِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لاَ
اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ. ثُمَّ اَمْهَلَ هُنَيَّةً ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مِثْلَهَا اِلاَّ اَنَّهُ قَالَ زَادَ بَعْدَ مَا
قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ فَقَالَ
رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِّنْهَا بِلاَلاً فَاَذَّنَ بِهَا بِلاَلٌ. وَقَالَ
فِي الصَّوْمِ قَالَ فَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُوْمُ
ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَصُوْمُ يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ. اَيَّامًا
مَّعْدُوْدَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ
وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ. فَكَانَ مَنْ شَاءَ اَنْ يَّصُوْمَ
صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَنْ يُّفْطِرَ وَيُطْعِمَ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا اَجْزَاَهُ ذَالِكَ فَهٰذَا
حَوْلٌ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ
وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ
كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ. فَثَبَتَ الصِّيَامُ عَلٰى مَنْ
شَهِدَ الشَّهْرَ وَعَلَى الْمُسَافِرِ اَنْ يَّقْضِيَ وَثَبَتَ الطَّعَامُ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ
وَالْعَجُوْزِ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَطِيْعَانِ الصَّوْمَ وَجَاءَ صِرْمَةُ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ
وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৫০৭। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের তিনটি অবস্থা পরিবর্তিত হয়েছে। অনুরূপ রোযাও তিনটি অবস্থা অতিক্রম করেছে। তারপর হাদীসও ঐরূপ দীর্ঘভাবে বর্ণনা করেছেন বর্ণনাকারী নাসর। ইবনুল মুছান্না শুধু বায়তুল মাকদিসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, তৃতীয় অবস্থা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় পদার্পণ করার পর তের মাস যাবত বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরে নামায পড়েন। তারপর মহামহিম আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করেন ঃ "আসমানের দিকে তোমার মুখ উত্তোলন আমরা লক্ষ্য করেছি। অতএব তোমার বাঞ্ছিত কেবলার দিকে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। কাজেই তুমি

তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফিরিয়ে নাও। আর তুমি যেখানেই থাকো, তোমার মুখ ঐদিকেই ফিরিয়ে নেবে" (২ ঃ ১৪৪)। এভাবে আল্লাহ তাঁর মুখ কা'বার দিকে ফিরিয়ে দিলেন। ইবনুল মুছান্নার হাদীস এখানেই শেষ। আর যিনি (এ ব্যাপারে) স্বপ্ন দেখেছিলেন নাসর তার নাম উল্লেখ করে বলেছেন ঃ অতঃপর 'আবৃদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) আসলেন। তিনি ছিলেন আনসার গোত্রীয়। তিনি উক্ত হাদীসে সেসব বলেন ঃ স্বপ্নে দেখা লোকটি কেবলার দিকে মুখ করে বললো ঃ আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আশহাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আল্-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ, হাইয়্যা আলাস্-সালাহ দু'বার, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ, দু'বার। আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তারপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর সে আবার দাঁড়ালো এবং পূর্বের কথারই পুনরাবৃত্তি করলো। তবে আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ বলেন, ঐ ব্যক্তি হাইয়্যা আলাল-ফালাহ বলার পর কাদ্ কামাতিস্ সালাতু, কাদ্ কামাতিস্ সালাতু বাক্য দু'বার বললো। রাবী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ এটা তুমি বিলালকে শিখিয়ে দাও। অতএব বিলাল (রা) আযান দিলেন।

রাবী রোযা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, আর 'আশূরার দিন রোযা রাখতেন। তারপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হলো যেরূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো। নির্দিষ্ট কয়েক দিন। তোমাদের মধ্যে কেউ রোগাক্রান্ত হলে বা মুসাফির হলে, তার জন্য অপর কোন সময় থেকে গণনা করতে হবে। যারা রোযা রাখতে সক্ষম (অথচ রোযা রাখবে না) তারা তার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাবে" (২ ঃ ১৮৩-১৮৪)। এতে যার ইচ্ছা সে রোযা রাখতো, আর যার ইচ্ছা রোযা ভেংগে প্রতি রোযার পরিবর্তে একজন মিসকীনকে আহার করাতো। এটাই তার জন্য যথেষ্ট ছিল। আর এটা ছিল রোযার প্রাথমিক অবস্থা। তারপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করলেন ঃ "রমযান সে মহিমান্বিত মাস, যাতে কুরআন নাযিল হয়েছে, যা মানবজাতির জন্য হেদায়াত বা পথপ্রদর্শক, হেদায়াতের স্পষ্ট দলীল এবং (হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী বা) মীমাংসাকারী। তোমাদের মধ্যে যে কেউ রমযান মাস পাবে, তার পক্ষে রোযা রাখা কর্তব্য। আর যদি কেউ পীড়িত হয় বা সফরে থাকে, তাহলে অপর কোন দিন থেকে শুমার করবে" (২ ঃ ১৮৫)। এরপর থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর রোযা ফরয হয়ে গেল, যে রমযান মাস পাবে। আর মুসাফিরের জন্য কাযা আদায় করা ফরয সাব্যস্ত হলো। আর ফিদ্য়ার ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হলো (অক্ষম) বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের ক্ষেত্রে, যারা রোযা রাখতে অপারগ। সিরমা (রা) সারা দিন পরিশ্রম করেছিলেন। এরপর রাবী পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابٌ فِى الْاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-২৯ ঃ ইকামাতের বর্ণনা

٥٠٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالاَ ثَنَا حَمَّادُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ ح وحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا وُهَيْبٌ جَمِيْعًا عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلاَلٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَيُوْتِرَ الْاِقَامَةَ زَادَ حَمَّادُ فِىْ حَدِيْثِهِ اِلاَّ الْاِقَامَةَ.

৫০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলালকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আযানকে জোড় ও ইকামাতকে বেজোড় সংখ্যায় বলার জন্য। হাম্মাদ তার হাদীসে আরো বলেছেন, কিন্তু কাদ কামাতিস সালাতু বাক্যটি ছাড়া। অর্থাৎ এ বাক্যটি জোড় সংখ্যায় বলতে হবে।

٥٠٩- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ اَبِىْ قِلاَبَةَ عَنْ اَنَسٍ مِثْلَ حَدِيْثِ وُهَيْبٍ قَالَ اِسْمَاعِيْلُ فَحَدَّثْتُ بِهِ اَيُّوْبَ فَقَالَ اِلاَّ الْاِقَامَةَ.

৫০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। ইসমাঈল বলেন, আমি এ হাদীস আইউবকে শুনিয়েছি। তিনি বলেন, তবে কাদ কামাতিস সালাতু (বাক্যটি জোড় সংখ্যায় বলবে)।

٥١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ اَبِى الْمُثَنّٰى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّمَا كَانَ الْاَذَانُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ وَالْاِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ اَنَّهُ يَقُوْلُ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ فَاِذَا سَمِعْنَا الْاِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ. قَالَ شُعْبَةُ لَمْ اَسْمَعْ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ غَيْرَ هٰذَا الْحَدِيْثِ.

৫১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আযানের শব্দগুলো দুইবার করে বলা হতো এবং ইকামাতের শব্দগুলো একবার করে। তবে কাদ কামাতিস সালাতু, কাদ কামাতিস সালাতু বলা হতো দু'বার। আমরা ইকামাত শুনলেই উযু করে নামাযের জন্য আসতাম। শো'বা (র) বলেন, আমি আবু জা'ফর থেকে এ হাদীস ছাড়া আর কিছু শুনিনি।

٥١١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ثَنَا اَبُوْ عَامِرٍ يَعْنِى الْعَقَدِىَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْعُرْيَانِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْمُثَنّٰى مُؤَذِّنَ مَسْجِدِ الْاَكْبَرِ يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৫১১। মসজিদে 'উরয়ানের মুয়াযযিন আবু জা'ফর (র) বলেন, আমি মসজিদে আকবারের মুয়াযযিন আবুল মুসান্না থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা) থেকে শুনেছি... তারপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ الرَّجُلِ يُؤَذِّنُ وَيُقِيْمُ اٰخَرُ

অনুচ্ছেদ-৩০ ঃ একজনের আযান দেয়া ও আরেকজনের ইকামাত দেয়া

٥١٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ اَرَادَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْاَذَانِ اَشْيَاءَ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهَا شَيْئًا قَالَ فَارِىَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ الْاَذَانَ فِى الْمَنَامِ فَاَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَلْقِهِ عَلٰى بِلَالٍ قَالَ فَاَلْقَاهُ عَلَيْهِ قَالَ فَاَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَنَا رَاَيْتُهُ وَاَنَا كُنْتُ اُرِيْدُهُ قَالَ فَاَقِمْ اَنْتَ.

৫১২। আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আযানের জন্য কয়েকটি বিষয়ের ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু কোনটাই করেননি। তারপর আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে স্বপ্নে আযান দেখানো হলো। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ বিষয়ে জানালে তিনি বললেন ঃ বিলালকে শিখিয়ে দাও। তিনি বিলালকে শিখিয়ে দিলেন। বিলাল (রা) আযান দিলেন। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমিও স্বপ্নে আযান দেখেছি, আর আমিই আযান দিতে চেয়েছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আচ্ছা, তুমি ইকামাত দাও।

٥١٣- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِىُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ جَدِّىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ زَيْدٍ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَاَقَامَ جَدِّىْ.

৫১৩। আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ তার দাদা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে এরূপই বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ আমার দাদা (আবদুল্লাহ) ইকামাত দিলেন।

بَابُ مَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ

অনুচ্ছেদ-৩১ ঃ একই ব্যক্তি আযান ও ইকামাত দিবে

٥١٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زِيَادٍ يَعْنِى الْاِفْرِيْقِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِىَّ اَنَّهُ سَمِعَ زِيَادَ بْنَ الْحَارِثِ الصُّدَائِىَّ قَالَ لَمَّا كَانَ اَوَّلُ اَذَانِ الصُّبْحِ اَمَرَنِىْ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَذَّنْتُ فَجَعَلْتُ اَقُوْلُ اُقِيْمُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ فَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلٰى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ اِلَى الْفَجْرِ فَيَقُوْلُ لَا حَتّٰى اِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَىَّ وَقَدْ تَلَاحَقَ اَصْحَابُهُ يَعْنِىْ فَتَوَضَّاَ فَاَرَادَ بِلَالٌ اَنْ يُّقِيْمَ فَقَالَ لَهُ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَخَا صُدَاءٍ هُوَ اَذَّنَ وَمَنْ اَذَّنَ فَهُوَ يُقِيْمُ قَالَ فَاَقَمْتُ.

৫১৪। যিয়াদ ইবনুল হারেস আস-সুদাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফজরের প্রথম আযান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশক্রমে আমি দিয়েছিলাম। আযানশেষে আমি বলতে যাচ্ছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি ইকামাত দিবো? তিনি তখন পূর্ব দিগন্তে ভোরের আভা দেখছিলেন। বললেন ঃ না। ভোরের আলো প্রকাশ পেলে তিনি (তাঁর বাহন থেকে) অবতরণ করলেন এবং পায়খানা-পেশাব সেরে আমার দিকে ফিরে আসলেন। সাহাবারা তাঁর সাথে মিলিত হলেন। রাবী বলেন, তিনি উযু করলেন। বিলাল (রা) ইকামাত দিতে চাইলে আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ সুদা গোত্রের ভাই আযান দিয়েছে। আর যে আযান দেয় সে-ই ইকামাত দিবে। তারপর আমি ইকামাত দিলাম।

টীকা ঃ যে আযান দেয়, তারই ইকামাত দেয়া ভাল। তবে প্রয়োজনবশত অপরের ইকামত দেয়াও জায়েয।

بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ-৩২ ঃ উচ্চস্বরে আযান দেয়া

٥١٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِىُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَبِىْ عَائِشَةَ عَنْ اَبِىْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدٰى صَوْتِهِ وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ وَشَاهِدُ الصَّلٰوةِ يُكْتَبُ لَهُ خَمْسٌ وَّعِشْرُوْنَ صَلٰوةً وَيُكَفَّرُ عَنْهُ مَا بَيْنَهُمَا.

৫১৫। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়াযযিনকে ক্ষমা করে দেয়া হয়– তার কণ্ঠস্বর যতদূর পর্যন্ত যায়। তার জন্য সাক্ষী হয়ে যায় তাজা ও শুষ্ক প্রতিটি জিনিস। আর যে জামাআতে হাযির হয় তার জন্য পঁচিশ ওয়াক্ত নামাযের সওয়াব লিখা হয় এবং এক নামায থেকে আরেক নামাযের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়।

٥١٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نُوْدِىَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتّٰى لاَ يَسْمَعَ التَّاْذِيْنَ فَاِذَا قُضِىَ النِّدَاءُ اَقْبَلَ حَتّٰى اِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلٰوةِ اَدْبَرَ حَتّٰى اِذَا قُضِىَ التَّثْوِيْبُ اَقْبَلَ حَتّٰى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ وَيَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اُذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ حَتّٰى يَظَلَّ الرَّجُلَ اَنْ لاَ يَدْرِىَ كَمْ صَلّٰى.

৫১৬। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের আযান দেয়া হয়, তখন শয়তান সশব্দে হাওয়া ছাড়তে ছাড়তে পৃষ্ঠপ্রদর্শনপূর্বক পালিয়ে যায়। যাতে আযানের শব্দ তার কানে না পৌঁছে। আযান শেষ হলে সে আবার ফিরে আসে। নামাযের ইকামাত দিলে সে আবার পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে চলে যায়। ইকামাত শেষে সে আবার ফিরে আসে এবং মানুষের (নামাযীর) মনে আজেবাজে চিন্তার উদ্রেক করে, আর বলে, অমুক কথা স্মরণ কর, অমুক কথা স্মরণ কর– যা তার চিন্তায়ই আসেনি। এমনকি সে (নামাযী) বেমালুম ভুলে যায়– কয় রাক'আত পড়েছে।

بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاهُدِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-৩৩ ঃ মুয়াযযিনের ওয়াক্তের প্রতি খেয়াল রাখা কর্তব্য

٥١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْاِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ اَللّٰهُمَّ اَرْشِدِ الْاَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِيْنَ.

৫১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম হচ্ছে দায়িত্বশীল বা যিম্মাদার। আর মুয়াযযিন হচ্ছে (ওয়াক্তের) আমানতদার। 'হে আল্লাহ! ইমামদের তুমি সঠিক পথ প্রদর্শন করো। আর মুয়াযযিনদের ক্ষমা করো।'

টীকা ঃ ইমামের নামায সহীহ শুদ্ধ হওয়া বা না হওয়ার ওপরই নির্ভর করে মোক্তাদীদের নামায সহীহ হওয়া বা না হওয়া। এজন্য পাক-পবিত্রতা ও নামাযের শর্তাবলী আদায়ের ব্যাপারে ইমামের সজাগ থাকা খুবই জরুরী। তবে এ ব্যাপারে মোক্তাদীদেরও দায়িত্ব রয়েছে।

যথাসময়ে আযান দেয়া মুয়াযযিনের কর্তব্য। কখনো যেন ওয়াক্ত হওয়ার আগে বা খুব দেরিতে আযান না দেয়া হয়, তার প্রতি খেয়াল রাখার দায়িত্ব মুয়াযযিনের। এ ব্যাপারে গাফিলতি নামাযীদেরকে অনাহুত বিভ্রান্তিতে ফেলতে পারে। তাই মুয়াযযিনের সতর্কতা অবলম্বন একান্ত বাঞ্ছনীয়।

٥١٨- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ نُبِّئْتُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ قَالَ وَلاَ اُرَانِىْ اِلاَّ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَنْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত হাদীসের মতই বলেছেন।

بَابُ الْاَذَانِ فَوْقَ الْمَنَارَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৪ ঃ মিনারের চূড়া থেকে আযান দেয়া

٥١٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَيُّوْبَ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اِمْرَاَةٍ مِّنْ بَنِى النَّجَّارِ قَالَتْ كَانَ بَيْتِىْ مِنْ اَطْوَلِ بَيْتٍ حَوْلَ الْمَسْجِدِ فَكَانَ بِلاَلٌ يُؤَذِّنُ عَلَيْهِ الْفَجْرَ فَيَأْتِىْ بِسَحَرٍ فَيَجْلِسُ عَلَى الْبَيْتِ يَنْظُرُ اِلَى الْفَجْرِ فَاِذَا رَاٰهُ تَمَطّٰى ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْمَدُكَ وَاَسْتَعِيْنُكَ عَلٰى قُرَيْشٍ اَنْ يُّقِيْمُوْا دِيْنَكَ قَالَتْ ثُمَّ يُؤَذِّنُ قَالَتْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُهُ كَانَ تَرَكَهَا لَيْلَةً وَاحِدَةً يَعْنِىْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ.

৫১৯। বনূ নাজ্জারের এক মহিলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মসজিদের নিকটে আমার ঘরটিই ছিল সবচেয়ে উঁচু। বিলাল তার ছাদে উঠে ফজরের আযান দিতেন। তিনি শেষ রাতের দিকে (সাহরীর সময়) সেখানে এসে বসতেন ও সুবহে সাদেকের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। সুবহে সাদেক হয়ে গেলে তিনি শরীরের আড়মোড় ভাংতেন বা হাই তুলতেন। তারপর বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রশংসা করছি এবং কোরাইশদের ব্যাপারে

তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি– যাতে তাদের দ্বারা তোমার দীন কায়েম হয়, তারপর আযান দিতো। আল্লাহর শপথ! আমি কখনো বিলালকে একথাগুলো ত্যাগ করতে দেখিনি।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, উঁচু জায়গা থেকে, যেমন মিনার বা এ জাতীয় উঁচু কোন স্থান থেকে আযান দেয়া উত্তম। এতে আযানের শব্দ দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

টীকা-২ ঃ কুরাইশরা ছিল তখনকার আরবের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সম্মানিত গোত্র। তাদের অধিকাংশই ছিল কাফের। ফলে দীন ইসলাম যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করতে পারছিল না, বরং উল্টো তাদের দ্বারা হচ্ছিল ক্ষতিগ্রস্ত। পরবর্তী পর্যায়ে আল্লাহ এ দু'আ কবুল করলে তাদের বহু সংখ্যক মুসলমান হয়ে যায়। মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে অবশিষ্ট সকলে ইসলাম গ্রহণ করে।

بَابُ الْمُؤَذِّنِ يَسْتَدِيْرُ فِيْ اَذَانِهِ

অনুচ্ছেদ-৩৫ ঃ আযানের মধ্যে মুয়াযযিনের ঘুরে যাওয়া

٥٢٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا قَيْسٌ يَّعْنِى ابْنَ الرَّبِيْعِ ح وَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ جَمِيْعًا عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَتَيْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ اَدَمٍ فَخَرَجَ بِلَالٌ فَاَذَّنَ فَكُنْتُ اَتَتَبَّعُ فَمَهُ هٰهُنَا وَهٰهُنَا قَالَ ثُمَّ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ بُرُوْدٌ يَمَانِيَّةٌ قِطْرِيَّةٌ وَقَالَ مُوْسٰى قَالَ رَأَيْتُ بِلَالاً خَرَجَ اِلَى الْاَبْطَحِ فَاَذَّنَ فَلَمَّا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ الْفَلَاحِ لَوٰى عُنُقَهُ يَمِيْنًا وَّشِمَالاً وَلَمْ يَسْتَدِرْ ثُمَّ دَخَلَ فَاَخْرَجَ الْعَنَزَةَ وَسَاقَ حَدِيْثَهُ.

৫২০। 'আওন ইবনে আবু জুহায়ফা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি তখন লাল চামড়ার তৈরী ছোট কুঠরীতে ছিলেন। এমন সময় বিলাল বের হয়ে এসে আযান দিলেন। আমি তার মুখের দিকে লক্ষ্য করছিলাম। বিলাল এদিক ওদিক (অর্থাৎ ডানে ও বামে) মুখ ঘুরাচ্ছিলেন। আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়ামানী লাল পাড়ের একটি কিতরী চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হলেন। মূসার বর্ণনায় রয়েছে ঃ আবু জুহায়ফা (রা) বলেন, আমি দেখলাম, বিলাল (রা) 'আবতাহের' দিকে বের হলেন ও আযান দিলেন। যখন 'হাইয়্যা আলাস্ সালাতি, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহি পর্যন্ত পৌঁছলেন, তিনি তাঁর ঘাড় ডানে-বামে ঘুরালেন, তবে নিজে ঘুরেননি (অর্থাৎ শরীর ঘুরাননি)। তারপর কুঠরীতে প্রবেশ করে একটি বর্শা বা ছড়ি বের করলেন– তারপর রাবী মূসা শেষ পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ فِى الدُّعَاءِ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৬ ঃ আযান ও ইকামাতের মাঝে দু'আ করা

٥٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّىِّ عَنْ اَبِىْ اِيَاسٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ.

৫২১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ের দু'আ কখনো প্রত্যাখ্যাত হয় না (কবুল হয়)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ

অনুচ্ছেদ-৩৭ ঃ আযানের জওয়াব দেয়ার নিয়ম

٥٢٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

৫২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনবে, তখন মুয়াযযিন যেরূপ বলবে তোমরাও তদ্রূপ বলবে।

টীকা ঃ অর্থাৎ মুয়াযযিন আযানে যে শব্দগুলো উচ্চারণ করে শ্রোতারও তাই বলা কর্তব্য। তবে হাইয়্যা আলাস্-সালাহ ও হাইয়্যা আলাল-ফালাহ-এর জওয়াবে বলতে হবে ঃ লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম আর 'আসসালাতু খাইরুম মিনান নাওম'-এর জওয়াবে বলতে হবে, 'সাদাকতা ওয়া বারাকতা ওয়া বিলহাক্কি নাতাকতা' (সত্য বলেছ তুমি, নেকি ও কল্যাণের অভিসারী তুমি, মহাসত্যের প্রবক্তা তুমি)। শাব্দিক উচ্চারণের দ্বারা আযানের জওয়াব দেয়া সুন্নাত। আর আযানের বাস্তব জওয়াব হিসাবে নামাযের জন্য যাওয়া ওয়াজিব বলে বিশেষজ্ঞরা অভিমত দিয়েছেন।

٥٢٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ وَحَيْوَةَ وَسَعِيْدِ بْنِ اَبِىْ اَيُّوْبَ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَايَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلٰوةً صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُوا اللّٰهَ لِىَ

الْوَسِيْلَةَ فَانَّهَا مَنْزِلَةٌ فِى الْجَنَّةِ لاَ يَنْبَغِىْ الاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللّٰهِ وَاَرْجُوْ اَنْ اَكُوْنَ اَنَا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ اللّٰهَ لِىَ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ عَلَيْهِ الشَّفَاعَةُ.

৫২৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ যখন তোমরা আযান শুনবে তখন তোমরাও অদ্রূপ বলবে, যেরূপ মুয়ায্যিন বলে থাকে, তারপর আমার প্রতি দুরূদ পড়বে। কেননা, যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পড়ে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রহমত বর্ষণ করেন। তারপর আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসীলা কামনা করো, ওসীলা হলো জান্নাতের একটি বিশেষ মর্যাদার আসন, যা আল্লাহর একজন মাত্র বান্দাই লাভ করবে। আমি আশা করছি, আমিই সেই বান্দা। যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসীলা প্রার্থনা করবে সে আমার শাফা'আত লাভ করবে।

٥٢٤- حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالاَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ حُيَىٍّ عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ يَعْنِى الْحُبُلِىَّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمُؤَذِّنِيْنَ يَفْضُلُوْنَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ كَمَا يَقُوْلُوْنَ فَاِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ.

৫২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহ্র রাসূল! মুয়ায্যিনরা তো আমাদের চাইতে বেশি মর্যাদার অধিকারী হয়ে যাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরাও ঐরূপ বলো, যেরূপ মুয়ায্যিনরা বলে থাকে। যখন তা শেষ হবে (আল্লাহর নিকট) দু'আ কর। তোমার দু'আ কবুল হবে।

٥٢٥- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنِ الْحُكَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ وَاَنَا اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلاً وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ.

৫২৫। সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে বলে– আর আমিও এর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে– এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল। রব হিসেবে আল্লাহ, রাসূল হিসেবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আর দীন হিসেবে ইসলামের ওপর আমি সন্তুষ্ট। (যে এরূপ বলবে) তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

٥٢٦- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ قَالَ وَاَنَا وَاَنَا.

৫২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মুয়াযযিনকে শাহাদাতের শব্দ উচ্চারণ করতে শুনতেন তখন বলতেন, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি।

٥٢٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اِسَافٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَاِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فَاِذَا قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ قَالَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ مِنْ قَلْبِهٖ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

৫২৭। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুয়ায্যিনের আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার-এর জওয়াবে তোমাদের কেউ যদি সর্বান্তকরণে বলে, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার। আশ্হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে যদি বলে, আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-এর জওয়াবে আশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তারপর হাইয়্যা আলাস্-সালাহ-এর জওয়াবে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। হাইয়্যা আলাল-ফালাহ-এর জওয়াবে যদি বলে লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। এরপর আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার-এর জওয়াবে আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জওয়াবে যদি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে তাহলে সে জান্নাতে যাবে।

بَابُ ما يَقُوْلُ اذَا سَمِعَ الْاقَامَةَ

অনুচ্ছেদ-৩৮ ঃ ইকামাত শুনলে কি বলতে হবে?

٥٢٨- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الشَّامِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَوْ عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ بِلاَلاً اَخَذَ فِي الْاقَامَةِ فَلَمَّا اَنْ قَالَ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقَامَهَا اللّٰهُ وَاَدَامَهَا وَقَالَ فِيْ سَائِرِ الْاقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيْثِ عُمَرَ فِي الْاَذَانِ.

৫২৮। আবু উমামা (রা) থেকে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) ইকামাত দিলেন। তিনি 'কাদ কামাতিস সালাতু' বললে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আকামাহাল্লাহু ওয়া আদামাহা' (আল্লাহ নামাযকে কায়েম রাখুন এবং স্থায়ী করুন)। ইকামাতের অবশিষ্ট শব্দগুলোর জওয়াব ঐরূপ দিলেন– যেরূপ উমার (রা) বর্ণিত পূর্বোক্ত হাদীসে আযানের ব্যাপারে বলা হয়েছে।

بَابُ مَا جَاءَ فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْاقَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৩৯ ঃ আযানের পরে যে দু'আ পড়তে হবে

٥٢٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَانِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِيْ وَعَدْتَّهُ الاَّ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫২৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দু'আ পড়বে ঃ আল্লাহুম্মা রব্বা হাযিহি... অর্থাৎ হে আল্লাহ! এই পূর্ণাঙ্গ আহ্বান ও চিরন্তন নামাযের রব! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তুমি ওসীলা ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করো এবং তাঁকে তোমার

প্রতিশ্রুত মাকামে মাহ্মূদ বা প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করো– তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত অবশ্যম্ভাবী।

টীকা ঃ 'মাকামে মাহমূদ' মানে শাফা'আতের মর্যাদা। কিয়ামতের দিন একমাত্র নবী (সা) ছাড়া আর কারো পক্ষে শাফা'আতের সূচনা করা সম্ভব হবে না। তিনিই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যাঁর সুপারিশে আল্লাহ বিচারকার্য শুরু করবেন এবং অনেককে মাফ করে দিবেন। বায়হাকীর বর্ণনায় দু'আর শেষে একথাটিও রয়েছে ঃ 'ইন্নাকা লা তুখলিফুল মী'আদ'– (নিশ্চয় তুমি কখনো প্রতিশ্রুতির বরখেলাফ করো না)।

بَابُ مَا يَقُوْلُ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ

অনুচ্ছেদ-৪০ ঃ মাগরিবের আযানের সময় যা পড়তে হয়

٥٣٠- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِهَابٍ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْوَلِيْدِ الْعَدَنِىُّ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ثَنَا الْمَسْعُوْدِىُّ عَنْ اَبِىْ كَثِيْرٍ مَّوْلٰى اُمِّ سَلَمَةَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ اَقُوْلَ عِنْدَ اَذَانِ الْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ اِنَّ هٰذَا اِقْبَالُ لَيْلِكَ وَاِدْبَارُ نَهَارِكَ وَاَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَاغْفِرْلِىْ.

৫৩০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, মাগরিবের আযানের সময় যেন আমি এ দু'আ পড়িঃ 'হে আল্লাহ! এটা হলো তোমার রাত আসার সময়, তোমার দিন বিদায়ের মুহূর্ত এবং তোমাকে আহ্বানকারীর ডাক শোনার সময়। অতএব তুমি আমায় ক্ষমা করো।'

بَابُ اَخْذِ الْاَجْرِ عَلَى التَّاْذِيْنِ

অনুচ্ছেদ-৪১ ঃ আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ

٥٣١- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا سَعِيْدٌ الْجُرَيْرِىُّ عَنْ اَبِى الْعَلَاءِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اَبِى الْعَاصِ قَالَ قُلْتُ وَقَالَ مُوْسٰى فِىْ مَوْضِعٍ اٰخَرَ اِنَّ عُثْمَانَ بْنَ اَبِى الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِجْعَلْنِىْ اِمَامَ قَوْمِىْ قَالَ اَنْتَ اِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَاْخُذُ عَلٰى اَذَانِهٖ اَجْرًا.

৫৩১। উসমান ইবনে আবুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আমার কওমের ইমাম নিয়োগ করুন। তিনি বলেন ঃ যাও, তুমি তাদের ইমাম (নিযুক্ত হলে)। তবে দুর্বল

মোক্তাদীদের প্রতি খেয়াল রেখো। আর একজন মুয়াযযিন নিয়োগ করো, যে তার আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিবে না।

টীকা ঃ আযান দেয়ার বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ রয়েছে। উলামায়ে মুতাকাদ্দেমীন মুয়াযযিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা পছন্দ করেননি। পক্ষান্তরে উলামায়ে মুতায়াখখেরীন পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয মনে করেন।

بَابُ فِى الْاَذَانِ قَبْلَ دُخُوْلِ الْوَقْتِ

অনুচ্ছেদ-৪২ ঃ ওয়াক্ত হওয়ার আগে আযান দেয়া

٥٣٢- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَبِيْبٍ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ بِلاَلاً اَذَّنَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فَاَمَرَهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَّرْجِعَ فَيُنَادِىْ اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نَامَ. زَادَ مُوْسٰى فَرَجَعَ فَنَادٰى اَلاَ اِنَّ الْعَبْدَ نَامَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذَا الْحَدِيْثُ لَمْ يَرْوِهِ عَنْ اَيُّوْبَ اِلاَّ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.

৫৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। বিলাল (রা) সুবহে সাদিকের আগেই আযান দিলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনরায় আযান দেয়ার স্থানে ফিরে গিয়ে এ ঘোষণা দেয়ার নির্দেশ দিলেন ঃ জেনে রাখো, বান্দা (বিলাল) আযানের সময় সম্পর্কে অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। বিলাল (রা) ফিরে গিয়ে ঘোষণা দিলেন ঃ জেনে রাখো, বান্দা অমনোযোগী হয়ে পড়েছিল। আবূ দাউদ (র) বলেন, হাম্মাদ ইবনে সালামা (র) ব্যতীত আর কেউ আইউব (র) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেননি।

٥٣٣- حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ بْنُ مَنْصُوْرٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ اَبِىْ رَوَّادٍ نَا نَافِعٌ عَنْ مُؤَذِّنٍ لِّعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ اَذَّنَ قَبْلَ الصُّبْحِ فَاَمَرَهُ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ اَوْ غَيْرِهِ اَنَّ مُؤَذِّنًا لِعُمَرَ يُقَالُ لَهُ مَسْرُوْحٌ اَوْ غَيْرُهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ الدَّرَاوَرْدِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ مُؤَذِّنٌ يُقَالُ لَهُ مَسْعُوْدٌ وَذَكَرَ نَحْوَهُ وَهٰذَا اَصَحُّ مِنْ ذَاكَ.

৫৩৩। নাফে (র) বলেন, উমার (রা)-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরূহ। সে সুবহে সাদিকের পূর্বেই আযান দিলে উমার (রা) তাকে নির্দেশ দিলেন...

তারপর একইরূপ বর্ণনা করেন।... নাফে' অথবা অন্য একজন থেকে বর্ণিত। উমার (রা)-র একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাসরূহ বা অন্য কিছু। ইবনে উমার (রা) বলেন, উমার (রা)-এর একজন মুয়াযযিন ছিল। তার নাম ছিল মাস'উদ। আর এটাই প্রথম কথার চাইতে অধিকতর সহীহ।

٥٢٤- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ شَدَّادٍ مَوْلٰى عِيَاضِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ بِلَالٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ لَا تُؤَذِّنْ حَتّٰى يَسْتَبِيْنَ لَكَ الْفَجْرُ هٰكَذَا وَمَدَّ يَدَيْهِ عَرَضًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَشَدَّادٌ لَمْ يُدْرِكْ بِلَالًا.

৫৩৪। বিলাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভোরের (বা সুবহে সাদিকের) আলো এরূপ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তুমি আযান দিবে না। এই বলে তিনি তাঁর উভয় হাত প্রসারিত করলেন। আবু দাউদ (র) বলেন, শাদ্দাদ (র) বিলাল (রা)-র সাক্ষাত পাননি।

بَابُ الْاَذَانِ لِلْاَعْمٰى

অনুচ্ছেদ-৪৩ ঃ অন্ধ লোকের আযান দেয়া

٥٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ وَسَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ كَانَ مُؤَذِّنًا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ اَعْمٰى.

৫৩৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন ছিলেন। আর তিনি ছিলেন অন্ধ।

بَابُ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْاَذَانِ

অনুচ্ছেদ-৪৪ ঃ আযানের পর মসজিদ থেকে চলে যাওয়া

٥٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ قَالَ كُنَّا مَعَ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فِى الْمَسْجِدِ قَالَ فَخَرَجَ رَجُلٌ حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ عَصٰى اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫৩৬। আবুশ্-শা'ছা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-র সাথে মসজিদে ছিলাম। মুয়াযযিন আসরের আযান দিলে এক ব্যক্তি মসজিদ থেকে বের হয়ে চলে গেল। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, লোকটি আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবাধ্যাচরণ করলো।

بَابٌ فِى الْمُؤَذِّنِ يَنْتَظِرُ الْاِمَامَ

অনুচ্ছেদ-৪৫ ঃ ইমামের জন্য মুয়াযযিনের অপেক্ষা করা

٥٣٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلَالٌ يُؤَذِّنُ ثُمَّ يُمْهِلُ فَاِذَا رَاَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ خَرَجَ اَقَامَ الصَّلٰوةَ.

৬৩৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিলাল (রা) আযান দেয়ার পর অপেক্ষা করতে থাকতেন। তিনি যখন দেখতেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়েছেন তখন নামাযের ইকামাত দিতেন।

بَابٌ فِى التَّثْوِيْبِ

অনুচ্ছেদ-৪৬ ঃ তাস্‌বীব (নামাযের জন্য পুনরায় ডাকা)

٥٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ ثَنَا اَبُوْ يَحْيَى الْقَتَّاتُ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَثَوَّبَ رَجُلٌ فِى الظُّهْرِ اَوِ الْعَصْرِ قَالَ اخْرُجْ بِنَا فَاِنَّ هٰذِهِ بِدْعَةٌ.

৫৩৮। মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র সাথে ছিলাম। এক ব্যক্তি যোহর অথবা আসরের নামাযের জন্য পুনরায় আহ্বান করলো। ইবনে উমার (রা) বললেন, চলো আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাই। কারণ এটা হচ্ছে বিদ্‌'আত।

টীকা ঃ আযান ও ইকামাতের মাঝখানে আবার লোকদেরকে 'আসসালাতু, আস্‌সালাতু' বলে নামাযের জন্য আহ্বান করাকে তাস্‌বীব বলা হয়।

এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, বিদ'আত যত প্রাচীনই হোক, যত আলেমই তাতে একমত হোক বা যে যুগেই তার উদ্ভব হোক, সর্বাবস্থায়ই তা ঘৃণ্য ও পরিত্যাজ্য। কোন অবস্থাতেই তা জায়েয হতে পারে না। সাহাবায়ে কেরাম বিদ'আতকে কতখানি ঘৃণা করতেন তা এ হাদীস থেকে অনুমান করা যায়।

٥٣٩- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ وَمُوْسٰى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَا ثَنَا اَبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ تَقُوْمُوْا حَتّٰى تَرَوْنِىْ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰكَذَا رَوَاهُ اَيُّوْبُ وَحَجَّاجُ الصَّوَّافُ عَنْ يَّحْيٰى. وَهِشَامُ الدَّسْتَوَائِىُّ قَالَ كَتَبَ اِلَىَّ يَحْيٰى. وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ ابْنُ سَلاَّمٍ وَعَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيٰى وَقَالاَ فِيْهِ حَتّٰى تَرَوْنِىْ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ.

৫৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের ইকামাত দেয়া হয়, তখন আমাকে না দেখা পর্যন্ত তোমরা দাঁড়াবে না। মু'আবিয়া ইবনে সাল্লাম ও 'আলী ইবনুল মুবারক ইয়াহ্ইয়া থেকে একই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ যতক্ষণ না আমাকে দেখবে। তোমরা শান্ত সমাহিতভাবে অপেক্ষা করবে।

٥٤٠- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوسٰى اَنَا عِيْسٰى عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَّحْيٰى بِاسْنَادِهِ مِثْلَهُ قَالَ حَتّٰى تَرَوْنِىْ قَدْ خَرَجْتُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ قَدْ خَرَجْتُ اِلاَّ مَعْمَرٌ. وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَعْمَرٍ لَمْ يَقُلْ فِيْهِ قَدْ خَرَجْتُ.

৫৪০। ইয়াহ্ইয়া (র) একই সনদে পূর্বানুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ যতক্ষণ না তোমরা দেখবে, আমি বের হয়েছি। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আমি বের হয়েছি' শব্দগুলো একমাত্র মা'মার ছাড়া আর কেউ বর্ণনা করেননি। ইবনে উয়াইনাও মা'মার থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতেও 'আমি বের হয়েছি' কথাটি নেই।

٥٤١- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ قَالَ قَالَ اَبُوْ عَمْرٍو ح وَثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ثَنَا الْوَلِيْدُ وَهٰذَا لَفْظُهُ عَنِ الْاَوْزَاعِىِّ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَقَامَهُمْ قَبْلَ اَنْ يَّأْخُذَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৫৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনের সময় হলে নামাযের ইকামাত দেয়া হতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্থানে আসার পূর্বেই লোকেরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করতে থাকতো।

٥٤٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِىَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلٰوةُ فَحَدَّثَنِىْ عَنْ

اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَعَرَضَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَحَبَسَهُ بَعْدَ مَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ.

৫৪২। হুমাইদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাবেত আল-বুনানীকে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে নামাযের তাকবীর বলার পর কথা বলেছিলো। তিনি আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করে বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে এবং ইকামাত শেষ হবার পরও তাঁকে ব্যস্ত রাখে (কথাবার্তা বলতে থাকে)।

٥٤٣- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوْفٍ السَّدُوْسِيُّ ثَنَا عَوْنُ بْنُ كَهْمَسٍ عَنْ اَبِيْهِ كَهْمَسٍ قَالَ قُمْنَا اِلَى الصَّلٰوةِ بِمِنًى وَالْاِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ فَقَعَدَ بَعْضُنَا فَقَالَ لِيْ شَيْخٌ مِنْ اَهْلِ الْكُوْفَةِ مَا يُقْعِدُكَ قُلْتُ ابْنُ بُرَيْدَةَ قَالَ هٰذَا السُّمُوْدُ فَقَالَ لِيَ الشَّيْخُ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْمُ فِي الصُّفُوْفِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَوِيْلاً قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ قَالَ وَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ يَلُوْنَ الصُّفُوْفَ الْاُوَلَ وَمَا مِنْ خُطْوَةٍ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ خُطْوَةٍ يَمْشِيْهَا يَصِلُ بِهَا صَفًّا.

৫৪৩। কাহ্‌মাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনাতে আমরা নামাযের জন্য কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালাম, তখনো ইমাম বের হননি। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ বসে পড়লো। কুফাবাসী একজন শায়খ বললেন, তোমাকে বসিয়ে দিল কিসে? আমি বললাম, ইবনে বুরায়দা। তিনি বলেছেন, এরূপ ইমামের জন্য অপেক্ষা করাকে বলা হয় সুমূদ (অহংকার)। তিনি আরো বলেন, আমার শায়খ আবদুর রহমান ইবনে আওসাজা (র) আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় তাকবীরে তাহরীমা বাধার পূর্বে নামাযের কাতারে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতাম। তিনি আরো বলেন, সম্মানিত মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা দু'আ করে থাকেন সেসব লোকের জন্য যারা সামনের কাতারসমূহের দিকে ধাবিত হতে থাকে। আল্লাহর নিকট ঐ পদক্ষেপের চাইতে অধিক পছন্দনীয় পদক্ষেপ আর কোনটি নেই যা কাতারে শামিল হবার জন্য (বান্দা) করে থাকে।

٥٤٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ

اَنَس قَالَ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَجِىٌّ فِىْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ فَمَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ حَتّٰى نَامَ الْقَوْمُ.

৫৪৪। আনাস (রা) বলেন, (এশার) নামাযের ইকামাত দেয়া হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কোণে একজনের সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। তিনি নামায শুরু করলেন না। এদিকে লোকজন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো।

٥٤٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ الْجَوْهَرِىُّ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ اَبِى النَّضْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ تُقَامُ الصَّلٰوةُ فِى الْمَسْجِدِ اِذَا رَاٰهُمْ قَلِيْلاً جَلَسَ لَمْ يُصَلِّ وَاِذَا رَاٰهُمْ جَمَاعَةً صَلّٰى.

৫৪৫। সালেম আবুন নাদর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের তাকবীর বলার পর মসজিদে লোক সমাগম কম দেখলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে পড়তেন, নামায শুরু করতেন না। পূর্ণ জামা'আতের লোক সমাগম হয়েছে দেখলে তিনি নামাযে দাঁড়াতেন।

٥٤٦- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اِسْحَاقَ اَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَّافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الزُّرَقِىِّ عَنْ عَلِىِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ مِثْلَ ذَالِكَ.

৫৪৬। আবদুল্লাহ ইবনে ইসহাক (র)... আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৭ ঃ জামা'আত ত্যাগ করার ব্যাপারে সতর্কবাণী

٥٤٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زَائِدَةُ ثَنَا السَّائِبُ بْنُ حُبَيْشٍ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ الْيَعْمُرِىِّ عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا مِنْ ثَلاَثَةٍ فِىْ قَرْيَةٍ وَلاَ بَدْوٍ لاَ تُقَامُ فِيْهِمُ الصَّلٰوةُ اِلاَّ قَدِ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنَّمَا يَاْكُلُ الذِّئْبُ الْقَاصِيَةَ. قَالَ زَائِدَةُ قَالَ السَّائِبُ يَعْنِىْ بِالْجَمَاعَةِ الصَّلٰوةَ فِى الْجَمَاعَةِ.

৫৪৭। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন জনপদে বা বনভূমিতে তিনজন লোক বাস করে, অথচ তারা যদি জামা'আতে নামায পড়ার ব্যবস্থা না করে, তাহলে তাদের ওপর শয়তান আধিপত্য বিস্তার করে। জামা'আতকে তোমরা অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করো। কারণ নেকড়ে (বাঘ) দলচ্যুত বকরীটিকেই (সহজে) খেয়ে ফেলে। যায়েদা (র) সায়েব (র) থেকে বর্ণনা করেন, এখানে জামা'আত বলতে নামাযের জামা'আতকেই বোঝানো হয়েছে।

টীকা ঃ যারা হকের পথে অবিচল থাকতে ও হকের প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তাদের ক্ষেত্রেও কথাটি সমভাবে সত্য। সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মুকাবিলায় শয়তান ও শয়তানী শক্তির যাবতীয় চক্রান্ত জাল ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে বাধ্য। আর তা থেকে বিচ্যুত হলে ধ্বংস অনিবার্য।

٥٤٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَتُقَامُ ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْطَلِقَ مَعِىْ بِرِجَالٍ مَّعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ اِلٰى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ بِالنَّارِ.

৫৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, নামায আরম্ভ করার নির্দেশ দেই এবং কাউকে নামায পড়াবার হুকুম করি। তারপর সাথে কিছু লোক নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়ি। যাদের সাথে থাকবে লাকড়ির বোঝা। সেগুলো দ্বারা ঐসব লোকের ঘর-বাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেই যারা (নামাযের) জামা'আতে হাজির হয়নি।

٥٤٩- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِىُّ ثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنِىْ يَزِيْدُ بْنُ الْاَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ فِتْيَتِىْ فَيَجْمَعُوْا بِىْ حُزَمًا مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ اٰتِىَ قَوْمًا يُصَلُّوْنَ فِىْ بُيُوْتِهِمْ لَيْسَتْ بِهِمْ عِلَّةٌ فَاُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ قُلْتُ لِيَزِيْدَ بْنِ الْاَصَمِّ يَا اَبَا عَوْفٍ الْجُمُعَةَ عَنٰى اَوْ غَيْرَهَا قَالَ صُمَّتَا اُذُنَاىَ اِنْ لَمْ اَكُنْ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَأْثُرُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ذَكَرَ جُمُعَةً وَلاَ غَيْرَهَا.

৫৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ইচ্ছা হয়, আমি আমার যুবকদের লাকড়ির বোঝা জমা

করার নির্দেশ দিই, তারপর যারা কোন কারণ ছাড়াই নিজ নিজ ঘরে নামায পড়ে, তা দিয়ে তাদের ঘর (আগুনে) জ্বালিয়ে দিই। রাবী বলেন, আমি ইয়াযীদ ইবনুল আসাম্মকে বললাম, হে আবু আওফ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামা'আতের দ্বারা কি জুমুআর কথা বুঝিয়েছেন? তিনি বলেন, আমার দুই কান বধির হোক, যদি আমি না শুনে থাকি আবু হুরায়রা (রা) থেকে। তিনি খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি জুমু'আ বা অন্য কিছুর উল্লেখ করেননি।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জামা'আতে নামায আদায়ের গুরুত্ব যে কতখানি তা উপলব্ধি করা যায়। যারা জামা'আতে নামায পড়াকে ফরযে 'আইন মনে করেন এ হাদীসই তাদের দলীল। যেমন 'আতা, আওযা'ঈ, ইমাম আহমাদ, আবু সাওর, ইবনে খুযায়মা, ইবনে হিব্বান প্রমুখের অভিমত ঃ জামা'আতে নামায পড়া ফরযে 'আইন, একাকী ঘরে নামায পড়লে তা বৈধ হবে না। একই মত পোষণ করেন দাউদ যাহেরী। তাঁর মতে ঃ একাকী নামায পড়লে নামায হয়ই না। তিনি বলেন, ইমাম শাফি'ঈর প্রকাশ্য মতামতে বোঝা যায় ঃ জামা'আতে নামায পড়া ফরযে কিফায়াহ। প্রাচীন শাফি'ঈ মতাবলম্বী, হানাফী ও মালিকীদের মতে ঃ জামা'আত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা।

٥٥٠- حَدَّثَنَا هَارُوْنَ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنِ الْمَسْعُوْدِيِّ عَنِ بْنِ الْاَقْمَرِ عَن اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ حَافِظُوْا عَلٰى هٰؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ حَيْثُ يُنَادِىْ بِهِنَّ فَاِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدٰى وَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدٰى وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا اِلاَّ مُنَافِقٌ بَيِّنُ النِّفَاقِ وَلَقَدْ رَاَيْتُنَا وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيُهَادِىَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتّٰى يُقَامَ فِى الصَّفِّ وَمَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ وَلَهُ مَسْجِدٌ فِىْ بَيْتِهِ وَلَوْ صَلَّيْتُمْ فِىْ بُيُوْتِكُمْ وَتَرَكْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَكَفَرْتُمْ.

৫৫০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমাদের (নামাযের সময় হলে) যেখানে আযান দেয়া হয়, সেখানে (মসজিদে) এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি সবিশেষ নযর রেখো। কেননা এই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই হচ্ছে হেদায়াতের রাস্তা। মহান আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য হেদায়াতের এ রাস্তা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আমাদের (সাধারণ) ধারণা, জামা'আত থেকে মুনাফিক ছাড়া কেউ অনুপস্থিত থাকতে পারে না, যার মুনাফিকীর আলামত সুস্পষ্ট। আর আমাদের মধ্যে এমন লোকও আমরা দেখেছি যে, (অসুস্থতাবশত) দু'জনের ওপর ভর করে (মসজিদে) যেতো এবং তাকে (নামাযের) কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়া হতো। আর তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যার ঘরে তার মসজিদ বা নামাযের স্থান নেই। তোমরা যদি তোমাদের

ঘরেই নামায পড়ো এবং মসজিদ ত্যাগ করো, তাহলে তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতকেই ত্যাগ করলে। আর তোমাদের নবীর সুন্নাত ত্যাগ করলে তোমরা কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

টীকা ঃ যে ব্যক্তি নবী (সা)-এর সুন্নাত বা তাঁর মতাদর্শ পরিহার করবে সে কাফের হয়ে যাবে বা পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে অথবা কুফরী সুলভ কাজ করবে কিংবা কুফরীর দিকেই সে পরিচালিত হবে।

٥٥١- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ اَبِىْ جَنَابٍ عَنْ مَغْرَاءَ الْعَبْدِىِّ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ قَالُوْا وَمَا الْعُذْرُ قَالَ خَوْفٌ اَوْ مَرَضٌ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلٰوةُ الَّتِىْ صَلّٰى. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى عَنْ مَغْرَاءَ اَبُوْ اِسْحَاقَ.

৫৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আযানের শব্দ শুনে কোন ওজর (কারণ) ছাড়াই জামা'আতে শামিল হওয়া থেকে বিরত থাকে তার (একাকী পড়া) নামায কবুল হবে না। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, ওজর মানে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ভয়-ভীতি অথবা রোগ-ব্যাধি।

٥٥٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِىْ رَزِيْنٍ عَنِ ابْنِ اُمِّ مَكْتُوْمٍ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ ضَرِيْرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِىَ قَائِدٌ لاَ يُلاَوِمُنِىْ فَهَلْ لِىْ رُخْصَةٌ اَنْ اُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ قَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ قَالَ نَعَمْ قَالَ لاَ اَجِدُ لَكَ رُخْصَةً.

৫৫২। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো অন্ধ, আমার ঘরও দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। আমার একজন পথচালক রয়েছে, সেও আমার অনুগত নয়। আমার জন্য কি ঘরে নামায পড়ার অনুমতি আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? ইবনে উম্মে মাকতূম বললো, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে তো তোমার জন্য অনুমতির উপায় দেখি না।

٥٥٣- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ اَبِى الزَّرْقَاءِ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ ابْنِ اُمِّ

مَكْتُوْمٍ قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ الْمَدِيْنَةَ كَثْرَةُ الْهَوَامِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْمَعُ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ فَحَيَّ هَلاً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا رَوَاهُ الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ عَنْ سُفْيَانَ. لَيْسَ فِيْ حَدِيْثِهِ حَيَّ هَلاً.

৫৫৩। ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মদীনা কীট-পতঙ্গ ও হিংস্র জন্তুপূর্ণ স্থান। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কি হাইয়্যা আলাস্-সালাহ, হাইয়্যা আলাল-ফালাহ শুনতে পাও? (শুনতে পেলে) অবশ্যই জামা'আতে আসবে।

بَابُ فِيْ فَضْلِ صَلٰوةِ الْجَمَاعَةِ

অনুচ্ছেদ-৪৮ ঃ জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলাত

٥٥٤– حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بَصِيْرٍ عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا الصُّبْحَ فَقَالَ اَشَاهِدٌ فَلَانٌ قَالُوْا لاَ قَالَ اَشَاهِدٌ فَلَانٌ قَالُوْا لاَ قَالَ اِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلٰوتَيْنِ اَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِ وَلَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا فِيْهَا لَاَتَيْتُمُوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الرُّكَبِ وَاِنَّ الصَّفَّ الْاَوَّلَ عَلٰى مِثْلِ صَفِّ الْمَلَائِكَةِ وَلَوْ عَلِمْتُمْ مَا فَضِيْلَتُهُ لَابْتَدَرْتُمُوْهُ وَاِنَّ صَلٰوةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلٰوتِهِ وَحْدَهُ وَصَلٰوتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ اَزْكٰى مِنْ صَلوتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

৫৫৪। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। তারপর তিনি বললেন ঃ অমুক হাজির আছে কি? (সাথীরা) বললেন ঃ না। তিনি আবার বললেন ঃ অমুক হাজির আছে কি? (সাহাবারা) বললেন ঃ না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ দু'ওয়াক্ত (ফজর ও এশা) নামাযই সবচেয়ে দুর্বহ হয়ে থাকে মুনাফিকদের জন্য। তোমরা যদি জানতে এই দুই নামাযে কি পরিমাণ সওয়াব রয়েছে, তাহলে তোমরা অবশ্যই হামাগুড়ি দিয়ে হলেও এতে শামিল হতে। প্রথম কাতার ফেরেশতাদের কাতারের সমতুল্য। তোমরা যদি জানতে তাতে কি ফযীলাত রয়েছে, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা

তার জন্য প্রতিযোগিতা করতে। আর দু'জনের জামা'আত একাকী নামায পড়ার চাইতে ভাল। তিনজনের জামা'আত দু'জনের জামা'আতের চাইতে বেহতের। আর লোকসংখ্যা যত বেশি হবে মহান আল্লাহর নিকট তা তত অধিক পছন্দনীয়।

٥٥٥- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِىْ سَهْلٍ يَعْنِى عُثْمَانَ بْنَ حَكِيْمٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِىْ عَمْرَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِىْ جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ.

৫৫৫। উসমান ইবনে আফফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামা'আতে পড়লো সে যেন অর্ধরাত পর্যন্ত রাত জেগে ইবাদত করলো। আর যে ব্যক্তি এশা ও ফজরের নামায জামা'আতে আদায় করলো, সে যেন সারারাত ইবাদত-বন্দেগীতে কাটিয়ে দিল।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ فَضْلِ الْمَشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৪৯ ঃ পদব্রজে নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত

٥٥٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ اَبِىْ ذِئْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلاَبْعَدُ فَالاَبْعَدُ مِنَ الْمَسْجِدِ اَعْظَمُ اَجْرًا.

৫৫৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদ থেকে যে যত বেশি দূরত্বে থাকবে, সে তত বেশি সওয়াবের অধিকারী হবে।

টীকা ঃ কারণ দূরত্ব যত বেশি হবে, জামা'আতে শামিল হবার জন্য তত বেশি পথ অতিক্রম করতে হবে এবং কষ্টও বেশি হবে। এজন্য সওয়াব ও প্রতিদানের মাত্রা বেড়ে যাবে।

٥٥٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِىُّ اَنَّ اَبَا عُثْمَانَ حَدَّثَهُ عَنْ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ اَعْلَمُ اَحَدًا مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ يُصَلِّى الْقِبْلَةَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَبْعَدَ مَنْزِلاً مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ ذَالِكَ الرَّجُلِ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلٰوةٌ فِى الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَوْ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الرَّمْضَاءِ وَالظُّلْمَةِ فَقَالَ مَا اُحِبُّ اَنَّ مَنْزِلِىْ اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَنُمِىَ الْحَدِيْثُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَالِكَ فَقَالَ اَرَدْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْ يُّكْتَبَ لِىْ اِقْبَالِىْ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ اِلٰى اَهْلِىْ اِذَا رَجَعْتُ فَقَالَ اَعْطَاكَ اللّٰهُ ذَالِكَ كُلَّهُ اَنْطَاكَ اللّٰهُ مَا احْتَسَبْتَ كُلَّهُ اَجْمَعَ.

৫৫৭। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার জানামতে মদীনার নামাযীদের মধ্যে এক ব্যক্তির চাইতে আর কারো ঘর মসজিদ থেকে এত দূরে ছিল না। সে কখনো জামা'আতে অনুপস্থিত থাকতো না। আমি তাকে বললাম, তুমি যদি একটা গাধা খরিদ করে নিতে, তাহলে গরম ও অন্ধকারে তাতে সওয়ার হয়ে আসতে পারতে। সে বললো, আমার ঘর মসজিদের পাশে হোক, এটা আমি পছন্দ করি না। একথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আমি যেন মসজিদে আসার ও মসজিদ থেকে ঘরে ফেরার সওয়াব পাই। তিনি বলেন ঃ যাও, তুমি যা পেতে চেয়েছ, তাই আল্লাহ তোমাকে দান করেছেন। তুমি যে সওয়াবের আশা করেছ তা পূর্ণরূপেই আল্লাহ তোমার জন্য মঞ্জুর করেছেন।

٥٥٨- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا اِلٰى صَلٰوةٍ مَكْتُوْبَةٍ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ وَمَنْ خَرَجَ اِلٰى تَسْبِيْحِ الضُّحٰى لاَ يَنْصِبُهُ اِلاَّ اِيَّاهُ فَاَجْرُهُ كَاَجْرِ الْمُعْتَمِرِ وَصَلٰوةٌ عَلٰى اِثْرِ صَلٰوةٍ لاَ لَغْوٌ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِىْ عِلِّيِّيْنَ.

৫৫৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উযু সহকারে ফরয নামাযের উদ্দেশ্যে নিজ ঘর থেকে বের হবে, সে একজন ইহরামধারী হজযাত্রীর সমান সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি চাশতের নামায পড়ার জন্য বের হবে এবং শুধু এজন্যই সে কষ্ট করবে, সে একজন উমরাহকারীর সওয়াব পাবে। আর যে নামাযের পর আরেক নামায পড়া হয় ও মধ্যবর্তী সময়ে কোন বাজে কথা বা কাজ না করা হয় তা ইল্লিয়্যূনে লিপিবদ্ধ করা হয়।

টীকা ঃ ইল্লিয়্যূন বেহেশতী জগতের নিকট একটি দফতরের নাম। যাতে নেক আমলসমূহ লিখা হয়ে থাকে। সূর্য বেশ কিছুটা উঁচুতে ওঠার পর যে নামায পড়া হয় তাকেই সালাতুদ দোহা বা চাশতের নামায বলা হয়। এটি নফল নামায, সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ পর যে নামায কেউ কেউ পড়ে থাকেন, সহীহ হাদীসে তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

٥٥٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلوتِهِ فِىْ بَيْتِهِ وَصَلٰوتِهِ فِىْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذَالِكَ بِاَنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَاَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلٰوةَ وَلاَ يَنْهَزُهُ يَعْنِىْ اِلاَّ الصَّلٰوةُ ثُمَّ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِيْئَةٌ حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِىْ صَلٰوةٍ مَّا كَانَتِ الصَّلٰوةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ اَوْ يُحْدِثْ فِيْهِ.

৫৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ ঘরে অথবা বাজারে (একাকী) নামায পড়ার চাইতে জামা'আতে নামায পড়লে পঁচিশ গুণ বেশি সওয়াব পাবে। কারণ তোমাদের কেউ যখন ভালরূপে উযূ করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে রওনা করে, যাকে নামায ছাড়া আর কোন কিছু বের করেনি, তার প্রতিটি পদক্ষেপে একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি পায় ও একটি করে গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হয়; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মসজিদে পৌঁছে। মসজিদে দাখিল হওয়ার পর তাকে নামাযের মধ্যেই গণ্য করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে মসজিদে আটক রাখে। ফেরেশতারা তোমাদের যে কোন ব্যক্তির জন্য দু'আ করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার জায়নামাযে থাকে। ফেরেশতারা এই বলে দু'আ করে ঃ 'হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও। হে আল্লাহ্ তার প্রতি রহম কর। হে আল্লাহ! তুমি তার তওবা কবুল করো।' যতক্ষণ পর্যন্ত সে কাউকে কোনরূপ কষ্ট না দেয় কিংবা তার উযূ না ভাংগে।

٥٦٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسٰى ثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلصَّلٰوةُ فِىْ جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ صَلٰوةً فَاِذَا صَلَّهَا فِىْ فَلاَةٍ فَاَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلٰوةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ فِى هٰذَا الْحَدِيْثِ صَلٰوةُ الرَّجُلِ فِى الْفَلاَةِ تُضَاعَفُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِى الْجَمَاعَةِ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

৫৬০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জামা'আতের সাথে নামায (জামা'আতবিহীন) পঁচিশ নামাযের সমান। যদি কেউ কোন উন্মুক্ত প্রান্তরে (জামা'আতের সাথে) নামায পড়ে এবং পূর্ণরূপে রুকূ-সিজদা সমাপন করে, তাহলে তা পঞ্চাশ গুণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আবু দাউদ বলেন, আবদুল ওয়াহিদ ইবনে যিয়াদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ প্রান্তরে পড়া জামা'আতের নামাযে কয়েক গুণ বেশি সওয়াব হয়ে থাকে, এরপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْمَشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ فِى الظُّلَمِ

অনুচ্ছেদ-৫০ ঃ অন্ধকার রাতে নামায পড়তে যাওয়ার ফযীলাত

٥٦١- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ نَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ نَا اِسْمَاعِيْلُ اَبُوْ سُلَيْمَانَ الْكَحَّالُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ بُرَيْدَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَشِّرِ الْمَشَّائِيْنَ فِى الظُّلَمِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

৫৬১। বুরায়দা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অন্ধকারে মসজিদে যাতায়াতকারীদের কিয়ামতের দিন পূর্ণ জ্যোতির সুসংবাদ জানিয়ে দাও।

টীকা ঃ এটা ঐ আয়াতের দিকেই ইংগিত করে, যাতে বলা হয়েছে ঃ "মুমিনদের সামনে ও ডানে তাদের জ্যোতি দৌড়াতে থাকবে, তারা বলতে থাকবে ঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের জ্যোতিকে তুমি পূর্ণতা দান করো" (সূরা তাহ্‌রীম ঃ ৮)।

بَابُ مَا جَاءَ فِى الْهَدْىِ فِى الْمَشْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৫১ ঃ উযু সমাপনের পর মসজিদে যাওয়ার নিয়ম

٥٦٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ اَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِىْ سَعْدُ بْنُ اِسْحَاقَ حَدَّثَنِىْ عَنْ اَبُوْ ثُمَامَةَ الْحَنَّاطُ اَنَّ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ اَدْرَكَهُ وَهُوَ يُرِيْدُ الْمَسْجِدَ اَدْرَكَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ فَوَجَدَنِىْ وَاَنَا مُشَبِّكٌ بِيَدَىَّ فَنَهَانِىْ عَنْ ذَالِكَ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّأَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا اِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ يَدَيْهِ فَاِنَّهُ فِىْ صَلٰوةٍ.

৫৬২। আবু সুমামা হান্নাত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি যখন মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, কা'ব ইবনে উজরা (রা) তাকে সামনে পেলেন। অর্থাৎ দু'জন পরস্পর মুখোমুখি হলেন। তিনি আমাকে আমার দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি আমাকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি আরো বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন উত্তমরূপে উযু করে মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, সে যেন তার দুই হাতের আঙ্গুল পরস্পরের ফাঁকে না ঢুকায়। কেননা তখন সে নামাযের মধ্যেই থাকে।

٥٦٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذِ بْنِ عَبَّادٍ الْعَنْبَرِيُّ نَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ مَعْبَدِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَضَرَ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ الْمَوْتُ فَقَالَ اِنِّىْ مُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا مَا اُحَدِّثُكُمُوْهُ اِلاَّ احْتِسَابًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا تَوَضَّاَ اَحَدُكُمْ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ خَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ لَمْ يَرْفَعْ قَدَمَهُ الْيُمْنٰى اِلاَّ كَتَبَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَلَمْ يَضَعْ قَدَمَهُ الْيُسْرٰى اِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ سَيِّئَةً فَلْيُقَرِّبْ اَحَدُكُمْ اَوْ لِيُبَعِّدْ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلّٰى فِىْ جَمَاعَةٍ غُفِرَ لَهُ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا بَعْضًا وَبَقِىَ بَعْضٌ صَلّٰى مَا اَدْرَكَ وَاَتَمَّ مَا بَقِىَ كَانَ كَذَالِكَ فَاِنْ اَتَى الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّوْا فَاَتَمَّ الصَّلٰوةَ كَانَ كَذَالِكَ.

৫৬৩। সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক আনসারীর মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি বলেন, আমি তোমাদের নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করবো। আর এটা আমি শুধু সওয়াব লাভের আশায়ই বর্ণনা করবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন ভালভাবে উযু করে নামাযের উদ্দেশ্যে বের হয়, তখন সে তার ডান পা উঠাতেই মহান আল্লাহ তার জন্য একটি সওয়াব লিখে দেন। এরপর বাম পা রাখতেই মহাসম্মানিত আল্লাহ তার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। এখন তোমাদের ইচ্ছা, চাই মসজিদের নিকটে থাকো অথবা তা থেকে দূরে থাকো। তারপর যখন সে মসজিদে গিয়ে জামাআতে নামায আদায় করে তখন তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। যদি জামাআত শুরু হয়ে যাওয়ার পর সে মসজিদে হাজির হয় এবং অবশিষ্ট নামাযে শামিল হয় ও বাকি নামায পরে পড়ে নেয়, তাহলেও তাকে অনুরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয়। আর যদি সে জামাআত শেষ হয়ে যাওয়ার পর এসে হাযির হয় এবং একাকী নামায পড়ে, তাহলেও তাকে ঐরূপ (ক্ষমা করে) দেয়া হয়।

بَابُ فِى مَنْ خَرَجَ يُرِيْدُ الصَّلٰوةَ فَسُبِقَ بِهَا

অনুচ্ছেদ-৫২ ঃ কেউ জামাআতে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে বের হলো কিন্তু জামাআত পায়নি

٥٦٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ يَّعْنِى ابْنَ طَحْلاَءَ عَنْ مُحْصِنِ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ وُضُوْءَهُ ثُمَّ رَاحَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا اَعْطَاهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِثْلَ اَجْرِ مَنْ صَلاَّهَا وَحَضَرَهَا لاَ يَنْقُصُ ذَالِكَ مِنْ اَجْرِهِمْ شَيْئًا.

৫৬৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি ভালভাবে উযু করে মসজিদে গিয়ে দেখলো লোকজন নামায পড়ে ফেলেছে। মহান আল্লাহ তাকে এ ব্যক্তির বরাবর সওয়াবই দিবেন যে জামাআতে শামিল হয়ে যথারীতি নামায আদায় করেছে। তাদের সওয়াব থেকে কিছুই কমতি করা হবে না।

بَابُ مَا جَاءَ فِىْ خُرُوْجِ النِّسَاءِ اِلَى الْمَسْجِدِ

অনুচ্ছেদ-৫৩ ঃ মহিলাদের মসজিদে যাতায়াত

٥٦٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلاَتٌ.

৫৬৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র বাঁদীদেরকে তোমরা আল্লাহ্র ঘরে (মসজিদ) যেতে বাধা দিও না। তবে তারা যখন বের হয় যেন সুগন্ধি ব্যবহার না করে।

টীকা ঃ মহিলাদের সুগন্ধি লাগিয়ে বাড়ির বাইরে যাতায়াত নিষেধ।

٥٦٦- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ مَسَاجِدَ اللّٰهِ.

৫৬৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র বাঁদীদের আল্লাহ্‌র মসজিদে যেতে নিষেধ করো না।

٥٦٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ اَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ حَدَّثَنِى حَبِيْبُ بْنُ اَبِى ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَمْنَعُوْا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَّهُنَّ.

৫৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মেয়েলোকদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য অধিক উত্তম।

٥٦٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عُمَرُ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوْا لِلنِّسَاءِ اِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ فَقَالَ ابْنٌ لَهُ وَاللّٰهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَهُ دَغَلاً وَاللّٰهِ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ قَالَ فَسَبَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ائْذَنُوْا لَهُنَّ وَتَقُوْلُ لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ.

৫৬৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা রাতের বেলা মহিলাদের মসজিদে যেতে অনুমতি দাও। তার এক ছেলে (বিলাল) বললো, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তাদের অনুমতি দিব না। তারা এটাকে বাহানা হিসেবে গ্রহণ করবে। আল্লাহ্‌র কসম! আমি কখনো তাদের (এরূপ) অনুমতি দিব না। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে গালমন্দ করলেন এবং ক্রোধান্বিত হলেন। বললেন, আমি তোমাকে বলছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন 'তোমরা তাদের অনুমতি দাও', আর তুমি কিনা বলছো, আমি কখনো তাদের অনুমতি দিব না!

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِىْ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ-৫৪ ঃ উপরোক্ত ব্যাপারে কড়াকড়ি

٥٦٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَ يَحْىٰ فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ اَمُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ قَالَتْ نَعَمْ.

৫৬৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এই অবস্থা দেখতেন, যা আজকের মহিলারা করছে (যেমন সুগন্ধি ব্যবহার, সাজসজ্জা করা ও বেপর্দা চলা), তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি তাদের মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। যেরূপ নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল বনী ইসরাঈলের মহিলাদের। বর্ণনাকারী ইয়াহ্ইয়া (র) আমরাহ (র)-কে বললেন, বনী ইসরাঈলের মহিলাদের কি নিষেধ করা হয়েছিল? তিনি বলেন, হাঁ।

٥٧٠- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنّٰى اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ حَدَّثَهُمْ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلٰوةُ الْمَرْاَةِ فِىْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ حُجْرَتِهَا وَصَلٰوتُهَا فِىْ مَخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلٰوتِهَا فِىْ بَيْتِهَا.

৫৭০। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মেয়েলোকের জন্য তার গৃহে নামায পড়া অধিকতর উত্তম ঘরের আঙ্গিনায় নামায পড়ার চাইতে। আর মেয়েলোকের জন্য তার গৃহের গুপ্ত কামরায় নামায পড়া অধিকতর উত্তম গৃহের অন্য কোন স্থানে নামায পড়ার চাইতে।

٥٧١- حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَرَكْنَا هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتّٰى مَاتَ.

৫৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এ দরোজাটি যদি আমরা শুধু মহিলাদের জন্য ছেড়ে দেই, তাহলে ভাল হয়। নাফে (র) বলেন, এরপর ইবনে উমার (রা) আমরণ ঐ দরোজা দিয়ে কখনো মসজিদে প্রবেশ করেননি।

بَابُ السَّعْىِ اِلَى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৫৫ : নামাযের জন্য দৌড়ানো

٥٧٢- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ اَخْبَرَنِىْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ

شِهَابٍ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَاْتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ الزُّبَيْدِىُّ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ وَّاِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ وَّمَعْمَرٌ وَّشُعَيْبُ بْنُ اَبِىْ حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ وَحْدَهُ فَاقْضُوْا. وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَجَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ فَاَتِمُّوْا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُوْ قَتَادَةَ وَاَنَسٌ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ قَالُوْا فَاَتِمُّوْا.

৫৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যখন নামাযের ইকামত দেয়া হয়, তখন তোমরা দৌড়ে নামাযের জন্য আসবে না, বরং শান্ত-সমাহিতভাবে হেঁটে আসবে এবং যতটা নামায পাবে (ইমামের সাথে) পড়ে নেবে। আর যেটুকু ছুটে যায়, তা পুরা করে নিবে।

٥٧٣- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ائْتُوا الصَّلٰوةَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ فَصَلُّوْا مَا اَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوْا مَا سَبَقَكُمْ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَلْيَقْضِ وَكَذَا قَالَ اَبُوْا رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاَبُوْ ذَرٍّ رُوِىَ عَنْهُ فَاَتِمُّوْا وَاقْضُوْا وَاخْتُلِفَ فِيْهِ.

৫৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শান্তভাবে নামাযের জন্য আসবে। যেটুকু পাও পড়ো, বাকিটুকু শেষে পড়ে নাও। আবু দাউদ বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন ইবনে সীরীন আবু হুরায়রা থেকে। তাতে রয়েছে ঃ '(বাকীটুকু) যেন সে শেষে পড়ে নেয়।' অন্যরাও কিছুটা শব্দগত পার্থক্যসহ এরূপই বর্ণনা করেছেন।

بَابُ فِى الْجَمْعِ فِى الْمَسْجِدِ مَرَّتَيْنِ

অনুচ্ছেদ-৫৬ ঃ একই মসজিদে দুইবার জামাআত অনুষ্ঠান

٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْصَرَ رَجُلاً يُّصَلِّىْ وَحْدَهُ فَقَالَ اَلاَ رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلٰى هٰذَا فَيُصَلِّىْ مَعَهُ.

৫৭৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে একাকী নামায পড়তে দেখে বললেন ঃ কি হলো, এ লোকটিকে সাদাকা করার মতো কি কেউ নেই যে তার সাথে নামায পড়বে?

টীকা ঃ এটাকে সাদাকা এজন্য বলা হয়েছে যে, জামাআতে নামায পড়লে সাতাশ গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়।

بَابٌ فِىْ مَنْ صَلّٰى فِىْ مَنْزِلِهِ ثُمَّ اَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ يُصَلِّىْ مَعَهُمْ

অনুচ্ছেদ-৫৭ ঃ ঘরে নামায পড়ার পর তা পুনরায় জামাআতে পড়া

٥٧٥- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِىْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ غُلاَمٌ شَابٌّ فَلَمَّا صَلّٰى اِذَا رَجُلاَنِ لَمْ يُصَلِّيَا فِىْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَا بِهِمَا فَجِيْئَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا قَالاَ قَدْ صَلَّيْنَا فِىْ رِحَالِنَا قَالَ فَقَالَ لاَ تَفْعَلُوْا اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِىْ رَحْلِهِ ثُمَّ اَدْرَكَ الْاِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَاِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ.

৫৭৫। জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আস্ওয়াদ (র) তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়লেন। তখন তিনি ছিলেন যুবক। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কোণে বসা দু'জন লোককে দেখতে পেলেন, যারা (তাঁর সাথে) নামায পড়েনি। তিনি তাদের ডাকলেন। তারা আসলো কিন্তু (ভয়ে) তাদের পাঁজরের গোশ্ত কাঁপছিল। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাদের সাথে নামায পড়লে না কেন? তারা বললো, আমরা ঘর থেকেই নামায পড়ে এসেছি। তিনি বললেন ঃ তোমরা এরূপ করবে না। তোমাদের কেউ যখন ঘরে

নামায পড়ে ফেলে, তারপর ইমামকে এসে দেখতে পায় যে, সে নামায পড়েনি; তাহলে যেন সে তার সাথে নামায পড়ে। এ নামায হবে তার জন্য নফল।

٥٧٦- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِىْ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمِنًى بِمَعْنَاهُ.

৫৭৬। জাবির ইবনে ইয়াযীদ (রা) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মিনায় ফজরের নামায পড়লাম... পূর্বোক্ত হাদীসের সমার্থক।

٥٧٧- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نُوْحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ وَالنَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلٰوةِ فَجَلَسْتُ وَلَمْ اَدْخُلْ مَعَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ قَالَ فَانْصَرَفَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَاٰى يَزِيْدَ جَالِسًا فَقَالَ اَلَمْ تُسْلِمْ يَا يَزِيْدُ قَالَ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَسْلَمْتُ قَالَ فَمَا مَنَعَكَ اَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِىْ صَلٰوتِهِمْ قَالَ اِنِّىْ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِىْ مَنْزِلِىْ وَاَنَا اَحْسِبُ اَنْ قَدْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ اِذَا جِئْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَاِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَهٰذِهِ مَكْتُوْبَةٌ.

৫৭৭। ইয়াযীদ ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম এবং তাঁকে নামাযরত পেলাম। আমি বসে পড়লাম, তাঁদের সাথে নামাযে শামিল হলাম না। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরলেন। ইয়াযীদকে (নামায না পড়ে) বসে থাকতে দেখে তিনি বললেন ঃ তুমি কি মুসলমান হওনি, ইয়াযীদ? ইয়াযীদ (রা) বলেন, অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুসলমান হয়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাহলে কেন তুমি লোকদের সাথে জামাআতে শামিল হওনি? ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমি বাড়িতে নামায পড়েছি। আমি ভেবেছিলাম আপনারা হয়তো নামায পড়ে ফেলেছেন। তিনি বললেন ঃ যখন তুমি মসজিদে এসে লোকদের নামাযে পাবে, তখন তাদের সাথে নামায পড়বে, যদিও তুমি তা আগে পড়ে থাকো। তাহলে, এটা হবে তোমার জন্য নফল, আর ওটা (প্রথমটা) হবে ফরয।

٥٧٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو عَنْ بُكَيْرٍ اَنَّهُ سَمِعَ عَفِيْفَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُوْلُ حَدَّثَنِيْ رَجُلٌ مِّنْ بَنِيْ اَسَدِ بْنِ خُزَيْمَةَ اَنَّهُ سَأَلَ اَبَا اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيَّ فَقَالَ يُصَلِّيْ اَحَدُنَا فِيْ مَنْزِلِهِ الصَّلٰوةَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَتُقَامُ الصَّلٰوةُ فَاُصَلِّيْ مَعَهُمْ فَاَجِدُ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَقَالَ اَبُوْ اَيُّوْبَ سَأَلْنَا عَنْ ذَالِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَذَالِكَ لَهُ سَهْمُ جَمْعٍ.

৫৭৮। বনূ আসাদ ইবনে খুযায়মার এক লোক থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমাদের কেউ বাড়িতে নামায পড়ার পর মসজিদে গেল। সেখানে নামাযের ইকামত হলো। এমতাবস্থায় আমি কি তাদের সাথে নামায পড়বো, অর্থাৎ আমি যদি এরূপ নামায পড়ি, তাহলে আমি আমার মনে কেমন যেন একটা খট্‌কা অনুভব করি। আবু আইউব (রা) বললেন, এ ব্যাপারে আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ তার জন্যও জামাআতের সওয়াবের অংশ রয়েছে।

بَابٌ اِذَا صَلَّى فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ اَدْرَكَ جَمَاعَةً اَ يُعِيْدُ

অনুচ্ছেদ-৫৮ ঃ কোন ব্যক্তি জামাআতে নামায পড়ার পর আবার জামাআত পেলে কি পুনরায় নামায পড়বে?

٥٧٩- حَدَّثَنَا اَبُوْ كَامِلٍ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَن سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ يَعْنِيْ مَوْلٰى مَيْمُوْنَةَ قَالَ اَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَلَى الْبَلَاطِ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ فَقُلْتُ اَلاَ تُصَلِّيْ مَعَهُمْ قَالَ قَدْ صَلَّيْتُ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لاَ تُصَلُّوْا صَلٰوةً فِيْ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

৫৭৯। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার (র) অর্থাৎ মায়মূনা (রা)-এর মুক্ত দাস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বালাত নামক স্থানে আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট আসলাম। লোকেরা তখন নামায পড়ছিল। আমি বললাম, আপনি তাদের সাথে নামায পড়ছেন না কেন? তিনি বললেন, আমি নামায পড়েছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি ঃ তোমরা একদিনে কোন নামায দু'বার পড়ো না।

টীকা ঃ ১. বালাত মসজিদে নববীর নিকটস্থ একটি স্থান, যা মুসল্লীদের আলাপ-আলোচনার জন্য হযরত উমার (রা) নির্মাণ করিয়েছিলেন।

২. অর্থাৎ একবার জামাআতে নামায পড়ার পর পুনরায় একই নামায জামাআতে পড়া নিষেধ। কিন্তু প্রথমে একাকী পড়লে পরে নফল হিসেবে জামাআতে পড়া যায়।

بَابُ جُمَاعِ الْاِمَامَةِ وَفَضْلِهَا

অনুচ্ছেদ-৫৯ ঃ নামাযে ইমামতি করা ও তার ফযীলাত

٥٨٠- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِىُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِىْ يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَرْمَلَةَ عَنْ اَبِىْ عَلِىٍّ الْهَمْدَانِىِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَمَّ النَّاسَ فَاَصَابَ الْوَقْتَ فَلَهُ وَلَهُمْ وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَالِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِمْ.

৫৮০। 'উকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে সঠিক সময়ে, সে নিজেও তার সওয়াব পাবে, মুক্তাদীরাও পাবে। আর যে ব্যক্তি এতে কিছু দেরি (বা ত্রুটি) করবে, তাতে গুনাহ হবে তার, মুক্তাদীদের নয়।

بَابُ فِىْ كَرَاهِيَةِ التَّدَافُعِ عَنِ الْاِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৬০ ঃ ইমামতি করতে আপত্তি করা বাঞ্ছনীয় নয়

٥٨١- حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ عَبَّادٍ الْاَزْدِىُّ ثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَتْنِىْ طَلْحَةُ اُمُّ غُرَابٍ عَنْ عَقِيْلَةَ امْرَاَةٍ مِّنْ بَنِىْ فَزَارَةَ مَوْلاَةٍ لَّهُمْ عَنْ سَلاَمَةَ بِنْتِ الْحُرِّ اُخْتِ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ الْفَزَارِىِّ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَشْرَاطِ السَّاعَةِ اَنْ يَتَدَافَعَ اَهْلُ الْمَسْجِدِ لاَ يَجِدُوْنَ اِمَامًا يُصَلِّىْ بِهِمْ.

৫৮১। খারাশা ইবনুল হুর আল-ফাযারীর বোন সাল্লামা বিন্‌তুল হুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটাও কিয়ামতের একটি আলামত যে, মসজিদবাসীরা ইমামতির জন্য একে অপরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে। তাদের নামায পড়াবার মত কোন ইমাম তারা পাবে না।

بَابُ مَنْ اَحَقُّ بِالْاِمَامَةِ

অনুচ্ছেদ-৬১ ঃ ইমামতি করার অধিক যোগ্য ব্যক্তি কে?

٥٨٢- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ ثَنَا شُعْبَةُ اَخْبَرَنِيْ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ اَوْسَ بْنَ ضَمْعَجٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَاِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلاَ يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِيْ بَيْتِهِ وَلاَ فِيْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يَجْلِسُ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِاِسْمَاعِيْلَ مَا تَكْرِمَتُهُ قَالَ فِرَاشُهُ.

৫৮২। আবু মাসউদ আল-বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের ইমামতি করবে সে লোক, যে আল্লাহর কিতাবের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি এবং কিরাআতে অধিক পারদর্শী। কিরাআতের দিক থেকে যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে ইমামতি করবে, যে সবার আগে হিজরত করেছে। হিজরতের দিক থেকে যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সে ইমামতি করবে। আর একজন আরেকজনের বাড়িতে ইমামতি করবে না, তার প্রভাবাধীন এলাকায়ও নয় এবং তার জন্য সংরক্ষিত আসনে বসবে না, তার অনুমতি ছাড়া। শো'বা বলেন, আমি ইসমাঈলকে বললাম, 'বিশেষ আসন' মানে কি? তিনি বললেন, 'তার বিছানা।'

টীকা ঃ আগে কিংবা পরে হিজরত করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে বিচার্য ছিল। বর্তমানে দেখতে হবে ঃ প্রথমত যিনি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান সবচেয়ে বেশি রাখেন। তারপর যিনি সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। কারো মতে, কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান যিনি বেশি রাখেন তিনিই ইমাম হওয়ার যোগ্য, যদিও কিরাআত কিছুটা কম জানেন। ইমাম আবু হানীফা, শাফিঈ ও মালিকেরও এই অভিমত।

٥٨٣- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِيْ عَنْ شُعْبَةَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فِيْهِ وَلاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِيْ سُلْطَانِهِ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ يَحْيَ الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ اَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً.

৫৮৩। ইবনে মুআয (র)... শো'বা (র) অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ একজন আরেকজনের প্রভাবাধীন এলাকায় ইমামতি করবে না। আবু দাউদ বলেন, ইয়াহ্ইয়া আল-কাত্তান শো'বা থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন যে, 'ইমামতি করবে ঐ লোক যে সবচেয়ে অভিজ্ঞ কারী'।

٥٨٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ اَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَاِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً وَلَمْ يَقُلْ فَاَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ وَلاَ تَقْعُدْ عَلٰى تَكْرِمَةِ اَحَدٍ اِلاَّ بِاِذْنِهِ.

৫৮৪। আবূ মাস'উদ (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একইরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ কিরাআতে যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে যে হাদীস শাস্ত্রে বেশি অভিজ্ঞ সে ইমামতি করবে। হাদীস শাস্ত্রেও যদি সবাই বরাবর হয়, তাহলে যে আগে হিজরত করেছে (সে ইমামতি করবে)। এই রিওয়ায়াতে 'যে অভিজ্ঞ কারী'-এর উল্লেখ নেই। আবু দাউদ (র) বলেন, হাজ্জাজ ইবনে আরতাত (র) ইসমাঈলের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ সে যেন কারো নির্দিষ্ট আসনে না বসে তার অনুমতি ব্যতীত।

٥٨٥- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا اَيُّوْبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحَاضِرٍ يَمُرُّ بِنَا النَّاسُ اِذَا اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانُوْا اِذَا رَجَعُوْا مَرُّوْا بِنَا فَاَخْبَرُوْنَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا وَكُنْتُ غُلاَمًا حَافِظًا فَحَفِظْتُ مِنْ ذَالِكَ قُرْاٰنًا كَثِيْرًا فَانْطَلَقَ اَبِيْ وَافِدًا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ نَفَرٍ مِّنْ قَوْمِهِ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلٰوةَ وَقَالَ يَؤُمُّكُمْ اَقْرَؤُكُمْ فَكُنْتُ اَقْرَاَهُمْ لِمَا كُنْتُ اَحْفَظُ فَقَدَّمُوْنِيْ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَعَلَيَّ بُرْدَةٌ لِّيْ صَغِيْرَةٌ صَفْرَاءُ فَكُنْتُ اِذَا سَجَدْتُّ تَكَشَّفَتْ عَنِّيْ فَقَالَتْ امْرَاَةٌ مِّنَ النِّسَاءِ وَارُوْا عَنَّا عَوْرَةَ قَارِئِكُمْ فَاشْتَرَوْا لِيْ قَمِيْصًا عُمَّانِيًّا فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْاِسْلاَمِ فَرَحِيْ بِهِ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ وَاَنَا ابْنُ سَبْعِ سِنِيْنَ اَوْ ثَمَانِ سِنِيْنَ.

৫৮৫। আমর ইবনে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এমন জায়গায় অবস্থানরত ছিলাম যে, আমাদের পাশ দিয়ে লোকেরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাতায়াত করতো। প্রত্যাবর্তনের সময়ও তারা আমাদের হয়েই

যেত। তারা আমাদের নিকট বর্ণনা করতো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ এরূপ বলেছেন। আর ঐ সময় আমি ছিলাম বালক, যা শুনতাম তাই মুখস্থ করে ফেলতাম। শুনে শুনে আমি কুরআনের বেশ কিছু অংশ হেফজ করে ফেলি। একবার আমার পিতা কিছু সংখ্যক লোকসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তিনি তাদের নামাযের তালিম দিলেন। তিনি আরো বললেন ঃ ঐ লোক ইমামতি করবে যে তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুরআন অভিজ্ঞ। আর আমিই ছিলাম সবচেয়ে বেশি কুরআন অভিজ্ঞ। কারণ সকলের থেকে আমারই কুরআন বেশী মুখস্থ ছিল। কাজেই তারা আমাকে ইমাম বানালো। আমি তাদের ইমামতি করতাম। আমার গায়ে থাকতো একটি ছোট গেরুয়া রংয়ের চাদর। আমি যখন সিজদায় যেতাম তখন আমার লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে যেত। এক মহিলা বললো, তোমাদের কারীর লজ্জাস্থান আমাদের থেকে ঢেকে দাও। তারা আমার জন্য একটি ওমানী চাদর খরিদ করলো। এতে আমি এতই আনন্দিত হলাম যে, ইসলাম গ্রহণের পর আর কিছুতে আমি এত আনন্দ পাইনি। এটা পরেই আমি তাদের ইমামতি করতাম। তখন আমার বয়স ছিল সাত কি আট বছর।

٥٨٦- حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَاصِمٌ الْاَحْوَلُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بِهٰذَا الْخَبَرِ قَالَ فَكُنْتُ اَؤُمُّهُمْ فِىْ بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةٍ فِيْهَا فَتْقٌ فَكُنْتُ اِذَا سَجَدْتُ خَرَجَتْ اِسْتِىْ.

৫৮৬। আমর ইবনে সালামা (রা) থেকে একই হাদীসে বর্ণিত আছে, আমি তাদের ইমামতি করতাম একটি তালি লাগানো চাদর গায়ে দিয়ে। চাদরটি ছিল ছেঁড়া (বা ফাটা)। যখন আমি সিজদায় যেতাম, তখন আমার নিতম্ব উন্মুক্ত হয়ে যেত।

٥٨٧- اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيْبٍ الْجِرْمِىِّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُمْ وَفَدُوْا اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَرَادُوْا اَنْ يَّنْصَرِفُوْا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ يَّؤُمُّنَا قَالَ اَكْثَرُكُمْ جَمْعًا لِلْقُرْاٰنِ اَوْ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ قَالَ فَلَمْ يَكُنْ اَحَدٌ مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ مَا جَمَعْتُ قَالَ فَقَدَّمُوْنِىْ وَاَنَا غُلَامٌ وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ لِّىْ قَالَ فَمَا شَهِدْتُ مَجْمَعًا مِنْ جَرْمٍ اِلاَّ كُنْتُ اِمَامَهُمْ وَكُنْتُ اُصَلِّىْ عَلٰى جَنَائِزِهِمْ اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ مِسْعَرِ بْنِ حَبِيْبٍ عَنْ عَمْرِوبْنِ سَلَمَةَ قَالَ لَمَّا وَفَدَ قَوْمِىْ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلْ عَنْ اَبِيْهِ.

৫৮৭। আমর ইবনে সালামা (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তারা একটি প্রতিনিধি দল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলেন। তারা ফিরে আসার সময় জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কে আমাদের ইমামতি করবে? তিনি বললেন ঃ যার কুরআন সবচেয়ে বেশি হেফজ আছে। রাবী বলেন, আমার চাইতে বেশি আর কারো কুরআন হেফজ ছিল না। কাজেই তারা আমাকেই (ইমামতির জন্য) আগে দিল। আমি ছিলাম অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক। আর আমার পরনে ছিল এক প্রস্থ কাপড়। এরপর থেকে জারাম গোত্রের যে কোন মজলিসে আমি উপস্থিত থাকতাম, আমিই তাদের ইমাম হতাম। আর আমি তাদের জানাযা নামায পড়ে আসছি, আজকের এদিন পর্যন্ত। অপর একটি বর্ণনায় আমর ইবনে সালামা থেকেই বর্ণিত হয়েছে। তাতে তার পিতার উল্লেখ নেই।

٥٨٨- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا اَنَسٌ يَّعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ ح وَحَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ الْجُهَنِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ نَزَلُوا الْعُصْبَةَ قَبْلَ مَقْدَمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلٰى اَبِيْ حُذَيْفَةَ وَكَانَ اَكْثَرُهُمْ قُرْاٰنًا زَادَ الْهَيْثَمُ وَفِيْهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْاَسَدِ.

৫৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় পদার্পণের পূর্বে মুহাজিরদের প্রথম দলটি মদীনায় এসে 'আল-উসবাহ্' নামক স্থানে অবতরণ করলেন। তাদের ইমামতি করছিলেন আবু হুযায়ফা (রা)-র মুক্ত দাস সালেম (রা)। আর তিনিই ছিলেন তাদের মধ্যে সর্বাধিক কুরআনকে স্মৃতিতে সংরক্ষণকারী। হায়সাম (রা) বলেন, তাদের মধ্যে উমার ইবনুল খাত্তাব ও আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদ (রা)ও ছিলেন।

٥٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَعْنٰى وَاحِدٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ اَبِيْ قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ اَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ اِذَا حَضَرَتِ الصَّلٰوةُ فَاَذِّنَا ثُمَّ اَقِيْمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا اَكْبَرُكُمَا سِنًّا. وَفِيْ حَدِيْثِ مَسْلَمَةَ قَالَ وَكُنَّا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَيْنِ فِي الْعِلْمِ. وَقَالَ فِيْ حَدِيْثِ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ خَالِدٌ قُلْتُ لِاَبِيْ قِلاَبَةَ فَاَيْنَ الْقُرْاٰنُ قَالَ اِنَّهُمَا كَانَا مُتَقَارِبَيْنِ.

৫৮৯। মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অথবা তার সাথীকে বললেন ঃ নামাযের ওয়াক্ত হলে তোমরা আযান ও ইকামত দিবে। তারপর তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড়ো সে ইমামতি করবে। মাসলামার বর্ণনায় রয়েছে ঃ ঐ সময় আমরা উভয়ই 'ইলমের দিক থেকে ছিলাম প্রায় সমান। ইসমাঈলের বর্ণনায় রয়েছে ঃ খালিদ বলেছেন, আমি আবু কিলাবাকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআন কোথায় গেল (কুরআনের প্রসঙ্গে বলা হলো না কেন)? তিনি বললেন, তারা উভয়ে কুরআন জানার দিক থেকে ছিল প্রায় সমমানের।

٥٩٠- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عِيْسَى الْحَنَفِىُّ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ وَلِيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ.

৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক যেন তোমাদের আযান দেয় এবং আর কিরাআতে অধিক অভিজ্ঞ লোক যেন তোমাদের ইমামতি করে।

بَابُ اِمَامَةِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৬২ ঃ মহিলাদের ইমামতি করা

٥٩١- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جُمَيْعٍ حَدَّثَتْنِىْ جَدَّتِىْ وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَلاَّدٍ الْاَنْصَارِىُّ عَنْ اُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ نَوْفَلٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا غَزَا بَدْرًا قَالَتْ قُلْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ائْذَنْ لِىْ فِى الْغَزْوِ مَعَكَ اُمَرِّضُ مَرْضَاكُمْ لَعَلَّ اللّٰهَ اَنْ يَّرْزُقَنِىْ شَهَادَةً قَالَ قَرِّىْ فِىْ بَيْتِكِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُكِ الشَّهَادَةَ قَالَ فَكَانَتْ تُسَمَّى الشَّهِيْدَةَ قَالَ وَكَانَتْ قَدْ قَرَأَتِ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَأْذَنَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَتَّخِذَ فِىْ دَارِهَا مُؤَذِّنًا فَاَذِنَ لَهَا قَالَ وَكَانَتْ دَبَّرَتْ غُلاَمًا لَهَا وَجَارِيَةً فَقَامَا اِلَيْهَا بِاللَّيْلِ فَغَمَّاهَا بِقَطِيْفَةٍ لَّهَا حَتّٰى مَاتَتْ وَذَهَبَا فَاَصْبَحَ عُمَرُ فَقَامَ فِى النَّاسِ فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هٰذَيْنِ عِلْمٌ اَوْ مَنْ رَاٰهُمَا فَلْيَجِئْ بِهِمَا فَاَمَرَ بِهِمَا فَصُلِبَا فَكَانَا اَوَّلَ مَصْلُوْبٍ بِالْمَدِيْنَةِ.

৫৯১। উম্মু ওয়ারাকা বিনতে নাওফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বদরের যুদ্ধে গেলেন তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি পীড়িত-আহতদের সুশ্রূষা করবো। হয়তো মহান আল্লাহ আমাকেও শাহাদাতের মর্যাদা দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (সা) বললেন ঃ তুমি তোমার ঘরেই অবস্থান করো। মহান আল্লাহ তোমাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করবেন। রাবী বলেন, ঐ দিন থেকে উক্ত মহিলার নাম হয়ে যায় শাহীদাহ। তিনি কুরআন শরীফ ভাল পড়তেন। তাই তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন, তার ঘরে একজন মুয়ায্যিন নিয়োগ করার জন্য তিনি অনুমতি দিলেন। তিনি এক গোলাম ও একটি বোবা বাঁদীকে তার মৃত্যুর পর তাদের আযাদ করে দেয়ার চুক্তি করেছিলেন। তারা দু'জন রাতে উঠে তার নিকট যায় এবং তাঁর চাদর দিয়ে তাকে চেপে ধরে। ফলে তিনি মারা যান এবং তারা উভয়ে পালিয়ে যায়। প্রত্যুষে উমার (রা) এটা জানতে পেরে লোকদের জানিয়ে দিলেন, এ দু'টি গোলাম-বাঁদী সম্পর্কে কারো জানা থাকলে বা তাদেরকে কেউ দেখে থাকলে, তাদের যেন (আমার নিকট ধরে) নিয়ে আসে। (পরে তারা গ্রেফতার হয়ে আসলে বিচারে) তাদের শূলে চড়াবার নির্দেশ দেয়া হয় এবং তাদের শূলে চড়ানো হয়। মদীনাতে তাদের দু'জনকেই সর্বপ্রথম শূলে চড়ানো হয়।

٥٩٢- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْحَضْرَمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ وَالْاَوَّلُ اَتَمُّ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُهَا فِيْ بَيْتِهَا وَجَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَاَمَرَهَا اَنْ تَؤُمَّ اَهْلَ دَارِهَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَانِ فَاَنَا رَاَيْتُ مُؤَذِّنَهَا شَيْخًا كَبِيْرًا.

৫৯২। উম্মু ওয়ারাকা বিনতে আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস (রা) কর্তৃক একই হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে প্রথমোক্ত বর্ণনাই পূর্ণাঙ্গ। তাতে রয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে সাক্ষাত করার জন্য তার বাড়িতে যেতেন। তিনি তার জন্য একজন মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন, যে তার জন্য আযান দিত। আর তিনি তাকে (উম্মু ওয়ারাকাকে) তার ঘরের লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেন। আবদুর রহমান (র) বলেন, আমি তার মুয়াযযিনকে দেখেছি– তিনি ছিলেন বেশ বয়োবৃদ্ধ।

টীকা ঃ মহিলাদের পুরুষের ইমামতি করা জায়েয নেই। মহিলাদের ইমামতি মহিলাদের করা সবার মতেই জায়েয, তবে ইমামকে কাতারের মধ্যখানে মোক্তাদীদের সাথেই দাঁড়াতে হয়। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহিলাদের ইমামতি করেছিলেন এবং কাতারের মধ্যখানেই দাঁড়িয়েছিলেন। আর শুধুমাত্র মহিলাদের ইমামতি পুরুষের পক্ষে করা জায়েয আছে। যেমন উবাই ইবনে কা'ব (রা) শুধুমাত্র মহিলাদের তারাবীহ নামাযে ইমামতি করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে।

بَابُ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ

অনুচ্ছেদ-৬৩ ঃ মোক্তাদীদের অপছন্দনীয় ব্যক্তির ইমামতি করা

٥٩٣- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَعَافِرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ مِنْهُمْ صَلٰوةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ اَتَى الصَّلٰوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ اَنْ يَّأْتِيَهَا بَعْدَ اَنْ تَفُوْتَهُ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَةً.

৫৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ তিন ব্যক্তির নামায আল্লাহ কবুল করেন না। (এক) যে ব্যক্তি নিজে সামনে গিয়ে ইমামতি করে অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করে না। (দুই) যে ব্যক্তি 'দিবারে' বা শেষ ওয়াক্তে নামায আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। আর 'দিবার' অর্থ নামাযের ওয়াক্ত শেষ হবার মুহূর্তে নামায আদায় করা। (তিন) যে ব্যক্তি কোন স্বাধীন মানুষকে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে।

بَابُ اِمَامَةِ الْبِرِّ وَالْفَاجِرِ

অনুচ্ছেদ-৬৪ ঃ নেককার ও বদকার লোকের ইমামতি করা

٥٩٤- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُوْلٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةُ الْمَكْتُوْبَةُ وَاجِبَةٌ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بِرًّا كَانَ اَوْ فَاجِرًا وَاِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ.

৫৯৪। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন ঃ প্রত্যেক মুসলমানের ইমামতিতে ফরয নামায আদায় করা আবশ্যকীয়, সে সৎকর্মপরায়ণ বা পাপাচারী যাই হোক, এমনকি কবীরা গুনাহ করে থাকলেও।

بَابُ اِمَامَةِ الْاَعْمٰى

অনুচ্ছেদ-৬৫ ঃ অন্ধের ইমামতি করা

٥٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ الْعَنْبَرِىُّ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ ثَنَا ابْنُ مَهْدِىٍّ ثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَخْلَفَ ابْنَ اُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ اَعْمٰى.

৫৯৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (যখন তাবূক যুদ্ধে গেলেন তখন মদীনায়) ইবনে উম্মে মাকতূমকে শাসক নিয়োগ করেছিলেন। তিনি লোকদের ইমামতি করতেন, অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ।

بَابُ اِمَامَةِ الزَّائِرِ

অনুচ্ছেদ-৬৬ ঃ সাক্ষাতকারীর ইমামতি করা

٥٩٦- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ بُدَيْلٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَطِيَّةَ مَوْلًى مِّنَّا قَالَ كَانَ مَالِكُ ابْنُ الْحُوَيْرِثِ يَأْتِيْنَا اِلٰى مُصَلاَّنَا هٰذَا فَأُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَقُلْنَا لَهُ تَقَدَّمْ فَصَلِّهِ فَقَالَ لَنَا قَدِّمُوْا رَجُلاً مِّنْكُمْ يُصَلِّيْ بِكُمْ وَسَاُحَدِّثُكُمْ لِمَ لاَ اُصَلِّيْ بِكُمْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلاَ يَؤُمَّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِّنْهُمْ.

৫৯৬। আমাদের মধ্যকার এক মুক্ত দাস আবু আতিয়্যা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মালিক ইবনুল হুয়াইরিস (রা) আমাদের এই নামায পড়ার জায়গাতে এসেছিলেন। নামাযের ইকামাত হলো। আমরা তাকে বললাম, সামনে এগিয়ে যান, নামায পড়ান। তিনি বললেন, তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে নামায পড়াতে বলো। আমি কেন তোমাদের নামায পড়াচ্ছি না, এ সম্পর্কে আমি তোমাদের একটি হাদীস শোনাবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক কোন কওমের সাথে সাক্ষাত করতে যায়, সে যেন তাদের ইমামতি না করে। বরং তাদের মধ্য থেকেই কেউ ইমামতি করবে।

টীকা ঃ তবে তারা যদি আবদার করে ও সন্তুষ্টচিত্তে তাকে ইমাম বানাতে আগ্রহ প্রকাশ করে এবং সে ইমামতি করার যোগ্যতাও রাখে তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে সাক্ষাতকারীর ইমামতি করাতে দোষ নেই।

بَابُ الْاِمَامِ يَقُوْمُ مَكَانًا اَرْفَعُ مِنْ مَكَانِ الْقَوْمِ

অনুচ্ছেদ-৬৭ ঃ ইমামের মোক্তাদীদের চেয়ে উঁচু জায়গাতে দাঁড়ানো

٥٩٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ وَاَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ الرَّازِيُّ الْمَعْنٰى قَالاَ ثَنَا يَعْلٰى ثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ هَمَّامٍ اَنَّ حُذَيْفَةَ اَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلٰى دُكَّانٍ فَاَخَذَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ بِقَمِيْصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَالِكَ قَالَ بَلٰى قَدْ ذَكَرْتُ حِيْنَ مَدَدْتَنِيْ.

৫৯৭। হাম্মাম (র) থেকে বর্ণিত। হুযায়ফা (রা) মাদায়েনে একটি দোকানে দাঁড়িয়ে লোকদের ইমামতি করলেন (লোকজন ছিল নিচে)। আবু মাসউদ (রা) তার জামা ধরে তাকে টান দিলেন। নামাযশেষে তিনি বললেন, আপনার কি জানা নেই যে, লোকদের এরূপ করা থেকে নিষেধ করা হতো? তিনি বলেন, হাঁ, যখন আপনি আমাকে টান দিলেন, তখন আমার তা স্মরণ হলো।

টীকা ঃ ইমামের মোক্তাদীদের চাইতে উঁচুতে দাঁড়ানো উচিত নয়। এতে ইহুদীদের সাথে সাযুজ্য হয়। ইহুদীদের ইমাম একটি উচ্চস্থানে দাঁড়ায় আর মুক্তাদীরা দাঁড়ায় নিচে। আর ইমামের মোক্তাদীদের চাইতে নিচে দাঁড়ানও মাকরূহ। এতে ইমামের অসম্মান হয়। ইমামের সাথে যদি কিছু সংখ্যক মুক্তাদীও উঁচু কিংবা নিচু স্থানে দাঁড়ায় তাহলে তা মাকরূহ হবে না।

٥٩٨- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ بْنِ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ اَبُوْ خَالِدٍ عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِىِّ حَدَّثَنِىْ رَجُلٌ اَنَّهُ كَانَ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ بِالْمَدَائِنِ فَاُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَتَقَدَّمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلٰى دُكَّانٍ يُصَلِّىْ وَالنَّاسُ اَسْفَلَ مِنْهُ فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ فَاَخَذَ عَلٰى يَدَيْهِ فَاَتْبَعَهُ عَمَّارٌ حَتّٰى اَنْزَلَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا فَرَغَ عَمَّارٌ مِنْ صَلٰوتِهِ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ اَلَمْ تَسْمَعْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا اَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلاَ يَقُمْ فِىْ مَكَانٍ اَرْفَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ اَوْ نَحْوَ ذَالِكَ قَالَ عَمَّارٌ لِذَالِكَ اِتَّبَعْتُكَ حِيْنَ اَخَذْتَ عَلٰى يَدَىَّ.

৫৯৮। আদী ইবনে সাবিত আল-আনসারী (র) থেকে বর্ণিত। আমার নিকট এক ব্যক্তি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি মাদায়েনে আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা)-র সাথে ছিলেন। তিনি বলেন, নামাযের ইকামাত দেয়া হলে আম্মার (রা) সামনে গেলেন এবং ইমামতি করার জন্য একটি দোকানে দাঁড়ালেন। আর লোকজন ছিল তার থেকে নিচে। হুযায়ফা (রা) সামনে এগিয়ে গেলেন এবং আম্মারের উভয় হাত চেপে ধরলেন। আম্মার (রা) তার অনুসরণ করলেন এবং হুযায়ফা (রা) তাকে নিচে নামিয়ে আনলেন। আম্মার নামায শেষ করলে হুযায়ফা (রা) বললেন, তুমি কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শোননি, যখন কেউ কোন কওমের ইমামতি করে সে যেন তাদের চাইতে উঁচু স্থানে না দাঁড়ায়? অথবা অনুরূপই বলেছেন। আম্মার (রা) বললেন, এজন্যই তো আপনি যখন আমার হাত ধরলেন আমি পেছনে সরে আসলাম।

بَابُ اِمَامَةِ مَنْ صَلّٰى بِقَوْمٍ وَقَدْ صَلّٰى تِلْكَ الصَّلٰوةَ

অনুচ্ছেদ-৬৮ ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতে নামায পড়ার পর পুনরায় সেই নামাযে তার ইমামতি করা

٥٩٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ

مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ ثُمَّ يَأْتِىْ قَوْمَهُ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ تِلْكَ الصَّلٰوةَ.

৫৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এশার নামায পড়তেন, তারপর তার নিজের কওমের লোকদের নিকট এসে তাদের ঐ নামাযেই ইমামতি করতেন।

টীকা ঃ এতে মুআযের নামায নফল হতো। আর মোক্তাদীদের নামায হতো ফরয। এ হাদীস দ্বারা নফল আদায়কারীর পেছনে ফরয আদায়কারীর নামায পড়া জায়েয প্রমাণিত হয়। কিন্তু অন্য হাদীসে এর বিপরীত বক্তব্য বিদ্যমান যা হানাফী মাযহাবের মতের সমর্থক।

٦٠٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ اِنَّ مُعَاذًا كَانَ يُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ قَوْمَهُ.

৬০০। আমর ইবনে দীনার (র) বলেন, তিনি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, মুআয ইবনে জাবাল (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। তিনি সেখান থেকে ফিরে এসে আবার নিজের কওমের ইমামতি করতেন।

بَابُ الْاِمَامِ يُصَلِّىْ مِنْ قُعُوْدٍ

অনুচ্ছেদ-৬৯ ঃ ইমামের বসে বসে নামায পড়ানো

٦٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا فَصُرِعَ عَنْهُ فَجُحِشَ شِقُّهُ الْاَيْمَنُ فَصَلّٰى صَلٰوةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ قُعُوْدًا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا صَلّٰى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا اَجْمَعُوْنَ.

৬০১। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি ঘোড়ায় সওয়ার হলেন। তিনি ঘোড়ার পিঠ থেকে নিচে পড়ে গেলেন। এতে তাঁর ডান পাঁজর আহত হলো। তিনি বসা অবস্থায় কোন এক ওয়াক্তের নামায

পড়লেন। আমরাও তাঁর পেছনে বসে বসে নামায পড়লাম। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ ইমাম এজন্যই নিয়োগ করা হয়, যাতে তার অনুসরণ করা হয়। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। ইমাম যখন রুকূ করে তোমরাও রুকূ করবে। ইমাম মাথা ওঠালে তোমরাও মাথা ওঠাবে। ইমাম "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" (আল্লাহ প্রশংসাকারীর প্রশংসা শুনে থাকেন) বললে তোমরা বলবে, "রব্বানা লাকাল হামদ" (হে আমাদের প্রতিপালক, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা)। আর ইমাম যখন বসে নামায পড়ে, তখন তোমরা সবাই বসে বসে নামায পড়বে।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেন, আবু দাউদ এ অনুচ্ছেদে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করেছেন তার সবগুলোই (মাদানী যুগের) প্রথম দিকের হাদীস, যা জমহুর ওলামার মতে মানসুখ হয়ে গেছে। এ পর্যায়ের সর্বশেষ হাদীস হলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল-পূর্ব অসুখের সময়কার হাদীস। তখন তিনি বসে নামায পড়েছিলেন। আর সাহাবারা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছিলেন। অধিকাংশ ফিক্‌হবিদ এটাকেই গ্রহণযোগ্য মনে করেন। কিন্তু ইমাম আহমাদ, আওযাঈ প্রমুখের মতে, ইমাম বসে নামায পড়লে মোক্তাদীদেরও বসে নামায পড়তে হবে, যদিও তাদের কোন ওযর না থাকে।

٦٠٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا جَرِيْرٌ وَّوَكِيْعٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَكِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا بِالْمَدِيْنَةِ فَصَرَعَهُ عَلٰى جِذْمِ نَخْلَةٍ فَانْفَكَّتْ قَدَمُهُ فَاَتَيْنَاهُ نَعُوْدُهُ فَوَجَدْنَاهُ فِىْ مَشْرُبَةٍ لِعَائِشَةَ يُسَبِّحُ جَالِسًا قَالَ فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَسَكَتَ عَنَّا ثُمَّ اَتَيْنَاهُ مَرَّةً اُخْرٰى نَعُوْدُهُ فَصَلَّى الْمَكْتُوْبَةَ جَالِسًا فَقُمْنَا خَلْفَهُ فَاَشَارَ اِلَيْنَا فَقَعَدْنَا قَالَ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اِذَا صَلَّى الْاِمَامُ جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا وَاِذَا صَلَّى الْاِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَلَا تَفْعَلُوْا كَمَا يَفْعَلُ اَهْلُ فَارِسَ بِعُظَمَاءِهَا.

৬০২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় একটি ঘোড়ায় চড়লেন। ঘোড়াটি তাঁকে ফেলে দিল একটি খেজুর গাছের গোড়ার ওপর। তাতে তাঁর পায়ে আঘাত লাগল। আমরা তাঁর সাথে দেখা করার জন্য এসে তাঁকে আয়েশা (রা)-এর ঘরে বসে বসে নামায পাঠরত পেলাম। রাবী বলেন, আমরাও তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। তিনি চুপ থাকলেন। আমরা আবার তাঁর সাক্ষাত করার জন্য আসলাম। তিনি (তখন) বসে বসে ফরয নামায পড়ছিলেন। আমরাও তাঁর পেছনে (নামাযে) দাঁড়ালাম। তিনি আমাদের প্রতি ইশারা করলে আমরা বসে পড়লাম। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ ইমাম যখন বসে বসে নামায পড়ে, তখন তোমরাও বসে বসে নামায পড়বে। আর ইমাম যখন, দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। তোমরা ঐরূপ করো না যেরূপ পারস্যবাসীরা করে থাকে তাদের নেতাদের সাথে।

٦٠٣- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْمَعْنٰى عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَلاَ تُكَبِّرُوْا حَتّٰى يُكَبِّرَ وَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَلاَ تَرْكَعُوْا حَتّٰى يَرْكَعَ وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ قَالَ مُسْلِمٌ وَلَكَ الْحَمْدُ وَاِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا وَلاَ تَسْجُدُوْا حَتّٰى يَسْجُدَ وَاِذَا صَلّٰى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا وَاِذَا صَلّٰى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا اَجْمَعُوْنَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اَفْهَمَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ.

৬০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। কাজেই ইমাম যখন তাকবীর বলে, তোমরাও তাকবীর বলবে। তোমরা তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না ইমাম তাকবীর বলে। ইমাম যখন রুকূ করে তোমরাও রুকূ করবে। তোমরা রুকূ করবে না, যতক্ষণ না ইমাম রুকূ করে। ইমাম যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলে, তখন তোমরা বলবে, "আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদু"। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে ঃ "ওয়া লাকাল হামদু" (তোমারই জন্য সমস্ত প্রশংসা)। ইমাম যখন সিজদা করে, তোমরাও সিজদা করবে। তোমরা সিজদা করবে না, যতক্ষণ না ইমাম সিজদা করে। ইমাম দাঁড়িয়ে নামায পড়লে তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায পড়বে, আর বসে বসে পড়লে, তোমরাও বসে বসে পড়বে। আবু দাউদ বলেন, আমার কোন সহকর্মী সুলায়মানের সূত্রে "আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ"-এর বিষয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

٦٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اٰدَمَ الْمِصِّيْصِىُّ نَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ. بِهٰذَا الْخَبَرِ زَادَ وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ هٰذِهِ الزِّيَادَةُ وَاِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا لَيْسَتْ بِمَحْفُوْظَةٍ الْوَهْمُ عِنْدَنَا مِنْ اَبِىْ خَالِدٍ.

৬০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম নিয়োগ করা হয়ে থাকে তার অনুসরণ করার জন্য। তারপর অনুরূপই বর্ণনা

রয়েছে। তাতে রয়েছে ঃ ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাকবে। আবু দাউদের মতে এ অতিরিক্ত অংশটুকু "ইমাম যখন কিরাআত পড়ে, তখন তোমরা চুপ থাকবে" 'মাহফূয' (সুরক্ষিত) নয়। এটা আবু খালিদের ধারণা (মুহাদ্দিসীনদের মতে আবু দাউদের এ উক্তি সহীহ্ নয়)।

٦٠٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ بَيْتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَاَشَارَ اِلَيْهِمْ اَنِ اجْلِسُوْا فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَاِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَاِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوْا وَاِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوْا جُلُوْسًا.

৬০৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরে বসে বসে নামায পড়লেন। অন্যান্য লোক তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল। তিনি তাদের ইশারায় বললেন ঃ বসে যাও। নামাযশেষে তিনি বললেন ঃ ইমাম তো এজন্যই যে, তার অনুসরণ করা হবে। ইমাম যখন রুকূ করে তোমরাও রুকূ করবে। ইমাম মাথা তুললে তোমরাও মাথা তুলবে। আর ইমাম যখন বসে বসে নামায পড়বে, তোমরাও বসে বসে নামায পড়বে।

٦٠٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ وَيَزِيْدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ الْمَعْنَى اَنَّ اللَّيْثَ حَدَّثَهُمْ عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ اشْتَكَى النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّيْنَا وَرَاءَهُ وَهُوَ قَاعِدٌ وَاَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ لِيُسْمِعَ النَّاسَ تَكْبِيْرَهُ ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْثَ.

৬০৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। আমরা তাঁর পিছনে নামায পড়লাম। আর তিনি ছিলেন বসা অবস্থায়। আবু বাক্র (রা) লোকদের নবী (সা)-এর তাকবীর শোনাবার জন্য তা উচ্চস্বরে বলছিলেন। তারপর পুরো হাদীস বর্ণনা করেন।

٦٠٧- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ نَا زَيْدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحُبَابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنِى حُصَيْنٌ مِّنْ وَّلَدِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ عَنْ اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ اَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوْدُهُ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اِمَامَنَا مَرِيْضٌ فَقَالَ اِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوْا قُعُوْدًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا الْحَدِيْثُ لَيْسَ بِمُتَّصِلٍ.

৬০৭। উসায়েদ ইবনে হুদায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার লোকদের ইমামতি করতেন। (তিনি রোগাক্রান্ত হলে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসলেন। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের ইমাম তো রোগাক্রান্ত (হয়ে পড়েছেন)। তিনি বললেন ঃ ইমাম যখন বসে বসে নামায পড়বে, তোমরাও বসে বসে (নামায) পড়বে।

بَابُ الرَّجُلَيْنِ يَؤُمُّ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ كَيْفَ يَقُوْمَانِ

অনুচ্ছেদ-৭০ ঃ দুই ব্যক্তির একজন তার সাথীর ইমামতি করলে তারা কিভাবে দাঁড়াবে?

٦٠٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ اَنَسٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلٰى اُمِّ حَرَامٍ فَاَتَوْهُ بِسَمْنٍ وَتَمْرٍ فَقَالَ رُدُّوْا هٰذَا فِيْ وِعَائِهِ وَهٰذَا فِيْ سِقَائِهِ فَاِنِّيْ صَائِمٌ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا فَقَامَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ وَاُمُّ حَرَامٍ خَلْفَنَا قَالَ ثَابِتٌ وَلَا اَعْلَمُهُ اِلَّا قَالَ اَقَامَنِيْ عَنْ يَّمِيْنِهِ عَلٰى بِسَاطٍ.

৬০৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন উম্মু হারাম (রা)-র এখানে এলেন। তারা রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সামনে ঘি এবং খুরমা পেশ করলেন। তিনি বললেন ঃ খুরমার পাত্রে খুরমা এবং ঘিয়ের মশকে ঘি রেখে দাও। কারণ আমি রোযা রেখেছি। তারপর তিনি দাঁড়ালেন এবং আমাদের নিয়ে দুই রাক্‌আত নফল নামায পড়লেন। উম্মু সুলাইম ও উম্মু হারাম (রা) আমাদের পেছনে দাঁড়ালেন। সাবিত বলেন, আমি এটাই মনে করি, আনাস এটা বলেছিলেন, তিনি আমাকে তাঁর ডানে দাঁড় করালেন ফরাশের ওপর।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে বেশ কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কি তা জানা যায়। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ (ক) ইমামের সাথে একজন মাত্র মুক্তাদী হলে তাকে ইমামের ডান পাশে দাঁড়াতে হবে। (খ) নফল নামায জামাআতে পড়া জায়েয। (গ) রোযাদারের জন্য আহার বর্জনের ব্যাপারে রোযাকে ওযর হিসেবে পেশ করা জায়েয, যদিও দাওয়াতের ক্ষেত্রে নফল রোযা ভঙ্গ করা যায়। (ঘ) পুরুষের জন্য শুধুমাত্র মহিলা ও বালকদের ইমামতি করা জায়েয আছে। কারণ ঐ সময় আনাস (রা) বালক ছিলেন। আর উম্মে সুলাইম ও উম্মে হারাম (রা) মহিলা ছিলেন।

٦٠٩- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوْسَى بْنِ اَنَسٍ يُحَدِّثُ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّهُ وَامْرَاَةً مِّنْهُمْ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَالْمَرْاَةَ خَلْفَ ذَالِكَ.

৬০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ও তাদের মধ্যকার এক মহিলার ইমামতি করলেন। তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন আর ঐ মহিলাকে দাঁড় করালেন পেছনে।

٦١٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِىْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ فِىْ بَيْتِ خَالَتِىْ مَيْمُوْنَةَ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ فَاَطْلَقَ الْقِرْبَةَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ اَوْكَاَ الْقِرْبَةَ ثُمَّ قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ كَمَا تَوَضَّأَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَّسَارِهِ فَاَخَذَنِىْ بِيَمِيْنِىْ فَاَدَارَنِىْ مِنْ وَّرَائِهِ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ.

৬১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মায়মূনা (রা)-এর ঘরে রাত যাপন করলাম। রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওঠলেন এবং মশকের মুখ খুলে উযু করলেন। তারপর তার বাঁধন লাগিয়ে দিলেন, অতপর নামাযে দাঁড়ালেন। আমিও ওঠলাম এবং উযু করলাম যেভাবে তিনি উযু করেছিলেন, তারপর এসে তাঁর বাম পাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমার ডান হাত (বা ডানপাশ) ধরে তাঁর পেছন দিক দিয়ে আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। তার সাথে আমিও নামায পড়লাম।

٦١١- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ نَا هُشَيْمٌ عَنْ اَبِىْ بِشْرٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ هٰذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ فَاَخَذَ بِرَاْسِىْ اَوْ بِذُؤَابَتِىْ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَّمِيْنِهِ.

৬১১। ইবনে আব্বাস (রা) একই ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাথা অথবা মাথার চুল ধরে তাঁর ডান পাশে এনে দাঁড় করিয়ে দেন।

بَابٌ اِذَا كَانُوْا ثَلاَثَةً كَيْفَ يَقُوْمُوْنَ

অনুচ্ছেদ-৭১ ঃ তিনজনের জামাআত হলে তারা কিভাবে দাঁড়াবে?

٦١٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلاُصَلِّىْ لَكُمْ

قَالَ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَا لُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ اَنَا وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَاءِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.

৬১২। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁর নানী মুলায়কা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খাবারের দাওয়াত করলেন, যা তিনি তৈরী করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহার করার পর বললেন ঃ তোমরা দাঁড়াও। আমি তোমাদের সাথে নামায পড়বো। আনাস বলেন, আমি উঠলাম এবং দীর্ঘ দিন ব্যবহারের দরুন কালো হয়ে যাওয়া আমাদের মাদুরটির ওপর পানি ঢেলে দিলাম। তার ওপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন। আমি ও ইয়াতীম (আনাসের ভাই) তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম। আর বৃদ্ধা নানী দাঁড়ালেন আমাদের পেছনে। তিনি দুই রাক্‌আত নামায পড়লেন, অতঃপর চলে গেলেন।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, কোন বিছানায় নামায পড়া জায়েয, যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নাপাক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে জানা যায়। আর মহিলাদেরকে বালকদের পেছনে দাঁড় করাতে হয়। আর যদি একজন মহিলা ও একটি বালক হয়, তাহলে বালক পুরুষের পাশে দাঁড়াবে এবং মহিলা তাদের পিছনে দাঁড়াবে।

٦١٣- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ هَارُوْنَ بْنِ عَنْتَرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اسْتَأْذَنَ عَلْقَمَةُ وَالْاَسْوَدُ عَلٰى عَبْدِ اللّٰهِ وَقَدْ كُنَّا اَطَلْنَا الْقُعُوْدَ عَلٰى بَابِهِ فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأْذَنَتْ لَهُمَا فَاَذِنَ لَهُمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بَيْنِىْ وَبَيْنَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ.

৬১৩। আবদুর রহমান ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা ও আল-আসওয়াদ (র) আবদুল্লাহ (রা)-র ঘরে প্রবেশের জন্য অনুমতি চাইলেন। আমরা দীর্ঘক্ষণ তার দরোযায় বসে থাকলাম। একটি বাঁদী বের হয়ে আসলো। সে তাদের জন্য (আবদুল্লাহর নিকট) অনুমতি প্রার্থনা করলো। তিনি তাদের প্রবেশের অনুমতি দিলেন। তারপর তিনি আলকামা ও আল-আসওয়াদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়লেন, তারপর বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপই করতে দেখেছি।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, ইমামের সাথে দুইজন মোক্তাদী হলে তারা ইমামের দুই পাশে অথবা পেছনে দাঁড়াতে পারে। তবে দু'য়ের বেশি হলে তাদেরকে ইমামের পেছনেই দাঁড়াতে হবে।

بَابُ الْاِمَامِ يَنْحَرِفُ بَعْدَ التَّسْلِيْمِ

অনুচ্ছেদ-৭২ ঃ সালাম ফিরানোর পর ইমামের নামাযীদের দিকে ঘুরে বসা

٦١٤- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِىْ يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ اِذَا انْصَرَفَ انْحَرَفَ.

৬১৪। জাবির ইবনে ইয়াযীদ ইবনুল আসওয়াদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়েছি। তিনি নামায শেষে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন।

٦١٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ نَا مِسْعَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْبَرَاءِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا اِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْبَبْنَا اَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَيُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬১৫। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে নামায পড়তাম, তখন আমরা তাঁর ডান দিকে থাকতে পছন্দ করতাম। যাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নামাযশেষে) আমাদের দিকে মুখ করে বসেন।

بَابُ الْاِمَامِ يَتَطَوَّعُ فِىْ مَكَانِهِ

অনুচ্ছেদ-৭৩ ঃ ইমামের নিজ জায়গাতে নফল নামায পড়া

٦١٦- حَدَّثَنَا اَبُوْ تَوْبَةَ الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُرَشِىُّ ثَنَا عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّى الْاِمَامُ فِى الْمَوْضِعِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ حَتّٰى يَتَحَوَّلَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِىُّ لَمْ يُدْرِكِ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.

৬১৬। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যেখানে (দাঁড়িয়ে) ফরয নামায আদায় করেছে, সেখান থেকে না সরে অন্য কোন নামায পড়বে না। আবু দাউদ (র) বলেন, আতা আল-খুরাসানী (র) মুগীরা ইবনে শো'বা (রা)-র সাক্ষাত লাভ করেননি।

بَابُ الْاِمَامِ يُحْدِثُ بَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ اٰخِرِ رَكْعَةٍ

অনুচ্ছেদ-৭৪ ঃ শেষ রাকআতের সিজদার পর ইমামের উযু ছুটে গেলে

٦١٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زِيَادِ بْنِ اَنْعُمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ رَافِعٍ وَّبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا قَضَى الْاِمَامُ الصَّلٰوةَ وَقَعَدَ فَاَحْدَثَ قَبْلَ اَنْ يَّتَكَلَّمَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهُ وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ مِمَّنْ اَتَمَّ الصَّلٰوةَ.

৬১৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইমাম যখন নামায সমাপন করে এবং শেষ বৈঠকে থাকে, তখন যদি কোনরূপ কথা বলার (সালাম ফিরানোর) আগেই তার উযু ছুটে যায়, তাহলে তার এবং যারা তার পেছনে নামায পড়েছে তাদেরও নামায পূর্ণ হয়ে যাবে।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, সালামের শব্দ উচ্চারণ করা ফরয নয়। ইমাম আবু হানীফাও এ অভিমত পোষণ করেন। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে সালামের শব্দ বলা ফরয। তাদের দলীল পরবর্তী হাদীস।

بَابُ تَحْرِيْمِهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ

অনুচ্ছেদ-৭৫ ঃ তাকবীর হলো নামাযের তাহ্রীম (শুরু) এবং সালাম হলো তাহ্লীল (সমাপ্তি)

٦١٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ عَقِيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِفْتَاحُ الصَّلٰوةِ الطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

৬১৮। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের কুঞ্জি হলো তাহারাত। নামাযের তাহ্রীম হলো তাকবীর, আর তার তাহ্লীল হলো সালাম।

টীকা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ্ আকবার বলে নিয়াত বাঁধার সাথে সাথে নামায বহির্ভূত যাবতীয় কাজ হারাম হয়ে যায়। এজন্যই এটাকে বলা হয় তাকবীরে তাহ্রীমা। আর আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রহ্মাতুল্লাহ বলে সালাম ফেরানোর সাথে সাথে হারাম হওয়া যাবতীয় কাজই হালাল হয়ে যায়।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ الْمَأْمُوْمُ مِنْ اِتِّبَاعِ الْاِمَامِ

অনুচ্ছেদ-৭৬ ঃ মোক্তাদীকে কঠোরভাবে ইমামের অনুসরণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

٦١٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ حَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبَادِرُوْنِىْ بِرُكُوْعٍ وَلَابِسُجُوْدٍ فَاِنَّهُ مَهْمَا اَسْبِقْكُمْ بِهِ اِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِىْ بِهِ وَاِذَا رَفَعْتُ اِنِّىْ قَدْ بَدَّنْتُ.

৬১৯। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার আগে তোমরা রুকূও করবে না এবং সিজদাও করবে না। আমি তোমাদের চেয়ে যতটুকু আগে রুকূতে যাবো, তোমরা ততটুকু সময় পেয়ে যাবে যখন আমি তোমাদের আগে মাথা তুলবো। কেননা আমি যে কিছুটা ভারী হয়ে গিয়েছি।

টীকা ঃ অর্থাৎ যেরূপ তোমরা আমার পরে রুকূতে যাচ্ছো, তদ্রূপ রুকূ থেকে মাথাও তুলছো আমার পরে। কাজেই রুকূতে তোমরা সময় কম পাবে, তার আশংকা তো থাকছে না।

٦٢٠- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ الْخَطْمِىَّ يَخْطُبُ النَّاسَ قَالَ ثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ اَنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا رَفَعُوْا رُؤُسَهُمْ مِنَ الرُّكُوْعِ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوْا قِيَامًا فَاِذَا قَدْ سَجَدَ سَجَدُوْا.

৬২০। অতীব সত্যবাদী আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যখন রুকূ থেকে মাথা তুলতেন, তখন তারা যথারীতি (সোজা হয়ে) দাঁড়াতেন। তারা যখন দেখতেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদায় গিয়েছেন তখন তারাও সিজদায় যেতেন।

٦٢١- حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَّهَارُوْنُ بْنُ مَعْرُوْفٍ الْمَعْنٰى قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ زُهَيْرٌ ثَنَا الْكُوْفِيُّوْنَ اَبَانٌ وَّغَيْرُهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ لَيْلٰى عَنِ الْبَرَاءِ

قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ يَحْنُوْ اَحَدٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَرَى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ.

৬২১। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের মধ্যে কেউই রুকূতে যেতে পিঠ ঝুঁকাতো না, যতক্ষণ না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রুকূতে দেখতে পেত।

٦٢٢- حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا اَبُوْ اِسْحَاقَ يَعْنِى الْفَزَارِىَّ عَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ عَنْ مُّحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ يَزِيْدَ يَقُوْلُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَدَّثَنِى الْبَرَاءُ اَنَّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا رَكَعَ رَكَعُوْا وَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتّٰى يَرَوْنَهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ يَتْبَعُوْنَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬২২। আল-বারাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন রুকূ করতেন, তখন তারাও রুকূ করতেন। তিনি যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন, তখন তারা দাঁড়িয়েই থাকতেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লক্ষ্য করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জমিনে কপাল রাখতেন (সিজদায় চলে যেতেন), তখন তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতেন।

بَابُ التَّشْدِيْدِ فِيْمَنْ يَّرْفَعُ قَبْلَ الْاِمَامِ اَوْ يَضَعُ قَبْلَهُ

অনুচ্ছেদ-৭৭ ঃ যে ব্যক্তি ইমামের আগে মাথা উঠায় বা নামায় তার সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী

٦٢٣- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَا يَخْشٰى اَوْ اَلاَ يَخْشٰى اَحَدُكُمْ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ وَالْاِمَامُ سَاجِدٌ اَنْ يُّحَوِّلَ اللّٰهُ رَاْسَهُ رَاْسَ حِمَارٍ اَوْ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

৬২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কি ভয় হয় না যে, ইমাম সিজদায় থাকাকালীন কেউ যদি মাথা তোলে, তবে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথায় অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে পরিবর্তিত করে দিবেন!

٦٢٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا حَفْصُ بْنُ بُغَيْلٍ الدَّهْنِيُّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلٰوةِ وَنَهَاهُمْ اَنْ يَّنْصَرِفُوْا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ.

৬২৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ার ব্যাপারে তাদেরকে উৎসাহিত করেছেন এবং নামাযের পর তাঁর চলে যাবার পূর্বেই তাদের চলে যেতে নিষেধ করেছেন।

টীকা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের পর অপেক্ষা করতেন। মহিলারা চলে গেলে তিনি এবং অন্যান্য লোক উঠতেন। পুরুষ লোকদেরও তিনি দেরি করে বের হতে বলতেন। নামাযের পর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করাতে বিশেষ সওয়াবও রয়েছে।

بَابُ جُمَاعِ اَثْوَابِ مَا يُصَلِّىْ فِيْهِ

অনুচ্ছেদ-৭৮ ঃ নামায বৈধ হওয়ার জন্য যতটুকু কাপড় জরুরী

٦٢٥- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلٰوةِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

৬২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের নিকট কি দু'টি করে কাপড় আছে?

টীকা ঃ ইমাম নববী (র) বলেন, এ হাদীস থেকে বোঝা যায়, এক কাপড়ে নামায পড়া জায়েয, তবে দুই কাপড়ে পড়া উত্তম।

٦٢٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّ اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

৬২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ এক কাপড়ে যেন নামায না পড়ে– এভাবে যে, তার কাঁধে এর কিছুই থাকে না।

٦٢٧- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ اَنَا يَحْيٰى ح وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ الْمَعْنٰى عَنْ هِشَامِ بْنِ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فِىْ ثَوْبٍ فَلْيُخَالِفْ بِطَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ.

৬২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন এক কাপড়ে নামায পড়ে, তখন সে যেন কাপড়ের ডান পাশকে বাম কাঁধের ওপর এবং বাম পাশকে ডান কাঁধের ওপর ঝুলিয়ে দেয়।

٦٢٨- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَّاحِدٍ مُلْتَحِفًا مُخَالِفًا طَرَفَيْهِ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ.

৬২৮। উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক কাপড়ে নামায পড়তে দেখেছি। তিনি কাপড়টিকে গায়ে জড়িয়ে নিতেন এবং তার ডান পাশকে বাম কাঁধের ওপর ও বাম পাশকে ডান কাঁধের ওপর ফেলে দিতেন।

٦٢٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنَفِىُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ بَدْرٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ مَا تَرٰى فِى الصَّلٰوةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ قَالَ فَاَطْلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِزَارَهُ طَارَقَ بِهِ رِدَاءَهُ فَاشْتَمَلَ بِهِمَا ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى بِنَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَنْ قَضَى الصَّلٰوةَ قَالَ اَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ.

৬২৯। কায়েস ইবনে তাল্‌ক (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বললো, হে আল্লাহ্‌র নবী! এক কাপড়ে নামায পড়া সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইজারের ওপর চাদর ছেড়ে দিলেন এবং উভয়টিকে একত্র করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর আল্লাহ্‌র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নামায পড়ালেন। নামায শেষে তিনি বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের নিকট কি দু'টি করে কাপড় আছে?

بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ فِىْ قَفَاهُ ثُمَّ يُصَلِّىْ

অনুচ্ছেদ-৭৯ ঃ যে ব্যক্তি তার ঘাড়ের পিছন দিকে কাপড় বেঁধে নামায পড়ে

٦٣٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الرِّجَالَ عَاقِدِىْ اُزُرِهِمْ فِىْ اَعْنَاقِهِمْ مِنْ ضِيْقِ الْاُزُرِ خَلْفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الصَّلَاةِ كَاَمْثَالِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ قَائِلٌ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ لَا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَرْفَعَ الرِّجَالُ.

৬৩০। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি লোকদের দেখলাম, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে তাদের ঘাড়ে ইযার বেঁধে নামায পড়ছে। আর ইযার ছিল অপ্রশস্ত। এ অবস্থায় তারা বালকদের ন্যায় নামায পড়ছিল। এতে একজন বললো, হে নারী সমাজ! তোমরা মাথা তুলো না, যতক্ষণ না পুরুষরা তোলে।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ بَعْضُهُ عَلٰى غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ-৮০ ঃ নামাযীর কাপড়ের কিছু অংশ অন্যের গায়ে থাকা

٦٣١- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِىُّ ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ اَبِىْ حَصِيْنٍ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضُهُ عَلَىَّ.

৬৩১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক কাপড়ে নামায পড়লেন। তার কিছু অংশ ছিল আমার গায়ে।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ فِىْ قَمِيْصٍ وَّاحِدٍ

অনুচ্ছেদ-৮১ ঃ যে ব্যক্তি একটি মাত্র জামা পরে নামায পড়ে

٦٣٢- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوْسَى

بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ رَجُلٌ اَصِيْدُ اَفَاُصَلِّىْ فِى الْقَمِيْصِ الْوَاحِدِ قَالَ نَعَمْ وَازْرُرْهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ.

৬৩২। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি (পশু-পাখি) শিকার করে থাকি। আমার জন্য কি এক জামায় নামায পড়ার অনুমতি আছে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তবে একটি কাঁটা দিয়ে হলেও তা আটকিয়ে নিবে (যাতে সতর খুলে না যায়)।

٦٣٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِىْ بُكَيْرٍ عَنْ اِسْرَائِيْلَ عَنْ اَبِىْ حَوْمَلٍ الْعَامِرِىِّ قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذَا قَالَ وَهُوَ اَبُوْ حَوْمَلٍ (وَالصَّوَابُ اَبُوْ حَرْمَلٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبِىْ بَكْرٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَمَّنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ فِىْ قَمِيْصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فِىْ قَمِيْصٍ.

৬৩৩। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্র (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) একটি মাত্র জামা পরে আমাদের ইমামতি করলেন, তার দেহে কোন চাদর ছিল না। নামাযশেষে তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি জামা পরে নামায পড়তে দেখেছি।

টীকা ঃ জামা যদি লম্বা হয়, সতর ঢাকার ব্যাপারে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তাহলে একটি মাত্র জামা পরে নামায পড়া জায়েয।

بَابُ اِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا يَتَّزِرُ بِهِ

অনুচ্ছেদ-৮২ ঃ কাপড় অপরিসর হলে তা লুঙ্গি হিসাবে পরবে

٦٣٤- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَّسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَيَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِىُّ قَالُوْا ثَنَا حَاتِمٌ يَّعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُجَاهِدٍ اَبُوْ حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ اَتَيْنَا جَابِرًا يَعْنِى بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سِرْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةٍ فَقَامَ يُصَلِّىْ وَكَانَتْ عَلَىَّ بُرْدَةٌ ذَهَبْتُ اُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا فَلَمْ تَبْلُغْ لِىْ وَكَانَتْ لَهَا ذَبَاذِبُ فَنَكَسْتُهَا ثُمَّ خَالَفْتُ بَيْنَ طَرَفَيْهَا ثُمَّ تَوَاقَصْتُ عَلَيْهَا لاَ تَسْقُطُ ثُمَّ جِئْتُ حَتّٰى

قُمْتُ عَنْ يَسَارِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ بِيَدِيْ فَاَدَارَنِيْ حَتّٰى اَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهٖ فَجَاءَ ابْنُ صَخْرٍ حَتّٰى قَامَ عَنْ يَسَارِهٖ فَاَخَذَنَا بِيَدَيْهِ جَمِيْعًا حَتّٰى اَقَامَنَا خَلْفَهُ قَالَ وَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُنِيْ وَاَنَا لاَ اَشْعُرُهُ ثُمَّ فَطِنْتُ بِهٖ فَاَشَارَ اِلَيَّ اَنْ اَتَّزِرَ بِهَا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا جَابِرُ قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِذَا كَانَ وَاسِعًا فَخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ وَاِذَا كَانَ ضَيِّقًا فَاشْدُدْهُ عَلٰى حِقْوِكَ.

৬৩৪। উবাদা ইবনুল ওয়ালীদ ইবনে উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট গেলাম। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক জিহাদে গেলাম। তিনি নামায পড়তে দাঁড়ালেন। আমার গায়ে একটি চাদর ছিল। আমি তার দুই প্রান্ত দুই কাঁধের ওপর দেয়ার চেষ্টা করছিলাম। তা দিয়ে (ছোট ছিল বিধায়) আমার শরীর ঢাকা যাচ্ছিল না। তবে তাতে আঁচল লাগানো ছিল। আমি তা উল্টে নিলাম এবং দুই বিপরীত দিকে দুই কাঁধের ওপর তার দুই মাথা ফেলে দিলাম। তারপর আমি ঝুঁকে গেলাম এবং চিবুক দ্বারা তা চেপে ধরে রাখলাম, যাতে পড়ে না যায়। তারপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বামপাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি আমার হাত ধরে আমাকে ঘুরিয়ে এনে তাঁর ডানপাশে দাঁড় করালেন। পরে ইবনে সাখরা এসে তাঁর বামপাশে দাঁড়ালো। তিনি তাঁর দুই হাতে আমাদের উভয়ের হাত ধরে তাঁর পেছনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি লক্ষ্য করছিলেন। আমি বুঝতেই পারি নাই, পরে বুঝলাম। তিনি ইশারায় আমাকে বললেন ঃ ওটাকে 'তহ্বন্দ' বানিয়ে নাও। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে জাবির! আমি বল্লাম, আমি হাযির, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন ঃ চাদর যখন প্রশস্ত হয়, তখন তার দুই মাথা বিপরীতভাবে দুই কাঁধের ওপর দাও, আর যখন অপরিসর হয় তখন কোমরে বেঁধে নাও।

টীকা ঃ এ হাদীস থেকে জানা গেল, ইমামের সাথে দুইজন মোক্তাদী হলে ইমাম আগে দাঁড়াবে এবং তাঁরা তার পেছনে দাঁড়াবে। তবে ডানে-বায়ে দাঁড়ানোও জায়েয।

٦٣٥- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ قَالَ قَالَ عُمَرُ اِذَا كَانَ لِاَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ اِلاَّ ثَوْبٌ وَّاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهٖ وَلاَ يَشْتَمِلْ اِشْتِمَالَ الْيَهُوْدِ.

৬৩৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন অথবা উমার (রা) বলেছেন, তোমাদের কারো নিকট যদি দু'টি কাপড় থাকে, তাহলে ঐগুলো পরেই যেন সে নামায পড়ে। আর যদি একটি মাত্র কাপড় থাকে, তাহলে তা দ্বারা সে যেন লুঙ্গি বানিয়ে নেয় এবং ইহুদীদের ন্যায় দুই কাঁধে ঝুলিয়ে না দেয়।

টীকা ঃ ইহুদীরা কাপড় নিয়ে গায়ে জড়িয়ে দেয় এবং তার দুই পাশ দুই কাঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় নামায পড়ে।

٦٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا اَبُوْ تُمَيْلَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ ثَنَا اَبُو الْمُنِيْبِ عُبَيْدُ اللّٰهِ الْعَتَكِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّصَلِّيَ فِيْ لِحَافٍ وَلاَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَالْاٰخَرَ اَنْ يُّصَلِّيَ فِيْ سَرَاوِيْلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ.

৬৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন একটি মাত্র চাদরে নামায পড়তে যদি তার দুই বিপরীত দিক দুই কাঁধের সাথে না বাঁধা হয়। তিনি আরো নিষেধ করেছেন, গায়ে চাদর না পরে শুধুমাত্র পাজামা পরে নামায পড়তে।

بَابُ الْاِسْبَالِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৮৩ ঃ নামাযে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া

٦٣٧- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ اَخْزَمَ ثَنَا اَبُوْ دَاوُدَ عَنْ اَبِىْ عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ اَسْبَلَ اِزَارَهُ فِىْ صَلٰوتِهِ خُيَلاَءَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ عَزَّ وجَلَّ ذِكْرُهُ فِىْ حِلٍّ وَلاَ حَرَامٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا جَمَاعَةٌ عَنْ عَاصِمٍ مَوْقُوْفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُوْدٍ مِنْهُمْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَاَبُو الْاَحْوَصِ وَاَبُوْ مُعَاوِيَةَ.

৬৩৭। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি অহংকারবশত নামাযের মধ্যে তার পাজামা/লুঙ্গি (পায়ের গিরার নিচে) ঝুলিয়ে দেয়, মহান আল্লাহ তার জন্য জান্নাতও হালাল করবেন না এবং জাহান্নামও হারাম করবেন না।

আবু দাউদ (র) বলেন, একদল রাবী আসেম (র)-এর সূত্রে হাদীসটি মওকূফ অর্থাৎ ইবনে মাসউদ (রা)-র বক্তব্যরূপে বর্ণনা করেছেন। হাম্মাদ ইবনে সালামা, হাম্মাদ ইবনে যায়েদ, আবুল আহ্ওয়াস ও আবু মুআবিয়া (র) প্রমুখ তাদের অন্তর্ভুক্ত।

টীকা ঃ অথবা এর অর্থ হলো ঃ আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করবেন না এবং বদ আমল থেকেও হেফাজত করবেন না।

٦٣٨- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا اَبَانٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ جَعْفَرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يُّصَلِّىْ مُسْبِلاً اِزَارَهُ اِذْ قَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَكَ اَمَرْتَهُ اَنْ يَّتَوَضَّأَ ثُمَّ سَكَتَّ عَنْهُ قَالَ اِنَّهُ كَانَ يُصَلِّىْ وَهُوَ مُسْبِلٌ اِزَارَهُ وَاِنَّ اللّٰهَ جَلَّ ذِكْرُهُ لاَ يَقْبَلُ صَلٰوةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ اِزَارَهُ.

৬৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা এক ব্যক্তি তার লুঙ্গি (পায়ের গোছার নিচে) ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়ছিল। এতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন ঃ যাও, উযু করে আসো। লোকটি উযু করে আসলে তিনি আবার বললেন ঃ যাও উযু করো। সে গিয়ে আবার উযু করলো এবং ফিরে আসলো। একজন বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি তাকে কেন উযু করতে বললেন? তিনি বলেন ঃ সে তার লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। আর মহান আল্লাহ্ লুঙ্গি ঝুলিয়ে নামায আদায়কারীর নামায কবুল করেন না।

টীকা ঃ সাধারণত অহংকার ও আত্মম্ভরিতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি-পাজামা ঝুলিয়ে পরার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কখনো তা এতদূর ঝুলিয়ে দেয়া হয় যে, মাটির সাথে হেঁচড়াতে থাকে। এখানে এ ধরনের লোকের কথা বলা হয়েছে।

بَابُ فِىْ كَمْ تُصَلِّى الْمَرْاَةُ

অনুচ্ছেদ-৮৪ ঃ মহিলারা কয়টি কাপড় পরে নামায পড়বে?

٦٣٩- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا سَأَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّىْ فِيْهِ الْمَرْاَةُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّىْ فِى الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِىْ يُغَيِّبُ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا.

৬৩৯। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুন্‌ফুয্ (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তার

মাতা উম্মু সালামা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা ক'টি কাপড় পরিধান করে নামায পড়তে পারে? তিনি বললেন, এক ওড়না ও এক জামা পরে নামায পড়তে পারে, যে জামা হবে পূর্ণ এবং লম্বা হবে এরূপ যে, পায়ের উপরি ভাগ তা দ্বারা ঢেকে যায়।

٦٤٠- حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسٰى ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِى ابْنَ دِيْنَارٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِىْ دِرْعٍ وَّخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا اِزَارٌ قَالَ اِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّىْ ظُهُوْرَ قَدَمَيْهَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوٰى هٰذَا الْحَدِيْثَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَاِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ وَابْنُ اِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ اُمِّهِ عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ لَمْ يَذْكُرْ اَحَدٌ مِّنْهُمُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَرُوْا بِهِ عَلٰى اُمِّ سَلَمَةَ.

৬৪০। মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ (র) একই হাদীস বর্ণনা করেছেন, উম্মু সালামা (রা)-র সূত্রে। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, মহিলারা কি ইযার ছাড়া শুধুমাত্র এক জামা ও এক ওড়নাতে নামায পড়তে পারে? তিনি বলেন ঃ জামা যদি এতখানি লম্বা হয় যে, পায়ের উপরিভাগ পর্যন্ত ঢেকে যায়, তাহলে পড়তে পারে।

بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّىْ بِغَيْرِ خِمَارٍ

অনুচ্ছেদ-৮৫ ঃ খোলা মাথায় মহিলাদের নামায পড়া

٦٤١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَقْبَلُ اللّٰهُ صَلٰوةَ حَائِضٍ اِلاَّ بِخِمَارٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ سَعِيْدٌ يَعْنِىْ ابْنَ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬৪১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ওড়না ছাড়া প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার নামায কবুল করেন না।

٦٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ

اَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ عَلٰى صَفِيَّةَ اُمِّ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ فَرَأَتْ بَنَاتًا لَهَا فَقَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَفِىْ حُجْرَتِىْ جَارِيَةٌ فَاَلْقٰى اِلَىَّ حِقْوَهُ وَقَالَ لِىْ شُقِّيْهِ بِشُقَّتَيْنِ فَاَعْطِىْ هٰذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِىْ عِنْدَ اُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا فَاِنِّىْ لاَ اُرَاهَا اِلاَّ قَدْ حَاضَتْ اَوْلاَ اُرَاهُمَا اِلاَّ قَدْ حَاضَتَا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَكَذٰلِكَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ.

৬৪২। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। আয়েশা (রা) তালহার মা সাফিয়্যার নিকট গেলেন। তিনি সাফিয়্যার মেয়েদের দেখে বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন। তখন আমার নিকট একটি বালিকা ছিল। তিনি আমাকে তার একখানা লুংগি দিয়ে বলেন ঃ এটিকে চিরে দুই টুকরা করে এক টুকরা এই বালিকাটিকে দাও, অপরটি উম্মে সালামার নিকট যে বালিকা রয়েছে তাকে দাও। কেননা আমি তাকে অথবা তাদের উভয়কে প্রাপ্তবয়স্কা মনে করি। আবু দাউদ বলেন, এরূপই বর্ণনা করেছেন হিশাম (র) মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে।

بَابُ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ

অনুচ্ছেদ-৮৬ ঃ নামাযরত অবস্থায় দেহের উপরিভাগ থেকে নিচের দিকে কাপড় ঝুলিয়ে দেয়া

٦٤٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَاِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسٰى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحْوَلِ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ وَاَنْ يُّغَطِّىَ الرَّجُلُ فَاهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عِسْلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِى الصَّلٰوةِ.

৬৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযে কাপড় উপর থেকে নিচের দিকে ঝুলিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন এবং নামাযে মুখ ঢেকে রাখতেও নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ বলেন, এ হাদীসই 'ইস্ল্ (র) 'আতা (র)-র মাধ্যমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন নামাযের মধ্যে কাপড় ঝুলিয়ে দিতে।

টীকা ঃ খাত্তাবী বলেন, এর মানে হলো ঃ কাপড় এমনভাবে ঝুলিয়ে দেয়া যাতে তা মাটির সাথে লেগে যায়। এটা সাধারণত অহংকারবশতই করা হয়ে থাকে। নিহায়া গ্রন্থে রয়েছে ঃ গায়ে কাপড় জড়িয়ে উপর থেকে নিচের দিকে ছেড়ে দেয়া, যেরূপ ইহুদীরা করে থাকে। কেউ কেউ কাপড় ঝুলানো বলতে মাথার ওপর চাদর জড়িয়ে তা নিচের দিকে প্রলম্বিত করে দেয়াকে বুঝিয়েছেন। কেউ বলেছেন, জুব্বায় এটা হয়, সাধারণত জুব্বা পরে আস্তিনের ভেতরেই হাত রাখার দ্বারা।

٦٤٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّي سَادِلاً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ عِسْلٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَكْثَرُ مَا رَأَيْتُ عَطَاءً يُصَلِّيْ سَادِلاً. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا يُضَعِّفُ ذٰلِكَ الْحَدِيْثَ.

৬৪৪। ইবনে জুরায়েজ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অধিকাংশ সময় 'আতা (র)-কে কাপড় ঝুলিয়ে দিয়ে নামায পড়তে দেখেছি। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী (সা) নামাযরত অবস্থায় কাঁধের উপর থেকে কাপড় ঝুলিয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। আবু দাউদ (র) বলেন, 'আতা (র)-এর এই আচরণ আবু হুরায়রা (রা)-র ঐ হাদীসকে দুর্বল করেছে।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِيْ شُعُرِ النِّسَاءِ

অনুচ্ছেদ-৮৭ ঃ স্ত্রীলোকের পরিধেয় বস্ত্রের অংশবিশেষের উপর নামায পড়া

٦٤٥- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا الْاَشْعَثُ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ سِيرِيْنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَقِيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّيْ فِيْ شُعُرِنَا اَوْلُحُفِنَا. قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ شَكَّ اَبِيْ.

৬৪৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের পরিধেয় বস্ত্রে বা আমাদের লেপের উপর নামায পড়তেন না।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّيْ عَاقِصًا شَعْرَهُ

অনুচ্ছেদ-৮৮ ঃ পুরুষ লোকের চুলের ঝুঁটি বেঁধে নামায পড়া

٦٤٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ عِمْرَانُ بْنُ مُوْسٰى عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ

اَنَّهُ رَاٰى اَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ وَهُوَ يُصَلِّيْ قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَهُ فِي قَفَاهُ فَحَلَّهَا اَبُوْ رَافِعٍ فَالْتَفَتَ حَسَنٌ اِلَيْهِ مُغْضَبًا فَقَالَ اَبُوْ رَافِعٍ اَقْبِلْ عَلٰى صَلٰوتِكَ وَلَا تَغْضَبْ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ ذَالِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ مَقْعَدَ الشَّيْطَانِ يَعْنِيْ مَغْرِزَ ضَفْرِهِ.

৬৪৬। সাঈদ ইবনে আবু সাঈদ আল-মাকবূরী (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্ত দাস আবু রাফে (রা)-কে হাসান ইবনে আলী (রা)-র নামাযরত অবস্থায় তার পাশ দিয়ে যেতে দেখলেন। তিনি গর্দানের পেছনে চুলের ঝুটি বেঁধে নামায পড়ছিলেন। আবু রাফে (রা) তা খুলে দিলেন। এতে হাসান (রা) তার প্রতি রাগতঃভাবে তাকালেন। আবু রাফে (রা) বলেন, নামায পড়ো, গোস্বা হয়ো না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এটা (অর্থাৎ চুলের ঝুঁটি) হচ্ছে শয়তানের ঘাঁটিবিশেষ।

٦٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَاٰى عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّيْ وَرَاْسُهُ مَعْقُوْصٌ مِّنْ وَّرَائِهِ فَقَامَ وَرَاءَهُ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ وَاَقَرَّ لَهُ الْاٰخَرُ فَلَمَّا انْصَرَفَ اَقْبَلَ اِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَا لَكَ وَرَاْسِيْ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا مَثَلُ هٰذَا مَثَلُ الَّذِيْ يُصَلِّيْ وَهُوَ مَكْتُوْفٌ.

৬৪৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি আবদুল্লাহ ইবনুল হারিসকে নামায পড়তে দেখলেন। তার মাথার চুল পেছন দিক থেকে বাঁধা ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার পেছনে দাঁড়িয়ে তা খুলতে লাগলেন। তিনি চুপচাপ থাকলেন। নামায শেষ করে তিনি ইবনে আব্বাসের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, আপনি আমার মাথা স্পর্শ করলেন কেন? তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে লোক চুলের ঝুঁটি বেঁধে নামায পড়ে তার উদাহরণ ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যার হাত তার পেছনে বাঁধা রয়েছে, আর এ অবস্থায় সে নামায পড়ছে।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِي النَّعْلِ

অনুচ্ছেদ-৮৯ ঃ জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়া জায়েয

٦٤٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ

بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

৬৪৮। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর জুতাজোড়া তাঁর বাম পাশে রেখে নামায পড়তে দেখেছি।

٦٤٩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُوْ عَاصِمٍ قَالاَ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ سُفْيَانَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْعَابِدِيُّ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمَكَّةَ فَاسْتَفْتَحَ سُوْرَةَ الْمُؤْمِنِيْنَ حَتّٰى اِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسٰى وَهَارُوْنَ اَوْ ذِكْرُ مُوْسٰى وَعِيْسٰى اِبْنُ عَبَّادٍ يَشُكُّ اَوِ اخْتَلَفُوْا اَخَذَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُعْلَةٌ فَحَذَفَ فَرَكَعَ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَالِكَ.

৬৪৯। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামাযে তিনি সূরা আল-মু'মিনূন থেকে পড়া শুরু করলেন। যখন তিনি মূসা ও হারূন (আ)-এর কিচ্ছা অথবা মূসা ও ঈসা (আ)-এর কিচ্ছা পর্যন্ত পৌঁছলেন, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাশি আরম্ভ হলো। তিনি কিরাআত ছেড়ে দিলেন ও রুকূ করলেন। আবদুল্লাহ ইবনুস সায়েব তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

٦٥٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ اَبِيْ نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ بِاَصْحَابِهِ اِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ ذَالِكَ اَلْقَوْا نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوتَهُ قَالَ مَا حَمَلَكُمْ عَلٰى اِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَاَيْنَاكَ اَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَاَلْقَيْنَا نِعَالَنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ جِبْرَائِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَتَانِيْ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّ فِيْهِمَا

اَوْ قَالَ اَذًى وَقَالَ اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فَاِنْ رَاٰى فِىْ نَعْلَيْهِ قَذَرًا اَوْ اَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيْهِمَا.

৬৫০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের নিয়ে নামায পড়ছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁর জুতা জোড়া খুলে তাঁর বাম পাশে রেখে দিলেন। লোকেরা এটা দেখে তারাও তাদের জুতা খুলে রেখে দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযশেষে বলেন ঃ তোমরা তোমাদের জুতা খুলে ফেললে কেন? তারা বললো, আমরা আপনাকে আপনার জুতা জোড়া খুলে রেখে দিতে দেখেছি। তাই আমরাও আমাদের জুতা খুলে ফেলেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমার নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে আমাকে জানালেন, আপনার জুতাদ্বয়ে নাপাকি আছে (তাই আমি তা খুলে ফেলেছি)। তিনি আরো বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন যেন সে তার জুতা জোড়া দেখে নেয়। তাতে কোনরূপ ময়লা বা নাপাকি দেখতে পেলে তা যেন জমিনে রগড়ে নেয়, তারপর ঐগুলো পরে নামায পড়ে।

টীকা ঃ সাহাবীরা মনে করেছিলেন, জুতা পরে নামায পড়া নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই তারা জুতা খুলে ফেলেছিলেন। না জেনে নাপাক কাপড় বা জুতা পরে অথবা নাপাক জায়গাতে নামায পড়ে ফেললে নামায হয়ে যাবে। শাফিঈ (র)-এরও এটাই প্রাচীন মত। এ হাদীস থেকেও তাই প্রমাণিত হয়।

٦٥١- حَدَّثَنَا مُوْسٰى يَعْنِى ابْنَ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا اَبَانُ ثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِىْ بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا قَالَ فِيْهِمَا خُبْثٌ قَالَ فِى الْمَوْضِعَيْنِ خُبْثٌ.

৬৫১। বাক্‌র ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বানুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে ঃ জুতা দু'টিতে নাপাকি রয়েছে, দুই জায়গাতেই একই শব্দ ('খুবসুন') ব্যবহৃত হয়েছে।

٦٥٢- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ عَنْ هِلَالِ بْنِ مَيْمُوْنٍ الرَّمْلِىِّ عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِفُوْا الْيَهُوْدَ فَاِنَّهُمْ لَا يُصَلُّوْنَ فِىْ نِعَالِهِمْ وَلَا خِفَافِهِمْ.

৬৫২। ই'য়ালা ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আওস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইহুদীদের বিপরীত করো। তারা জুতা ও মোজা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়ে না।

٦٥٣- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُسَيْنٍ

الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ حَافِيًا وَمُنْتَعِلاً.

৬৫৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কখনো খালি পায়ে আবার কখনো জুতা পরিহিত অবস্থায় নামায পড়তে দেখেছি।

بَابُ الْمُصَلِّيْ إِذَا خَلَعَ نَعْلَيْهِ أَيْنَ يَضَعُهُمَا

অনুচ্ছেদ-৯০ ঃ নামাযী তার জুতা খুলে কোথায় রাখবে?

٦٥٤- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا صَالِحُ بْنُ رُسْتُمَ أَبُوْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ يُوْسُفَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَتَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ لَا يَكُوْنَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.

৬৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করে, সে যেন তার ডান পাশে জুতা না রাখে, তার বাম দিকেও যেন না রাখে। কারণ তা অন্যের ডান পাশে হবে। তবে বাম পাশে যদি কেউ না থাকে (তাহলে বাম পাশে রাখা যেতে পারে), বরং উভয় পায়ের মধ্যখানে রাখবে।

٦٥٥- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ثَنَا بَقِيَّةُ وَشُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَلَا يُؤْذِ بِهِمَا أَحَدًا لِيَجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَوْ لِيُصَلِّ فِيْهِمَا.

৬৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কেউ যখন নামায পড়ার ইচ্ছা করে ও জুতা খোলে, সে যেন তা দিয়ে অন্যকে কষ্ট না দেয়, বরং জুতা দু'টিকে যেন দুই পায়ের মাঝখানে রেখে দেয় অথবা তা পরেই নামায পড়ে নেয়।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

অনুচ্ছেদ-৯১ ঃ ছোট চাটাইয়ে নামায পড়া

٦٥٦- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ اَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ حَدَّثَتْنِيْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَاَنَا حِذَاءَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ.

৬৫৬। মায়মূনা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) নামায পড়তেন, আর আমি হায়েয অবস্থায় তার পাশেই থাকতাম। কখনো বা তাঁর কাপড় আমার গায়ে লেগে যেত– যখন তিনি সিজদা করতেন। আর তিনি নামায পড়তেন (খেজুরপাতার ছোট) চাটাইয়ের উপরও।

بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

অনুচ্ছেদ-৯২ ঃ চাটাইয়ের উপর নামায পড়া

٦٥٧- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُعَاذٍ ثَنَا اَبِيْ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَنَسِ بْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ رَجُلٌ ضَخْمٌ وَكَانَ ضَخْمًا لاَ اَسْتَطِيْعُ اَنْ اُصَلِّيَ مَعَكَ وَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا وَدَعَاهُ اِلٰى بَيْتِهِ فَصَلِّ حَتّٰى اَرَاكَ كَيْفَ تُصَلِّيْ فَاَقْتَدِيَ بِكَ فَنَضَحُوْا لَهُ طَرَفَ حَصِيْرٍ كَانَ لَهُمْ فَقَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ قَالَ فَلاَنُ ابْنُ الْجَارُوْدِ لاَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَكَانَ يُصَلِّي الضُّحٰى قَالَ لَمْ اَرَهُ صَلّٰى اِلاَّ يَوْمَئِذٍ.

৬৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক স্থূলকায় আনসারী ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি একজন স্থূলকায় পুরুষ। আপনার সাথে নামায পড়ার ক্ষমতা আমার নেই। সে লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য খানা তৈয়ার করলো এবং তাঁকে তার বাড়ীতে যেতে আহ্বান করলো ও বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এখানে নামায পড়ুন। যাতে আমি জেনে নিতে পারি, আপনি কিভাবে নামায পড়েন এবং যাতে আমি আপনার অনুসরণ করতে পারি। লোকেরা তাঁর জন্য একটি (বড়) চাটাইয়ের একাংশ ধুইল। তাতে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই রাকআত নামায পড়লেন। ইবনুল জারূদ (র) আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে

বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি চাশতের নামায পড়তেন? তিনি বলেন, আমি তো তাঁকে ঐদিন ছাড়া আর কখনো এই সময় নামায পড়তে দেখিনি।

٦٥٨- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا الْمُثَنّٰى بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنِيْ قَتَادَةُ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُوْرُ اُمَّ سُلَيْمٍ فَتُدْرِكُهُ الصَّلٰوةُ اَحْيَانًا فَيُصَلِّىْ عَلٰى بِسَاطٍ لَنَا وَهُوَ حَصِيْرٌ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ.

৬৫৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মু সুলাইম (রা)-র সাক্ষাতে যেতেন। কখনো বা নামাযের সময় হয়ে যেত। তিনি তখন নামায পড়ে নিতেন একটি ফরাশ বা চাটাইয়ের ওপর। উম্মু সুলাইম (রা) সেটিকে পানি দ্বারা ধুয়ে দিতেন।

٦٥٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ بِمَعْنَى الْاِسْنَادِ وَالْحَدِيْثِ قَالاَ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ عَنْ يُوْنُسَ ابْنِ الْحَارِثِ عَنْ اَبِىْ عَوْنٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ عَلَى الْحَصِيْرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوْغَةِ.

৬৫৯। মুগীরা ইবনে শো'বা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন চাটাই ও প্রক্রিয়াজাত করা লোমবিশিষ্ট চামড়ার ওপর।

بَابُ الرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلٰى ثَوْبِهِ

অনুচ্ছেদ-৯৩ ঃ কোন ব্যক্তি তার পরনের কাপড়ে সিজদা করলে

٦٦٠- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ثَنَا بِشْرٌ يَعْنِى ابْنَ الْمُفَضَّلِ ثَنَا غَالِبٌ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ شِدَّةِ الْحَرِّ فَاِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ اَحَدُنَا اَنْ يُّمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الْاَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

৬৬০। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা প্রচণ্ড গরমের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায পড়তাম। আমাদের কেউ যখন গরমের দরুন জমিনে সিজদা করতে পারতো না তখন পরিধেয় বস্ত্রের উপর সিজদা করতো।

تَفْرِيعُ اَبْوَابِ الصُّفُوْفِ

بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوْفِ

অনুচ্ছেদ-৯৪ ঃ নামাযের কাতার সোজা করা

٦٦١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِىُّ ثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ سَأَلْتُ سُلَيْمَانَ الْاَعْمَشَ عَنْ حَدِيْثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ فِى الصُّفُوْفِ الْمُقَدَّمَةِ فَحَدَّثَنَا عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ تَمِيْمِ بْنِ طَرَفَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ تَصُفُّوْنَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قُلْنَا وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ يُتِمُّوْنَ الصُّفُوْفَ الْمُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُّوْنَ فِى الصَّفِّ.

৬৬১। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি কাতারবদ্ধ হবে না যেরূপ ফেরেশতারা কাতারবদ্ধ হয়ে থাকে তাদের প্রতিপালকের নিকট? আমরা বললাম, ফেরেশতারা কিরূপে কাতারবদ্ধ হয় তাদের প্রতিপালকের নিকট? তিনি বলেন ঃ সর্বাগ্রে তারা প্রথম কাতার পূর্ণ করে, তারপর পরবর্তী কাতার, তারপর এর পরের কাতার। আর তারা পরস্পর মিলে মিলে দাঁড়ায়।

٦٦٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ اَبِى الْقَاسِمِ الْجَدَلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ اَقْبَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ ثَلاَثًا وَاللّٰهِ لَتُقِيْمُنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ قَالَ فَرَاَيْتُ الرَّجُلَ يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ.

৬৬২। আবুল কাসেম আল-জাদালী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনবার বললেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর। আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের অন্তরের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি করে দেবেন। নু'মান (রা) বলেন, আমি এক লোককে

দেখলাম, সে তার সঙ্গীর বাহুমূলের সাথে নিজের বাহুমূল, তার হাঁটুর সাথে নিজের হাঁটু এবং তার গোড়ালীর সাথে নিজের গোড়ালী মিলিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

٦٦٣- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّيْنَا فِي الصُّفُوْفِ كَمَا يُقَوِّمُ الْقِدْحُ حَتّٰى اِذَا ظَنَّ اَنْ قَدْ اَخَذْنَا ذَالِكَ عَنْهُ وَفَقِهْنَا اَقْبَلَ ذَاتَ يَوْمٍ بِوَجْهِهِ اِذَا رَجُلٌ مُنْتَبِذٌ بِصَدْرِهِ فَقَالَ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ.

৬৬৩। সিমাক ইবনে হারব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (নামাযের) কাতারে এভাবে সোজা করতেন যেরূপ তীরের ফলা সোজা ও বরাবর করা হয়। এমনকি তিনি যখন বুঝলেন, আমরা এ ব্যাপারে তাঁর তালীম আত্মস্থ করে নিয়েছি ও বুঝেছি, তখন একদিন তিনি সশরীরে (আমাদের দিকে) ঘুরে দেখতে পেলেন, একজনের বুক সামনের দিকে এগিয়ে রয়েছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের কাতারসমূহ সোজা করে নাও, অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন।

টীকা ঃ কেননা প্রকাশ্য বিরোধ আন্তরিক বিরোধের প্রথম ধাপ। আজকাল আমাদের মাঝে কাতার সোজা করার ব্যাপারে তেমন কোন সতর্কতা নেই। সম্ভবত মুসলিম সমাজের মধ্যে বিরোধ তথা ঐক্য-সংহতির চরম অবনতির জন্য এটাও দায়ী।

٦٦٤- حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَاَبُوْ عَاصِمِ بْنِ جَوَّاسٍ الْحَنَفِيُّ عَنْ اَبِي الْاَحْوَصِ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلٰى نَاحِيَةٍ يَمْسَحُ صُدُوْرَنَا وَمَنَاكِبَنَا وَيَقُوْلُ لاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصُّفُوْفِ الْاُوَلِ.

৬৬৪। আল-বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাতারের মধ্যে প্রবেশ করতেন। একদিক থেকে প্রবেশ করে অপরদিক দিয়ে বের হয়ে যেতেন। তিনি আমাদের বুক ও বাহুমূল ধরে ধরে বরাবর করে দিতেন, আর বলতেন ঃ আগ-পিছ হয়ে দাঁড়িও না। অন্যথা তোমাদের অন্তরও বিরোধপূর্ণ হয়ে যাবে। তিনি আরো বলতেন ঃ নিশ্চয় মহান আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারা দু'আ করে থাকেন প্রথম কাতারসমূহের প্রতি।

٦٦٥- حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ثَنَا خَالِدٌ يَعْنِى ابْنَ الْحَارِثِ ثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِى ابْنَ اَبِى صَغِيْرَةَ عَنْ سِمَاكٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّىْ يَعْنِى صُفُوْفَنَا اِذَا قُمْنَا لِلصَّلٰوةِ فَاِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ.

৬৬৫। সিমাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নু'মান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়াতাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারসমূহ সোজা করে দিতেন। যখন আমরা সমান্তরালভাবে দাঁড়িয়ে যেতাম তখন তিনি তাকবীর বলতেন।

٦٦٦- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْغَافِقِىُّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ وَحَدِيْثُ ابْنِ وَهْبٍ اَتَمُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ كَثِيْرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ اَبِىْ شَجَرَةَ لَمْ يَذْكُرِ ابْنَ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَقِيْمُوا الصُّفُوْفَ وَحَاذُوْا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ لَمْ يَقُلْ عِيْسٰى بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ وَلاَ تَذَرُوْا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَّصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ.

قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَبُوْ شَجَرَةَ كَثِيْرُ بْنُ مُرَّةَ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَمَعْنٰى وَلِيْنُوْا بِاَيْدِىْ اِخْوَانِكُمْ اِذَا جَاءَ رَجُلٌ اِلَى الصَّفِّ فَذَهَبَ يَدْخُلُ فِيْهِ فَيَنْبَغِىْ اَنْ يُّلَيِّنَ لَهُ كُلُّ رَجُلٍ مَنْكِبَيْهِ حَتّٰى يَدْخُلَ فِى الصَّفِّ.

৬৬৬। ইবনে উমার ও আবু শাজারা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতারসমূহ সোজা কর এবং পরস্পরের বাহুমূলকে বরাবর করে নাও, আর শূন্য জায়গা বন্ধ বা পূর্ণ করে নাও। তোমাদের ভাইদের হাতে নরম হয়ে যাও। রাবী ঈসার বর্ণনায়, "তোমাদের ভাইয়ের হাতে" শব্দগুলো নেই। শয়তানের জন্য কাতারের মাঝখানে খালি জায়গা রেখে দিও না। যে ব্যক্তি কাতার মিলাবে, আল্লাহও তাকে মিলাবেন তাঁর রহমত দ্বারা। আর যে ব্যক্তি কাতার ভঙ্গ করবে, আল্লাহও তাকে কর্তন করবেন তাঁর রহমত থেকে।

টীকা ঃ অর্থাৎ কাতার সোজা করার জন্য কেউ তোমাকে এদিক-সেদিক নিতে চাইলে নরম হয়ে যাবে, রুক্ষ ভাব দেখাবে না।

٦٦٧- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا اَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْاَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ اِنِّيْ لَاَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَاَنَّهَا الْحَذَفُ.

৬৬৭। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (নামাযের) কাতারসমূহে মিলে মিলে দাঁড়াবে। এক কাতারকে আরেক কাতারের নিকটে রাখবে। তোমাদের গর্দানকে পরস্পর বরাবর রাখবে। যে সত্তার হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! আমি চাক্ষুস দেখতে পাই, কাতারের যে স্থানে খালি জায়গা থাকে, শয়তান ঐ জায়গা দিয়ে প্রবেশ করে থাকে, যেন সেটি একটি বকরীর বাচ্চা।

٦٦٨- حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ.

৬৬৮। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযে) তোমরা কাতারসমূহ সোজা করে নেবে। কারণ কাতারসমূহ সোজা করার দ্বারাই নামায পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

টীকা ঃ কাজেই কাতার সোজা করার বিষয়টিকে অপ্রয়োজনীয় ও গুরুত্বহীন মনে করো না। নামাযের মতই এটাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করবে। হারামাইন শরীফাইনে তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার আগে মুকাব্বের নিয়মিত এই হাদীসটি শুনিয়ে থাকেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তদনুসারে আমল সামান্যই করা হয়।

٦٦٩- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ ابْنِ السَّائِبِ صَاحِبِ الْمَقْصُوْرَةِ قَالَ صَلَّيْتُ اِلٰى جَنْبِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمًا فَقَالَ هَلْ تَدْرِيْ لِمَ صُنِعَ هٰذَا الْعُوْدُ فَقُلْتُ لاَ وَاللّٰهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ عَلَيْهِ يَدَهُ فَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَاعْدِلُوْا صُفُوْفَكُمْ.

৬৬৯। মুহাম্মাদ ইবনে মুসলিম ইবনুস সায়েব (র), যিনি ছিলেন প্রাসাদের মালিক– থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর পাশে দাঁড়িয়ে নামায পড়লাম। তিনি বললেন, তুমি কি জানো এ কাষ্ঠ খণ্ডটি কেন তৈরী করা হয়েছে? আমি বললাম, আল্লাহ্র শপথ! আমি জানি না। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটার ওপর তাঁর হাত রাখতেন, তারপর বলতেন ঃ তোমরা সোজা হও এবং তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও।

٦٧٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ الْاَسْوَدِ ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ اَنَسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ اَخَذَهُ بِجَنْبِهٖ ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ اِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ ثُمَّ اَخَذَ بِيَسَارِهٖ فَقَالَ اِعْتَدِلُوْا سَوُّوْا صُفُوْفَكُمْ.

৬৭০। আনাস (রা) থেকে উক্ত হাদীস এরূপই বর্ণিত হয়েছে। তবে তাতে এও রয়েছে ঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাযে দাঁড়াতেন, তখন ঐ কাষ্ঠ খণ্ডটি তাঁর ডান হাতে ধরতেন। তারপর তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলতেন ঃ তোমরা সোজা হও। তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও। তারপর সেটি বাম হাতে ধরতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা সোজা হও। তোমাদের কাতারসমূহ বরাবর করে নাও।

٦٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِى ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِىْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِى الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ.

৬৭১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা প্রথম কাতার আগে পূর্ণ করবে, তারপর তার পরবর্তী কাতার পূর্ণ করবে। এরপর যদি কোনরূপ কমতি থাকে তাহলে তা যেন শেষ কাতারে থাকে।

٦٧٢- حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ ثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ثَوْبَانَ اَخْبَرَنِىْ عَمِّىْ عُمَارَةُ بْنُ ثَوْبَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِيَارُكُمْ اَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلٰوةِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ جَعْفَرُ بْنُ يَحْىٰ مِنْ اَهْلِ مَكَّةَ.

৬৭২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের বাহুমূল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নরম থাকে (কাতার সোজা করার জন্য যাদের সহজেই এদিক-সেদিক ঘুরানো যায়, এতে কোনরূপ অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে না)। আবু দাঊদ (র) বলেন, জাফর ইবনে ইয়াহ্ইয়া (র) মক্কার বাসিন্দা।

بَابُ الصُّفُوْفِ بَيْنَ السَّوَارِيْ

অনুচ্ছেদ-৯৫ ঃ খুঁটি বা স্তম্ভসমূহের মাঝখানে কাতার দাঁড়ানো

٦٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيْدِ ابْنِ مَحْمُوْدٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدُفِعْنَا اِلَى السَّوَارِيْ فَتَقَدَّمْنَا وَتَأَخَّرْنَا فَقَالَ اَنَسٌ كُنَّا نَتَّقِيْ هٰذَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

৬৭৩। আবদুল হামীদ ইবনে মাহমূদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সাথে জুমুআর নামায পড়লাম। জনসমাগম বেশি হওয়ার দরুন আমরা খুঁটিসমূহের মাঝখানে যেতে বাধ্য হলাম। ফলে আমাদের কেউ আগে আবার কেউ পেছনে দাঁড়ালো। আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানায় আমরা এভাবে দাঁড়ানো পরিহার করার চেষ্টা করতাম (অর্থাৎ দুই খুঁটির মাঝখানে দাঁড়াতাম না)।

بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ اَنْ يَّلِيَ الْاِمَامَ فِي الصَّفِّ وَكَرَاهِيَةِ التَّأَخُّرِ

অনুচ্ছেদ-৯৬ ঃ কাতারে ইমামের কাছাকাছি দাঁড়ানো উত্তম এবং দূরে দাঁড়ানো অপছন্দনীয়

٦٧٤- حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيْرٍ اَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ اَبِيْ مَعْمَرٍ عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِيَنِّيْ مِنْكُمْ اُولُوا الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ.

৬৭৪। আবু মাসউদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রবীণ ও জ্ঞানী লোকেরা যেন আমার কাছাকাছি দাঁড়ায়। তারপর যারা ঐ গুণে তাদের নিকটতর তারা, তারপর যারা তাদের নিকটতর তারা দাঁড়াবে।

٦٧٥- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا خَالِدٌ عَنْ اَبِيْ مَعْشَرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَزَادَ وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ.

৬৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। তাতে আরো আছে ঃ "তোমরা আগ-পিছ হয়ে দাঁড়াবে না। তাহলে তোমাদের অন্তরেও মতপার্থক্য হয়ে যাবে। আর তোমরা মসজিদে বাজারের ন্যায় শোরগোল করা থেকে বিরত থাকবে।

٦٧٦- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى مَيَامِنِ الصُّفُوْفِ.

৬৭৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন এবং ফেরেশতারা দুআ করে থাকেন কাতারের ডান দিকের (মুসল্লিদের) থেকে।

টীকা ঃ প্রথম কাতারে দাঁড়ানো উত্তম। তার সাথে ডান দিকে দাঁড়ানো আরো উত্তম।

بَابُ مَقَامِ الصِّبْيَانِ مِنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-৯৭ ঃ কাতারে বালকদের দাঁড়াবার স্থান

٦٧٧- حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ شَاذَانَ ثَنَا عَيَّاشُ الرَّقَّامُ ثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى ثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا بُدَيْلٌ ثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَالِكٍ الْاَشْعَرِىُّ اَلاَ اُحَدِّثُكُمْ بِصَلٰوةِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاَقَامَ الصَّلٰوةَ فَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ الْغِلْمَانَ خَلْفَهُمْ ثُمَّ صَلّٰى بِهِمْ فَذَكَرَ صَلٰوتَهُ ثُمَّ قَالَ هٰكَذَا صَلٰوةُ قَالَ عَبْدُ الْاَعْلٰى لاَ اَحْسِبُهُ اِلاَّ قَالَ اُمَّتِىْ.

৬৭৭। আবদুর রহমান ইবনে গান্‌ম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মালিক আল-আশআরী (রা) বলেছেন, আমি কি তোমাদেরকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায সম্পর্কে বলবো না? তিনি নামাযে দাঁড়ালেন। প্রথমে পুরুষদের দাঁড় করালেন, তারপর তাদের পেছনের সারিতে দাঁড় করালেন বালকদের, অতঃপর নামায পড়ালেন। এরপর নবী (সা)-এর নামাযের বর্ণনা দিলেন, পরে নবী (সা) বললেন ঃ এটাই হচ্ছে আমার উম্মাতের নামায, বর্ণনাকারী আবদুল আ'লা বলেন, আমার শায়েখ বলেছেন, 'এটাই হচ্ছে আমার উম্মাতের নামায'।

بَابُ صَفٌّ النِّسَاءِ وَالتَّأَخُّرِ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ

অনুচ্ছেদ-৯৮ ঃ মহিলাদের কাতার এবং তারা সামনের কাতার থেকে পিছনে সরে দাঁড়াবে

٦٧٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ثَنَا خَالِدٌ وَاسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّا عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ اَوَّلُهَا وَشَرُّهَا اٰخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ اٰخِرُهَا وَشَرُّهَا اَوَّلُهَا.

৬৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পুরুষদের সর্বোত্তম কাতার হলো প্রথমটি এবং সবচেয়ে মন্দ হলো শেষেরটি। পক্ষান্তরে মহিলাদের সর্বোত্তম কাতার হলো শেষেরটি এবং সবচেয়ে মন্দ হলো প্রথমটি।

٦٧٩- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَبِيْ كَثِيْرٍ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ فِى النَّارِ.

৬৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বদা একদল লোক প্রথম কাতার থেকে পেছনের দিকে সরতে থাকবে। এমনকি আল্লাহও তাদের জাহান্নামের আগুনের দিকে পিছিয়ে দিবেন।

٦٨٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْخُزَاعِيُّ قَالاَ ثَنَا اَبُو الْاَشْهَبِ عَنْ اَبِيْ نَضْرَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى فِيْ اَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا فَقَالَ لَهُمْ تَقَدَّمُوْا فَأْتَمُّوْا بِيْ وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ وَلاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ حَتّٰى يُؤَخِّرَهُمُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

৬৮০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের দেখলেন প্রথম কাতার থেকে পেছনে সরে যেতে। তিনি তাদের বলেন ঃ সামনে আসো এবং আমার অনুকরণ করো। আর তোমাদের পেছনে যারা রয়েছে তারা অনুসরণ করবে তোমাদের। কিছু লোক সর্বদাই পেছনের দিকে সরতে থাকবে। মহান আল্লাহও তাদের পেছনেই ফেলে রাখবেন।

بَابُ مُقَامِ الْاِمَامِ مِنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-৯৯ ঃ নামাযের কাতারে ইমামের দাঁড়াবার স্থান

٦٨١- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا ابْنُ اَبِىْ فُدَيْكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيْرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنْ اُمِّهِ اَنَّهَا دَخَلَتْ عَلٰى مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِىِّ فَسَمِعَتْهُ يَقُوْلُ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِّطُوْا الْاِمَامَ وَسُدُّوا الْخَلَلَ.

৬৮১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ইমামকে মধ্যখান বরাবর দাঁড় করাও এবং বন্ধ করে দাও (কাতারের মধ্যকার) খালি জায়গাসমূহ।

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّىْ وَحْدَهُ خَلْفَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-১০০ ঃ যে ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায পড়ে

٦٨٢- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ عَنْ وَابِصَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى رَجُلاً يُصَلِّىْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَاَمَرَهُ اَنْ يُعِيْدَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ الصَّلٰوةَ.

৬৮২। ওয়াবিসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী নামায পড়তে দেখলেন। তিনি তাকে পুনর্বার নামায পড়ার নির্দেশ দিলেন।

টীকা ঃ ইমাম আহমাদের মতে এমতাবস্থায় তার নামাযই শুদ্ধ হবে না। অন্যান্য ইমামদের মতে অবশ্য নামায হয়ে যাবে, তবে মাকরূহ হবে।

بَابُ الرَّجُلِ يَرْكَعُ دُوْنَ الصَّفِّ

অনুচ্ছেদ-১০১ ঃ যে ব্যক্তি কাতারে শামিল না হয়েই রুকূ করে

٦٨٣- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ اَنَّ يَزِيْدَ بْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَهُمْ ثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ عَرُوْبَةَ عَنْ زِيَادٍ الْاَعْلَمِ ثَنَا الْحَسَنُ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَ اَنَّهُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَنَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ قَالَ فَرَكَعْتُ دُوْنَ الصَّفِّ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

৬৮৩। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌রা (রা) বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন তখন রুকূতে। আমি কাতারের পেছনেই রুকূ করে নিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বললেন ঃ আল্লাহ তোমার নেকির আকাঙ্ক্ষা আরো বাড়িয়ে দিন, তবে আর এরূপ করো না।

٦٨٤- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا حَمَّادٌ اَنَا زِيَادُ الْاَعْلَمُ عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ اَبَا بَكْرَةَ جَاءَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ فَرَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلٰوتَهُ قَالَ اَيُّكُمُ الَّذِيْ رَكَعَ دُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشٰى اِلَى الصَّفِّ فَقَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ اَنَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.

৬৮৪। হাসান (র) থেকে বর্ণিত। আবু বাক্‌রা (রা) আসলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন রুকূতে। তিনি কাতারের পেছনেই রুকূ করে নিলেন, তারপর কাতারে শামিল হওয়ার জন্য অগ্রসর হলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে কাতারের পেছনে রুকূ করেছে ও পরে কাতারে শামিল হওয়ার জন্য অগ্রসর হয়েছে? আবু বাক্‌রা (রা) বললেন, আমি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ নেকীর জন্য তোমার আকাঙ্ক্ষা আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিন। তবে পুনরায় এরূপ করো না।

تَفْرِيْعُ اَبْوَابِ السُّتْرَةِ

بَابُ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّىْ

অনুচ্ছেদ-১০২ ঃ নামাযী তার সামনে সুত্‌রা (পর্দা) স্থাপন করবে

٦٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرِ الْعَبْدِيُّ اَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَعَلْتَ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلَ مُؤْخَّرَةِ الرَّحْلِ فَلاَ يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ.

৬৮৫। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ (নামাযের সময়) যদি তুমি তোমার সামনে উটের

পিঠের হাওদার পশ্চাৎভাগের কাষ্ঠ দণ্ড বা অনুরূপ কোন কিছু স্থাপন করো, তাহলে তোমার সামনে দিয়ে কারো চলাচলে কোন ক্ষতি হবে না।

টীকা ঃ অর্থাৎ এতে নামায নষ্ট হবে না, যদিও সামনে দিয়ে গাধা, ঘোড়া বা মহিলা যায়। ইমাম আহমাদের মতে, নামাযের সামনে দিয়ে মহিলা ও গাধা গেলে নামায সন্দেহযুক্ত হয়ে যায়। আর কালো কুকুর গেলে নামায নষ্ট হয়ে যায়। জমহুর আলেমদের অভিমত ঃ নামাযীর সম্মুখ দিয়ে এদের চলাচলে নামায নষ্ট হয় না। তবে চলাচলকারী যদি মানুষ হয়, তাহলে সে গুনাহগার হবে। সুত্রা ব্যবহার করলে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে কেউ চলাচল করলে সে গুনাহগার হবে না। নামাযেরও কোন ক্ষতি হবে না এবং ইমামের সুত্রাই মোক্তাদীদের জন্য যথেষ্ট।

٦٨٦- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اٰخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ.

৬৮৬। আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওদার পশ্চাৎভাগের দণ্ডটি এক হাত বা তার চাইতে কিছু বেশি হয়ে থাকে।

٦٨٧- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَّافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَالِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ.

৬৮৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন বের হওয়ার সময় সাথে বর্শা নেয়ার নির্দেশ দিতেন। সেটি সামনে দাঁড় করিয়ে তিনি নামায পড়তেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে থাকতো। তবে তিনি (সাধারণত) সফরে এরূপ করতেন। এজন্যই আজকাল আমীর-উমরাহ বা শাসকরা সাথে বর্শা (বা ক্ষেত্রবিশেষে লাঠি) রেখে থাকে।

٦٨٨- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْفِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ يَمُرُّ خَلْفَ الْعَنَزَةِ الْمَرْاَةُ وَالْحِمَارُ.

৬৮৮। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল-বাতহায় নামায পড়লেন। তার সামনে ছিল একটি বর্শা। তিনি যোহরের দুই রাকআত ও আসরের দুই রাকআত নামায পড়লেন। বর্শার ওপাশ দিয়ে নারী ও গাধা চলাচল করছিল।

بَابُ الْخَطِّ اِذَا لَمْ يَجِدْ عَصًا

অনুচ্ছেদ-১০৩ ঃ ছড়ি না পাওয়া গেলে রেখা টেনে দিবে

٦٨٩- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ عَمْرِو بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُرَيْثٍ اَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ حُرَيْثًا يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصَبْ عَصًا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ اَمَامَهُ.

৬৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন (কোন খোলা স্থানে) নামায পড়ে, সে যেন তার সামনে কিছু দাঁড় করিয়ে নেয়। কিছু না পাওয়া গেলে একটি লাঠি খাঁড়া করে নিবে। সাথে কোন লাঠি না থাকলে (সামনে) একটি রেখা টেনে নিবে। এরপর সামনে দিয়ে কিছু চলাচল করলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না।

٦٩٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ يَعْنِى ابْنَ الْمَدِيْنِيِّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ اَبِيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ جَدِّهِ حُرَيْثٍ رَجُلٍ مِّنْ بَنِيْ عَذْرَةَ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ اَبِى الْقَاسِمِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَكَرَ حَدِيْثَ الْخَطِّ. قَالَ سُفْيَانُ وَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نَشُدُّ بِهِ هٰذَا الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَجِئْ اِلاَّ مِنْ هٰذَا الْوَجْهِ قَالَ قُلْتُ لِسُفْيَانَ اِنَّهُمْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ فَفَكَّرَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا اَحْفَظُ اِلاَّ اَبَا مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. قَالَ سُفْيَانُ قَدِمَ هُنَا رَجُلٌ بَعْدَ مَا مَاتَ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَطَلَبَ هٰذَا الشَّيْخَ اَبَا مُحَمَّدٍ حَتّٰى وَجَدَهُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَخُلِّطَ عَلَيْهِ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ اَحْمَدَ يَعْنِى ابْنَ حَنْبَلٍ سُئِلَ عَنْ وَصْفِ الْخَطِّ غَيْرَ مَرَّةٍ فَقَالَ هٰكَذَا عَرْضًا مِثْلَ الْهِلاَلِ يَعْنِيْ بِالْعَرْضِ حَوْرًا دُوْرًا مِثْلَ الْهِلاَلِ يَعْنِيْ مُنْعَطِفًا. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَسَمِعْتُ مُسَدَّدًا قَالَ قَالَ ابْنُ دَاوُدَ الْخَطُّ بِالطُّوْلِ.

৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন... রাবী তারপর রেখা টানা সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেন। আবু সুফিয়ান বলেন,

আমি এমন কিছু পাইনি যদ্বারা এ হাদীসকে মযবুত করা যেতে পারে। হাদীসটি শুধু উক্ত সনদেই বর্ণিত হয়েছে। রাবী বলেন, আমি সুফিয়ানকে বললাম, লোকেরা তো এতে এখতেলাফ করে থাকে। তিনি কিছুক্ষণ ভেবে বললেন, আমার তো শুধু আবু মুহাম্মাদ ইবনে আমরের কথাই মনে পড়ছে। সুফিয়ান বলেন, ইমসাঈল ইবনে উমায়্যার মৃত্যুর পর এক ব্যক্তি এখানে (কুফায়) এসে এই শায়খ আবু মুহাম্মাদের অনুসন্ধান করে। অবশেষে সে তাকে পেয়ে যায়। সে তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করল। ফলে বিষয়টি তার নিকট ওলট-পালট হয়ে যায়। আবু দাউদ বলেন, আহমাদ ইবনে হাম্বল থেকে আমি একাধিকবার শুনেছি যে, প্রস্থে রেখা টানতে হবে– নবচন্দ্রের ন্যায়। আবু দাউদ বলেন, আমি ইবনে দাউদের মাধ্যমে মুসাদ্দাদকে বলতে শুনেছি : রেখা লম্বালম্বিভাবে টানতে হবে।

٦٩١- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِىُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ رَأَيْتُ شَرِيْكًا صَلّٰى بِنَا فِىْ جَنَازَةٍ الْعَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَعْنِىْ فِىْ فَرِيْضَةٍ حَضَرَتْ.

৬৯১। সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শারীক (র)-কে দেখেছি, তিনি এক মৃতের জানাযার নামায পড়তে এসে আমাদের সাথে আসরের নামায পড়লেন। তিনি তখন উক্ত ফরয নামাযে তার মাথার টুপি (খুলে) সামনে রেখে দিলেন (সুত্‌রা হিসেবে)।

بَابُ الصَّلَاةِ اِلَى الرَّاحِلَةِ

অনুচ্ছেদ-১০৪ : জন্তুযান বা যানবাহন সামনে রেখে নামায পড়া

٦٩٢- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَوَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ وَابْنُ اَبِىْ خَلَفٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ عُثْمَانُ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ اِلَى بَعِيْرِهِ.

৬৯২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উট সামনে রেখে তার দিকে ফিরে নামায পড়তেন।

بَابُ اِذَا صَلّٰى اِلٰى سَارِيَةٍ اَوْ نَحْوِهَا اَيْنَ يَجْعَلُهَا مِنْهُ

অনুচ্ছেদ-১০৫ : কোন ব্যক্তি খুঁটি, স্তম্ভ বা অনুরূপ কিছু সামনে রেখে নামাযে দাঁড়ালে তা তার কোন বরাবর রাখবে?

٦٩٣- حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِىُّ ثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَيَّاشٍ ثَنَا اَبُوْ عُبَيْدَةَ الْوَلِيْدُ بْنُ كَامِلٍ عَنِ الْمُهَلَّبِ بْنِ حُجْرٍ الْبَهْرَانِىِّ عَنْ ضُبَاعَةَ

بِنْتِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْاَسْوَدِ عَنْ اَبِيْهَا قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ اِلٰى عُوْدٍ وَلاَ عَمُوْدٍ وَلاَ شَجَرَةٍ اِلاَّ جَعَلَهُ عَلٰى حَاجِبِهِ الْاَيْمَنِ اَوِ الْاَيْسَرِ وَلاَ يَصْمُدُ لَهُ صَمْدًا.

৬৯৩। মিকদাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি, তিনি যখনই কোন লাকড়ি, স্তম্ভ অথবা গাছের দিকে ফিরে (অর্থাৎ এগুলোকে সুত্‌রা হিসেবে ব্যবহার করে) নামায পড়তেন তখনই তিনি এগুলোকে (চোখের) ডান অথবা বাম বরাবর রাখতেন, দুই চোখের ঠিক মাঝ বরাবর রাখতেন না।

بَابُ الصَّلاَةِ اِلَى الْمُتَحَدِّثِيْنَ وَالنِّيَامِ

অনুচ্ছেদ-১০৬ : বাক্যালাপকারী বা নিদ্রামগ্ন লোকজন সামনে রেখে নামায পড়া

٦٩٤- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَيْمَنَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَعْقُوْبَ بْنِ اِسْحَاقَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِيْ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُصَلُّوْا خَلْفَ النَّائِمِ وَلاَ الْمُتَحَدِّثِ.

৬৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ঘুমন্ত ও বাক্যালাপকারী লোকের পেছনে (তাদেরকে সামনে রেখে) নামায পড়ো না।

بَابُ الدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ

অনুচ্ছেদ-১০৭ : সুত্‌রার কাছাকাছি দাঁড়ানো

٦٩٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ اَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ وَحَامِدُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ السَّرْحِ قَالُوْا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا لاَ يَقْطَعُ الشَّيْطَانُ عَلَيْهِ صَلٰوتَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ

بَعْضُهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَاخْتُلِفَ فِى اِسْنَادِهِ.

৬৯৫। সাহল ইবনে আবু হাস্‌মা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার নিকট সংবাদ পৌছেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সুত্‌রার আড়ালে নামায পড়ে, সে যেন সুত্‌রার নিকটতর থাকে। যাতে শয়তান তার নামায ভংগ না করতে পারে।

٦٩٦- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ وَالنُّفَيْلِىُّ قَالاَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ حَازِمٍ اَخْبَرَنِىْ اَبِىْ عَنْ سَهْلٍ قَالَ وَكَانَ بَيْنَ مُقَامِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مَمَرُّ عَنْزٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ الْخَبَرُ لِلنُّفَيْلِىِّ.

৬৯৬। সাহল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাঁড়াবার স্থান ও তাঁর কেবলার (অর্থাৎ মসজিদের সামনের দেয়ালের) মধ্যবর্তী স্থানে একটি বকরী চলাচল করতে পারে– এই পরিমাণ জায়গা থাকতো।

بَابُ مَا يُؤْمَرُ الْمُصَلِّىْ اَنْ يَّدْرَأَ عَنِ الْمَمَرِّ بَيْنَ يَدَيْهِ

অনুচ্ছেদ-১০৮ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে তাকে বাধা দেয়া

٦٩٧- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّىْ فَلاَ يَدَعْ اَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

৬৯৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামায পড়ে, তার সামনে দিয়ে যেন সে কাউকে যেতে না দেয় এবং সাধ্যমত তাকে বাধা দেয়। যদি সে না মানে, তাহলে তার সাথে যুদ্ধ করা চাই। কারণ সে একটা শয়তান।

টীকা ঃ অর্থাৎ তার কাজ শয়তানের কাজের মতই। কারণ নিষেধাজ্ঞাও সে মানে না।

٦٩٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ اِلٰى سُتْرَةٍ وَلْيَدْنُ مِنْهَا ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

৬৯৮। আবদুর রহমান ইবনে আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ নামায পড়লে সুত্‌রার দিকে পড়বে। আর সে যেন সুত্‌রার নিকটবর্তী থাকে। তারপর রাবী অনুরূপই শেষ পর্যন্ত হাদীসটি বর্ণনা করেন।

٦٩٩- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اَبِى سُرَيْجٍ الرَّازِىُّ ثَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ اَنَا مَسَرَّةُ بْنُ مَعْبَدٍ اللَّخْمِىُّ لَقِيْتُهُ بِالْكُوْفَةِ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ عُبَيْدٍ حَاجِبُ سُلَيْمَانَ قَالَ رَأَيْتُ عَطَاءَ بْنَ يَزِيْدَ اللَّيْثِىَّ قَائِمًا يُّصَلِّىْ فَذَهَبْتُ اَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّنِىْ ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ لاَ يَحُوْلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ اَحَدٌ فَلْيَفْعَلْ.

৬৯৯। সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকের দ্বাররক্ষী আবু উবায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আতা ইবনে ইয়াযীদ আল-লাইসীকে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখলাম। আমি তার সামনে দিয়ে যেতে উদ্যত হলে তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ও কেবলার মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে কারো যাতায়াত থেকে বিরত রাখতে সক্ষম, সে যেন তাই করে।

টীকা : অবশ্য নামাযীরও দায়িত্ব আছে। সুন্নাত, নফল ইত্যাদি নামায মসজিদে এমন স্থানে পড়া উচিৎ যাতে অন্যান্য নামাযীর যাতায়াতে ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়।.

٧٠٠- حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ ثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِى ابْنَ الْمُغِيْرَةِ عَنْ حُمَيْدٍ يَعْنِى ابْنَ هِلاَلٍ قَالَ قَالَ اَبُوْ صَالِحٍ اُحَدِّثُكَ عَمَّا رَأَيْتُ مِنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَسَمِعْتُهُ مِنْهُ دَخَلَ اَبُوْ سَعِيْدٍ عَلٰى مَرْوَانَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى شَىْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَدَا اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِىْ نَحْرِهِ فَاِنْ اَبٰى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِىُّ يَمُرُّ الرَّجُلُ يَتَبَخْتَرُ بَيْنَ يَدَىَّ وَاَنَا اُصَلِّىْ فَاَمْنَعُهُ وَيَمُرُّ الضَّعِيْفُ فَلاَ اَمْنَعُهُ.

৭০০। হুমায়েদ ইবনে হেলাল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু সালেহ (র) বলেছেন, আমি আবু সাঈদ (রা)-কে যা করতে এবং বলতে শুনেছি তাই তোমার নিকট

বর্ণনা করছি। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) মারওয়ানের নিকট গিয়েছিলেন। তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যদি মানুষকে আড়াল করে এমন কিছুকে সুত্রা বানিয়ে নামায পড়ে, আর কেউ তা লংঘন করে তার সামনে দিয়ে যেতে চায় তাহলে তার বক্ষে হাত মেরে যেন তাকে বিরত রাখে। যদি সে না মানে, তাহলে তার সাথে লড়াই করবে। কারণ সে একটা শয়তান।

টীকা ঃ অর্থাৎ নরমে গরমে তাকে বোঝাও ও সতর্ক কর। নামাযের পরই তাকে বোঝাবার এসব চেষ্টা-যত্ন নিতে হবে। নামাযের ভেতর ইশারা-ইঙ্গিতে তাকে নিষেধ করা যেতে পারে।

بَابُ مَا يُنْهٰى عَنْهُ مِنَ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

অনুচ্ছেদ-১০৯ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে যাওয়া নিষেধ

٧٠١- حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِي النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِيَّ اَرْسَلَهُ اِلٰى اَبِيْ جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرٌ لَّهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَ اَدْرِيْ قَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْسَنَةً.

৭০১। বুসর ইবনে সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) তাকে আবু জুহায়েম (রা)-র নিকট পাঠালেন– নামাযীর সামনে দিয়ে গেলে কি (পরিমাণ অন্যায় বা গুনাহ) হবে এ সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন তা জিজ্ঞেস করার জন্য। আবু জুহায়েম (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারী যদি জানতো যে, এর দরুন তাকে কতো মারাত্মক শাস্তি ভোগ করতে হবে, তাহলে নামাযীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ দিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাও অধিকতর ভাল মনে করতো। আবুন নদর বলেন, তিনি চল্লিশ দিন, মাস না বছর বলেছেন, তা আমার স্মরণ নেই।

تَفْرِيْعُ اَبْوَابِ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَمَا لاَ يَقْطَعُهَا

بَابُ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ-১১০ ঃ যা নামাযকে নষ্ট করে দেয়

٧٠٢- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ

مُطَهَّرٍ وَابْنُ كَثِيْرٍ الْمَعْنٰى اَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ الْمُغِيْرَةِ اَخْبَرَهُمْ عَنْ
حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ حَفْصٌ قَالَ
قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالاَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ
اَبُوْ ذَرٍّ يَقْطَعُ صَلٰوةَ الرَّجُلِ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ قِيْدُ اٰخِرَةِ الرَّحْلِ
الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ وَالْمَرْاَةُ فَقُلْتُ مَا بَالُ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَحْمَرِ مِنَ
الْاَصْفَرِ مِنَ الْاَبْيَضِ فَقَالَ يَا ابْنَ اَخِىْ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَاَلْتَنِىْ فَقَالَ الْكَلْبُ الْاَسْوَدُ شَيْطَانٌ.

৭০২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযী ব্যক্তির সামনে যদি (উটের পিঠের) হাওদার পেছনের লাকড়ি পরিমাণ কিছু না থাকে, আর তার সামনে দিয়ে গাধা, কালো কুকুর অথবা স্ত্রীলোক অতিক্রম করে, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বললাম, লাল, হলুদ বা সাদার তুলনায় কালো কুকুরের কি এমন বৈশিষ্ট্য? তিনি বললেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, যেরূপ তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনি বলেছিলেন ঃ কালো কুকুর হচ্ছে একটা শয়তান।

٧٠٣- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ
بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ شُعْبَةُ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ الْمَرْاَةُ
الْحَائِضُ وَالْكَلْبُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اَوْقَفَهُ سَعِيْدٌ وَهِشَامٌ وَهَمَّامٌ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ.

৭০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঋতুবতী মহিলা ও কুকুর নামাযীর নামায নষ্ট করে দেয়।

٧٠٤- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْبَصْرِىُّ ثَنَا مُعَاذٌ ثَنَا هِشَامٌ عَنْ
يَحْيٰى عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَحْسِبُهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ اِلٰى غَيْرِ سُتْرَةٍ فَاِنَّهُ يَقْطَعُ
صَلٰوتَهُ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْخِنْزِيْرُ وَالْيَهُوْدِىُّ وَالْمَجُوْسِىُّ وَالْمَرْاَةُ
وَيُجْزِئُ عَنْهُ اِذَا مَرُّوْا بَيْنَ يَدَيْهِ عَلٰى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ فِىْ
نَفْسِىْ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ شَيْئٌ كُنْتُ ذَاكَرْتُهُ اِبْرَاهِيْمَ وَغَيْرَهُ فَلَمْ اَرَ

أَحَدًا جَاءَ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَلاَ يَعْرِفُهُ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ هِشَامٍ وَأَحْسِبُ الْوَهْمَ مِنِ ابْنِ أَبِيْ سَمِيْنَةَ وَالْمُنْكَرُ فِيْهِ ذِكْرُ الْمَجُوْسِيِّ وَفِيْهِ عَلٰى قَذْفَةٍ بِحَجَرٍ وَذِكْرَ الْخِنْزِيْرُ وَفِيْهِ نَكَرَةٌ. قَالَ أَبُوْ دَاوُدَ وَلَمْ أَسْمَعْ هٰذَا الْحَدِيْثَ إِلاَّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ وَأَحْسِبُهُ وَهِمَ لِأَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُنَا مِنْ حِفْظِهِ.

৭০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যদি সুত্‌রা ছাড়াই নামায পড়ে, তাহলে কুকুর, গাধা, শূকর, ইহুদী, অগ্নিউপাসক অথবা স্ত্রীলোক তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য একটি পাথর ছুড়ে মারলে যতদূর যাবে, ততটুকু দূরত্ব দিয়ে যদি অতিক্রম করে, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস সম্পর্কে আমার মনে কিছু (সন্দেহ) অনুভব করছি। আমি ইবরাহীম (র) প্রমুখের সাথে এ হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করলে আমি দেখলাম, কেউই এটি হিশাম থেকে বর্ণনা করেননি এবংএটি সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আমি কাউকে এ হাদীস হিশামের সাথে সম্পর্কিত করতে দেখিনি। আমার ধারণামতে ইবনে আবী সামীনা থেকে সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছে। এ হাদীসে 'অগ্নি উপাসক', 'কংকর নিক্ষেপের দূরত্ব' ও 'শূকর'-এর উল্লেখ প্রত্যাখ্যাত, অগ্রহণযোগ্য।

আবু দাউদ (র) বলেন, এ হাদীস আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল-বাসরী ব্যতীত আর কারো কাছে শুনিনি। আমার ধারণামতে তিনি ভুলে শিকার হয়েছেন। কারণ তিনি এটি তার স্মৃতি থেকে বর্ণনা করেছেন।

টীকা ঃ 'কংকর নিক্ষেপের দূরত্ব' নামাযীর সিজদার স্থান থেকে সম্মুখের দিতে তিন হাত পরিমাণ অনুমান করা হয়েছে। এতটুকু দূরত্ব দিয়ে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সুত্‌রা স্থাপনের প্রয়োজন নাই (আওনুল মা'বূদ, ১খ., পৃ. ২৫৯)। তাছাড়া নামাযীর সামনে দিয়ে যা কিছুই যাতায়াত করুক, তাতে নামায নষ্ট হয় না। তবে নামাযীর একাগ্রতা নষ্ট হয়।

٧٠٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْاَنْبَارِيُّ ثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنْ مَوْلًى لِّيَزِيْدَ بْنِ نِمْرَانَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ نِمْرَانَ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلاً بِتَبُوْكَ مُقْعَدًا فَقَالَ مَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عَلٰى حِمَارٍ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اقْطَعْ أَثَرَهُ فَمَا مَشَيْتُ عَلَيْهَا بَعْدُ.

৭০৫। ইয়াযীদ ইবনে নীমরান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাবুকে এক খোঁড়া লোককে দেখতে পেলাম। সে বললো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায

পড়ছিলেন। আমি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে তার সামনে দিয়ে অতিক্রম করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'হে আল্লাহ! এর পা কেটে দাও'। তারপর থেকেই আমি আর হাঁটতে পারি না।

٧٠٦- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ يَعْنِي الْمُذْحَجِيَّ ثَنَا اَبُوْ حَيْوَةَ عَنْ سَعِيْدٍ بِاِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فَقَالَ قَطَعَ صَلاَتَنَا قَطَعَ اللّٰهُ اَثَرَهُ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَرَوَاهُ اَبُوْ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ فِيْهِ اَيْضًا قَطَعَ صَلاَتَنَا.

৭০৬। সাঈদ (র) কর্তৃক একই সনদ ও অর্থে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে আরো আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ সে আমাদের নামায নষ্ট করে দিয়েছে। আল্লাহ তার পা কেটে দিন! আবু দাউদ (র) বলেন, মুসহিরও সাঈদ থেকে উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতেও রয়েছে, "সে আমার নামায নষ্ট করে দিয়েছে"।

٧٠٧- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ الْهَمْدَانِيُّ ح وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ قَالاَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ مُعَاوِيَةُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ نَزَلَ بِتَبُوْكَ وَهُوَ حَاجٌّ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مُقْعَدٍ فَسَاَلَهُ عَنْ اَمْرِهِ فَقَالَ سَاُحَدِّثُكَ حَدِيْثًا فَلاَ تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ اَنِّيْ حَيٌّ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِتَبُوْكَ اِلٰى نَخْلَةٍ فَقَالَ هٰذِهِ قِبْلَتُنَا ثُمَّ صَلّٰى اِلَيْهَا قَالَ فَاَقْبَلْتُ وَاَنَا غُلاَمٌ اَسْعٰى حَتّٰى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ قَطَعَ صَلٰوتَنَا قَطَعَ اللّٰهُ اَثَرَهُ فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا اِلٰى يَوْمِيْ هٰذَا.

৭০৭। সাঈদ ইবনে গাযওয়ান (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি হজ্জ ব্যপদেশে তাবূকে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক খোঁড়া লোক দেখতে পেলেন। তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। লোকটি বললো, আমি আপনার নিকট একটি কথা বলবো। তবে শর্ত হল, আমি যদ্দিন জীবিত থাকবো, ততদিন পর্যন্ত আপনি তা কাউকে বলতে পারবেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবূকে অবতরণ করে একটি গাছের কাছে গেলেন। তিনি বললেন ঃ এটাই আমাদের কিবলা (সুত্রা)। এই বলে সেদিকে ফিরে নামায শুরু করলেন। আমি দৌড়ে সেখানে আসলাম। আমি তখন বালক ছিলাম। আমি তাঁর ও সেই গাছের মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করলাম। তিনি বললেন ঃ সে আমাদের নামায কেটে দিয়েছে। আল্লাহ! তুমিও তার পদচিহ্ন মিটিয়ে দাও। সেদিন থেকে আজকের এদিন পর্যন্ত আমি আর পায়ে ভর করে দাঁড়াতে পারিনি।

بَابُ سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

অনুচ্ছেদ-১১১ ঃ ইমামের সুত্‌রা মোক্তাদীর জন্য যথেষ্ট

٧٠٨- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عِيْسَى بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ هَبَطْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ثَنِيَّةِ اَذَاخِرَ فَحَضَرَتِ الصَّلٰوةُ يَعْنِىْ فَصَلّٰى اِلٰى جَدْرٍ فَاتَّخَذَهُ قِبْلَةً وَنَحْنُ خَلْفَهُ فَجَاءَتْ بُهْمَةٌ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا زَالَ يُدَارِئُهَا حَتّٰى لَصِقَ بَطْنُهُ بِالْجَدْرِ وَمَرَّتْ مِنْ وَّرَائِهِ اَوْ كَمَا قَالَ مُسَدَّدٌ.

৭০৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ‘সানিয়্যাতু আযাখির’ নামক স্থানে অবতরণ করলাম। নামাযের সময় হলে তিনি দেয়ালের দিকে কেবলামুখী হয়ে নামায পড়লেন। আমরাও তাঁর পেছনে নামাযে দাঁড়ালাম। একটি ছাগলছানা এসে তাঁর সামনে দিয়ে অতিক্রম করছিল। তিনি সেটিকে বাধা দিতে থাকলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাঁর পেট দেয়ালের সাথে লেগে গেল। অবশেষে ছানাটি তার পেছন দিয়ে চলে গেলো।

٧٠٩- حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالاَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّىْ فَذَهَبَ جَدْىٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَتَّقِيْهِ.

৭০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়ছিলেন। একটি ছাগলছানা তাঁর সম্মুখ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাকে ফিরিয়ে রাখছিলেন (বাধা দিচ্ছিলেন)।

بَابُ مَنْ قَالَ الْمَرْاَةُ لاَ تَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ-১১২ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে মহিলাদের যাতায়াতে নামায ভংগ হয় না

٧١٠- حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنْتُ بَيْنَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ شُعْبَةُ وَاَحْسِبُهَا قَالَتْ وَاَنَا حَائِضٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ رَوَاهُ الزُّهْرِىُّ وَعَطَاءُ وَاَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ وَهِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ وَاَبُوالْاَسْوَدِ وَتَمِيْمُ بْنُ سَلَمَةَ كُلُّهُمْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَاَبُو

الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَاَبُوْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَذْكُرُوْا وَاَنَا حَائِضٌ.

৭১০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (নামায পড়াকালে) ও কেবলার মধ্যবর্তী স্থানে ছিলাম। শো'বা (র) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছিলেন, আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম... কাসেম ইবনে মুহাম্মাদ ও আবু সালামা আয়েশা (রা) থেকে যে বর্ণনা করেছেন, তাতে 'আমি তখন হায়েয অবস্থায় ছিলাম' কথাটুকু উল্লেখ করেননি।

٧١١- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ ثَنَا زُهَيْرٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّيْ صَلٰوتَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَهِيَ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ رَاقِدَةٌ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِيْ يَرْقُدُ عَلَيْهِ حَتّٰى اِذَا اَرَادَ اَن يُّوْتِرَ اَيْقَظَهَا فَاَوْتَرَتْ.

৭১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা নামায পড়তেন। আর তিনি তাঁর ও কেবলার মধ্যবর্তী স্থানে ঐ বিছানায় ঘুমিয়ে থাকতেন, যেখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘুমাতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বিত্র নামায পড়ার ইচ্ছা করতেন, তখন তাকে জাগিয়ে দিতেন এবং তিনিও বিত্র পড়তেন।

٧١٢- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ بِئْسَ مَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْحِمَارِ وَالْكَلْبِ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيْ وَاَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِيْ فَضَمَمْتُهَا اِلَيَّ ثُمَّ يَسْجُدُ.

৭১২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের বরাবর করে দিয়েছ। আমি তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি তিনি নামায পড়তেন। আর আমি তাঁর সামনে আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতে চাইতেন, আমার পাশে চিমটি কাটতেন, তখন আমি আমার পা গুটিয়ে ফেলতাম। তারপর তিনি সেজদা করতেন।

٧١٣- حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ ثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ اَبِي النَّضْرِ عَنْ اَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَكُوْنُ نَائِمَةً وَرِجْلَايَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّسْجُدَ ضَرَبَ رِجْلِيْ فَقَبَضْتُهَا فَسَجَدَ.

৭১৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ঘুমিয়ে থাকতাম। আমার দুই পা থাকতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে। তিনি রাতের বেলা নামায পড়তেন। তিনি যখন সিজদা করতে চাইতেন, তখন আমার পায়ে আঘাত করতেন। আমি তা গুটিয়ে নিতাম অতঃপর তিনি সিজদা করতেন।

٧١٤- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْقَعْنَبِىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ يَعْنِى ابْنَ مُحَمَّدٍ وَّهٰذَا لَفْظُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ اَنَامُ وَاَنَا مُعْتَرِضَةً فِىْ قِبْلَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا اَمَامَهُ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُّوْتِرَ زَادَ عُثْمَانُ غَمَزَنِىْ ثُمَّ اتَّفَقَا فَقَالَ تَنَحَّى.

৭১৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে কিবলার দিকে ঘুমিয়ে থাকতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায পড়তেন। আমি তাঁর সামনেই আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন বিত্র নামায পড়তে চাইতেন, আমাকে চিমটি কাটতেন আর বলতেন ঃ ওঠো এবং পাশে দাঁড়াও।

بَابُ مَنْ قَالَ الْحِمَارُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ-১১৩ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে গাধা অতিক্রম করলে নামায ভংগ হয় না

٧١٥- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاِحْتِلاَمَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ بِمِنًى فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ فَاَرْسَلْتُ الاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَالِكَ اَحَدٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ وَهٰذَا لَفْظُ الْقَعْنَبِىِّ وَهُوَ اَتَمُّ قَالَ مَالِكٌ وَاَنَا اَرٰى ذَالِكَ وَاسِعًا اِذَا قَامَتِ الصَّلٰوةُ.

৭১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি মাদী গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে আসলাম। সে সময় আমি বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সের ছিলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনাতে লোকদের নামায পড়াচ্ছিলেন। আমি একটি কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করে গেলাম। তারপর গর্দভীর পিঠ থেকে নামলাম এবং সেটিকে ঘাস খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। অতঃপর আমি কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। কেউ আমাকে এ ব্যাপারে নিষেধ করেনি। আবূ দাঊদ (র) বলেন, এটা কা'নাবীর বর্ণনা। এটাই পূর্ণাংগ। ইমাম মালিক (র) বলেন, ইমামের সম্মুখ দিয়ে গেলে নামাযের ক্ষতি হয় কিন্তু কাতারের সামনে দিয়ে অতিক্রম করলে কোন ক্ষতি নেই।

٧١٦- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ عَنْ اَبِى الصَّهْبَاءِ قَالَ تَذَاكَرْنَا مَا يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ جِئْتُ اَنَا وَغُلاَمٌ مِّنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلٰى حِمَارٍ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّىْ فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ اَمَامَ الصَّفِّ فَمَا بَالاَهُ وَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَدَخَلَتَا بَيْنَ الصَّفِّ فَمَا بَالٰى ذَالِكَ.

৭১৬। আবুস সাহবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট যেসব কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায় এমনসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করলাম। ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, বনু আবদুল মুত্তালিবের এক বালক এবং আমি গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। গাধার পিঠ থেকে সে নামলো, আমিও নামলাম। আমরা গাধাটিকে কাতারের সামনে ছেড়ে দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। এরপর বনু আবদুল মুত্তালিবের দু'টি বালিকা আসলো। কাতারের মধ্যে প্রবেশ করলো। এতেও তিনি কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

٧١٧- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ وَدَاوُدُ بْنُ مِخْرَاقٍ الْفِرْيَابِىُّ قَالاَ ثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ بِاِسْنَادِهٖ قَالَ فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اقْتَتَلَتَا فَاَخَذَهُمَا قَالَ عُثْمَانُ فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ دَاوُدُ فَنَزَعَ اِحْدَاهُمَا مِنَ الْاُخْرٰى فَمَا بَالٰى ذَالِكَ.

৭১৭। মানসূর (র) থেকে একই সনদে উক্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আবদুল মুত্তালিব গোত্রের দু'টি মেয়ে ঝগড়া করতে করতে আসলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের ধরে ফেললেন, তারপর উভয়কে পৃথক করে দিলেন কিন্তু সেদিকে কোনরূপ ভ্রূক্ষেপ করলেন না।

بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الْكَلْبُ الصَّلاَةَ

অনুচ্ছেদ-১১৪ ঃ নামাযীর সামনে দিয়ে কুকুর গেলে নামায নষ্ট হয় না

٧١٨- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِىْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ عَنْ يَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِىٍّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِىْ بَادِيَةٍ لَّنَا وَمَعَهُ عَبَّاسٌ فَصَلَّى فِىْ صَحْرَاءَ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ وَحِمَارَةٌ لَّنَا وَكَلْبَةٌ تَعْبَثَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَمَا بَالَى ذَالِكَ.

৭১৮। আল-ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। আমরা তখন আমাদের বাগানে ছিলাম। তাঁর সাথে ছিলেন আব্বাস (রা)-ও। তিনি বালুভূমিতে নামায পড়লেন। তাঁর সামনে কোন সুত্‌রা ছিল না। আমাদের মাদী গাধাটি ও কুকুরটি তাঁর সামনেই লাফালাফি (ও খেলাধূলা) করছিল। তিনি তার কোন পরোয়া করলেন না।

بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

অনুচ্ছেদ-১১৫ ঃ সামনে দিয়ে যাই যাক, নামায নষ্ট হবে না

٧١٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ اَنَا اَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلٰوةَ شَيْءٌ وَادْرَءُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

৭১৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের সামনে দিয়ে যাই যাক না কেন, তাতে নামায ভংগ হয় না। তবে সাধ্যানুযায়ী তোমরা তা বাধা দেবে। কারণ তা হচ্ছে একটা শয়তান।

٧٢٠- حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا مُجَالِدٌ ثَنَا اَبُو الْوَدَّاكِ قَالَ مَرَّ شَابٌّ مِّنْ قُرَيْشٍ بَيْنَ يَدَىْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَهُوَ يُصَلِّىْ فَدَفَعَهُ ثُمَّ عَادَ فَدَفَعَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اِنَّ الصَّلٰوةَ لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ وَّلٰكِنْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ ادْرَءُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَانَّهُ شَيْطَانٌ. قَالَ اَبُوْ دَاوُدَ اِذَا تَنَازَعَ الْخَبْرَانِ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُظِرَ اِلٰى مَا عَمِلَ بِهِ اَصْحَابُهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدِهِ.

৭২০। আবুল ওয়াদ্দাক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক কুরাইশ যুবক আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-র সামনে দিয়ে অতিক্রম করলো। তিনি তখন নামায পড়ছিলেন। তিনি তাকে বাধা দিলেন। সে আবার আসলে তিনি তাকে আবারো বাধা দিলেন। এরূপ তিনবার হলো। নামাযশেষে তিনি বললেন, বস্তুত নামাযকে কোন কিছুই নষ্ট করতে পারে না। তবে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যথাসাধ্য (অতিক্রমকারীকে) বাধা দিবে। কারণ সে হচ্ছে একটা শয়তান। আবু দাউদ বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুইটি হাদীস যদি পরস্পর বিরোধী হয়, তাহলে তাঁর সাহাবীগণ যেরূপ আমল করেছেন তা বিবেচনায় আনতে হবে।

টীকা ঃ সাহাবীদের মাঝেও কোন কোন বিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে, নামাযের সামনে দিয়ে কোন মানুষ বা প্রাণী গেলে নামায নষ্ট হয় না। তবে জ্ঞাতসারে কোন লোক এরূপ করলে সে গুনাহগার হবে।

পরিশিষ্ট-১

সুনান আবু দাউদ ১ম খণ্ডের

প্রয়োজনীয় বরাতসমূহ

সুনান আবু দাউদের হাদীসসমূহ সিহাহ সিত্তার অন্যান্য যেসব কিতাবে উক্ত হয়েছে তা পাঠক ও গবেষকদের সহজ উপায়ে জানার জন্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। বিশেষ করে এতে গবেষকগণের শ্রম সাশ্রয় হবে। ক্রমিক নম্বরসমূহ প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের হাদীসসমূহেরেই ক্রমিক নম্বর। হাদীসের যে ক্রমিক নম্বরটি উক্ত হয়নি সেই হাদীসখানা কেবল ইমাম আবু দাউদ (র) রিওয়ায়াত করেছেন। সংশ্লিষ্ট হাদীসখানা অন্যান্য কিতাবে হয় একই সাহাবীর সূত্রে অথবা অন্য সাহাবীর সূত্রে, হুবহু একই শব্দে অথবা মূল পাঠের কিছুটা বিভিন্নতায়, সংক্ষেপ অথবা বিস্তারিত আকারে অথবা অংশবিশেষ বর্ণিত আছে (সম্পাদক)।

প্রথম খণ্ড

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

পবিত্রতা

১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ২০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৩১।

২। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৩৫।

৪। বুখারী, উযু, দাওয়াত; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৫; নাসাঈ, ঐ, নং ১৯।

৫। পূর্বোক্ত বরাত (৪ নং হাদীস)।

৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৬।

৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯৬; তিরমিযী, ঐ, নং ১৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৪১।

৮। মুসলিম তাহারাত, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৩; নাসাঈ, ঐ, নং ৪০।

৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৪; তিরমিযী, ঐ, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩১৮; নাসাঈ, ঐ, নং ২০, ২১ ও ২২।

১০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩১৯।

১২। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২২; নাসাঈ, ঐ, নং ২৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১১।

১৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩২৫।

১৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪।

১৫। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪২।

১৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭০; তিরমিযী, নং ৯০; ইবনে মাজা, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ৩৭।

১৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩৮; ইবনে মাজা, নং ৩৫০।

১৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৩ ও ফাদাইল; তিরমিযী, দা'ওয়াত, নং ৩৩৮১; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩০৩।

১৯। তিরমিযীত, লিবাস, নং ১৭৪৬; তাঁর শামাইল, নং ৮৮; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩০৩; নাসাঈ।

২০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯২; নাসাঈ, নং ৩১; তিরমিযী, নং ৭০; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪৭।

২১। পূর্বোক্ত বরাত।

২২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩০৯।

২৩। বুখারী, তাহারাত ও মাজালিম; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৩; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩; ইবনে মাজা, নং ৩৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৮, ২৬, ২৭ ও ২৮।

২৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২।

২৫। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৯।

২৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩২৮।

২৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ২১; ইবনে মাজা, নং ৩০৪।

২৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৩৯।

২৯। নাসাঈ, নং ৩৪।

৩০। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৭; ইবনে মাজা, নং ৩০০; মুসনাদ আহ্মাদ।

৩১। বুখারী, উযু; মুসলিম, নং ২৬৭; তিরমিযী, নং ১৫; ইবনে মাজা, নং ৩১০; নাসাঈ, নং ২৪ ও ২৫।

৩৩। বুখারী, উযু, সালাত, লিবাস, আতইমা; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৮; নাসাঈ, তাহারাত, নং ১১২; লিবাস ওয়াল-যীনাত, নং ৫০৬২; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০১।

৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৫। ইবনে মাজা, তিব্ব, নং ৩৪৯৮।

৩৬। নাসাঈ, কিতাবুল লিবাস ওয়াল-যীনাত, নং ৫০৭০।

৩৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬৩।

৪০। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৪৪; মুসনাদ আহ্মাদ, দারা কুতনী, নং ৪।

৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩১৫।

৪২। ইবনে মাজা, নং ৩২৭।

৪৪। তিরমিযী, তাহারাত, তাফসীর, নং ৩০৯৯; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৫৭।

৪৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭; মুসলিম, ঐ, নং ২৫২; ইবনে মাজা; নং ২৭৮; বুখারী, জুমুআ।

৪৭। তিরমিযী, তাহারাত, নং ২৩; মুসনাদ আহ্মাদ।

৪৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৩।

৫০। বুখারী (তা'লীকান); মুসলিম (সমার্থবোধক)।

৫২। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৬১; তিরমিযী, আদাব, নং ২৭৫৮; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৩; নাসাঈ, কিতাবুয যীনাত, নং ৫০৪৩; মুসনাদ আহ্মাদ।

৫৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৯৪।

৫৪। বুখারী; মুসলিম, নং ২৫৫; ইবনে মাজা, নং ২৮৬; নাসাঈ, নং ২।

৫৭। বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাওহীদ, তাহারাত, দা'ওয়াত, বিতর, ইল্‌ম ও লিবাস; মুসলিম, সালাত ও তাহারাত; তিরমিযী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৪৪৩, সালাত।

৫৮। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৫৩; নাসাঈ, নং ৮; ইবনে মাজা, নং ২৯।

৫৯। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৭১; মুসলিম (ইবনে উমার), নং ২৩৪; তিরমিযী (ইবনে উমার), নং ১।

৬০। বুখারী; মুসলিম, নং ২২৫।

৬১। তিরমিযী, নং ৩; ইবনে মাজা, নং ২৭৫; মুসনাদ আহ্মাদ।

৬২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৫৯; ইবনে মাজা।

৬৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৬। নাসাঈ, নং ৩২৭ ও ৩২৮; তিরমিযী, নং ৬৬।

৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২৬; তিরমিযী, নং ৬৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৭০ ও ৩৭১।

৬৯। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮১; তিরমিযী, নং ৬৮; ইবনে মাজা, নং ৩৪৩; নাসাঈ, নং ৫৮, ২২১ ও ২২২।

৭০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৪৩।

৭১। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৭৯; তিরমিযী, ঐ, নং ৯১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৬৩; নাসাঈ, নং ৬৩-৬৬, ৩৩৬, ৩৩৯ ও ৩৪০।

৭২। পূর্বোক্ত বরাত।

৭৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৭৪। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮; ইবনে মাজা, সায়দ, নং ৩২০০ ও ৩২০১; তাহারাত, নং ৩৬৫; নাসাঈ, ৬৭ ও ৩৩৮।

৭৫। নাসাঈ, তাহারাত, ৬৭ ও ২৪১; ইবনে মাজা, নং ৩৬৭; তিরমিযী, নং ৯৬।

৭৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭২; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৯।

৭৮। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৮২।

৭৯। নাসাঈ, নং ৭১ ও ৩৪৩; ইবনে মাজা, নং ৩৮১; বুখারী।

৮০। পূর্বোক্ত বরাত।

৮১। নাসাঈ, নং ২৩৯।

৮২। ইবনে মাজা, নং ৩৭৪ ও ৩৮৩; তিরমিযী, নং ৬৪।

৮৩। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৫৯, ৩৩৩, সায়দ, নং ৪৩৫৫; ইবনে মাজা, নং ৩৮৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৬৯।

৮৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৮৪।

৮৫। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫০; তিরমিযী, তাফসীর সূরা আল-আহ্কাফ।

৮৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪২; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬১৬; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, সালাত, নং ৪৯; নাসাঈ, ইমামা, নং ৮৫৩।

৮৯। মুসলিম, সালাত, নং ৫৬০।

৯০। তিরমিযী, সালাত, নং ৩৫৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৯২৩।

৯১। তিরমিযী, সালাত, ৩৫৭ নং হাদীসের পরে উদ্ধৃত।

৯২। নাসাঈ, কিতাবুল মিয়াহ, নং ৩৪৭; ইবনে মাজা; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩২৫ (আনাস), ৩২৬ (সাফীনা); তিরমিযী (সাফীনা), নং ৫৬; ইবনে মাজা, (সাফীনা), তাহারাত।

৯৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ২৬৯।

৯৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭৪।

৯৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৭৩ ও ৩৪৬; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩২৫ ও ৩২৬ (সাফীনা)।

৯৬। ইবনে মাজা, কিতাবুদ দু'আ, নং ৩৮৬৪।

৯৭। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪২; নাসাঈ, ঐ, নং ১৪২; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৫০।

৯৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১০০। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৭১।

১০১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৩৯৯; আহ্মাদ; তিরমিযী, ঐ, নং ২৬ (সাঈদ ইবনে যায়েদ)।

১০২। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৩। আহ্মাদ, বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৩৯৩; তিরমিযী, ঐ, নং ২৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১।

১০৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৫। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৬। বুখারী, তাহারাত, রিকাক, সাওম; মুসলিম, ঐ, নং ২২৬; ইবনে মাজা, ঐ, নং ২৮৫; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৪।

১০৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১০৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১১০। পূর্বোক্ত বরাত।

১১১। নাসাঈ, তাহারাত, নং ৯৩, ৯৪ ও ৯৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৪৮।

১১২। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৫। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৬। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১১৮। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৩৫; তিরমিযী, ঐ, নং ২৮; নাসাঈ, ঐ, ৯৭, ৯৮, ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৩৪।

১১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১২০। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৫।

১২১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪২।

১২২। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৬। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪০; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৩।

১২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১২৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৩১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৪১।

১৩৩। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১০১; তিরমিযী, ঐ, নং ৩৬; ইবনে মাজা, নং ৪৩৯।

১৩৪। তিরমিযী, নং ৩৭; ইবনে মাজা, নং ৪৪৪।

১৩৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪২২।

১৩৬। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৪৩

১৩৭। বুখারী, তাহারাত (উযু অধ্যায়); তিরমিযী, ঐ, নং ৪২; নাসাঈ, নং ৮০; ইবনে মাজা নং ৪১১।

১৩৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪০। বুখারী, উযু; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৭; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৬; নাসাঈ, ঐ, নং ৮৮।

১৪১। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪০৮।

১৪২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩৮ (সাওম); নাসাঈ, ঐ, নং ১১৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪০৭।

১৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪৪। পূর্বোক্ত বরাত।

১৪৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৪০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৪৬।

১৪৯। বুখারী, তাহারাত, লিবাস, মাগাযী, সালাত; মুসলিম, সালাত, নং ২৭৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১২৩, ১২৪ ও ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৫৪৫; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।

১৫০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫১। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৫৪। বুখারী, সালাত; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭২; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৪২।

১৫৫। তিরমিযী, আদাব, নং ২৮২১; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৪৯, লিবাস, নং ৩৬২০; তিরমিযী, শামাইল, নং ৬৯।

১৫৭। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৩।

১৫৮। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৫৭।

১৫৯। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৫৯।

১৬১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৯৮।

১৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৫। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৫০; তিরমিযী, ঐ, নং ৯৭।

১৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৩৪, ১৩৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৬১; তিরমিযী, নং ৫০ (আবু হুরায়রা)।

১৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।

১৬৯। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৩৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৫৫।

১৭০। পূর্বোক্ত বরাত।

১৭১। বুখারী, তাহারাত; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩১, তিরমিযী, ঐ, নং ৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫০৯।

১৭২। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৭৭; তিরমিযী, ঐ, নং ৬১; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৩।

১৭৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬৬৫ (উমার); মুসলিম, তাহারাত, নং ২৪৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৬।

১৭৬। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬১; নাসাঈ, ঐ, নং ১৬০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৩।

১৭৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬২; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫১৬।

১৭৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৭০; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৫০২।

১৭৯। পূর্বোক্ত বরাত।

১৮১। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৬৩; তিরমিযী, ঐ, নং ৮২; ইবনে মাজা, নং ৪৭৯।

১৮২। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৬৫; তিরমিযী, নং ৮৫; ইবনে মাজা, নং ৪৮৩।

১৮৪। তিরমিযী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।

১৮৫। ইবনে মাজা, যবাইহ্, নং ৩১৭৯।

১৮৬। মুসলিম, যুহ্দ, নং ২৯৫৭।

১৮৭। বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৪।

১৮৮। তিরমিযী, শামাইল, নং ১৬৭।

১৮৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৮৮।

১৯০। বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৩; নাসাঈ, নং ১৮৩ (ইবনে আব্বাস)।

১৯১। বুখারী, আতইমা; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৮০; নাসাঈ (জাবের), নং ১৮৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৮৯।

১৯২। পূর্বোক্ত বরাত।

১৯৪। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫২; তিরমিযী, নং ৭৯; ইবনে মাজা, নং ৪৮৫; নাসাঈ, নং ১৭১, ১৭২, ১৭৩ ও ১৭৪।

১৯৫। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৮০।

১৯৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৮৭; বুখারী; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৫৮; তিরমিযী, ঐ, নং ৮৯; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৪৯৮।

১৯৯। বুখারী ও মুসলিম।

২০০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭৬; তিরমিযী, ঐ, নং ৭৮।

২০১। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭০; বুখারী।

২০২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ৭৭।

২০৩। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৪৭৭।

২০৪। ইবনে মাজা; তিরমিযী, নং ১৪৩।

২০৫। তিরমিযী, রিদা' (দুধপান), নং ১১৬৪; (আলী ইবনে তালক), নং ১১৬৬।

২০৬। বুখারী, ইলম, তাহারাত; মুসলিম, তাহারাত; তিরমিযী, নং ১৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫০৪; নাসাঈ, ঐ, নং ১৫২ থেকে ১৫৭, এবং ৪৩৬ থেকে ৪৪১ (গোসল)।

২০৭। নাসাঈ, নং ১৫৬; ইবনে মাজা, নং ৫০৫।

২০৮। পূর্বোক্ত বরাত।

২০৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২১০। ইবনে মাজা, নং ৫০৬; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৫।

২১২। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৩।

২১৪। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১০; নাসাঈ, নং ২৬৪ ও ২৬৫; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; তিরমিযী, নং ১৪০; ইবনে মাজা।

২১৫। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৪৬; তিরমিযী, নং ১১০; ইবনে মাজা, নং ৬০৯।

২১৬। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৪৮; ইবনে মাজা, নং ৬১০; নাসাঈ, নং ১৯১।

২১৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৪১।

২১৮। নাসাঈ, তাহারাত, নং ১৯৪; বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩০৯; ইবনে মাজা; তিরমিযী, নং ১৪০।

২১৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৯০।

২২০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩০৮; তিরমিযী, নং ১৪১; ইবনে মাজা, নং ৫৮৭; নাসাঈ, নং ২৬৩।

২২১। বুখারী, তাহারাত, নং ৩০৬; তিরমিযী, নং ১২০; ইবনে মাজা, নং ৫৮৫; নাসাঈ নং ২৬১।

২২২। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৮৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৫৭, ২৫৮ ও ২৫৯।

২২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২২৫। তিরমিযী, সালাত, নং ৬১৩; মুসনাদ আহ্মাদ, আবু দাউদ তায়ালিসী।

২২৬। নাসাঈ, নং ২২৩ ও ২২৪ (সংক্ষিপ্ত); ইবনে মাজা।

২২৭। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৬২; ইবনে মাজা, লিবাস।

২২৮। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৮; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৮১, ৫৮২ ও ৫৮৩; নাসাঈ।

২২৯। তিরমিযী, নং ১৪৬; নাসাঈ, নং ২৬৬ ও ২৬৭; ইবনে মাজা, নং ৫৯৪।

২৩০। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৭২; নাসাঈ, নং ২৬৮; ইবনে মাজা, নং ৫৩৫।

২৩১। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৭১; তিরমিযী, ঐ, নং ১২২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৪।

২৩২। ইবনে মাজা, তাহারাত (উম্মে সালামা)।

২৩৪। পূর্বোক্ত বরাত।

২৩৫। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ (কিছু শব্দের পার্থক্য সহকারে)।

২৩৬। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১১৩; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬১২।

২৩৭। মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৩১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৩।

২৩৮। বুখারী, গোসল; মুসলিম, নং ৩২১; নাসাঈ, নং ২২৯।

২৩৯। বুখারী, তাহারা, মুসলিম, ঐ, নং ৩২৭; নাসাঈ, নং ২৫১; ইবনে মাজা, নং ৫৭৫।

২৪০। বুখারী, গোসল; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৮; নাসাঈ, নং ৪২৪।

২৪১। নাসাঈ, তাহারাত, ইবনে মাজা, ঐ, নং ৫৭৪।

২৪২। বুখারী, মুসলিম, তাহারাত, নং ৩২১, তিরমিযী, ঐ, নং ১০৪; ইবনে মাজা, ঐ, নং, ৫৭৪।

২৪৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৪৫। বুখারী ও মুসলিম, তাহারাত, নং ৩১৭; তিরমিযী, নং ১০৩; নাসাঈ, নং ২৫৪; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৭৩।

২৪৮। তিরমিযী, নং ১০৬; ইবনে মাজা, নং ৫৯৭।

২৪৯। ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৫৯৯।

২৫০। তিরমিযী, নং ১০৭; নাসাঈ, নং ২৫৩; ইবনে মাজা, নং ৫৭৯।

২৫১। মুসলিম, নং ৩৩০; নাসাঈ, নং ৩৪২; তিরমিযী, নং ১০৫; ইবনে মাজা।

২৫২। পূর্বোক্ত বরাত।

২৫৩। বুখারী (অনুরূপ)।

২৫৮। মুসলিম, নং ৩০২; তিরমিযী, নং ২৯৮১; ইবনে মাজা ও নাসাঈ, নং ২৮৯।

২৫৯। মুসলিম, নং ৩০০; ইবনে মাজা, নং ৬৪৩; নাসাঈ, নং ২৮০।

২৬০। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩০১; ইবনে মাজা, নং ৬৩৪; নাসাঈ, নং ২৭৫।

২৬১। মুসলিম, নং ২৯৮; তিরমিযী, নং ১৩৪; নাসাঈ, নং ২৭২; ইবনে মাজা, নং ৬৩২।

২৬২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৫; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩০; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৩১; নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৮২।

২৬৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৪। তিরমিযী (ইবনে আব্বাস), নং ১৩৬ ও ১৩৭; নাসাঈ, নং ২৯০ ও ৩৭০; ইবনে মাজা, নং ৬৪০।

২৬৫। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৬। পূর্বোক্ত বরাত।

২৬৭। বুখারী, তাহারাত, নং ২৯৪; নাসাঈ, ঐ, নং ২৮৮।

২৬৮। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩২; নাসাঈ, নং ২৮৬; ইবনে মাজা, নং ৬৩২।

২৬৯। নাসাঈ, নং ২৮৫।

২৭৩। বুখারী, মুবাশারাতুল হায়েয; মুসলিম, নং ২৯৩; তিরমিযী, নং ১৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৩৬; নাসাঈ, নং ২৮৬ ও ২৮৭।

২৭৪। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৯; হায়েয, নং ৩৫৫; ইবনে মাজা, তাহারাত, নং ৬২৩।

২৭৫। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৬। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৭। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

২৭৯। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৭।

২৮০। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০১; তালাক।

২৮১। পূর্বোক্ত বরাত।

২৮২। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩৩; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০১ ও ৩৬৫; তিরমিযী, নং ১২৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৬।

২৮৩। পূর্বোক্ত বরাত।

২৮৫। বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৩৪; নাসাঈ, নং ২০৫; ইবনে মাজা।

২৮৬। নাসাঈ, নং ২০১।

২৮৭। তিরমিযী, নং ১২৮; ইবনে মাজা, নং ৬২২ ও ৬২৭; ইমাম আহ্‌মাদ (র) মুসনাদের ২য় খণ্ডে, নং ৪৩৯; ইমাম শাফিঈ (র), কিতাবুল উম্ম, ১ম খণ্ড, নং ৫১; বায়হাকী, হাকেম।

২৮৮। মুসলিম, হায়েয, নং ৩৩৪; নাসাঈ, তাহারাত, নং ২০৭।

২৮৯। পূর্বোক্ত বরাত।

২৯০। পূর্বোক্ত বরাত।

২৯১। নাসাঈ, নং ৩৫৭।

২৯৩। ইবনে মাজা (উম্মে বাক্‌র থেকে)।

২৯৪। নাসাঈ, হায়েয, নং ৩৬০।

২৯৭। তিরমিযী, নং ১২৬; ইবনে মাজা, নং ৬২৫।

২৯৮। নাসাঈ, নং ৩৬৩।

৩০৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৩০৪। নাসাঈ, নং ২০১।

৩০৫। নাসাঈ (অনুরূপ), নং ৩৫২।

৩০৭। বুখারী, হায়েয; নাসাঈ, ঐ, নং ৩৬৮; ইবনে মাজা, নং ৬৪৭।

৩১০। শরহে মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, নং ১৭ (ইমাম নববী)।

৩১১। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৪৮।

৩১২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৪। বুখারী, হায়েয; মুসলিম, ঐ, নং ৩৩২; ইবনে মাজা, নং ৬৪২; নাসাঈ, নং ২৫২।

৩১৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩১৭। বুখারী, তায়াম্মুম; মুসলিম, তাহারাত, নং ৩৬৭; নাসাঈ, ঐ, নং ৩১১; ইবনে মাজা, নং ৬৫৮।

৩১৮। ইবনে মাজা, তায়াম্মুম, নং ৫৬৫; নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩১৫।

৩১৯। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২০। নাসাঈ, নং ৩১৫; বুখারী ও মুসলিম, নং ৩৬৭; নাসাঈ।

৩২১। বুখারী, মুসলিম, হায়েয, ৩৬৮, নাসাঈ, তাহারাত, নং ৩২১।

৩২২। বুখারী, তায়াম্মুম; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৮; তিরমিযী, নং ১৪৪; নাসাই, নং ৩১৩; ইবনে মাজা, নং ৫৬৯।

৩২৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৪। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৩২৯। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ৩৬৯; নাসাঈ, নং ৩২২।

৩৩২। নাসাঈ, নং ৩২৩; তিরমিযী, নং ১২৪; মুসনাদ আহমাদ, সুনান আদ-দারা কুতনী।

৩৩৩। ইমাম আহমাদ, মুসনাদ।

৩৩৫। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৩৭। ইবনে মাজা, নং ৫৭২।

৩৩৮। বুখারী, তাহারাত; নাসাঈ, নং ৪৩৩।

৩৪০। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৫ (উমার রা.); তিরমিযী, ঐ, নং ৪৯৪; নাসাঈ (উমার রা.)।

৩৪১। বুখারী, সালাত, শাহাদাত; মুসলিম, সালাত, নং ৮৪৬, তাহারাত; নাসাঈ, সালাত, নং ১৩৭৯; ইবনে মাজা, ঐ, মুওয়াত্তা ইমাম মালেক, ঐ।

৩৪২। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৭৩।

৩৪৩। মুসলিম, জুমুআ, নং ৮৫৮।

৩৪৪। মুসলিম, নং ৮৪৬; নাসাঈ, নং ১৩৭৬; বুখারী (অনুরূপ)।

৩৪৫। নাসাঈ, নং ১৩৮২; ইবনে মাজা, নং ১০৮৭; তিরমিযী, নং ৪৯৬।

৩৪৬। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৫১। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৫০; নাসাঈ, ঐ, নং ১৩৮৬; ইবনে মাজা, নং ১০৯২; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৯।

৩৫২। বুখারী, জুমুআ; মুসলিম, ঐ, নং ৮৪৭।

৩৫৪। নাসাঈ, জুমুআ, নং ১৩৮১; তিরমিযী, সালাত, নং ৪৯৭।

৩৫৫। নাসাঈ, তাহারাত, ১২৬, (অধ্যায় নং) নং ১৮৮; তিরমিযী, সালাত, নং ৬০৫; আহমাদ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযায়মা।

৩৫৮। বুখারী, হায়েয।

৩৬১। বুখারী, তাহারাত, সালাত, বু-যু' (ক্রয়বিক্রয়) মুসলিম, তাহারাত, নং ২৯১; তিরমিযী, ঐ, নং ১৩৮; ইবনে মাজা; ঐ, মালেক, ঐ; নাসাঈ, নং ২৯৪ ও ৩৯৪।

৩৬২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৬৩। নাসাঈ, নং ২৯৩ ও ২৯৫; ইবনে মাজা, নং ৬২৮।

৩৬৬। নাসাঈ, তাহারাত, নং ২৯৫; ইবনে মাজা, ঐ।

৩৬৭। নাসাঈ, তিরমিযী।

৩৬৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৬৯। ইবনে মাজা, তায়াম্মুম, নং ৬৫৩; বুখারী, মুসলিম।

৩৭০। নাসাঈ, নং ২৮৫, ৩৭২ ও ৭৬৯; ইবনে মাজা, নং ৬৫২; মুসলিম।

৩৭১। মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৮; নাসাঈ, নং ২৯৭ থেকে ৩০২; ইবনে মাজা, নং ৫৩৭ থেকে ৫৩৯; তিরমিযী, ঐ, নং ১১৬।

৩৭২। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৭৩। বুখারী ও মুসলিম, নং ২৮৯; তিরমিযী, নং ১১৭; নাসাঈ, নং ২৯৬; ইবনে মাজা, নং ৫৩৬।

৩৭৪। বুখারী, তাহারাত; মুসলিম, ঐ, নং ২৮৭; নাসাঈ, নং ৩০৩; তিরমিযী, নং ৭১; ইবনে মাজা, নং ৫২৪।

৩৭৫। ইবনে মাজা, নং ৫২২।

৩৭৬। নাসাঈ, নং ৩০৫; ইবনে মাজা, নং ৫২৬।

৩৭৭। ইবনে মাজা, নং ৫২৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৬১০।

৩৭৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৩৮০। নাসাঈ, নং ৫৬; তিরমিযী, নং ১৪৭; ইবনে মাজা, নং ৫২৯; বুখারী, উযু, আদাব; মুসলিম, তাহারাত, নং ২৮৪, ২৭৫; নাসাঈ, আনাস (রা) থেকে, নং ৫৩, ৫৪ ও ৫৫; তিরমিযী, নং ১৪৮; ইবনে মাজা, নং ৫২৮; বুখারী ও মুসলিম।

৩৮২। বুখারী, তাহারাত।

৩৮৩। তিরমিযী, তাহারাত, নং ১৪৩; ইবনে মাজ, নং ৫৩১; দারিমী, মালেক।

৩৮৪। ইবনে মাজা, নং ৫৩৩।

৩৯০। বুখারী, সালাত; মুসলিম, মাসাজিদ, নং ৫৪৯; নাসাঈ, তিরমিযী।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

(নামায)

৩৯১। বুখারী, ঈমান, শাহাদাত, সাওম; মুসলিম, ঈমান, নং ১১; মুওয়াত্তা ইমাম মালেক; সালাত; নাসাঈ, নং ৪৫৯; সাওম, ঈমান।

৩৯৩। তিরমিযী, সালাত, নং ১৪৯; আহমাদ, শাফিঈ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী।

৩৯৪। বুখারী, সালাত; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৬৬৮; নাসাঈ, ঐ, নং ৪৯৫।

৩৯৫। মুসলিম, সালাত, নং ৬১৩; তিরমিযী, ঐ, নং ১৫২; ইবনে মাজা, নং ৬৬৭; নাসাঈ, ৫২০।

৩৯৬। মুসলিম, সালাত, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫২৩; ইমাম আহমাদ।

৩৯৭। বুখারী, মাওয়াকিত; মুসলিম, সালাত, নং ৬৪৬; নাসাঈ, নং ৫২৮।

৩৯৮। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৭; নাসাঈ, নং ৪৯৬; ইবনে মাজা, তিরমিযী।

৩৯৯। নাসাঈ।

৪০০। নাসাঈ, মাওয়াকিত, নং ৫০৪।

৪০১। বুখারী ও মুসলিম, নং ৬১৬; তিরমিযী, সালাত, নং ১৫৮।

৪০২। বুখারী, মুসলিম, কিতাবুল মাসাজিদ, নং ৬১৫; নাসাঈ, নং ৫০১; ইবনে মাজা, নং ৬৭৭; মালেক, সালাত, তিরমিযী, নং ১৫৭।

৪০৩। মুসলিম, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৭৩।

৪০৪। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৬২১; নাসাঈ, নং ৫০৭ ও ৫০৮; ইবনে মাজা, নং ৬৮২।

৪০৭। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬১২; নাসাঈ, নং ৫০৬; ইবনে মাজা, মালেক, ঐ, নং ৬৮৩; তিরমিযী, নং ১৫৯।

৪০৯। বুখারী, জিহাদ, মাগাযী, দাওয়াত, তাফসীর; মুসলিম, সালাত, নং ৬২৭; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৭; ইবনে মাজা, সালাত, নং ৬৮৪; নাসাঈ, নং ৪৭৪।

৪১০। মুসলিম, নং ৬২৯; মালেক, সালাত; নাসাঈ, নং ৪৭৩; তিরমিযী, তাফসীর, নং ২৯৮৬।

৪১১। বুখারী, তারীখ, মুসনাদ আহমাদ।

৪১২। বুখারী, মুসলিম, নং ৬০৭; ইবনে মাজা, নং ১১২২; নাসাঈ, নং ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬ ও ৫৫১; তিরমিযী, নং ৫২৪।

৪১৩। মুসলিম, সালাত, নং ৬২২; মালেক, নাসাঈ, নং ৫১২; তিরমিযী, নং ১৬০।

৪১৪। বুখারী, মুসলিম, নং ৬২৬; নাসাঈ, নং ৪৭৯; তিরমিযী, সালাত, নং ১৭৫; ইবনে মাজা, নং ৬৮৫।

৪১৬। বুখারী, মুসলিম (রাফে ইবনে খাদীজ থেকে), নং, ৬৩৭; ইবনে মাজা, নং ৬৮৭; নাসাঈ, নং ৫২১।

৪১৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৩৬; ইবনে মাজা, নং ৬৮৮; তিরমিযী, নং ১৬৪।

৪১৯। তিরমিযী, নং ১৬৫; নাসাঈ, নং ৫২৯; দারিমী।

৪২০। মুসলিম, নং ৬৩৯; নাসাঈ, নং ৫৩৮।

৪২২। নাসাঈ, নং ৫৩৯; ইবনে মাজা, নং ৬৯৩।

৪২৩। বুখারী, সালাত, নং ৬৪৫; ইবনে মাজা, নং ৬৬৯; নাসাঈ, নং ৫৪৭; তিরমিযী, নং ১৫৩।

৪২৪। নাসাঈ, নং ৫৪৯; ইবনে মাজা, নং ৬৭২; তিরমিযী, নং ১৫৪।

৪২৫। আহমাদ, নাসাঈ, নং ৪৬২; ইবনে মাজা, ইকামাতুস-সালাত, নং ১৪০১; মালেক, সালাত।

৪২৬। তিরমিযী, সালাত, নং ১৭০।

৪২৮। নাসাঈ, নং ৪৭২; মুসলিম, নং ৬৩৪।

৪২৯। ইবনে মাজা, সালাত, নং ১৪০৩।

৪৩১। মুসলিম, নং ৬৪৮, তিরমিযী, নং ১৭৬; ইবনে মাজা, নং ১২৫৬; নাসাঈ।

৪৩২। ইবনে মাজা, নং ১২৫৫।

৪৩৩। মুসনাদ আহমাদ।

৪৩৫। মুসলিম, নং ৬৮০; ইবনে মাজা, নং ৬৯৭; নাসাঈ, নং ৬২০; তিরমিযী।

৪৩৭। মুসলিম, নং ৬৮১; নাসাঈ, নং ৬১৮; ইবনে মাজা, নং ৬৯৮; তিরমিযী, নং ১৭৭।

৪৩৯। বুখারী, নাসাঈ।

৪৪০। বুখারী, নাসাঈ।

৪৪১। মুসলিম, নং ৬৮১; তিরমিযী, নং ১৭৭; নাসাঈ, নং ৬১৭।

৪৪২। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬৪৮; নাসাঈ, নং ৬১৪; ইবনে মাজা, নং ৬৯৬; তিরমিযী, নং ১৭৮।

৪৪৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৮২।

৪৪৭। নাসাঈ, নং ৬২৫।

৪৪৯। নাসাঈ, মাসাজিদ, নং ৬৯০; ইবনে মাজা, নং ৭৩৯।

৪৫০। ইবনে মাজা, মাসাজিদ, ৭৪৩।

৪৫১। বুখারী।

৪৫৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৫২৪; নাসাঈ, নং ৭০৩; ইবনে মাজা।

৪৫৫। ইবনে মাজা, নং ৭৫৮; তিরমিযী, নং ৫৯৪; ইবনে হিব্বান।

৪৫৭। ইবনে মাজা।

৪৬১। তিরমিযী, ফাদাইলুল-কুরআন, নং ২৯১৭।

৪৬৫। মুসলিম, সালাতুল মুসাফিরীন, নং ৭১৩; নাসাঈ, নং ৭৩২; ইবনে মাজা (আবু হুমাইদ), নং ৭৭২; তিরমিযী, নং ৩১৪।

৪৬৭। বুখারী, মুসলিম, নং ৭১৪; নাসাঈ, নং ৭৩১; তিরমিযী, নং ৩১৬; ইবনে মাজা, নং ১০১৩।

৪৬৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৪৯; নাসাঈ, নং ৭৩৪; তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা, নং ৭৯৯।

৪৭০। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৭৪।

৪৭১। পূর্বোক্ত বরাত।

৪৭৩। মুসলিম, নং ৬৫৮; ইবনে মাজা, নং ৭৬৭।

৪৭৪। মুসলিম, নং ৫৫২।

৪৭৫। বুখারী, তিরমিযী, নাসাঈ, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৫৫২।

৪৭৮। নাসাঈ, নং ৭২৭; তিরমিযী, নং ৫৭১; ইবনে মাজা, নং ১০২১।

৪৭৯। বুখারী, মুসলিম, নং ৫৪৭।

৪৮০। মুসলিম, নং ৫৮৪।

৪৮৩। মুসলিম, নং ৫৫৪।

৪৮৬। বুখারী, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৪৮৯। মুসলিম, নং ৫২৩।

৪৯২। ইবনে মাজা, নং ৭৪৫; তিরমিযী, সালাত, নং ৩১৭।

৪৯৩। তিরমিযী, নং ৫৮; ইবনে মাজা, নং ৪৯৪।

৪৯৪। তিরমিযী, সালাত, নং ৪০৭; মুসনাদ আহমাদ।

৪৯৯। ইবনে মাজা, নং ৭০৬; তিরমিযী, নং ১৮৯; মুসলিম, নং ৩৭৯।

৫০০। তিরমিযী, নং ১৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯।

৫০১। মুসলিম, নং ৩৭৯; তিরমিযী, নং ২৯১; ইবনে মাজা, নং ৭০৯; নাসাঈ, নং ৬৩০।

৫০২। নাসাঈ, নং ৬৩১, ৬৩২ ও ৬৩৩; মুসলিম, নং ৭০৯।

৫০৩। তিরমিযী, নং ১৯১।

৫০৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৭৮; তিরমিযী, নং ১৯৮; নাসাঈ, আযান, নং ৬২৮; ইবনে মাজা, নং ৭৩০।

৫১০। নাসাঈ, নং ৬২৯।

৫১৪। তিরমিযী, নং ১৯৯; ইবনে মাজা, নং ৭১৭।

৫১৫। নাসাঈ, নং ৬৪২; ইবনে মাজা, নং ৭২৪; মুসলিম, নং ৩৮৭।

৫১৬। বুখারী, মুসলিম, সালাত, নং ৩৮৯।

৫১৭। তিরমিযী, নং ২০৭।

৫২০। বুখারী, তাহারাত, সালাত, লিবাস, সিফাতুন-নাবিয়্যি (সা); মুসলিম, নং ৫০৩; তিরমিযী, নং ১৯৭; নাসাঈ, আযান, যীনাত, তাহারাত, নং ৬৪৪; ইবনে মাজা, নং ৭১১।

৫২১। তিরমিযী, নং ২১২, নাসাঈ (আমালুল ইয়াওম ওয়াল-লাইলাহ)।

৫২২। বুখারী, মুসলিম, নং ৩৮৩; তিরমিযী, নং ২০৮; নাসাঈ, নং ৬৭৪; ইবনে মাজা, নং ৭২০।

৫২৩। মুসলিম, নং ৩৪৮; নাসাঈ, নং ৬৭৯; তিরমিযী, নং ৩৬১৯।

৫২৫। মুসলিম, নং ৩৮৬; নাসাঈ, নং ৬৮০; তিরমিযী, নং ২১০; ইবনে মাজা, নং ৬২১।

৫২৭। মুসলিম, নং ৩৮৫।

৫২৯। বুখারী, তিরমিযী, নং ২১১; নাসাঈ, নং ৬৮১; ইবনে মাজা, নং ৭২২।

৫৩০। তিরমিযী, দাওয়াত, নং ৩৫৮৩।

৫৩১। নাসাঈ, নং ৬৭৩; তিরমিযী, নং ২০৯; মুসলিম, সালাত, নং ৪৬৮; ইবনে মাজা, নং ৭১৪; ইমাকাতুস-সালাত, নং ৯৮৭।

৫৩২। তিরমিযী, ২০৩ নং হাদীসের পরে; বুখারী, মুসলিম।

৫৩৫। মুসলিম, নং ৩৮১।

৫৩৬। মুসলিম, নং ৬৫৫; তিরমিযী, নং ২০৪; নাসাঈ, নং ৬৮৫; ইবনে মাজা, নং ৭৩৩।

৫৩৭। মুসলিম, নং ৬০৬; তিরমিযী, নং ২০২; ইবনে মাজা।

৫৩৮। তিরমিযী (১৯৮ নং হাদীসের পরে কিছু বৃদ্ধির সঙ্গে উল্লেখ করেছেন); মুসনাদ আহমাদ, ইবনে খুযায়মা, দারা কুতনী, বায়হাকী।

৫৩৯। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৬০৪; তিরমিযী, নং ৫১৭; নাসাঈ, নং ৬৮৮।

৫৪১। বুখারী, সালাত, তাহারাত; মুসলিম, সালাত, নং ৬০৫; নাসাঈ, নং ৮১০।

৫৪২। বুখারী, নাসাঈ, নং ৭৯২।

৫৪৩। নাসাঈ, নং ৮১২।

৫৪৪। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৯২।

৫৪৭। নাসাঈ, নং ৮৪৮।

৫৪৮। বুখারী, মুসলিম, নং ৬৫১; ইবনে মাজা, নং ৭৯১; তিরমিযী, নং ২১৭; নাসাঈ, নং ৮৪৯।

৫৪৯। মুসলিম, মাসাজিদ, নং ২৫৩; তিরমিযী, নং ২১৭।

৫৫০। মুসলিম, নং ৬৫৪; নাসাঈ, নং ৮৫০; ইবনে মাজা।

৫৫১। ইবনে মাজা।

৫৫২। ইবনে মাজা (আবু হুরায়রা রা.); মুসলিম, নং ৬৫৩; নাসাঈ, নং ৮৫১।

৫৫৩। নাসাঈ, নং ৮৫২; ইবনে মাজা, নং ৭৯২।

৫৫৪। নাসাঈ, নং ৮৪৪; ইবনে মাজা।

৫৫৫। মুসলিম, নং ৬৫৬; তিরমিযী, নং ২২১।

৫৫৬। ইবনে মাজা, নং ৭৮২।

৫৫৭। মুসলিম, নং ৬৬৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮৩।

৫৫৯। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩০; ইবনে মাজা।

৫৬০। ইবনে মাজা।

৫৬১। তিরমিযী, নং ২২৩; ইবনে মাজা, নং ৭৮১ (আনাস রা.)।

৫৬২। তিরমিযী, নং ৩৮৬; ইবনে মাজা।

৫৬৪। নাসাঈ, নং ৮৫৬।

৫৬৬। বুখারী, মুসলিম।

৫৬৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৫৬৮। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৫৭০।

৫৬৯। বুখারী, মুসলিম।

৫৭২। বুখারী, সালাত, কাসতাল্লানী, ২য় খণ্ড, নং ২২; মুসলিম, নং ৬০২; ইবনে মাজা, নং ৭৭৫; নাসাঈ, নং ৫৭২; তিরমিযী, নং ৩২৭।

৫৭৪। তিরমিযী (অনুরূপ)।

৫৭৫। নাসাঈ, নং ৮৫৯; তিরমিযী, নং ২১৯।

৫৭৯। নাসাঈ।

৫৮০। ইবনে মাজা, নং ৯৮৩।

৫৮১। ইবনে মাজা।

৫৮২। মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা, নাসাঈ, নং ৭৮২।

৫৮৪। মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৫; ইবনে মাজা, নং ৯৮০; নাসাঈ, নং ৭৮১।

৫৮৫। বুখারী, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯০।

৫৮৮। পূর্বোক্ত বরাত।

৫৮৯। বুখারী, সালাত, আদাব, জিহাদ; মুসলিম, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, নং ৯৭৯; নং ৭৮২।

৫৯০। ইবনে মাজা।

৫৯৩। ইবনে মাজা, নং ৯৭০।

৫৯৬। তিরমিযী, নং ৩৫৬; নাসাঈ, নং ৭৮৮।

৬০০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৬০১। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮৩৩; তিরমিযী, নং ৩৬১।

৬০২। ইবনে মাজা, নং ১২৪০।

৬০৪। নাসাঈ, ইবনে মাজা, ৮৪৬।

৬০৫। বুখারী, মুসলিম।

৬০৬। মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৬০৯। মুসলিম, নাসাঈ, নং ৮০৪; ইবনে মাজা, নং ৯৭৫।

৬১০। মুসলিম, সালাত, তাহারাত; বুখারী, তাফসীর, আদাব, তাহারাত, সালাত; তিরমিযী, ইবনে মাজা, সালাত, তাহারাত; নাসাঈ, সালাত, নং ৮০৭; তাহারাত।

৬১২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ২৩৪; নাসাঈ, নং ৮০২।

৬১৩। নাসাঈ, সালাত, ইমামাত, নং ৮০০।

৬১৪। নাসাঈ, তিরমিযী।

৬১৫। নাসাঈ, নং ৮৩৩; ইবনে মাজা, নং ১০০৬।

৬১৬। ইবনে মাজা।

৬১৭। তিরমিযী, নং ৪০৮; মাজমু' ৩য় খণ্ড, নং ৪৮১; মাআলিমুস সুনান, ১ম খণ্ড, নং ১৭৫।

৬১৮। ইবনে মাজা, নং ২৭৫; তিরমিযী, তাহারাত, নং ৩।

৬১৯। ইবনে মাজা।

৬২০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী, নং ২৮১।

৬২১। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।

৬২২। মুসলিম, নং ৪৭৪; নাসাঈ, নং ৮৩০।

৬২৩। বুখারী, মুসলিম, নং ৪২৭; তিরমিযী, নং ৫৮২; নাসাঈ, নং ৮২৯; ইবনে মাজা, নং ৯৬১।

৬২৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৫; নাসাঈ, নং ৭৬৪; ইবনে মাজা।

৬২৬। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৬; নাসাঈ, নং ৭৭০।

৬২৭। বুখারী।

৬২৮। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৩; তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৩০। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, নং ৭৬৭।

৬৩১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১৪; নাসাঈ, নং ৭৬৯।

৬৩২। নাসাঈ, নং ৭৬৬।

৬৩৩। মুসলিম, নং ৫১৮।

৬৩৪। মুসলিম (বিস্তারিতভাবে)।

৬৩৭। নাসাঈ।

৬৪১। তিরমিযী, নং ৩৭৭; ইবনে মাজা, মালেক, মুসতাদরাক হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫১।

৬৪৩। তিরমিযী, নং ৩৭৮; ইবনে মাজা (النهى عن تغطية الفم)।

৬৪৫। নাসাঈ, তিরমিযী।

৬৪৬। ইবনে মাজা, নং ১০৪২; তিরমিযী, নং ৩৮৪।

৬৪৭। নাসাঈ।

৬৪৮। নাসাঈ, নং ৭৭৭।

৬৪৯। মুসলিম, সালাত, নং ৪৫৫; নাসাঈ, ঐ; ইবনে মাজা, ঐ; বুখারী, ঐ।

৬৫৩। ইবনে মাজা।

৬৫৬। বুখারী, সালাত, মুসলিম, নং ৫১৩; নাসাঈ, নং ৭৩৯; ইবনে মাজা, নং ১০২৮; তিরমিযী (ইবনে আব্বাস রা.), নং ৩৩১।

৬৫৭। বুখারী।

৬৫৮। নাসাঈ, নং ৭৩৮; বুখারী, সালাত।

৬৬০। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৬১। মুসলিম, নং ৪৩০; নাসাঈ, নং ৮১৬; ইবনে মাজা, নং ৯৯২।

৬৬২। নাসাঈ, নং ৮১১; বুখারী, মুসলিম, নং ৪৩৬; তিরমিযী, ইবনে মাজা।

৬৬৩। পূর্বোক্ত বরাত।

৬৬৪। নাসাঈ, নং ৮১২।

৬৬৬। নাসাঈ, নং ৮২০।

৬৬৭। নাসাঈ, নং ৮১২।

৬৬৮। বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা।

৬৭১। নাসাঈ, নং ৮১৯।

৬৭২। বায়হাকী (র)-র সুনান।

৬৭৩। নাসাঈ, নং ৮২২; তিরমিযী, নং ২২৯।

৬৭৪। মুসলিম, নং ৪৩২; নাসাঈ, নং ৮১৩; ইবনে মাজা।

৬৭৫। মুসলিম, সালাত, নং ১২৩; তিরমিযী, নং ২২৮; নাসাঈ, নং ৮১৩।

৬৭৬। ইবনে মাজা, নং ১০০৫।

৬৭৮। মুসলিম, নং ৪৪০; তিরমিযী, নং ২২৪; নাসাঈ, নং ৮২১; ইবনে মাজা, নং ১০০০।

৬৮০। মুসলিম, সালাত; নাসাঈ, নং ৭৯৬; ইবনে মাজা, নং ৯৭৮।

৬৮২। ইবনে মাজা, তিরমিযী, নং ২৩০।

৬৮৩। বুখারী, নাসাঈ, নং ৮৭২।

৬৮৪। বুখারী, সালাত, নাসাঈ, নং ৮৭২।

৬৮৫। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৫; ইবনে মাজা।

৬৮৭। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৬৮৮। বুখারী, মুসলিম।

৬৮৯। ইবনে মাজা।

৬৯২। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৫২।

৬৯৪। ইবনে মাজা।

৬৯৫। নাসাঈ, নং ৭৪৯।

৬৯৬। বুখারী, মুসলিম।

৬৯৭। বুখারী, সালাত, সিফাতে ইবলিস; মুসলিম, সালাত, নং ৫০৫; ইবনে মাজা, ঐ, নং ৯৫৪; নাসাঈ, ঐ, নং ৭৫৮।

৭০০। বুখারী, মুসলিম।

৭০১। বুখারী, সালাত; মুসলিম, নং ৫০৭; নাসাঈ, নং ৭৫৭, ইবনে মাজা, নং ৯৪৫; তিরমিযী, নং ৩৩২।

৭০২। মুসলিম, তিরমিযী, নং ৩৩৮, নাসাঈ, ইবনে মাজা।

৭০৩। নাসাঈ, নং ৭৫২।

৭১১। বুখারী, মুসলিম, নং ৫১২; নাসাঈ, নং ৭৬০; ইবনে মাজা, নং ৯৫৬।

৭১২। বুখারী, নাসাঈ।

৭১৩। বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ।

৭১৫। বুখারী, মুসলিম, নং ৫০৪; তিরমিযী, নং ৩৩৭; নাসাঈ, নং ৭৫৩; ইবনে মাজা, নং ৯৪৭।

৭১৬। নাসাঈ, নং ৭৫৩।

৭১৭। পূর্বোক্ত বরাত।

৭১৮। নাসাঈ, নং ৭৫৪।